কবিবর স্বর্গীয়

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী

শ্রীকালীপ্রসন্নবিদ্যারত্ন-সম্পাদিত

(বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত)

কলিকাতা

১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "বসুমতী ইলেক্ট্রো-মেসিন প্রেসে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৭

সূচিপত্র।

বিবিধ

সূচিপত্র সমাপ্ত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী

পারমার্থিক ও নৈতিক

প্রণাম তোমায়।

প্রভাকর প্রভাতে, প্রভাতে মনোলোভা।
দেখিতে সুন্দর অতি, জগতের শোভা॥
আকাশের অকস্মাৎ, আর এক ভাব।
হয় দৃষ্ট নব সৃষ্ট, সুখদ স্বভাব॥
তরুণ তপন হয়ে, তরল তামস।
লোহিত লাবণ্য হেরি, মোহিত মানস॥
ক্রমে ক্রমে সে ভাবের, হয় ভাবান্তর।
খরতর-কর কর, হন দিবাকর॥
ক্রমেতে ক্রমের হ্রাস, পশ্চিমেতে গতি।
দিন যত গত তত, দীন দিনপতি॥
পরিশেষে পুনর্ব্বার, ঘোর অন্ধকার।
প্রণাম তোমার প্রভু, প্রণাম আমার।
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার?
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম আমার॥

প্রফুল্লিত কত ফুল, বন উপবনে।
শত শত শতদল, শোভা করে বনে।
কুসুমের বাস ছেড়ে, কুসুমের বাস॥
বায়ুভরে এসে করে, নাসিকায় বাস।
মধুভরে টলটল, ঢলঢল রূপ।
আস্তভরা হাস্য তায়, দৃশ্য অপরূপ॥
মাঝে মাঝে যত দ্বিজ, নিজ নিজ দলে।
রস খায় যশ গায়, বোসে পুষ্পদলে।
শরীর পতন করে, ধন্য তার ক্রিয়া।
বাঁচায় অসংখ্য জীব, মকরন্দ দিয়া।
ক্ষণপরে সেই শোভা, নাহি থাকে তার।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার।
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার?
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥

নয়নেতে হেরি এই, বিরূপ আভাস।
শ্বেতময় সমুদয়, অমল আকাশ॥
পুন দেখি নব নব, অসম্ভব সব।
শ্বেত, পীত, নীল, রক্ত, কৃষ্ণবর্ণ নভ॥
আরবার দেখি তায়, নাহি সেই রূপ।
সজল জলদজালে, জগৎ বিরূপ॥
নয়নেরে লজ্জা দেয়, অন্ধকাররাশি।
তাই দেখে মাঝে মাঝে, চপলার হাসি॥
সে সময় মনে মনে, ভাবি এই ভাব।
স্বভাবের সেই ভাব, হবে না অভাব॥
ক্ষণপরে চেয়ে দেখি, সকলি বিকার।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার।
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা বুঝে সাধ্য কার?
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার।

এই আমি, এই আছি, এই অবয়ব।
এই রূপ, এই রস, এই আছে সব।
এই হস্ত, এই পদ, এই আছে সব।
এই এই, আর সেই, পরে এই শুব॥
এই ভ্রাতা, এই পুত্র, এই পরিবার।
এই হাস্য, এই সুখ, এই হাহাকার॥
এই ভাব, এই ভক্তি, এই বিলোকন।
এই চিন্তা, এই শক্তি, এই বুদ্ধি মন॥
এই মেধা, এই মত, এই অনুমান।
এই তুমি এই আমি, এই অভিমান।

ক্ষণপরে আমি কোথা, কেবা আর কার?
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার।
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার?
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার।

প্রার্থনা।

এত দিন বেঁচে আছি, তোমার কৃপায়।
হুই হুই করিতেছি, ভবের সভায়।
যে পথে চালাও তুমি, সেই পথে চলি।
যেরূপ বলাও তুমি, সেইরূপ বলি।
আমি বলি আমি চলি, সাধ্য কিন্তু নাই।
চালাও বলাও তুমি, চলি বলি তাই।
বল্ বল্, তব বল, সেই বলে বলি।
বল বল তব বল, সেই বলে বলী।
স্ববলে এ বল তুমি, যখন হরিবে।
আমি তুমি বলাবলি, কে আর করিবে?
আছি আমি, আর আমি, রহিব না মোলে।
যে তুমি সে তুমি রবে, আমি যাব চ'লে।
কি হইব, কোথা যাব, কি বলিতে পারি।
মিশাবে জলধিজলে, জলধির বারি।
আছে সব হলে শব, যাবে সব চুকে।
আমি এসে আমি আর, বলিব না মুখে।
ভ্রমেতে ঘুরিবে সব, করি হাহাকার।
ঘুচিল নশ্বর দেহ, ঈশ্বর তোমার।
নশ্বর ঈশ্বর আমি, বুঝাইব কায়।
ঈশ্বর যাবার নয়, ঈশ্বর কি যায়?
ছিল গুপ্ত হলো গুপ্ত, গুপ্ত কোথা আছে।
সকলি হইস গুপ্ত, ঈশ্বরের কাছে।
তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যক্ত কভু নও।
কেমনে করিব ব্যক্ত, ব্যক্ত যদি হও?
থাকে গুপ্ত, গুপ্ত থাক, ব্যক্তে নাহি ফল।
কমলে পড়িবে শেষ, কমলের জল।
যত দিন আছি আমি, যত দিন থাকি।
আমার জানিয়া তুমি, তোমারেই ডাকি।
তোমার করুণা বিনা, সুখ কিসে হবে?
তুমি যদি সুখী কর, সুখ পাব তবে।
সন্তোষের ধন তত্ত্বা, ভবের ভাণ্ডারে।
তুমি যদি নাহি দেও, কে লইতে পারে
সুখেতে করেছি কত সুভোগ সম্ভোগ।
দিয়েছ, হয়েছে তায়, সুখের সংযোগ।
যোগ ভোগ দুই ইচ্ছা, সকলের মনে।
ভোগ ভোগ, যোগ যোগ, হইবে কেমনে॥
ভোগ যেন কর্ম্মভোগ, ভুগিতে না হয়।
যোগে যেন অনুযোগ, কখন না রয়।
কিরূপে মনের ভাব, করিব প্রকট।
করিবার কিছু নাই, তোমার নিকট।
চলিবার বলিবার, শেষ হলো সব।
ব'লে ক'য়ে একেবারে, হলেম নীরব।

প্রার্থনা।

ধ'রে মানুষের দেহ, মানুষে করিয়ে স্নেহ,
মিছা কাল করিলাম বই।
স্বরূপ মানুষ হই এমন মানুষ কই?
আমি তো মানুষ নিজে নই।
কোথা বিভু বিশ্বকর, আমায় করিয়া নর,
বেদনা দিতেছ কেন [illegible]
কর দেখি উপদেশ, কেন [illegible] প্রাণ যেন,
কেন দিলে এত অহঙ্কার?
তুমি নাথ ইচ্ছাময়, কর যাহা ইচ্ছা হয়,
ইচ্ছায় চালিছ, এ সংসার।
যে কলে চালাও চলি, যে বলে বলাও বলি,
সম্ভাবনা কি আছে আমার?
যা হোক্ তা হোক্ নাথ, আজ কিবা সুপ্রভাত,
প্রণিপাত চরণে তোমার।
মধুর মধুর ভাব, তুমি তায় আবির্ভাব,
সকলেতে করিছ বিহার।
কান্তপ্রিয় এই কান্ত, অভিশান্ত ঋতুকান্ত,
মরি কিবা কান্ত মনোহর।
যার বলে বলাক্রান্ত, নাশিয়া নিশির ধ্বান্ত,
নিশাকান্ত কান্ত করে কর।
বিগত বিশেষ দায়, প্রভাকর প্রভা পায়,
ক্রমে তার বাড়িছে প্রভাব।
প্রভাকরকর-করে, প্রভাকর কর করে,
প্রভাকর করের কি ভাব।
ডাকে প্রভাকর-কর, ওহে প্রভাকর-কর,
মনোহর হও দয়াময়।
কেহ নাহি জানে গুপ্ত, বলে হে ঈশ্বর গুপ্ত,
তুমি ব্যক্ত চরাচরময়।

মায়া।

ঈশ্বররূপ নাট্যশালা দৃশ্য মনোহর।
শোভিত সুচারু আলো সূর্য্য শশধর॥
স্বভাব স্বভাবে লয়ে সম্পাদনভার।
করিছে সকল সূত্র হয়ে সূত্রধার॥
জলধর বাদ্যকর বাদ্য করে কত।
সমীরণ সঙ্গীত করিছে অবিরত॥
ছয় কালে ছয় কাল হয় ছয় রূপ।
রঙ্গভূমে রঙ্গ করে ভাঁড়ের স্বরূপ॥
অধিকারী একমাত্র অখিলপালক।
আমরা সকলে তাঁর যাত্রার বালক॥
প্রকৃতি-প্রদত্ত সাজ শরীরেতে লয়ে
বহুরূপ সঙ সাজি বহুরূপী হয়ে॥
শিশুকালে একরূপ সহজে সরল।
অথল অপূর্ব্ব ভাব অবল অচল॥
সুকোমল কলেবর অতি সুললিত।
নব নবনীত সম লাবণ্য গলিত॥
ফণী, জল, অনলেতে কিছু নাই ভয়
নাহি জানে ভাল মন্দ সদানন্দময়॥
আইলে যৌবনকাল আর একরূপ।
যুবক সূর্য্যের সম দীপ্ত হয় রূপ॥
দিন দিন বৃদ্ধি হয় শারীরিক বল।
নানারূপ চিন্তা হেতু মানস চঞ্চল॥
ইন্দ্রিয়ের সুখ হেতু কত প্রকরণ।
বহুবিধ অনুষ্ঠান অর্থের কারণ॥
পরিশেষে বৃদ্ধকাল কালের অধীন।
কৃষ্ণপক্ষে শশী প্রায় দিন দিন ক্ষীণ॥
আছে চক্ষু কিন্তু তায় দেখা নাহি যায়।
আছে কর্ণ কিন্তু তায় শব্দ নাহি ধায়।
আছে কর কিন্তু তাহা না হয় বিস্তার।
আছে পদ কিন্তু নাই গতিশক্তি তার॥
পলিত কুন্তলজাল গলিত দশন।
লোলিত গাত্রের মাংস স্খলিত বচন॥
ছিল আগে এই দেহ সবল সচল।
এখন ধরিল গিরি স্বভাবে অচল॥
ওহে জীব ভাল তুমি রঙ করিয়াছ।
তিন কালে তিন রূপ সঙ সাজিয়াছ॥
কেবল কুহকে ভুলে কৌতুক দেখাও।
আপনি কৌতুক কিছু দেখিতে না পাও॥
ভাল কোরে যাত্রা কর বুঝে অভিপ্রায়।
কর তাই অধিকারী তুষ্ট হন যায়॥
যাত্রা কোরে তুমি যাবে আমি যাব চ'লে।
এ যাত্রার শেষ হবে গঙ্গাযাত্রা হ'লে॥
স্থিরভাবে এক খেলা খেল চিরকাল।
ভাল ভাল ভাল বাজী জগদিন্দ্রজাল॥
ছায়াবাজী মায়াবাজী কত বাজী জোর।
ভাবিলে ভবের বাজী, বাজী হয় ভোর॥
হায় এ কি অপরূপ ঈশ্বরের খেলা।
এক ভূতে রক্ষা নাই পাঁচ ভূতে মেলা॥
ভূতে ভূতে যোগাযোগ ভূতে করে রব।
দেখিয়া ভূতের কাণ্ড অভিভূত সব॥
ভূতের আকার নাই বলে কেহ কেহ।
দেখিলাম এ ভূতের মনোহর দেহ॥
কবে ভূত ছিল ভূত আবির্ভূত কবে।
পুনরায় এই ভূত কবে ভূত হবে॥
ভূতের বাসায় থাকো দেখ নাকো চেয়ে।
দিবানিশি তোমারে হে ভূতে আছে পেয়ে॥
ভূতের সহিত সদা করিছ বিহার।
অথচ জান না কিছু ভূতের ব্যাপার॥
কখনো নিগ্রহ করে কভু করে দয়া।
নাহি মানে রাম নাম নাহি মানে গয়া॥
এই ভূত করিয়াছে রামের গঠন।
এই ভূত করিয়াছে গয়ার সৃজন॥
এই ভূতে রহিয়াছে বিশ্ব জড়ীভূত।
হোলিখোট ছাড়া নন এই পাঁচ ভূত
ভূতনাথ ভগবান্ ভূতের আধার
সর্ব্বভূতে সমভাবে আবির্ভাব যাঁর॥
ভূত হবে কলেবর ভূতের সদন।
অতএব ভূতনাথে সদা ভাব মন॥
আসিয়াছ জগতের মেলা দরশনে।
দেখ দেখ দেখ জীব যত সাধ মনে॥
কিন্তু এক উপদেশ কর অবধান।
ঠাটের হাটের মাঝে হও সাবধান॥
দেখো যেন মনে কভু নাহি হয় ভুল।
কোরো না কাচের সহ কনকের তুল॥
তাঁরে দেখ একবার যাঁর এই মেলা।
মেলার আমোদে মেতে দেখোনাক মেলা॥

সাম্য।

সকলেরে জ্ঞান কর আপনার সম।
তাহাতেই সিদ্ধ হবে দম আর শম।

পরিমাণ করি মান মান রাখ মানে।
সমানে সমানে সব তবে লোক মানে।
নিজ মান চাই শুধু কারে নাহি মানি।
সে মানে কে মানে ভাই কিসে হব মানী ?
সরলতা কর যদি সবার সহিত।
তবেই সন্তোষ লাভ সহজে স্বহিত।
লইতেছ পরধন বিস্তারিয়া কর।
মরণ নিকট অতি স্মরণ না কর।
আগে জ্ঞান অহং কার অহঙ্কার পরে।
পরে পরে পরজ্ঞান না চলিলে পরে।

স্বায়ম্ভুব মনুর বিশ্বদর্শন।

কোথা হতে আসিয়াছি, কেন জন্ম পাইয়াছি,
কেন বা জীবিত আছি, না হয় নির্ণয়।
এই ছিল অন্ধকার, নাহি ছিল এ প্রকার,
অকস্মাৎ কি আবার, হেরি আলোময়।
মরি মরি আহা আহা, ক্ষণপূর্ব্বে ছিল যাহা,
এখনি ভাবিলে তাহা, মনে হয় ভয়।
মোহজালে জড়ীভূত, ক্ষণে ক্ষণে অভিভূত,
যে কাল হয়েছে ভূত, অনুভূত নয়।
এ কি দেখি অপরূপ, আকাশের চারুরূপ,
মুহুর্ম্মুহু নানারূপ, হয় আর লয়।
শোভিত বিনোদ বন, কুসুমিত তরুগণ,
কোথা হতে সমীরণ, মন্দ মন্দ বয়।
স্বভাবের ভাবভরে, মোহনীয় মিষ্টস্বরে,
নানা রাগে গান করে, বিহঙ্গনিচয়।
কিবা শোভা হায় হায়, নয়ন যে দিকে চায়,
কেবল দেখিতে পায়, সুখের আলয়।
নাসাপথে ঘ্রাণ চলে, শব্দ যায় শ্রুতিতলে,
রসনা কাহার বলে, আস্বাদন লয়।
বদনে বচন-বৃষ্টি কটাক্ষে জগৎ-সৃষ্টি,
দেখিয়া এরূপ সৃষ্টি, হতেছে বিস্ময়।
বিকল মনের কল, এইমাত্র কোরে বল,
উঠেছিল ক্ষুধানল জ্বলে অতিশয়।
স্নিগ্ধবারি সহকারে, সুমধুর ফলাহারে,
জুড়াইল একেবারে, জঠর-নিলয়।
কে করিল এই তক্ষ, কে করিল এই পক্ষ,
কে দিয়াছে বুদ্ধি মন, কে দিয়াছে হৃদয় ?
কে দিলে আমায় জন্ম, কে দিলে আমায় তন্ম,
করিলেন এই মন্ম, কোন্ মহাশয় ?
এক ঘরে বহু ঘর, কারিগুরি বহুতর,
যোগাযোগ পরস্পর, যার আছে নয়।
এই কাণ্ড অনিবার্য্য, কেমনে হইল ধার্য্য,
ভাবিয়া ভবের কার্য্য, মোহিত হৃদয়।
হিতকারী কেবা আছে, যাই আমি কার কাছে,
পাই আমি কার কাছে, তার পরিচয় ?
এই সব চরাচর, পাইয়াছে কলেবর,
জিজ্ঞাসা করিলে পর, কথা নাহি কয়।
শুন ওহে দিবাকর, তিমির-বিনাশ-কর,
জগতের শোভাকর, তুমি জ্যোতির্ম্ময়।
প্রভাকর-প্রিয়তম, মানস গগনে মম,
ঘোরতর ভ্রমতম, কর দেখি ক্ষয়।
নদী নদ অগণন, ওহে বন উপবন,
ওহে ভাই জীবগণ, আছ সমুদয়।
হয়েছি কাতর অতি, স্বভাবে চঞ্চলমতি,
করি হে সবার প্রতি, বিহিত বিনয়।
আমি তো স্বতন্ত্র নই, অবশ্যই কৃত হই,
কর্ত্তা কই, কর্ত্তা বই ক্রিয়া নাহি হয়।
মনতে জেনেছি এই, তোমাদের কর্ত্তা যেই,
আমার নির্ম্মাতা সেই, বিভু বিশ্বময়।
মনোহর এ সংসার, ইচ্ছায় হয়েছে যাঁর,
সেই সর্ব্বমূলাধার, কোন্‌খানে রয় ?
প্রকাশ করিয়া ভাই, সবিশেষ বল তাই,
কেমনেতে আমি পাই, তাঁহার আশ্রয় ?
আকার-প্রকার তাঁর, হয় বল কি প্রকার,
কিরূপে পাইব তাঁর, পরম প্রণয় ?
বল ভাই কি প্রকারে, পূজা করি আমি তাঁরে,
এই মনে বারে বারে হতেছে সংশয়।
অখিলের অধীশ্বর, গুণাতীত গুণাকর,
কোথা তুমি পরাৎপর, নিত্য নিরাময়।
কিসে পাব দরশন, প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ,
ভেবে মন উচাটন, স্থির নাহি রয়।
ভবারণ্যে ভ্রমি একা, দুঃখের না হয় লেখা,
দয়া করি দাও দেখা, দান দয়াময়।
তোমার সৃজিত হই, তোমা বই কারে কই,
ওহে বিভু তোমা বই, কিছু কিছু নয়।
নাম ধর কৃপাকর, আমায় কৃতার্থ কর,
নিজ জ্ঞান দান কর, হইয়ে সদয়।
তোমার স্বরূপ-ধ্যান, তোমার স্বরূপ-জ্ঞান,
স্থিরভাবে হয় যেন, অন্তরে উদয়।
প্রণয়ে পবিত্র কর, পরিতাপ পরিহর,
'প্রণব' প্রদান কর, হয়ে মনোময়।

তব প্রেমে হয়ে প্রীত, মুখে গাই এই গীত,
জয় জয় জগদীশ, জগদীশ জয়!

সংসার-জাঁতা।

চণকাদি শস্যচয়, জাঁতায় পূরিত হয়,
বক্রভাবে চক্র ঘুরে তার।
ঘর্ ঘর্ ঘন ঘর্ষে, পৃথক্ পৃথক্ স্পর্শে,
চূর্ণ হয় দেহ সবাকার।
কিন্তু যেই সেই দণ্ডে, ধরে গিয়া স্নেই দণ্ডে;
সেই দণ্ডে দণ্ড নাহি আর।
মূলের আশ্রয় লয়, পূর্ব্ববৎ স্থূল রয়,
তার দেহে না হয় প্রহার।
সেইরূপ বিশ্বপাতা, সুচারু সংসার-জাঁতা,
বিনা করে করিয়া ধারণ।
নর আদি জন্তুচয়, সমভাবে সমুদয়,
দণ্ডযোগে করেন পেষণ।
যে জন সুজন হয়, চক্রমাঝে নাহি রয়,
দণ্ডের নিকটে করে বাস।
দণ্ডী সেই কভু নয়, সুখী হয় অতিশয়,
দণ্ডী তার দণ্ড করে নাশ।
শুন জীব সবিশেষ, লয়ে কার উপদেশ,
ত্যজিয়াছ আত্ম-অনুরোধ?
সংসার-জাঁতার ঘায়, যাতনায় প্রাণ যায়,
নাহি তায় কিছুমাত্র বোধ।
চক্রে আর কেন রও, আছ জীব শিব হও,
সুখে লও দণ্ডীর আশ্রয়।
স্থিরভাবে এই দণ্ড, সার কর এই দণ্ড,
নাহি রবে কালদণ্ড-ভয়।

সংসার-সমুদ্র।

যেমন ধীবরগণ, করি কর প্রসারণ,
ফেলে জাল সরোবর-জলে।
যত মীন দিয়া ঝম্প, তায় মাঝে মাঝে লম্ফ,
তারা সব বদ্ধ হয় কলে।
ধীবর তাদের ধরি, তখনি বিনাশ করি,
পূর্ণ করে আপনার আশা।
ভিন্ন মূর্ত্তি মনোহর, জল ছেড়ে জলচর,
পেটের ভিতরে পায় বাসা।
যে মীন সম্মুখ দিয়া, নতভাবে লয় গিয়া,
জালিকের চরণ শরণ।
মুক্ত হয় অনায়াসে, মুক্ত নয় জালফাঁসে,
আর তার না হয় মরণ।
সেইরূপ বিশ্বপাল, পেতেছেন মায়াজাল,
ভীম ভব-জলনিধি-জলে।
পরতত্ত্ব-পরিহত, প্রমত্ত মানব যত,
তার মাঝে নৃত্য করে বলে।
সেই জীব সমুদয়, জালপাশে ধৃত হয়,
স্থিত নয় ক্ষণকাল সুখে।
দুঃখ সয় অতিশয়, ভ্রমে করি কালক্ষয়,
নীত হয় মরণের মুখে।
যে জন সুজন হয়, বিভুর শরণ লয়,
বদ্ধ তার নাহি হয় জালে।
কদম্ব-কুসুম-অণু, পুলকে পূরিত তনু,
সুখী সেই ইহ পরকালে।
অতএব শুন জীব, প্রাপ্ত হবে নিজ শিব,
হইবে অশিব সব গত।
মায়াজাল-মুক্ত হও, সত্যের আশ্রয় লও,
ঈশ্বরের হও পদানত।

সংসার-কানন।

দেখ রে অবোধ জীব, কাল বয়ে যায়।
সংসার-অরণ্যে আসি, কি করিলে হায়!
কি দেখিলে কি শুনিলে, কি ভাবিলে সার।
কি ফল পাইলে বল, ভ্রমিয়া সংসার?
বনের প্রথম ভাগ, দেখিতে সুন্দর।
শৈশব-সময় নামে, খ্যাত চরাচর।
নাহিক জঞ্জালজাল, কণ্টক কামনা।
পথিক না পায় তাকে, বিশেষ যাতনা।
নব নব তরু চারু, পূর্ণ ফুল ফলে।
মন-মধুকর গুঞ্জে, প্রতি দলে দলে।
পরিষ্কৃত প্রমোদিত, স্বল্পাঙ্গ-সদন।
মধুমল্লিকার বেড়া, মোহনীয় বন।
যোল বিঘা পরিমিত, ভূমির অন্তরে।
শোভনীয় যৌবনের, বন শোভা করে।
মন্দ মন্দ বহে গন্ধ, মকরন্দভরা।
সৌরভে মাতিয়া ধায়, মানস-ভ্রমরা।
উড়ে গিয়া বসে কাম-কণ্টক-কাননে।
ফুটিছে কেতকী যথা, দুরন্ত আননে।

মদে মত্ত মধুকর, না জানি বিশেষ।
লুব্ধ হেতু ক্ষুব্ধ হয়ে, পায় বহু ক্লেশ॥
কলঙ্ক-কণ্টকশ্রেণী, অতি তীক্ষ্ণতর।
মুগ্ধ মধুচোর-অঙ্গ করে জরজর॥
তথাপি আসক্ত অলি, তুষ্ট ক্ষুধাভরে।
সরম ভরম ভয়, সব তুচ্ছ করে॥
কাল গতে হলে কিছু, প্রবোধ-সঞ্চার,
ক্রমে ভৃঙ্গ পরিহরে, কেতকী-বিহার॥
অন্য ফুলে ফুলবঁধু, তত্ব করে রস।
অঙ্গেতে ক্রমশ বাড়ে, অনৃত অলস॥
ধনাশা-পিপাসা-শান্তি, করিবার তরে।
প্রবেশে পাতক-পদ্মে, লোভসরোবরে
কালকূট সম রস, পান করি তায়।
ক্ষিপ্তপ্রায় অলিরায়, ইতস্তত ধায়॥
ক্রোধ কুচ্ছ কলহ কার্পণ্য কদাচার।
চাপল্য চাতুর্য্য পরপীড়া পরদার॥
লালসা লাম্পট্য শাঠ্য চৌর্য্য মিথ্যাকথা।
অনৃত-আচার অবিচার নিষ্ঠুরতা॥
ইত্যাদি বিবিধ বৃক্ষ-বল্লী-শাখাদলে।
ভ্রমিছে ভ্রামক ভৃঙ্গ, মধু-আশা ছলে॥
কিন্তু সেই পুষ্পরস, দুষ্প এ সংসারে।
নিবৃত্তি-কাননে আছে, মায়াসিন্ধু-পারে॥
যে বনে বিরাজে জ্ঞানবাপী মনোহর।
মধুর সলিল তাহে, অতি তৃপ্তিকর॥
তরল তরঙ্গে তার, কলিত কমল।
সন্তোষ সুন্দর নাম, বিভা নিরমল॥
সেই তামরসপূর্ণ, সুখ সুধারসে।
বিবেকী মানসভৃঙ্গ, ভুঞ্জে নিরলসে॥
চল ওরে মন মম, সেই রম্য বনে।
কাজ নাই বিষভরা, বিষয়-কাননে॥
এর যে নিবিড়তর, দুর্গম গহন।
মোহ-অন্ধকারাবৃত, ঘোর-দরশন॥
অতএব আয় আয়, মানস আমার।
নিবৃত্তি-কাননে যাই, মহানদীপার॥

সংসার-সাজঘর।

বাজীকর হয়ে কত, করিতেছ বাজী।
যখন যে সাজ দেও, সেই সাজে সাজি॥
জানিতে না পারি কিছু, কি সাজে কি সাজে।
সাজা নয় সাজা চোর, তোমার এ সাজে॥
সাজঘরে বোসে তুমি, সাজাইছ কত।
আপনি সাজিয়া সাজ, জ্ঞানে হই হত
সাজ পেয়ে নেচে উঠি, আপনার ঝাঁকে।
কি ছিলাম কি হলেম, বোধ নাহি থাকে॥
নীলগিরি-চূড়ায় বসিয়া আছি এই।
দেখিতে দেখিতে আর, নীলাচল নেই॥
বুঝিতে না পারি কিছু, ইহার কারণ।
কে আনি ধবলাচলে, করিল স্থাপন॥
যে সাজে সেজেছি আগে, সেই সাজ কই?
এই আছি সবল অবল কেন হই॥
ভাল ভাল ইন্দ্রজাল, বাজী বটে জোর।
দেখাতে দেখাতে বাজী, বাজী কর ভোর॥
কিছু না দেখিতে পাই, শুধু শুনি গোল।
কে সাজালে এই সাজ, কে বাজালে ঢোল॥
কেমন কুহক বাজী, না পাই ভাবিয়া।
অন্তরে লুকাও কোথা, অন্তরে থাকিয়া?
থেকে থেকে উড়ে যাও, পুষে কিসে রাখি?
আমার অন্তরে থেকে, আমারেই ফাঁকি॥
ধর ধর করি কিন্তু, ধরিতে না পারি।
জানিলাম পোষা নও, মানিলাম হারি॥
তুমি যদি পোষা হয়ে, না মানিলে পোষ।
আমার কি দোষ তায়, আমার কি দোষ?
স্থিররূপে তুমি নাহি, বাস কর মনে।
তুষিব তোমায় কিসে, পুষিব কেমনে?
ডুরি দিয়া বাঁধি যদি, ঘটে ঘোর দায়।
শিকল কাটিয়া কর, বিকল আমায়॥

আত্মপর।

নিজ পর ভেদ করা, শক্ত অতিশয়।
যারে বলি সহজ, সহজ সে তো নয়॥
মনের তনয় মিত্র, মনের ত নয়।
ব্যাধি করি দেহে বাস, দেহ করে ক্ষয়॥
বনবাসী তরুলতা, ঔষধ হইয়া।
জীবের জীবন রাখে, ব্যাধি বিনাশিয়া॥

সৎসঙ্গ।

অসতের সহ নয়, বসতের বিধি।
কাচ সহ বাস করি, নীচ হয় নিধি॥
বসত-বিধান সদা, সতের সহিত।
হয়, তায় সমুদায়, অতিত রহিত।
হিতাহিত সদসৎ, সঙ্গের অধীন।
অসতের সঙ্গগুণে, সাধু হয় হীন॥

অতি হীন কীট যদি, ফুলে স্থান পায়।
অনায়াসে স্থান পায়, দেবতার পায়॥
পিপীড়ার বাস হলে, বেলের পাতায়।
না চয়া বেড়ায় ঘুরে, শিবের মাথায়॥
শারী শুক পড়ে যদি, মানুষের স্থলে।
রসনা পবিত্র করি, রাধাকৃষ্ণ বলে॥

গুরু।

গুরু গুরু গুরু গুরু, সকলেই কয়।
গুরু সব গুরু বটে, ফলে গুরু নয়॥
গুণে গুরু লঘু হয়, গুণে গুরু গুরু।
বিচারেতে গুরু লঘু, হয় লঘু গুরু॥
শিষ্যের সম্পদ ছলে, যে করে গ্রহণ।
গুরু ব'লে কিসে তারে, করিব স্মরণ?
শিষ্যের সন্তাপ যত, যে হরিতে পারে।
গুরুবোধে গুরু ব'লে পূজা করি তারে॥

গুণী।

স্বভাবে অবোধ অতি, গুণ নাই যার।
তার কাছে কোথা আছে গুণের বিচার॥
যে জন আপনি গুণী, গুণ সেই জানে।
দেখিয়া গুণীর গুণ, গুরু ব'লে মানে॥
বাজারে পড়িয়া থাকে, অমূল্য রতন।
চ'লে যায় চাষা তায়, করিয়া দলন॥
রত্নব্যবসায়ী যেই, সেই চিনে হীরে।
যতনে রতন তুলি, রাখে বুক চিরে॥
জ্ঞান উপদেশ মাত্রে, পাপ নাহি যায়।
তবে যায় যদি পায়, সার অভিপ্রায়॥
করেছ যে সব দোষ, মনে যাহা আছে।
স্বীকার করিবে সব, ঈশ্বরের কাছে॥
বিমল হইবে তায়, মানসের পুর।
পাপ তাপ যত আছে, হবে দূর॥
যে প্রকার বিলোকনে, বৈদ্যের বদন।
কখনই নাহি হয়, ব্যাধি-বিমোচন॥
তবে হয় রোগীর রোগের নিবারণ।
যত্ন করি যদি করে, ঔষধ সেবন॥
অতএব ভাব জীব, কিসে হবে হিত।
ব্যাধির বিনাশ হেতু, বিশেষ বিহিত॥

জ্ঞানরূপ ঔষধ করিলে ব্যবহার।
পাপ তাপ রোগ ভোগ, থাকিবে না আর॥

শাস্ত্রপাঠ।

লও তুমি যত পার, শাস্ত্রের সন্ধান।
হও তুমি পৃথিবীর, পণ্ডিত-প্রধান॥
ঈশ্বরের প্রতি যদি, প্রেম নাহি রয়।
যত পড় যত শুন, কিছু কিছু নয়॥

রূপ ও গুণ।

জগতে সুন্দর অতি, যাহা যাহা হয়।
গুণ না থাকিলে তার, কিছু কিছু নয়॥
সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি, চম্পকের ফুল।
সুদল সুবাসে করে, অন্তর আকুল॥
কিন্তু এই দোষ বড়, মধু নাই তার।
এই হেতু অলি তাহে, করে না বিহার॥

জ্ঞানী।

আপনারে জ্ঞানী ব'লে, দিতে পরিচয়।
সে বড় সহজ নয়, শক্ত অতিশয়॥
যথা অসি মাত্রে কভু, খরধার নয়।
একাঘাতে করে ছেদ, তীক্ষ্ণ যদি হয়॥

গ্রন্থপাঠ।

পুথি পাঠ করে কিন্তু, নাহি তায় মন।
কেমনে পাইবে সেই, জ্ঞানরূপ ধন?
প্রদীপে না তেল দিয়া, বাতী যদি জ্বালো।
কোথায় প্রতিভা তার, কিসে হবে আলো?

সাধু।

রাগ নাই, দ্বেষ নাই, নাই কোন দোষ।
সোণা আর ধূলিলাভে, সম পরিতোষ॥
কোনরূপে নাহি রাখে, কিছু অভিমান।
সমভাবে দেখে সব, আপন সমান॥

অন্তরে ঈশ্বর চিন্তা, মুখে প্রেমরস।
সাধু সাধু সাধু সেই, গাই তার যশ।
সাধু সাধু সাধু রব, অনেকেই কয়।
ফলে সে সরল সাধু, অনেকেই নয়।
যেমন পোস্তের ফুল, শাদা সমুদয়।
কদাচিৎ দুই এক রক্তবর্ণ হয়।

কাল।

অপরূপ এক পক্ষী, জীবের না হয় পক্ষী,
দুই পক্ষ দুই পক্ষ যায়।
জন্ম লাভ প্রতিপদে, পায় পদ প্রতিপদে,
লোকে বলে পদ নাই তার।
বহুরূপী বিহঙ্গম, ক্ষণে ক্ষণে নানা ক্রম,
বিনা অঙ্গে ধরে অবয়ব।
এলো এই গেল এই, সেই এই, এই সেই,
এই এই নেই নেই রব।
শূন্যে শূন্যে উড়ে যায়, শূন্যে শূন্যে চোরে খায়,
শূন্যে শূন্যে আয়ু করে শেষ।
দেখা যায়, ওই যায়, আর নাহি ফিরে চায়,
ছিল মীন, এই হলো মেষ।
এই তেড়া হয় ষাঁড়, বুকে চড়ে নেড়ে ঘাড়,
ঘাস খেয়ে করিবে চরণ।
মিথুন যবন প্রায়, বিনাশ করিতে চায়,
অনায়াসে করিবে ভক্ষণ।
দেখে তার মন্দ মত, দন্তাঘাতে দশরথ,
একেবারে করিবে নিধন।
করী-অরি নাম ধরি, দশরথে করে করি,
উদরেতে করিছে গ্রহণ।
পরে এক গুণযুতা, স্বভাবে প্রসূতা সুতা,
সিংহপ্রাণ করিল হরণ।
একজন দস্যু আসি, ধরিয়া তুলায় রাশি,
বধিবেক কন্যার জীবন।
তার বর্ণ হবে মিছা, দংশন করিবে বিছা,
বিছা যাবে ধনুকের হাতে।
ধনু যে ধরিয়া ছিলে, মকর ফেলিবে গিলে,
মকর মরিবে কুম্ভাঘাতে।
কুম্ভ জল জলে মীন, পরিশেষে এই মীন,
এই দিন হবে পুনর্ব্বার।
স্বভাবের এই শোভা, এইরূপ মনোলোভা,
এই ভাবে হইবে সবার।

প্রকৃতির কার্য্য যত, কভু নয় অন্ত মত
এই ভাব এইরূপ সব।
এই রবে এই ভূমি, এই আমি এই তুমি,
রব কিংবা রবে এক রব।
তাই বলি অন্ত নিশা, তোমারে দেখিয়া কৃশা,
অস্থির হয়েছে মম মন।
এ সুখ কি হবে আর, এ প্রকার সবাকার,
আর কি পাইব দরশন?
বন্ধুর বিচ্ছেদ হবে, তুমি নাহি আর রবে,
রবি সহ এলে পরে অহ।
অতএব বলি ভাই, এই এক ভিক্ষা চাই,
স্থিরভাবে রহ রহ রহ।

শরীর অনিত্য।

জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়।
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন্ কি হয়।
পাতিয়া বিষম জাল, বৃথা সুখে হর কাল,
শরীর পেয়েছ ভাল ব্যাধির আলয়।
অনিত্য মোহের আশা, কেবল ভূতের বাসা,
যে আশায় ভবে আসা, তাহে তত নয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়।
দেহ-গেহ নবদ্বার, তিন স্থান শূন্য তার,
যাহে তব অধিকার, পুরস্কার নয়।
বুঝিয়া নিগূঢ় মর্ম্ম, নীতিমত কর কর্ম্ম,
পরে আছে ধর্ম্মাধর্ম্ম পরীক্ষার ভয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়।
আমি আমি অহঙ্কার, ফলিতার্থ আমি কার,
কহ দেখি আপনার, সত্য পরিচয়?
মুদিলে যুগল আঁখি, সকল হইবে ফাঁকি
তুমি আমি এই বাক্য কেবা আর কয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়।
তোমার যে কলেবর, কেবল কলের ঘর,
দৃশ্য বটে মনোহর পঞ্চভূতময়!
যখন টুটিবে কল, ছুটিবে সকল বল,
সুখফল হবে দল, দুঃখের উদয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়।
নিয়ত তোমার ঘরে, গোপনেতে বাস করে,
বিষম বিক্রম করে, পাপ রিপু ছয়।
অন্ন-নিদ্রা পরিহর, জ্ঞান-অস্ত্র করে ধর,
রিপুদলে বশ কর, মন মহাশয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়।

অনিত্য ভৌতিক দেহ, কার প্রতি কর স্নেহ,
এক ভিন্ন আর কেহ আপনার নয়।
যদবধি থাকে কায়া, জ্ঞাননেত্রে দেখ মায়া,
ত্যজিয়া তাহার ছায়া, ছাড় ভ্রমচয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়।
আমি মুখে আমি কই, কলিতার্থ আমি কই,
আমি যদি আমি নই, মিথ্যা সমুদয়।
দারা পুত্র পরিবার, বল তবে কেবা কার,
মোহযুক্ত এ সংসার, কল্পিকাময়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়।
দ্বেষ হিংসা পরিহর, বিবেকের সঙ্গ ধর,
সকলের প্রতি কর, সরল প্রণয়।
রসনারে কর বশ, বিভুগুণামৃত-রস,
পান করি লভ যশ, হয়ে কালজয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়।
দয়া ধর্ম্ম উপকার, কর নিজ অলঙ্কার,
গলে পর চারু হার বিশেষ বিনয়।
মিছা ধন উপার্জ্জন, ভবে ভাব নিত্যধন,
স্মরণ করহ মন, মরণ নিশ্চয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়।
এক ভিন্ন নাহি আর, তিনি সংসারের সার,
আত্মরূপে সবাকার, হৃদয়ে উদয়।
অনিত্য বিষয় বিত্ত, নিত্যরূপে ভাব নিত্য,
ভক্তিভরে ভজ চিত্ত, নিত্য নিরাময়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়।

রোজসই।

অহরহ অহরহ, কত গত হয়।
এই অহ এই রহ, লোকে এই কয়।
রাত্রিদিন বুক ভুক, কাল সমুদয়।
দিন রাত্রি আছি আমি, মুখে পরিচয়।
দেখি বটে এই কাল, ফলত অদৃষ্ট।
সুখ-দুঃখ-ভেদে বলি, আপন অদৃষ্ট।
প্রপঞ্চ-শরীর পেয়ে, বহু দিন বই।
এই কাল এই আমি, এই মাত্র কই।
নাহি জানি কেবা, কেবা, আমি কেবা হই।
কভু ভাবি আমি আমি, কভু আমি নই।
বই করি স্থিতিকাল, খুলে দেহ-বই।
ভবের খাতায় শুধু, করি রোজা সই।
বাজিল ছুটীর ঘড়ী, হ'ল রোজসই।
আর কেন ওহে ভাই, কর হই হই?
বোঝা গেল সবিশেষ, মিছে বোঝা বই।
কার প্রতি ভার দিই, কার ভার বই?
আমি বলি এই এই, তুমি বল ওই।
দেখা যাবে এই ওই, ক্ষণকাল বই।
কূলে থেকে জল লহ, বলি পই পই।
ডুবিলে মায়ার হ্রদে, পাবে নাকো থই॥

কে আমি?

হে নাথ! আমি আমি, কেন কই হে।
জেনেছি জেনেছি সখা, আমি আমি নই হে॥
আমি কভু নই আমি, এ আমির তুমি স্বামী,
তবে কেন মিছে আমি আমি হয়ে রই হে?
আমি আমি এই ভাব, এ যে আমি চিদাভাস,
ভাসেতে মিশাল ভাস, আমি তবে কই হে?
না জেনে পড়েছি ফাঁদে, ছাঁদিয়া ছ ঘোর ছাঁদে,
যাতনায় প্রাণ কাঁদে, কিসে মুক্ত হই হে?
হয়ে গেল যা হবার, উপায় ছিল না তার,
বার বার কেন আর, করি হই হই হে?
লেগেছে বিষম ফাঁস, নিজ অস্ত্রে কাট পাশ,
আশাবাস কর নাশ, বলি পই পই হে।
এমন আর কে আছে, বলিব যাহার কাছে,
আপনি তুলিয়া পাছে, কেড়ে নিলে মই হে॥
তরঙ্গ প্রখর অতি, বেগবতী স্রোতস্বতী,
ত্রিবেণীতে তিন ধার, জল তই তই হে।
হও হও অনুকূল, দেও দেও দেও কূল,
অকূল পাথারে পোড়ে, পাবো নাক থই হে।
সকলি তো গেছে বুঝা, থাকতে সুপথ সোজা,
এ পাপ ভূতের বোঝা, কেন আর বই হে?
এদিকে হয়েছি দীন, খেটেছি অনেক দিন,
এখনিই দিন দিন, হ'ল দিন সই হে।
মিটে গেল আশা-বাই, থেকে আর কাজ নাই,
আপনায় দেখে যাই, হয়ে বিপুজয়ী হে।
সমুদ্রের বিম্ব যাহা, সমুদ্রের বস্তু তাহা,
মাটীর নির্ম্মিত ঘট, নহে মাটী বই হে।
রাখিবে না আমি নাম, ছেড়ে এই পঞ্চগ্রাম,
আমার যে নিজ ধাম, তাই আমি লই হে।
তুমি বিশ্ব প্রভাকর, প্রতিবিম্ব প্রভাতর,
তোমায় তোমাতে নাথ, লয় আমি হই হে।

কে তুমি ?

তুমি কেবা আমি কেবা, না পাই সন্ধান।
তোমা ছাড়া 'আমি' হয়ে, আমি অভিমান॥
এই তুমি এই আমি, এক যদি হয়।
তুমি তুমি আমি আমি, ভেদ নাহি রয়॥
আমায় জানিলে আমি, আর নাহি দায়।
অহং কার বোধ হলে অহঙ্কার যায়॥
বল বল তত্ত্বকথা, শুনি সবিশেষ।
দেহ দেহ দেহ নাথ, দেহ উপদেশ
তুমি আমি এই যদি, হ'ল নিরূপণ।
তুমি আমি দুই ছাড়া, কারে বলে মন ?
কে মন ?—কেমন সেই, সে মন কিরূপ ?
কেমনে জানিব সেই, মনের স্বরূপ ?
হায় হায় কারে আমি, সুধাইব আর ?
বুঝিতে না পারি কিছু, মনের ব্যাপার॥
তুমি আমি এক ঘরে, থাকি দুই জন।
কোথা হতে এ আবার, আসিয়াছে মন ?
এক ঘরে বাস বটে, কিন্তু একা একা।
গুপ্তভাবে থাক তুমি, নাহি দেও দেখা॥
তোমায় না দেখে একে, বিষম ব্যাকুল।
তাহাতে আবার মন, করিল আকুল॥
না দেখি না দেখি নাথ, না দেখি তোমায়।
মনের না দেখা পেয়ে, ঘটিয়াছে দায়॥
কোন মতে নাহি হয়, বাধ্য সে আমার।
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর॥
বায়ুবৎ গতি করি, কোথা যায় উড়ে।
কার সাধ্য ধরে তারে, ত্রিভুবন ঢুঁড়ে ?
কবে বা এই মন হবে, মনের মতন।
কেমনে মনের বেগ, করিব বারণ ?
যত দিন এই মন, না হইবে বশ।
তত দিন পাইব না, তত্ত্ব-সুধারস॥
মন যদি বশে আসে, তবে কারে ভয় ?
একেবারে করি আমি, সমুদয় জয়॥
তখন এরূপ ভেদ, আর নাহি রবে।
দয়াময় নিজে তুমি, মনোময় হবে॥
কর কর কর প্রভু, কল্যাণ আমার।
হর হর হর সব, মনের বিকার॥
মনের ঘুচিলে রোগ, ভোগ হবে শেষ।
রহিবে না কাম ক্রোধ, মোহ মদ দ্বেষ।
দূর হবে অহঙ্কার, আত্ম-অভিমান।
বিবেক বৈরাগ্য দোঁহে, মনে পাবে স্থান॥
ভ্রমতম নাশ কর, তপন হইয়া।
রেখো না আপন ভাব, গোপন করিয়া॥

মনের মানুষ।

মনের মানুষ কোথা পাই ?
মানুষ যদ্যপি হবে ভাই।
যাহা বলি কর তবে তাই।
বিপদ হয়েছে যারা, বিপদের হেতু তারা,
জগতে মানুষ কেহ নাই।
মনের মানুষ কোথা পাই ?
মানুষ মানুষ করে সব,
মানুষ মানুষ শুধু রব,
ফলে আমি দেখি শব,
মানুষ মানুষ করে সব।
নর সব দেখি একাকার,
কিন্তু নাহি মানে একাকার।
একাকারে সবার বিকার।
একাকার মিছে ধরে, একাকার নাহি করে
মনে নাহি ভাবে একাকার।
নর সব দেখি একাকার॥
ছাড় ছাড় ছাড় মিছা ভেক,
করিয়া জ্ঞানের অভিষেক,
অন্তর বাহির কর এক,
হৃদয়ে পরম ধন, কর মন দরশন,
হয়ো না কমলবনে ভেক।
ছাড় ছাড় ছাড় মিছে ভেক॥
তুমি ত চকোর বট মন,
হয়েছে চাঁদের (আত্মার) দরশন,
সুখে কর পীযূষ ভোজন।
এখনি ঘুচাও ক্ষুধা, প্রভাতে (মৃত্যু) চাঁদের সুধা,
চকোর কি পেয়েছে কখন ?
তুমি ত চকোর বট মন॥
বল দেখি কেন এলে ভবে ?
এ ভবেতে কত দিন রবে ?
কি ছিলে কি শেষে তুমি হবে ?
আসিয়া জনমভূমি, তোমায় চেন না তুমি
আমায় চিনিবে তবে কবে ?
বল দেখি কেন এলে ভবে ?
কালে আর রাখিবে না কেহ,
পেয়েছ যে মনোহর দেহ,
দেহ নহে ভূতের সে গেহ।

বিফল প্রাণের আশা, ভাঙ্গিবে ভূতের বাসা,
মিছামিছি কেন কর স্নেহ?
কালে আর রহিবে না কেহ।
এখনো দিতেছ কেন ফাঁকি?
করি বা কি আর নাহি বাকী?
প্রাণেরে কেমনে আর রাখি?
হয়েছি মরণগামী, কোথা তুমি কোথা আমি,
যখন মুদিব আমি আঁখি।
এখনো দিতেছ কেন ফাঁকি?

——

নির্গুণ ঈশ্বর।

কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান ॥
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান্।
এক বার তাহে তুমি, নাহি দাও কাণ ॥
সর্ব্বদিকে সর্ব্বলোকে, কত কথা কয়।
শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয় ॥
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা ॥
জগতের পিতা হয়ে, তুমি হলে কালা ॥
মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া।
অধীর হলেম ভেবে, বধির জানিয়া ॥
সে ভাবেতে ডাকি আমি, মনে লয় যেটা।
কাণ বুজে কান্ কর, ভাল নয় সেটা ॥
কার কাছে দুঃখ আর, করিব প্রকাশ।
কে আর শুনিবে সব, মনের আশ্বাস?
রহিল তোমার এক, কালা পরিবাদ।
কেবল শ্রুতির দোষে, হইল প্রমাদ ॥
শ্রুতির হইলে দোষ, স্মৃতি কোথা রয়।
দর্শনে কি হবে আর, কিছু ভাল নয় ॥
আবার কি কথা শুনি, প্রকৃতির কাছে।
তোমার নয়নে না কি, দোষ ধরিয়াছে?
লোচনের দ্বার আর, না হয় মোচন।
অন্ধ হয়ে প'ড়ে আছ, করিয়া শয়ন ॥
চারিদিকে আপনার পরিবার যারা।
অনিবার হাহাকার, করিতেছে তারা ॥
তুমি যদি অন্ধ হয়ে, চক্ষু বুজে রবে।
আমাদের দশায় কি, হবে বল তবে?
দৃষ্টিহীন যদি হয়, পিতার নয়ন।
সুতের সন্তাপ তবে, কে করে হরণ?
ত্রিলোকের নেত্র যিনি, নেত্র নাই তাঁর।
কে আছে কাহার কাছে, দাঁড়াইব আর?
উঠ উঠ মিছে কেন, বলি বারে বারে।
জেগে যে ঘুমায় তারে, কে জাগাতে পারে?
অনুভবে বুঝিলাম, কাণা তুমি বটে।
নতুবা কি আমাদের, দুঃখ এত ঘটে?
দর্শনেতে এত দ্বন্দ্ব, না হইত দোষ।
নিয়ত থাকিত পূর্ণ, সন্তোষের কোষ ॥
আবার কি সর্ব্বনাশ, হয়েছ অচল।
শুনিয়া আমার শিরে, পড়িছে অচল
হয় দৃশ্য এই বিশ্ব, যাহার সম্পদ।
এমন পদের পতি, হারালেন পদ।
চলিবার শক্তি না কি, কিছু নাই আর?
বিপদ হইলে তুমি বিপদ আমার ॥
আপনিই যদি তুমি, পড়েছ বিপদে।
তবে আর সন্তানেরে, কে রাখিবে পদে?
পদে পদে তব পদে, মন যদি রয়।
আপন বিপদ তবে, এত কেন হয়?
গোপনেতে পদ রাখা, তোমার কি পদ।
তা হইলে কিসে আমি, পাব বল পদ?
পিতা হয়ে যদি নাহি, পদে দেহ পদ।
তবে আর নাহি দেখি, উদ্ধারের পদ ॥
তোমার যে পদ তাহা, আমারি ত পদ।
তবে কেন নাহি দেও, পদের সে পদ ॥
পদ-দান ভয়ে যদি, না শুনিলে পদ।
তবে কেন বকে মরি, মিছে ছাড়ি পদ।
কিন্তু পিতা যে সময়ে, ঘটিবে বিপদ।
সে সময়ে পাই যেন, বিপদের পদ ॥
শুনিলাম আর এক, কথা ভয়ঙ্কর।
নিজে তুমি ভবকর, কিন্তু নাই কর ॥
এই বিশ্ব যার করে, বিশ্ব করে যেই।
বিশ্বকর বিভু হয়ে, করহীন সেই ॥
যে শুনিছে সে হাসিছে, কারে আর কব
কেমনে বুঝাব আমি, কর নাই তব ॥
বল শুনি সবিশেষ, ওহে গুণাকর।
অকর যদ্যপি তুমি, নাহি ধর কর।
দিবাকর নিশাকর, দুই করকর।
নিয়ত নিয়মে দেয়, কার করে কর?
বিচার করিলে ফলে, স্থির এই বটে।
স্বভাবেই করহীন, কর নাই বটে ॥
যখন এ দেহ তুমি, করনি নিকর।
তখনি জেনেছি তুমি, আপনি নিকর ॥
বুঝিতে না পারি পিতা, তোমার এ লীলে
নিকর হইয়া কেন, নিকর না দিলে?

পাটা নিয়া যে ভূমি, দিয়াছ তুমি নাথ!
পরিমাণ মাত্র তার, সাড়ে তিন হাত ॥
তাহাতে অসার মাটী, কাঁটা বনময়।
কেমনে সুশস্য হবে উর্ব্বরা তো নয় ॥
কেবল বাড়িছে বন, চাষ হবে কিসে ?
অঙ্কুরিত হলে তরু, কাটে কাম-কীশে ॥
সুবিচার নাহি কর, হয়ে তুমি রাজা।
কিরূপে বাঁচিবে প্রজা, সদা শুকোহাজা ॥
বিপদ আমার পক্ষে, রক্ষে কিসে হয়।
প্রতি কাল, এসে কাল, করে কর লয় ॥
কোনরূপে তার কাছে, নাহি চলে ফাঁকি।
জমা-জমি কড়া কমি, নাহি রাখে বাকি ॥
করি বা কি তার বাকি, রাখি কোন্ ভাবে।
আঁখির নিমিষে ধরে, বেঁধে নিয়ে যাবে ॥
পাইয়া তোমার ভূমি, এই ভোগ তার।
না হলো সুখের যোগ, কর্ম্মভোগ সার ॥
তার হাতে বদ্ধ আছি, হাত নাই যার।
দেখি শেষ কপালেতে, কি হয় আমার ॥
পড়েছি তোমার হাতে, তুমি হও পর।
মনে ঠিক জানিয়াছি, তুমি নও পর ॥
দয়াকর দয়া কর, পাতিয়াছি কর।
কর পাত একবার, আঁম দিই কর ॥
না কর উপুড়হস্ত, গুটাইয়া রাখো।
পেতে কর, পেতে কর, কিছু কাল থাকো ॥
আমার দিয়াছ কর, কর তার লও।
করে লিখি তব গুণ, অনুকূল হও ॥
প্রেম-তুলি তুলি তাতে, ভক্তি রঙ দিয়া।
হৃদিপটে তব রূপ, রাখিব লিখিয়া ॥
মনোময় রূপ ধরি, নবঘন দেহ।
তুলি ধরি চিত্র করি, পূর্ণ করি দেহ ॥
মনে, হাতে, বাতে পারি, তোমার বিভাস।
অন্তর বাহিরে আমি, করিব প্রকাশ ॥
শুনিলাম অপরূপ, নাক নাই তব।
সুবাস কুবাস নাহি, তব অনুভব ॥
গন্ধবহে, গন্ধ বহে, কাছে অহরহ।
তুমি তার গন্ধভার, কিছু নাহি লহ ॥
তোমার শরীর না কি, এমনি অবশ।
নিরন্তর করাঘাত, করিছে অবশ ॥
অবশেষে দণ্ড খাও, অবশ হইয়া।
বায়ুর বাতনা সয়া, রয়েছ সহিয়া ॥
কবী ধরি বজ্র বারি, করিছে প্রহার।
শিশির নিরত মারে নিশির নীহার ॥

সহজে কোমলকায়, সব সুন্দর
এ সকল যাতনায়, যাতনা না হয় ॥
পরম মঙ্গলময়, তুমি নিজে শিব।
শিবের অশিব শুনে, কাঁদে যত জীব ॥
খেলিয়া ভবের খেলা, তুমি হলে কাঁদি।
দেখিয়া তোমার নাট, হাসি আর কাঁদি ॥
অভিধান অভিধান, রাখিয়াছে মুখ।
কিন্তু এ কি অসম্ভব, নাহি তব মুখ ॥
মুখ হয়ে মুখ নাই, বিমুখ হয়েছ।
মূক হয়ে একেবারে, নীরব রয়েছ ॥
অজ গজ চারিমুণ্ড, পাঁচমুণ্ড যার।
নাহি বুঝি মাথা মুণ্ড, কি বলেছে তার ॥
শাস্ত্র সব মুখ বোলে, ডাকে কোন্ গুণে।
মুণ্ডপাত হইতেছে, মুণ্ড নাই শুনে ॥
কহিতে না পার কথা, কি রাখিব নাম।
তুমি হে আমার বাবা, "হাবা-আত্মারাম"
তোমার বদনে যদি, না সরে বচন।
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন ?
আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায়।
ইসারায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায় ॥
তুমি তো আপন ভাবে, হইলে বিমুখ।
এই ভিক্ষে দীন সুতে, হয়ো না বিমুখ ॥
চরমে পরম পদ, যদি যাই ভুলে।
সে সময় একবার, চেয়ো মুখ তুলে ॥
তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার ॥
গুপ্ত হয়ে গুপ্ত সুতে, ছল কেন কর ?
গুপ্ত কায় ব্যক্ত করি, গুপ্তভাব হর ॥
পিতৃ নামে নাম পেয়ে, উপাধি ধরেছি।
জন্মভূমি জননীর, কোলেতে বসেছি ॥
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়।
তবে কেন গুপ্তভাবে, ভাব গুপ্ত রয় ?
গুপ্তভাবে চিত্রগুপ্ত, চিত্র করি রবে।
গুপ্ত সুতে গুপ্ত করি, গুপ্তগৃহে লবে ॥
আছি গুপ্ত পরিশেষে, গুপ্ত হবে ভবে।
বল দেখি সে সময়ে, গুপ্ত কোথা রবে ?
গুপ্ত হয়ে যখন মুদিব, আমি আঁখি।
তখন এ গুপ্ত সুতে, কিসে দিবে ফাঁকি ?

শ্রীমদ্ভাগবত।

"প্রকাশিত পরিদৃশ্য বিশ্ব চরাচর।"
সমভাবে সদা কাল, সর্ব্বসুগোচর॥
এই জগতের "সৃষ্টি", "স্থিতি" আর "ক্ষয়"।
নিরূপিত নিয়মিত, যাঁহা হতে হয়॥
সৃজিত পদার্থে সবে, "তিনি" বর্ত্তমান।
সৎ-রূপে হয় তাই, সত্তার প্রমাণ॥
বিস্তারিত না থাকিলে, বিভুর বিভাস।
"অসৎ জগৎ" কভু, হতো না প্রকাশ॥
"অবস্তুতে" নাহি হয়, বস্তুর বিস্তার।
কেমনে করিব তার, সত্তার স্বীকার?
"বন্ধ্যার সন্তান" আর, "আকাশের ফুল।"
কেবল অলীকমাত্র, নাহি তার মূল॥
জগতের জন্মাদির, হেতুমাত্র যিনি।
"সিদ্ধজ্ঞান" "স্বতঃ" "সত্য," "সর্ব্বগত" তিনি॥
তিনিই "সর্ব্বধন", "সর্ব্বমূলাধার"।
"নিরাধার" "নিরঞ্জন", "নিত্য" "নির্ব্বিকার॥"
বিমোহিত যে "বেদে", বিবিধ বুধগণ।
যে "বেদের মহিমা না, হয় নিরূপণ॥
"আদি কবি" "বিধাতার" হৃদয়-আকাশে।
যাঁহার করুণাবলে, সে "বেদ" প্রকাশে॥
'তেজ' "জল" "কাচ" এই, তিনে পরস্পরে।
"অসত্যে সত্যের ভাণ, যে প্রকার ধরে॥
"বিকার-বিশিষ্ট বোধে", "জলভ্রম" হয়।
বাস্তবিক 'অসত্য' সে, সত্য নয় নয়॥
ত্রিগুণেরসৃষ্টি হেতু, সেরূপ প্রকার।
'সত্যরূপে' বোধ হয়, অখিল সংসার॥
ফলত 'অলীক' এই, মিথ্যা সমুদয়।
একমাত্র 'তিনি' বিনা, 'সত্য' কিছু নয়॥
যিনি' হন আপনার, প্রভাবে প্রচার।
'যাঁতে' নাই কোনরূপ, উপাধি-সঞ্চার॥
সেই 'সত্য' 'স্বরূপ' বিকার নাই যাঁর।
'পরম-পরুষ' তিনি, ধ্যান করি তাঁর॥

পরমার্থ।

প্রীতি যদি রাখ তুমি, জগতের প্রতি।
করিবে তোমার প্রীতি, জগতের পতি॥
জগতের প্রিয় হও, ব্যবহার-গুণে।
জগৎ বন্ধন কর, ব্যবহার-গুণে॥
যে ভাবে জগতে তুমি, দেখিবে যেরূপ।
জগৎ সে ভাবে তোরে, দেখিবে সেরূপ॥
প্রেমবলে জগতের, প্রিয় হয় যেই।
জগদীশ পুরুষের, প্রিয় হয় সেই॥
প্রণয় শিখিতে যার, মনে সাধ আছে।
এখনি শিখুক গিয়া, পতঙ্গের কাছে॥
দেখ তার কি প্রকার, প্রণয়ের ধারা।
অনায়াসে অনলে, পুড়িয়া হয় সারা॥
লাফ মেরে ঝাঁপ দিয়া, প্রাণ দেয় সুখে।
একবার আহা উহু, করে নাকো মুখে॥
সহজে কি প্রেম কোরে, তারে পাবি বোকা।
চিরকাল এক ভাব বুড়া হয়ে খোকা॥
জ্ঞানাগুনে ঝাঁপ দে রে, দূরে যাক্ ধোঁকা।
এখনি পুড়িয়া মর্, হয়ে প্রেম পোকা॥
ঘরে ঘরে ফের যদি, ঘরছাড়া হয়ে।
ঘর ছেড়ে কিবা কাজ, থাক ঘর লয়ে॥
পেট নিয়ে দ্বারে দ্বারে, যদি গুণ দীপু।
এমন সন্ন্যাসে তোর, ফল কি রে বাপু?
ঘর ছেড়ে ঘরে ঘরে, না ফিরিতে হয়।
তবে বাপু ঘর ছাড়া, অনুচিত নয়॥
ব'সে থাক এক ঠাঁই, নীরব হইয়া।
চেঁচায়ো না কারো কাছে, পেটে হাত দিয়া॥
ঠক্ ঠক্ শব্দ করি, ঘুরাতেছ মালা।
ভাবিয়াছ দশের বশের তুমি শালা॥
চাল নাই খুঁটি নাই, নাহি গুণ-লেশ।
কেমনে হইবে শালা, বল না বিশেষ॥
ঠক্ ঠকে ঠোকে যাবে, আয়ু ফুরাইলে।
কি হইবে মিছামিছি, মালা ঘুরাইলে॥
হৃদয় পবিত্র নহে, কিসে রবে সুখে।
না বুঝিয়া পরিণাম, হরিনাম মুখে॥
ফেরে ফেরে ফেরাতেছ, জপে ফের ফের;
জান না কি এই ফেরে, কত আছে ফের॥
পড়ুক কাঠের মাল, হাত থেকে খসে।
জপ রে মনের মালা, স্থির হয়ে ব'সে॥
কদিন বাঁচিবে আর, কদিন বাঁচিবে।
এ ভাবে কদিন আর, জীবন থাকিবে?
কদিন থাকিবে আর, দেহের এ বল?
কদিন চলিবে আর, দেহের এ কল?
কদিন ইন্দ্রিয়গণ, রবে আর বশ।
কদিন করিবে ভোগ, বিষয়ের রস?
জীবন জীবনবিম্ব, স্থায়ী কভু নয়।
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, কখন্ কি হয়॥

শতবর্ষ পরমায়ু, লিপি বিধাতার।
রজনী হরণ করে, অর্দ্ধভাগ তার॥
বাল্য, রোগ, জরা, দুঃখ, বিষম জঞ্জাল।
বিফলে বিনাশ হয়, তার অর্দ্ধকাল॥
তথাপিও অবশিষ্ট, অল্পকাল যাহা।
কলহ দম্পতি-সুখে, নষ্ট হয় তাহা॥
তথাপি কিঞ্চিৎকাল, বাকী যাহা রয়।
দলাদলি নিন্দাবাদে, করে তাহা ক্ষয়॥
অহরহ পাপ-পথে, চলে দেহ-রথ।
ভ্রমেও ভাবে না জীব, পরামার্থ-পথ॥
গত কাল পুন কিছু আসিবে না আর।
আসছে যে কাল তাহা, স্থিত থাকে কার
বর্ত্তমান কাল শুধু, হিতকর হয়।
করিতে উচিত যাহা, কর এ সময়॥
কেন আর কাল কাট, হেলায় হেলায়।
জীবন করিছ শেষ, খেলায় খেলায়॥
আর কত ঘুরিবে হে, মেলায় মেলায়।
এই বেলা পথ দেখ, বেলায় বেলায়॥
ভূতে করে হাড় গুঁড়া, ঠেলায় ঠেলায়।
জান না কি যাবে প্রাণ, কালের ঠেলায়?
মুক্তি মুক্তি করি সদা, যত নারী নরে।
কথার বসায়ে হাট, কেনা-বেচা করে॥
কেহ বেচে কেহ কেনে, কেহ করে দান।
সকলেই শুনিতেছে, কারো নাই কাণ॥
সকলেই দেখিতেছে, চক্ষু কার নাই।
কোথা মুক্তি কোথা মুক্তি, ভাবি আমি তাই॥
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে, আকৃতির নাশ।
পাঁচে পাঁচ মিশাইয়া, হয় অপ্রকাশ॥
অবিনাশী আত্মা এক, স্বভাবেই রয়।
বল তবে এ জগতে মুক্তি কার হয়॥

বিভুর পূজা।

জয় জয় জগদীশ জগতের সার।
সকলি অসার আর সকলি অসার॥
ইচ্ছায় করিয়া সৃষ্টি বিবিধ প্রকার।
ইচ্ছায় করিছ পুন সকল সংহার॥
ইচ্ছাময় ইচ্ছা তব কে বলিতে পারে।
বর্ণ দ্বারে বর্ণিবারে সদা বর্ণ হারে॥
দেশে তব অসম্ভব এ ভব-বিভব।
স্বরূপে স্ব ব্যাখ্যা করে সকল সম্ভব।
শিবরূপ সর্ব্বজীব সর্ব্বমূলাধার।
আত্মরূপে বিরাজিত দেহে সবাকার॥
কত ভ্রমে ভ্রমে জীব তোমার উদ্দেশে।
মিছে চেষ্টা মৃগতৃষ্ণা প্রাণ যায় শেষে॥
সিন্ধুভরা আছে সুধা বিন্দু নাহি চায়।
বিষ খেতে বিষধরী ধরিবারে যায়॥
অমূল্য রতন তরে না করে যতন।
কাচের কারণে করে শরীরপতন॥
ঘোর দ্বন্দ্ব ভ্রমে অন্ধ অন্ধকার তায়।
নয়ন থাকিতে জীব দেখিতে না পায়॥
মনোময়-তুমি কিন্তু তোমায় ভুলিয়া।
কত ভাবে কত ভাবে কল্পনা তুলিয়া॥
করুক ধরুক শিলা যদি থাকে প্রেম।
তব জ্ঞানে মাটী ধোয়ে প্রাপ্ত হবে হেম॥
কি দিয়ে পূজিতে হয় কেহ নাহি জানে।
গঙ্গাজল বিম্বদল গন্ধ-পুষ্প আনে॥
অরূপ স্বরূপ তুমি কত রূপ বলে।
তুমি কি জলের বশ তুষ্ট তুমি ফলে?
যোগ যাগ ভোগ রাগ ভোগে করি ভয়।
আগে ভাগে পূর্ণ করে আপন উদর॥
খায় থাক্ যত পারে অন্ন জল ফল।
তোমাতে থাকিলে মন তবে পাবে ফল॥
হে নাথ! অনাথনাথ দীন-দয়াময়।
আমি দীন বোধহীন ক্ষীণ অতিশয়॥
কি ভাবে ভাবিব ভাব না পাই ভাবিয়া।
কৃপাকর কৃপা কর নিজ জ্ঞান দিয়া॥
জগতে যেকিছু দেখি সকলি তোমার।
কি দিয়া করিব পূজা কি আছে আমার?
তুমি প্রভু আমি দাস তোমার হয়েছি।
দিয়াছ পেয়েছি দেহ রেখেছ রয়েছি॥
আমারে করেছ দান এই দেহ-ভূমি।
তাহাতে দিয়াছ প্রাণ প্রাণনাথ তুমি॥
আমায় না জেনে আমি 'আমি আমি' কই।
তুমি যদি স্বামী হও 'তুমি আমি' কই॥
আমি 'আমি' নই ফলে, আর কেহ নই।
জগদাত্মা পরমাত্মা তব সত্তা হই॥
মাটীর নির্ম্মিত ঘট নহে মাটী বই।
সলিলের বিম্ব আমি সলিলেই রই॥
যে সময়ে নিজ প্রভা করিবে হরণ।
পাঁচে পাঁচ মিশাইবে হইবে মরণ॥
আকাশ রয়েছে এই ঘটের আগারে।
এই ঘট হলে নাশ মৃত্যু বলে তারে॥

শূন্য হতে পুণ্য পাপ গণ্য করি লয়।
অথচ জানে না কেহ মরিলে কি হয়॥
যে হয় সে হয় ম'লে বিফল বিচার।
প্রভু হে তোমার প্রতি প্রণতি আমার॥
দাতার প্রধান তুমি দয়ার নিধান।
দত্তহারী কেহ নাই তোমার সমান॥
দিয়ে প্রাণ পুন লহ করিয়া হরণ।
তথাচ করুণাময় পতিতপাবন॥
উপকারী দত্তহারী দেহ কত শিব।
এ ভব-বন্ধন-দায় মুক্ত হয় জীব॥
যতকাল এই দেহে থাকিবে জীবন।
ততকাল তোমাতেই থাকে যেন মন॥
করিতে তোমার পূজা কোথায় কি পাই।
চারিদিকে চেয়ে দেখি কোন দ্রব্য নাই॥
প্রেমপুষ্প শ্রদ্ধানীর ভাব-বিল্বদল।
সবে মাত্র আছে এই পূজার সম্বল॥
শরীর-নৈবেদ্য মম উপচার সহ।
সাজায়ে রেখেছি এই লহ লহ লহ॥
ছয়রিপু দান শেষ অতি বলবান্।
তোমার নিকটে বিভু দিব বলিদান॥

ভক্তাধীন।

যে হও সে হও তুমি যে হও সে হও।
ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্ত ছাড়া নও॥
ভাবময় ভাবরূপে অন্তরে রও।
অন্তর অন্তর তুমি কদাচ না হও॥
বাক্যরূপে রসনায় তুমি কথা কও
সর্ব্বসহারূপে তুমি সমুদয় সও॥
ভারী হলে ভবভার মস্তকেতে বও।
আমি হে কি দিব ভার বুকে ভার লও॥
যে হও সে হও তুমি যে হও সে হও।
ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্ত ছাড়া নও॥

আমি।

সকলি অসার আর সকলি অসার।
চিদানন্দ সদানন্দ একমাত্র সার॥
স্ব-স্বরূপ বিশ্বরূপ তুমি বিশ্বসার।
এ জগতে কেবা জানে মহিমা তোমার॥
চিন্ময় চৈতন্যরূপ সর্ব্বমূলাধার।
আত্মরূপে বিরাজিত দেহে সবাকার॥
স্বভাবে তিমিরময় অখিল সংসার।
আলোরূপে তব রূপ হয়েছে প্রচার॥
যদি না প্রকাশ পায় প্রতিভা তোমার।
জগৎ কি হতে পারে শোভার ভাণ্ডার?
আমি যে হে 'আমি' বলি সে 'আমিত্ব' কার।
আমির 'আমিত্ব' তুমি সে নহে আমার॥
তুমিই বলাও 'আমি' বলি বার বার।
তুমি না বলালে 'আমি' বলে সাধ্য কার?
এ আমি যাহার 'আমি, পুন হলে তার।
বলিতে বলিতে 'আমি' 'আমি' নাহি আর
'আমি' যদি 'আমি' নই, কে কহিবে কার।
অতএব এ সংসার সব ফকিকার॥
সকলি অসার আর সকলি অসার।
চিদানন্দ সদানন্দ একমাত্র সার॥

সম্বন্ধ-নির্দ্দেশ।

অমঙ্গলে ভরা ধরা কারো সুখ নাই।
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি করিছে সবাই॥
শোক তাপ বিলাপের বেদনা কেমন?
কাতরে ডাকিছে সবে করিয়া রোদন॥
তাদের সে রবে তুমি নাহি দাও কাণ।
শুন নাক কোন কথা হয়েছ পাষাণ॥
তোমারে ডাকিছে তবু জ্ব'লে পু'ড়ে মরে।
অভিমানে দুঃখে তাই নাই নাই করে॥
নাস্তিক নাস্তিক আছে নাহি মানে বেদ।
আস্তিকে নাস্তিক হয় এই বড় খেদ॥
কর না [illegible] দাস বিহিত বিচারে।
তুমিই নাস্তিক ক'রে তুলেছ সবারে॥
নাস্তিকেরা মেরে ফেলে ব'লে নাই নাই।
আছ আছ আছ ব'লে আমরা বাঁচাই॥
'নাই' হলে মর তুমি 'আছ' হলে বাঁচো।
[illegible] বলি তাই আছো আছো আছো॥
কিছুই ত হইত না তুমি নাহি হ'লে।
আমরা সবাই আছি তুমি আছ ব'লে॥
মনেতে না দেখা পাই নাহি পাই 'পাঁচে'।
পাঁচের অতীত ধনে দেখি আঁচে আঁচে॥
পাঁচ ছাড়া আঁচ ছাড়া এমন যে ধন।
সহজে কি হয় তার তত্ত্ব-নিরূপণ?

অাঁখিপলকে পোড়ে স্থির নাহি পাই।
মনে যদি তর্ক করি, নাই বুঝি নাই॥
শরীর আড়ষ্ট হয় নাহি স্বরে ধ্বনি।
ফোঁপাইয়া কেঁদে উঠি তখনি অমনি॥
ভয়ঙ্কর সেই ভাব না হয় গোচর।
কেমন কেমন করে মনের ভিতর॥
সে সময়ে 'কেটা' যেন ভিতরে ঢুকিয়া।
ঘোরতর অন্ধকারে আলো প্রকাশিয়া॥
বলে ওরে দেখ্ দেখ্ কেন হোস্ জড়।
হাঁস্ কোরে মনের গালেতে মারে চড়॥
চড় মেরে নাহি থাকে কোথা চ'লে যায়।
সে চড়ে চেতন পেয়ে করি হায় হায়॥
বাহিরে ভিতরে আর নাহি দেখি তারে।
কেমনে সে এসেছিল গেল কি প্রকারে?
যখন প্রকাশ পায় সে জ্যোতির ছটা।
তখন ভিতরে আর থাকে নাক ছটা॥
সসাগরা সপ্তদ্বীপান্তিব অধিকার।
ছয় ছেড়ে শেষ দ্বীপে কর বিহার॥
পরম পীযূষ তথা করিতেছ পান।
আপনি আপন স্বরে ধরিতেছ গান॥
ছয় দ্বীপে ছয় থাকে সদা যায় দেখা।
তোমার সে নবদ্বীপে তুমি থাক একা॥
সেখানেতে নাহি হয় ছয়ের গমন।
কাজেই সহজে তাই না হয় মিলন॥
অগ্নি জল বায়ু আছে আছে চাকা কল।
চালাতে জানিনে আমি হয়েছে অচল॥
অক্ষরে অক্ষরে যোগ সন্ধান না হয়।
কলের কুলুপ খোলা শক্ত অতিশয়॥
শেখালে না শিখি নাই কে শিখাবে আর।
মিছামিছি ডাক্ ছাড়া হলো যা হবার॥
অধিক ভাবিতে গেলে বেড়ে যায় বাই।
এখানেও 'তুমি' 'আমি' সেখানেও তাই॥
পিতা বলি মাতা বলি বন্ধু আর ভাই।
যখন যা বোলে ডাকি তুমি নাথ তাই॥
ভাবের অন্যথা যেন কিছুতে না হয়।
যে ভাবে সে ভাবে তুমি আছই সদয়॥
তুমি, আমি, উভয়েতে যে সুপাদ হয়।
সে সুপাদ কখনই বুঝিবার নয়।
কাণ পেতে শুন শুন দোহাই দোহাই।
নূতন সম্পর্ক এক ঘটাইতে চাই।
নাস্তিকেরা "নাস্তি" বোলে করিছে নিধন।
'অস্তি' ব'লে আমি করি তোমায় স্থাপন॥
তোমার 'অস্তিত্ববাদ' করেছি যখন।
পাকাপাকি একখানা ক'রব তখন॥
জন্ম দিয়া 'বাপ' তুমি হয়েছ আমার।
জন্ম দিয়া আমি তবে কে হব তোমার?
যদ্যপি আদর কর মনেতে বিচারি।
এ সুপাদে তোমার তো বাবা হতে পারি॥
বার বার 'বাবা' ব'লে ডেকেছি তোমায়।
একবার 'বাবা' ব'লে ডাক না আমায়॥
ছেলের এ আবদারে আদর তো চাই।
বাপ বোলে ডাকিলে তো লজ্জা কিছু নাই॥
অধমে বলিতে বাপ লজ্জা যদি হয়।
যা বলিবে তাই বল বিলম্ব না সয়॥
ছেলে বল দাস বল বলা কিন্তু চাই।
না বলিলে কোন মতে ছাড়াছাড়ি নাই॥
ফুটে না বলিতে পার ভঙ্গী ক'রে কও।
'ওরে বাবা আত্মারাম' হাবা কেন হও॥
যেরূপে জানাতে হয় সেরূপে জানাও।
যেরূপে মানাতে হয় সেরূপে মানাও॥

সব ভরপুর।

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর
বাবা সব ভরপুর।
পরিমাণে ধনদানে গৌরব প্রচুর
বাবা গৌরব প্রচুর॥
পেয়েছ উত্তম দেহ, যোগপথে মন দেহ,
পরিহরি মোহ স্নেহ চল সুরপুর।
যোগযুক্ত অহঙ্কার, করি তার অলঙ্কার,
কর ওঁকার সার গর্ব্ব হবে চূর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর॥
নিশ্বাস হইলে রোধ, পরিজন হীনবোধ,
কাঁদিবে জনম শোধ আহা উহু সুর।
মুদিলে নয়ন-পদ্ম, মন-মধুকর সদ্য,
কৈবল্য কমল-সদ্ম পাইবে মধুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর॥
সুখ কভু মিথ্যা নয়, যত অঙ্গগত-চয়,
শীলতায় বশ হয় শুন হে চতুর!
বিধাতার সুনির্ম্মাণ, সুখদ সম্ভোগ স্থান,
ভোগ যোগে রাখ মান দুঃখ হবে দূর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর॥
সুরা কভু নহে হেয়, সুরজন-উপাদেয়,
রমণীতে সেই পেয়, পান কর পুর।

তাহে প্রজাবৃদ্ধি হয়, প্রজাপতি-প্রথা রয়,
পিতৃ-নাম নহে ক্ষয় বৃদ্ধি হয় ভূর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর ॥
পরিজন-স্নেহনিধি, যতনে মিলায় বিধি,
এ তো নহে মন্দবিধি সুখের অঙ্কুর।
ধনধান্যে লক্ষ্মীলাভ, সৌভাগ্যের সুপ্রভাব,
মনোগত এই ভাব, আদেশ মঞ্জুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর ॥
আশাই অতুল্য ভোগ, কর্ম্ম হয় যশোযোগ,
এ তো নহে পাপ রোগ আরাধ্য সাধুর।
সুখের এ কর্ম্মভূমি, পুত্র মিত্র নহে ডুমি,
এ সব ত্যজিয়া তুমি হইবে ফতুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর ॥
কুম্ভধারী নট-মত, হর কাল অবিরত,
গৃহকার্য্যে থাকি রত ধিয়াও ঠাকুর।
চরম সময় তব, শ্রুত মাত্র হরি রব,
পার হয়ে ভবার্ণব যাবে শান্তিপুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর ॥

সব হ্যায় ফাঁক।

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক,
বাবা সব হ্যায় ফাঁক।
ধনের গৌরবে কেন মিছা কর জাঁক,
বাবা মিছা কর জাঁক ॥
পেয়েছ যে কলেবর, দৃশ্য বটে মনোহর,
মরণ হইলে পর পুড়ে হবে খাক্।
আমি আমি অহঙ্কার, আমার এ পরিবার,
কোথায় রহিবে আর, আমি আমি বাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক ॥
নিশ্বাস হইলে রুদ্ধ, মৃত্তিকায় দেহ শুদ্ধ,
চারিদিকে হবে শুদ্ধ রোদনের হাঁক।
মুদিলে যুগল আঁখি, সকল হইবে ফাঁকি,
কোথায় রহিবে চাকি, ভেঙ্গে যাবে চাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক ॥
মথ্যা সুখে সদা রত, শত শত অনুগত,
গৌরব করিয়া কত গোঁপে দেও পাক।
পোষাকের দাম মোটা, জুতা পায়ে তেড়ি ওটা,
কপালে জুড়িয়া ফোঁটা শোভা করে নাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক ॥
নারীর কোমল গাত্র, মদনের সুরা-পাত্র,
তাহার উপর মাত্র নয়নের তাক।
বসনে বিচিত্র সাজ, কাবায় রঙ্গিন কাজ,
শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ, ঢেকে রাখ টাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক ॥
স্নেহ করে পরিজন, সদাই সন্তুষ্ট মন,
সুদে সুদে বাড়ে ধন, কত লাক লাক।
রাখিয়াছে বাপ দাদা, ধপ্ ধপ্ বর্ণ শাদা,
সারি সারি তোড়া বান্ধা, শোভে থাকে থাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক ॥
হইয়া আশার বশ, ভ্রমে চাহ মিছা যশ,
বিষয়-বিষের রস, নহে পরিপাক।
তুমি কেবা কেবা পুত্র, আপনার নাহি কুত্র,
মিছামিছি মায়াসূত্র, শেষ কুম্ভীপাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক ॥
চিন্তা কর পরকাল, নিকট বিকট কাল,
জীবন ছাড়িবে কোল, না রহিবে কোন বোল,
হরেকৃষ্ণ হরিবোল, এই মাত্র ডাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক ॥

কিছু কিছু নয়।

দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়,
বাবা কিছু কিছু নয়।
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়,
বাবা অন্ধকারময় ॥
ধন বল জন বল, সহায় সম্পদ্ বল,
পদ্মদল-গত জল চিহ্ন নাহি রয়।
কারে বলি আমি আমি, আমি যে মরণগামী,
মিছামিছি দিই আমি আমি পরিচয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয় ॥
আগে হও পরিচিত পরিশেষে পরিমিত,
না হইলে নিজ হিত পরহিত নয়।
কার বস্তু কেবা হরে, কার বস্তু কার করে,
কেবা কারে দান করে কেবা দান লয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয় ॥
যোগে সদা অনুযোগ, ভোগে সদা কর্ম্মভোগ,
তবু পাপ-আশা রোগ সাম্য নাহি হয়।
জলে নাহি তেল মিশে, তথাচ না ভাবে দিশে,
বিষম বিষয়-বিষে কিসে সুখোদয়?
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়।

কি হেতু সংসারসূত্র, কোথা পিতা কোথা পুত্র,
কোথা ছিলে যাবে কুত্র বল মহাশয়।
না ভাবিয়া পরকাল, আপনার কর কাল,
বৃথা সুখে হর কাল নাহি কালভয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥
কারিগুরি বহুতর, দৃশ্য বটে মনোহর,
কলে বদ্ধ কলেবর দেহ যারে কয়।
সে কল বিকল হবে, তুমি নাহি তুমি রবে,
তুমি রব রবে রবে, কবে লোকচয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥
রমণী-বচন-মদ, পানমাত্রে গদগদ,
তুচ্ছ করি ব্রহ্মপদ প্রফুল্ল হৃদয়।
অবশেষে বোধশূন্য, স্বভাবে স্বভাব ক্ষুণ্ণ,
কোথা তার থাকে পুণ্য পাপে হয় লয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥
কারে বল সুচতুর, তুমি বটে বাহাদুর,
যত দেখ ভরপুর, ভরপুর নয়।
সুখলাভ করিবার, বস্তু নয় পরিবার,
দুখে কাল হরিবার হেতু সমুদয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥
হিসাবের পথ সোজা, ঠিকে কেন দেহ গোঁজা,
সহজেই যায় বোঝা ভার বোঝা নয়।
ভব-ভ্রম পরিহরি, মুখে বল হরি হরি,
কৃতান্ত-কুঞ্জর হরি, হরি দয়াময়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়॥

তত্ত্ব।

ম'লে কি হে সকলি ফুরায়?
বল বল বল নাথ ম'লে কি সকলি ফুরায়?
এই জীব আর নাহি আসে পুনরায়?
এই দেহ এ প্রকারে, নাহি হয় বারে বারে,
কর্ম্মভোগ একেবারে সব ঘুচে যায়।
এই দেখি এই এই, দেখিতে দেখিতে নেই,
এই এই সেই সেই শুনি পরম্পরায়॥
এই সব এই শব, এইরূপ এই ভব,
কে মরে কে বেঁচে থাকে বোঝা বড় দায়।
নাম মাত্র ঘটাকাশ, এই জীব চিদাভাস,
ঘটের হইলে নাশ, পাঁচে পাঁচ পায়॥
অবিনাশী চিদাভাস, তার কভু নাহি নাশ,
দেহ-নাশে কেন লোক করে হায় হায়?
কে মরে কে পায় মুক্তি, বুঝিতে না পারি যুক্তি,
নানা জনে নানা উক্তি শুনে হাসি পায়॥
এই বলে হলো হলো, এই বলে মোলো মোলো
কেবা হলো কেবা মোলো শুধাইব কায়?
যত নরে পরস্পরে, বিচার বিতর্ক করে,
ঠিক যেন সম্ভাষণ কালায় কালায়॥
কেহ কয় এই হয়, কেহ কয় নয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ যেন কাণায় কাণায়।
সার কথা বলি যারে, সেই গালে চড় মারে,
বিচারেতে নাহি হারে হাসিয়া উড়ায়॥
ডাঁক ছাড়ে চোটে চোটে, মুখে যেন খই ফোটে,
কার সাধ্য এঁটে ওঠে কথার ছটায়?
কত ছাঁদে করি ছাঁদ, বাদী হয়ে তুলে বাদ,
যুক্তিহীন তর্কবাদ কতই ঘটায়॥
উপাসক এক দল, প্রকাশিয়া বুদ্ধিবল,
ম'লে পরে জন্ম নাই, বলিয়া বেড়ায়।
এই কথা ব্যক্ত করে, নরলোক যত মরে,
তাদের সকল আত্মা, ভোগ নাহি পায়।
আগে তোলা গাছে ঝোলা, বাতাসে খেতেছে দোলা,
গগনে ঘুরিয়া সব এখন খেলায়।
ভবিষ্যতে একদিন, হবে তারা ভোগাধীন,
বিচার হইবে শেষ, বিভুর সভায়॥
পুণ্যবান্ লোক যারা, চিরস্বর্গ পাবে তারা,
পাপী রবে চিরকাল নরক-বাসায়।
জন্ম এই হলো সবে, পরে নাহি জন্ম হবে,
এই কথাটী স্থির ক'রে, কে এসে শুনায়?
কবে কোন্ নরলোক, গিয়ে সেই পরলোক,
ফিরে আসিয়াছে পুন পুরাতন কায়?
পূর্ব্বজন্মে ছিল যাহা, প্রকাশ করিয়া তাহা,
কেবা সব হৃদয়ের সংশয় কাটায়?
স্থির যার আছে মন, সেই করে নিরূপণ,
কিছুমাত্র প্রয়োজন নাহি জিজ্ঞাসায়।
জন্ম আর স্থিতি নাশ, স্বভাবেতে সুপ্রকাশ,
বার বার সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ দেখায়॥
ভূতের না হয় ধ্বংস, ভূতে ভুক্ত ভূত অংশ,
সমবেত হয়ে ভূত শরীর গড়ায়।
জড়দেহ ভূতময়, ভূতে হয় ভূতে লয়,
সকলেই অভিভূত ভূতের খেলায়॥
যদি বলি দেহ জড়, চার্ব্বাকেতে মারে "চড়",
তখনি চেতন বোলে লাঠী নিয়ে ধায়।
ভক্তি-রথ টানে নাকো, পরকাল মানে নাকো,
ভব ভব ভাবে নাকো আসিয়া ধরায়॥

তব তত্ত্বী যারা হয়, তাদের পাগল কয়,
অনল নিবাতে চায় তৃণের শাখায়।
তৃপ্ত নয় তত্ত্বরসে, রত সদা অপযশে,
নাস্তিক বলিয়া বসে গায়ের জ্বালায়॥
আত্মার শরীর ধরা, বস্ত্র ছেড়ে বস্ত্র পরা,
জোঁক সব তৃণে তৃণে যেমন বেড়ায়।
প্রবৃত্তির বশ হয়ে, প্রাক্তনের ক্রিয়া লয়ে,
দেহ ঘরে ঢোকে জীব তোমার ইচ্ছায়॥
দেহ-ঘটে আত্মা রন, কিন্তু তিনি দেহ নন,
সচেতন অচেতন মায়ার মায়ায়।
স্থিতি নাশ নাশ স্থিতি, সংসারের এই রীতি,
কেমনে কহিব তবে মলেই ফুরায়?
কেমনে ঘুচিবে রোগ, না হয় সুযোগ-যোগ,
নাশিতে কর্ম্মের ভোগ সম্ভোগ বাড়ায়।
ভোগেতে কি ভোগ ছাড়ে, কর্ম্মেতেই কর্ম্ম বাড়ে,
ঘুচাতে গায়ের মলা ধূলা মাখে গায়॥
ঔষধ না খেলে পরে, শরীরে কি রোগ মরে,
কুপথ্যে রোগের নাশ হয়েছে কোথায়?
বিনা আলোকের ভাস, কিসে হবে তমোনাশ,
অন্ধকার অন্ধকার কেমনে ঘুচায়?
কাটিতে দড়ীর ফাঁস, অস্ত্রের না করে আশ,
সুতা দিয়ে সেই গেরো কেবল জড়ায়।
মিছে করি পরিশ্রম, কিছুই হলো না ক্রম,
ঘোচে না মনের ভ্রম অজ্ঞাত দশায়॥
মিথ্যায় সত্যের ভাণ, মনে নাহি পায় স্থান,
তত্ত্বনিরূপণ হয় জ্ঞান-অবস্থায়।
"আমি" যদি "তুমি" হই, আমার বিনাশ কই,
এ কথাটী কারে কই কে বলে আমায়?
ছিল শিব হলো জীব, আছি জীব হব শিব,
এইরূপ জীব শিব আমায় তোমায়।
পাশভুক্ত হলে জীব, পাশমুক্ত হলে শিব,
জীব ঘুচে শিব হব কোথা সদুপায়॥
যখন কাটিব ডোর, ঘুচে যাবে কর্ম্ম ঘোর,
জীব ঘুচে শিব হব সন্দেহ কি তার।
যে জীবেতে দয়াময়, তোমার না দয়া হয়,
সেই জীব জীব রয় শিবত্ব না পায়॥
তুমি কৃপা কর যারে, ত্রিতাপে তরাও তারে,
সেই জীব একেবারে শিব হয়ে যায়।
কলত তোমার তাতি, কিছুমাত্র নাহি হাত,
নিজ নিজ ভাগ্য ভোগ করে সমুদয়॥
কর্ম্ম যার যে প্রকার, তব ইচ্ছা সহকার,
সে প্রকার ভোগ তার ঘটায় ঘটায়।

ক্রিয়াসাক্ষী সচেতন, ফলদাতা সনাতন,
অথচ নির্লেপ তুমি আকাশের প্রায়॥
নিজ কর্ম্ম উপসর্গ, তাহাতেই নরক স্বর্গ,
পুণ্যপাপে সুখ দুঃখ ভোগায় ভোগায়।
তব তত্ত্বজ্ঞ যত, প্রবৃত্তির পথে রত,
দুখে সুখে অবিরত দোষ গুণ গায়॥
মরি মরি আহা আহা, তোমার বিচারে যাহা,
কেহই জানে না তাহা হায় হায় হায়!
কিন্তু নাথ! স্থির জানি, ঘোরতর অভিমানী,
কেবল অধর্ম্ম করে মানব-সভায়॥
রিপু পিশাচের মতে, পাপাচার নানামতে
তোমার পবিত্র পথে ভ্রমে নাহি ধায়।
এমন যে মূঢ় জন, যদি স্থির করি মন,
ক্ষণকাল চোখ বুজে তোমা পানে চায়॥
মনে মুখে এই কয়, হর মম পাপচয়,
দীনদয়াময় তুমি রয়েছ কোথায়?
কটাক্ষেতে একবার, সে পাপী থাকে না আর,
কর্ম্মপাশ কাটে তার তোমার কৃপায়॥
কিন্তু ওহে দয়াময়, এ বড় সহজ নয়,
অকস্মাৎ এ প্রবৃত্তি কেবা দেয় তায়?
ভিতরের ভাব তাব, সাধ্য কার বুঝিবার,
তবেই বুঝিতে পারি বুঝালে আমায়।
এ বোঝা ত সোজা নয়, বক্তা হয়ে কেবা কয়,
কে বোঝাবে কে বুঝিবে তব অভিপ্রায়।
বুঝিবার নাহি পুঁজি, কাজ নাই বোঝাবুঝি,
এই বুঝি সোজাসুজি স্থান দেহ পায়॥
তুমি প্রভু আমি দাস, পদমাত্র অভিলাষ,
ফিরি নাক আর কোন পদের আশায়।
এই ঘরে ঢুকাইয়া, আছ তুমি লুকাইয়া,
দেখা যদি নাহি দেও কি কাজ দেখায়?
এখন রয়েছি একা, পাইব পাইব দেখা,
চাতকেরে জলধর কদিন ভাঁড়ায়?
পূর্ণিমার নিশা হলে, আপনি টানিবে কোলে,
চকোর চাঁদের সুধা প্রভাতে কি পায়?
যখন সময় হবে, আপনিই কোলে লবে,
আপনিই দেখাইবে বিহিত উপায়।
অঙ্কুর হয়েছে সবে, সময়ে সুফল হবে,
অঙ্কুরে ফলের আশা বৃথায় বৃথায়॥
শুন ওহে মম মূল, হও হও অনুকূল,
যেন নাহি হয় ভুল দশম দশায়।
ভাঙো ভাঙো হয় মেলা, এখন ক'র না হেলা,
বার বার বার বেলা খেলা হলো সায়॥

পার যেন হই অন্তে, আর যেন কোন কল্পে,
মায়ার মাতালে গন্ধে নাহি পাড়ি সায়।
পূজা হোম জপ মন্ত্র, নাহি জানি বেদ মন্ত্র,
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুঁথি প্রকৃতি পড়ায়॥
কখনো পড়িনি শ্রুতি, পেয়েছি যুগল শ্রুতি,
শ্রুতির অধীন স্মৃতি স্মৃতি কেবা চায়?
রসনা আচার্য্য হয়, শ্রুতিমূলে সদা কয়,
"জয় জগদীশ জয়" মধুর ভাষায়॥
এই ধ্বনি প্রতিক্ষণ, ধ্বনিধনে ধনী মন,
আপনি আপন ভাবে হাসায় কাঁদায়।
শুনেছি দর্শন ছয়, নয়ন দর্শনদ্বয়,
সমুদয় ব্রহ্মময় নিয়ত দেখায়॥
কাজ নাই দরশন, যাহা করি দরশন,
তাতেই মোহিত মন তব মহিমায়।
ধরা জল বহ্নি বাত, দিবা নিশি সন্ধ্যা প্রাত,
সকলই প্রতিভাত তোমার প্রভায়॥
যত কিছু রমণীয়, যত কিছু কমনীয়,
সকলেই শোভনীয় তোমার শোভায়।
প্রভাকর প্রভা-কর, তুমি তার প্রভাকর,
নতুবা এ রবি-ছবি কোথায় লুকায়॥
এই ভব চরাচর, বটে বটে মনোহর,
কিন্তু নহে স্থিরতর রচিত মায়ায়।
বিবেকী বিবেকে কয়, নিত্য নয় নিত্য নয়,
সমুদয় ভূতময় ভূতের মেলায়॥
ভূতাতীত নিরঞ্জন, তুমি মাত্র নিত্যধন,
এ ধনের মদে মত্ত কর হে আমায়।
তোমায় চিনেছে যেই, তোমায় কিনেছে সেই,
না চায় কিছুই আর তোমায় না চায়॥
একেবারে স্থির হয়, কোন কথা নাহি কয়,
সে কি আর ভবঘোরে ঘুরিয়া বেড়ায়?
কিছু আর নাহি চায়, কোনখানে নাহি যায়,
ব'সে থাকে তব তত্ত্ব-তরুর ছায়ায়॥
সন্তোষের সরোবরে, মগ্ন হয়ে স্নান করে,
নাহি থাকে তৃষ্ণা ক্ষুধা শান্তিসুধা খায়।
সদানন্দ ভাব ধরে, নিত্য সুখে কাল হরে,
কর্ণপাত নাহি করে কাহারো কথায়॥
নিজ ভাবে নিজে গলে, নিজ বোধপথে চলে,
দেহ মাত্র গেহ তার বাস করে যায়।
ভেদাভেদ কিছু নাই, সমভাব সব ঠাঁই,
সতত সমান সুখ যথায় তথায়॥
বিকারবিহীন মন, তৃণ দেখে ত্রিভুবন,
কোটি কোটি ইন্দ্র এলে ফিরে নাহি চায়।

মুচি নাই শুচি নাই, তুল্য দেখে সোণা ছাই,
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করে পড়িয়া ধূলায়॥
সে সময়ে তুমি তার, দেহ কর অধিকার,
রাজা হয়ে বসো গিয়ে মনের সভায়।
অন্তরে বিরাজ কর, ধীরেন্দ্রের ধর্ম্ম ধর,
যত সব দুষ্ট চোর ভয়েতে পলায়॥
অভেদে হইয়া এক, কর আত্ম-অভিষেক,
উপসর্গ আদি ভেদ আসিতে না পায়।
বিষম বিপক্ষ যারা, কেমনে আসিবে তারা,
প্রবোধ প্রহরী হয়ে বসে প্রহরায়॥
তুমি দাতা তুমি পাতা, ফলদাতা তুমি ত্রাতা,
তুমি নাথ সর্ব্বমূলাধার।
সৃজিয়াছ শত শত, অচল সচল যত
চলাচল অখিল সংসার॥
তৃণ আদি ধরাধর, এই সব চরাচর,
অপরূপ শোভার ভাণ্ডার।
আহা কিবা মরি মরি, স্বভাব স্বভাব ধরি,
দেখাতেছে মহিমা তোমার॥
জলে স্থলে শূন্যোপরে, পরস্পরে সুখে চরে,
সকলেরি সরস অন্তর।
অহঙ্কার-সুরাপানে, মেতে ঘোর অভিমানে,
কেবল অসুখী যত নর॥
বাসনার হয়ে বশ, খেতেছে বিষয়-রস,
পেতেছে তাহাতে কত দুখ।
আশা নাহি হয় নাশ, ক্রমে বাড়ে অভিলাষ,
কেহ নাহি পায় সত্যসুখ॥
যত ভোগ বাড়ে যার, তত রোগ বাড়ে তার
কিছুতেই শেষ নাহি হয়।
কিবা দীন কিবা ভূপ, সকলেরি একরূপ,
সব ঘরে হাহাকারময়॥
যার যত বাড়ে পদ, তার তত বাড়ে মদ,
মদে পদ স্থির রাখা দায়।
শত লক্ষ কোটীশ্বর, সম্রাট ভূপতীশ্বর,
তার পর ব্রহ্মপদ চায়॥
কতই কল্পনা জানে, ইন্দ্র চন্দ্র বেঁধে আনে,
শমনেরে করে ছত্রধারী।
স্বর্গ মর্ত্ত্য আদি স্থল, সব দেয় রসাতল,
তোমারে করিয়া আজ্ঞাকারী॥
কখনো এ ভাব ধরে, তোমার তুমিত্ব হরে,
একেবারে মানে না তোমায়।
যে বলে ঈশ্বরো নাস্তি, কেবা তার দেয় শাস্তি,
তুমি কিছু বল না তো তায়॥

এখন না বল বল, পরে দিবে প্রতিফল,
এ কথাটী বুঝাইব কারে ?
এই দেহ-অন্তে তার, দণ্ড হবে কি প্রকার,
তথ্য তার কে করিতে পারে ?
দুরাচার বঙ্গী যত, পরের পীড়নে রত,
প্রকাশিয়া প্রবল প্রতাপ।
নির্দ্দোষ অধীন যারা, তাদের করিছে সারা,
পদে পদে দিয়ে পরিতাপ ॥
এমন নির্দ্দয় নর, তাদেরি উন্নত কর,
দণ্ড কিছু দেখিতে না পাই।
মনোদুখে তাই কই, দণ্ডদাতা কিছু কই,
নাই নাই নাই "তুমি" নাই ॥
ক্ষণ পরে পুনর্ব্বার, করি এই সুবিচার,
তোমার কৃপায় উপদেশে।
যুক্তি আছে স্থির করা, প্রবল পাপের ভরা,
ডোবেই ডোবেই ডোবে শেষে ॥
দোষহীন দীনচয়, পীড়া পেয়ে এই কয়,
'মুখ ফুটে কিছু কব নাকো।
ব্যথা পাই যে প্রকার, কর তার প্রতীকার,
হে ঈশ্বর! যদি তুমি থাকো॥"
আর্ত্তনাদ শুনে তার, না করিয়া সুবিচার,
তুমি আর কিরূপেতে বাঁচো ?
সোয়ে সোয়ে বারে বারে, দণ্ড দাও একেবারে,
আছ আছ আছ তুমি আছো ॥
দণ্ডদাতা নাম ধর, দোষী জনে দণ্ড কর,
হয় হয় হয় পাপভার।
ক্রিয়াসাক্ষী দয়াময়, বিচারে যেমন হয়,
সাধুজনে দেও পুরস্কার ॥
কর্ত্তা নাই কেহ আর, এইরূপ এ সংসার,
নিজে হয় নিজে পায় নাশ।
এ কথা তো শুনিব না, যুক্তি বোলে গুণিব না,
এখনি করিব উপহাস ॥
'স্বভাবে' যদ্যপি হয়, সে 'স্বভাব' অন্য নয়,
সে 'স্বভাব' তুমিই তো হও।
স্বভাবে স্বভাব লয়ে, ধাতা পাতা ত্রাতা হয়ে,
কারণরূপেতে সদা রও ॥
আমারে এ সব লোক, আস্তিক নাস্তিক কোক,
যেপ্রকার ইচ্ছা যার হয়।
অস্তি নাস্তি নাহি জানি, কেবল তোমায় মানি,
তোমাতেই মন যেন রয় ॥
প্রাণাধিক প্রিয়তম, হর হর হর ভ্রম,
কর কর কৃপা-বিতরণ।

গুরু বোলে কারে ধরি, কার কাছে শিক্ষা করি,
মানবের ধর্ম্ম-আচরণ ?
অনেকেরি কাছে যাই, গুরু না দেখিতে পাই,
মিছামিছি তর্কবাদ করা।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কিন্তু এ কি বিপরীত,
ভিতরেতে অভিমানভরা ॥
বিদ্যার যে সার মর্ম্ম, নাহি দেখি তার মর্ম্ম,
কর্ম্মে নাই ধর্ম্মের সঞ্চার।
আমি 'স্বামী' বড় কত, চলিবে আমার মত,
বিদ্বানের এই অহঙ্কার ॥
পৃথিবীর সব ঠাঁই, সমান দেখিতে পাই,
অভিমানে সাধিতেছে ক্রিয়া।
দেখ দেখ দেখ পিতে, ধর্ম্মমত চালাইতে,
দলাদলি করে যোমা নিয়া ॥
কত মতে চলিতেছে, কত কথা বলিতেছে,
কত মতে চলিতেছে কত।
এইরূপ দ্বেষাদ্বেষে, পরস্পর দেশে দেশে,
মতগন্ধে সবে অনুরত ॥
একের সন্তান হয়ে, একের দোহাই লয়ে,
বিচারেতে বিবাদ বাড়ায়।
তব তত্ত্ব ছোঁবে নাকো, ভিতরেতে ডোবে নাকো,
ভেসে ভেসে কেবল বেড়ায় ॥
ধর্ম্মযুদ্ধে যুদ্ধ করি, পরস্পর অস্ত্র ধরি,
কাটাকাটি এতে ওতে তাতে।
প্রকৃতিরে হাসাতেছে, পৃথিবীরে ভাসাতেছে,
স্বজাতির শোণিতের স্রোতে ॥
ধর্ম্মের আচার্য্য যারা, এই তো ধার্ম্মিক তারা,
বুঝিলাম ধর্ম্ম-আচরণে।
দেখে শুনে সাধু যত, বিরসে হাসিছে কত,
তুমিও হাসিছ মনে মনে ॥
সর্ব্বধর্ম্ম ছাড়ে যেই, তোমারেই পায় সেই,
অনুকূল তুমি হও তায়।
অহঙ্কার অভিমান, যতক্ষণ বলবান,
ততক্ষণ তোমায় কি পায় ?
শিখে "বিদ্যা অর্থকরী" গৃহস্থের ধর্ম্ম ধরি,
অর্থ এনে চালব সংসার।
কিরূপেতে অর্থ পাই, বল বল কোথা যাই,
সে তো নয় সহজ ব্যাপার ॥
জানে উপার্জ্জনধারা, বিষয়ী পুরুষ যারা,
অর্থকরী বিদ্যা শিখিয়াছে।
বড় বোলে নিজে জানে, নিজে থাকে নিজমানে,
কারে নাহি যেতে দেয় কাছে ॥

সভ্য অভিমানী যারা, মরি কিবা সভ্য তারা,
সভ্যতার কি কব ব্যাভার।

কার্য্য করে দেখিয়াছি, পরীক্ষায় জানিয়াছি,
সভ্যতাই পাপের ভাণ্ডার॥

কত কাণ্ড ঘরে ঘরে, ঈশ্বরে সকলি করে,
গোপনে পাপের নাহি ভয়।

চুপি চুপি ব্যবধান, সাবধান সাবধান,
দেখো যেন প্রকাশ না হয়॥

যাঁরা কিছু সভ্য হন, অনায়াসেই এই কন,
উহু উহু বাপ্ বাপ্ বাপ্।

'আড়ালে যা কর ভাই, তাতে কোন পাপ নাই,
প্রকাশ হলেই বড় পাপ॥'

কোথা নাথ দয়াময়, দেখ দেখ সদয়,
মজিল মজিল সব দেশ।

পরস্পর পরস্পরে পাপাচারে রত করে,
করিয়া মিথ্যার উপদেশ॥

দেখিতেছি এই ধরা, ছলনা-চাতুরী-ভরা,
ন্যায় পথে ধন নাহি আসে।

ন্যায়েতে যে ধন হয়, সে কিছু অধিক নয়,
নির্ব্বাহ না হয় অনায়াসে॥

বিনা ধনে কি প্রকারে, উদর চালাতে পারে,
পরিবার কিসে থাকে বশ?

যাই আমি যার বাসে, দুখী বোলে সেই হাসে,
কয় কত বচন কর্কশ॥

কিঞ্চিৎ ধনের পতি, তারা নয় শান্তমতি,
মানমদে মেতে সদা রয়।

নম্র হয়ে প্রতিক্ষণ, যতই যোগাই মন,
তথাপিও তুষ্ট নাহি হয়॥

কত উপাসনা করি, কতরূপ ভেক ধরি,
নর প্রভু না হন সদয়।

যে সময়ে চাই টাকা, তখনি বদন বাঁকা,
আর নাহি হেসে কথা কয়॥

ব্যবসা-বাণিজ্য করি, যদ্যপি উদর ভরি,
বিঘ্ন কত সহজ সে নয়।

ভেবে করিলাম স্থির, কোন মতে সংসারীর,
কিছুতেই সুখ নাহি হয়॥

পাইতে রাজার প্রীতি, যদি শিখি রাজনীতি,
রাজনীতি অতি সুকঠিন।

রাজা রন রাজপাটে, ফিরিতেছি হাটে ঘাটে,
আমি নিজে দীন হীন ক্ষীণ॥

তুমি অতি অপরূপ, সকল ভূপের ভূপ,
দেখিতেছ রাজ-আচরণ।

রাজাদের রাজ্য-পাট, যেন নটুয়ার নাট,
ব্যবহার বেশ্যার মতন॥

ভূপতির শুভদৃষ্টি, কাণামেঘে যেন বৃষ্টি,
রুষ্টি তুষ্টি পারিনে বুঝিতে।

তোষে কত পোরে আশ, রোষে হয় সর্ব্বনাশ,
নাহি দেয় দেখিতে শুনিতে॥

লোচন যাঁহার কাণ, চোখে না দেখিতে পান,
শুনে শুধু করেন বিচার।

হবে সত হতে পারে, সে কথা কহিব কারে,
সবার চরণে নমস্কার॥

বচনেতে কাজ নাই, রাজদ্বারে অর্থ চাই,
কিসে হয় সংঘটনা তার?

"মান" আর "অপমান", দ্বারী দুই বলবান্,
রক্ষা করে ভূপতির দ্বার॥

এই কথা কহে "মান", থাকে মান পাবে মান,
এসো এসো, খোলা আছে পুর।

"অপমান" ডেকে কয়, অপমানে থাকে ভয়,
এসো না রে দূর দূর দূর॥

মানবের অভিমান কত তার পরিমাণ,
অনুমান কিছুতে না হয়।

কিসেই বা বাড়ে মান, কিসে হয় অপমান,
ব্যবহারে মনে করি ভয়॥

ধনী আর রাজগণ, কি বলিলে তুষ্ট হন,
নিরূপণ করিতেছি তাই।

মানময় সম্ভাষণ, মহিমার সম্বোধন,
বিশেষণ খুঁজে নাহি পাই॥

যখন যে ভাবে রই, তোমারে হে "সর্ব্বজ্ঞই",
"তুমি" বোলে, "তুই" বোলে ডাকি।

যা বলি তাতেই তুষ্ট, কিছুতে না হও রুষ্ট,
মনে কিছু ভয় নাহি রাখি॥

মানুষের সম্বোধনে, বড় ভয় হয় মনে,
তুমি "তুই" সাধ্য কার কয়?

"মহামান্য গুণমণি, শিরোমণি নৃপমণি"
মহারাজ "বাবু" মহাশয়॥

যত করি সম্বোধন, তবু নাহি উঠে মন,
কি বলিব ভেবে মরি দুখে।

তোমারে হে দয়াময়, যদি বলি "মহাশয়",
বাধো বাধো যেন হয় মুখে॥

যেখানে বিপদ হত, প্রায় সব এইমত,
দুই এক সাধু লোক যাঁরা।

স্বজাতির দেখে গতি, হয়ে অতি শুদ্ধমতি,
লোকালয় ছেড়েছেন তাঁরা॥

বান্ধব, কুটুম্বগণ, আর আর নিজ জন,
সুখে রব সকলের সহ।
নাহি সুখ একটুক, দিন দিন ঘটে দুখ,
বৃদ্ধি হয় কেবল কলহ॥
লোকাচারে দেশাচারে, জাতিপ্রথা ব্যবহারে,
নাহি হয় সত্যের প্রকাশ।
সত্যের হইলে দাস, এ সকল হয় নাশ,
সমাজেতে করে উপহাস॥
সমাজেতে যদি রই, সত্য-সভা-ছাড়া হই,
তোমা ছাড়া হ'তে তবে হয়।
সত্য আর লোকাচার, আলো আর অন্ধকার,
একাধারে কেমনেতে রয়?
যদ্যপি তোমায় স্মরি, সত্যের সাধনা করি,
দেশ তায় দ্বেষ করে কত।
অনাচারী নিজে যারা, অনাচারী বলে তারা,
হরি হরি ভেবে জ্ঞানহত॥
স্বভাবে বিকারে মরে, হরি ব'লে ভাস ধরে,
মিথ্যাময় জগৎ অসৎ।
আপনি অসৎ হয়, সত্যেরে অসৎ কয়,
হায় হায় হায় রে জগৎ॥
জগতের এই গতি, নর নহে মহামতি,
সুখ নাহি হয় ধনে জনে।
পূর্ব্বতন সাধু যত, তপস্যায় হয়ে রত,
সাধ করে গিয়াছেন বনে॥
রাগ দ্বেষ অহঙ্কার, অভিমান পাপাচার,
ধনের বিকার নাই যথা।
বনচর-সঙ্গী হয়ে, কেবল সাধনা লয়ে,
নিত্য সুখে রয়েছেন তথা॥
সে সাধুর সঙ্গ-যোগ, কপালে হলো না ভোগ,
মিছে কেন নরদেহ ধরি?
যথা যোগী যোগাসনে, গিয়ে আমি সেই বনে,
পশু কিংবা পাখী হয়ে চরি॥
ওহে পশু-পক্ষিগণ! শুন মম নিবেদন,
যাতনা সহে না প্রাণে আর।
মানবের দেহ নিয়া, তোদের শরীর দিয়া,
কর রে আমার উপকার॥
সাধু রে তোরাই সাধু, সাধু সাধু সাধু সাধু,
বিষয়ে না হও ঝালাপালা।
যথা রুচি তথা যাও, যথা রুচি খাও দাও,
ভুগিতে না হয় কোন জ্বালা॥
কুল মান জাতিধর্ম্ম, নাহি জান কোন কর্ম্ম
নাহি থাক দলাদলি-ঘোঁটে॥
পরকাল নাহি মানো, রাজপীড়া নাহি জানো
তাই খাও যখন যা জোটে॥
নাহি জান জুয়াখেলা, নাহি জান গুরু চেলা,
নাহি জান মন্ত্র পূজা স্তব।
নাহি জান তোষামোদ, উমেদারী অনুরোধ,
কেবল শিখেছ নিজ রব॥
অভিমান কিছু নাই, এক ভাব সব ঠাঁই,
একভাবে থাক চিরদিন।
সদাই আনন্দময়, সুখময় সদাশয়,
নাহি মানো মৌলিক কুলীন॥
নাহি দেও রাজকর, রাজারে না কর ডর,
ঠেকনিক রাজনীতি-দায়।
দেওনি হাটের কড়ি, খাওনি গুরুর ছড়ি,
নাহি জান ব্যয় আর আয়॥
নাহি চড় গাড়ী ঘোড়া, নাহি পর জামাজোড়া,
নাহি পর বস্ত্র অলঙ্কার।
আপনি না বাবু হও, কাহারে না বাবু কও,
নাহি বও "যে আজ্ঞার" ভার॥
কিছুই বালাই নাই, সম সুখে আছ ভাই,
নাহি চাও বালিস মাজুর।
স্বভাবে হয়েছ রাজা, নাহি আর রাজা সাজা,
নাহি কর "হুজুর হুজুর॥"
কেহ নও হাড়ি মুচি, সবাই সমান শুচি,
কখনই না হও মলিন।
ধূলা কাদা কাঁটাবন, তাহাতে প্রফুল্ল মন,
নাহি করে গাত্র ঘিন্ ঘিন্॥
নাহি দান প্রতিগ্রহ, ভোগ কর শুভগ্রহ,
ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়ে।
স্থিতি নাশ কি প্রকারে, কি হতেছে এ সংসারে,
একবার দেখ নাকো চেয়ে॥
নাহি চাও রাজ্য দেশ, মনে নাই দ্বেষাদ্বেষ,
পরধন কর না হরণ।
ভাণ্ডার উদর মাত্র, পূর্ণ কর সেই পাত্র,
নাহি জান সঞ্চয় কেমন॥
পরকুচ্ছা নাহি কর, পরিবাদ নাহি ধর,
নাহি কর লোকাচার-ভয়।
সাধুর খাতক নও, আপনিই সাধু হও,
সদাকাল সদয় হৃদয়॥
সদাই মনেতে খুসী, নাহি ছোঁও কোশা কুশি,
কুশো হাতে শ্রাদ্ধ নাহি কর।
নাহি লও কোন দুখ, কেবল করিছ সুখ,
বাপ মলে কাচা নাহি পর॥

রবি আর ক্ষিতি গোল, শাস্ত্রে শাস্ত্রে কত গোল,
সে গোলের গোলে নাহি থাকো।
কিছুর সংশয় নাই, মীমাংসার হেতু তাই,
গুরু বলে কারে নাহি ডাকো॥
এলে মানবের কাছে, পাপতাপ ঘটে পাছে,
মনে মনে করি এই ত্রাস।
সিদ্ধ-সাধু-যোগী-সত, বিভু ধ্যানে অহরহ,
বিরল বিপিনে কর বাস॥
লোকালয়ে এসো নাই, ভাল করিয়াছ ভাই,
এলে পরে প্রমাদ ঘটিত।
মানুষের ব্যবহারে, অভিমান অহঙ্কারে,
হৃদয়ের ভাণ্ডার ভরিত॥
কিন্তু ভাই স্তুতি করি, সরল স্বভাব ধরি,
সরলতা দেখাও দেখাও।
স্বভাবের ভাব যাহা, বিশেষ করিয়া তাহা,
মানবেরে শেখাও শেখাও॥
তোমাদের আচরণ, সদালাপ সুবচন,
জানে না অজ্ঞান নর যত।
হয়ে ঘোর অভিমানী, তাই বলে নীচ প্রাণী,
হাসিব কাঁদিব আর কত॥
দম্ভ যার নাহি হয়, মহা প্রাণী তারে কয়,
অভিমানী, মহাপ্রাণী নহে।
মত্ত হয়ে অহঙ্কারে, এই নর কি প্রকারে,
আপনারে মহাপ্রাণী কহে?
তোমাদের ভগবান্, করেছেন যাহা দান,
তাই নিয়া সুখে কর ভোগ।
ভাব সেই পরপ্রভু, শিখো না শিখো না কভু,
মানবের অভিমান-রোগ॥
দেখিয়া স্বভাব-ভাব, করিতেছি অনুভাব,
যখন যে ভাব ঘটে ঘটে।
ওহে ভাই বনচর, যদিও না হও নর,
মহৎ তোমরা বটে বটে॥
ঈশ্বরের আজ্ঞা যাহা, তোমরা পালিছ তাহা,
কখনই কর না লঙ্ঘন।
যথাচারী নর যত, হিতাহিত-জ্ঞানহত,
নাহি করে নিয়ম-পালন॥
স্বভাবে শোভিত সবে, স্বভাবেই সুখে রবে,
অভাব না হবে কোন দিন।
আমার এ কলেবর, অভাবে পূরিত ঘর,
আমি নর চিরদিন দীন॥
নর-দেহ নে রে নে রে, তোর দেহ দে রে দে রে,
নে রে নে রে, ঘর দ্বার ছাপা।

বিনয়-বচন ধর, দায় হতে মুক্ত কর
ক্ষীণ দেখে হোস নে রে খাপা॥
ধোরে মানুষের দেহ, মানুষে করিয়া স্নেহ,
মিছা কাল কাটিলাম বই।
স্বরূপে মানুষ কই, এমন মানুষ কই,
আমি ত মানুষ নিজে নই॥
কোথা বিভু বিশ্বকর, আমায় করিয়া নর
বেদনা দিতেছ কেন আর?
কর দেখি উপদেশ, কেন দিলে রাগ-দ্বেষ,
কেন দিলে দম্ভ অহঙ্কার?
তুমি নাথ ইচ্ছাময়, কর যাহা ইচ্ছা হয়,
ইচ্ছায় চলিছে এ সংসার।
যে কলে চালাও চলি, যে বলে বলাও বলি,
সম্ভাবনা কি আছে আমার?
কিন্তু নাথ মনে জানি, নর বটে মহাপ্রাণী,
তাহাতে সংশয় কিবা আছে?
কাম ক্রোধ অহঙ্কারে, লোভে যায় ছারেখারে,
এই বড় দোষ ঘটিয়াছে॥
মানবীয় মানসীয়, শক্তি অতি রমণীয়,
হয় তায় অভাব-মোচন।
নানারূপ যুক্তি ধরি, নানাবিধ গ্রন্থ করি,
বস্তুতত্ত্ব করে নিরূপণ॥
ব্যাকরণ অলঙ্কার, জ্যোতিষাদি কাব্য আর,
আয়ুর্বেদ নীতি-উপদেশ।
অঙ্ক আদি শত শত, বিষয়ের বিদ্যা যত,
জ্ঞান আর বিজ্ঞান বিশেষ॥
জ্ঞানেতে তোমায় জানে, ভক্তি করি তাই মানে,
জ্ঞানে করে গ্রন্থের রচনা।
রাশি, পক্ষ, গ্রহ, বার, স্থির করি বার বার,
গ্রহণাদি করিছে গণনা।
কৃষিকার্য্যে দেয় ভোগ, চিকিৎসায় হরে রোগ,
শিল্পকার্য্যে হয় কত ক্রিয়া।
পরস্পর সহকারে, পরস্পর উপকারে,
যায় সব অভাব ঘুচিয়া॥
মানুষের বুদ্ধিবলে, কলে জলে তরী চলে
স্থলে কলে চলে বাষ্পরথ।
তাহাতে কল্যাণ কত, সুখী লোক শত শত,
দূর নহে ছমাসের পথ॥
বিলাতে হতেছে যাহা, এখনি এখানে তাহা
তারে তার আসে সমাচার।
ঘটিকাদি ছাপাকল, সকলি বুদ্ধির কল,
বিশেষ কহিব কত আর?

স্বভাবে শোভিত সবে, স্বভাবেই সুখে রবে,
অভাব না হবে কোন দিন।
আমার এ কলেবর, অভাবে পূরিত ধর,
আমি নর চিরদিন দীন॥
এত গুণে গুণী নর, হয়ে এত কার্য্যকর,
এত সব করি প্রকরণ।
যেব দম্ভ কার্য্যদোষে, নাহি থাকে পরিতোষে,
না পায় সুখের আস্বাদন॥
ভবসিন্ধু-পার হেতু, জ্ঞানরূপ এক সেতু,
মানবে করেছ তুমি দান।
সংসার-সাগর-পার, কেহ নাহি হয় আর,
অকূলে পড়িয়া যায় প্রাণ,
হায় হায় হাহাকার, মুখে রব সবাকার,
জীবিকার সঞ্চার-কারণ।
সন্তোষের সমাচার, কেহ নাহি লয় আর,
বৃথা করে জীবনযাপন॥
কৃপা কর কৃপাকর, মানবে মানব কর,
হর হর মনের বিকার।
আমিও মানুষ নই, মানুষে মানুষ কই,
ধরি মানুষের ব্যবহার।

গৌরব অভাবে সকলি মিথ্যা।

সেই তরু তরু নয় নাহি যার ফল।
সেই লতা লতা নয় নাহি যার দল॥
সেই নদী নদী নয় নাহি যার জল।
সেই সেনা সেনা নয় নাহি যার বল॥
সেই অসি অসি নয় নাহি যার ধার।
সেই ফল ফল নয় নাহি যার তার॥
সেই দেহ দেহ নয় নাহি যার রূপ।
সেই দেশ দেশ নয় নাহি যার ভূপ॥
সেই ফুল ফুল নয় নাহি যার মধু।
সেই নারী নারী নয় নাহি যার বঁধু॥
সেই যোগী যোগী নয় নাহি যার যোগ।
সেই ভোগী ভোগী নয় নাহি যার ভোগ॥
সেই মণি মণি নয় নাহি যার প্রভা।
সেই রূপ রূপ নয় নাহি যার শোভা॥
সেই চাষা চাষা নয় নাহি যার চাস।
সেই প্রভু প্রভু নয় নাহি যার দাস॥
সেই লেখা লেখা নয় নাহি যার রস।
সেই কবি কবি নয় নাহি যার যশ॥
সেই নেড়া নেড়া নয় নাহি যার ছাব।
সেই গীত গীত নয় নাহি যার ভাব॥
সেই ভূমি ভূমি নয় নাহি যার কর।
সেই গলা গলা নয় নাহি যার স্বর॥
সেই মাঠ মাঠ নয় নাহি যার ঘাস।
সেই ছাগ ছাগ নয় নাহি যার মাস॥
সেই ঢূলী ঢূলী নয় নাহি যার কাঁসি।
সেই মুখ মুখ নয় নাহি যার হাসি॥
সেই রিপু রিপু নয় নাহি যার ক্রোধ।
সেই বুধ বুধ নয় নাহি যার বোধ॥
সেই পাঁক পাঁক নয় নাহি যার খেলা।
সেই গুরু গুরু নয় নাহি যার চেলা॥
সেই নট নট নয় নাহি যার নাট।
সেই পোড়ো পোড়ো নয় নাহি যার পাঠ॥
সেই ভারী ভারী নয় নাহি যার ভার।
সেই দ্বারী দ্বারী নয় নাহি যার দ্বার॥
সেই গৃহী গৃহী নয় নাহি যার দারা।
সেই মেঘ মেঘ নয় নাহি যার ধারা॥
সেই পথ পথ নয় নাহি যার পথী।
সেই রথ রথ নয় নাহি যার রথী॥
সেই মত মত নয় নাহি যার মতি।
সেই পদ পদ নয় নাহি যার গতি॥
সেই শিশু শিশু নয় নাহি যার মাতা।
সেই ডাল ডাল নয় নাহি যার পাতা॥
সেই ফণী ফণী নয় নাহি যার মণি।
সেই পিক পিক নয় নাহি যার ধ্বনি॥
সেই গাভী গাভী নয় নাহি যার ক্ষীর।
সেই মন মন নয় নাহি যার স্থির॥
সেই নর নর নয় নাহি যার মায়া।
সেই ভূত ভূত নয় নাহি যার গয়া॥
সেই ধনী ধনী নয় নাহি যার ধান।
সেই জ্ঞানী জ্ঞানী নয় নাহি যার জ্ঞান॥
সেই মানী মানী নয় নাহি যার মান।
সেই ধ্যানী ধ্যানী নয় নাহি যার ধ্যান॥

দেহ-ঘর।

পাঁচের বাঁধুনী এই নবদ্বার বাস।
এত দিন যাহে আমি করিলাম বাস॥

পড় পড় হইয়াছে নাহি রয় আর।
একে একে ভেঙ্গে চুরে হ'ল চুরমার॥
কালের বরষা ইথে ভরসা কি আছে।
খুঁটী খসা কাঁচা ঘর কেমনেতে বাঁচে?
বাঁধন গিয়াছে খসে ছাঁদন ছাড়িয়া।
কাদুনি বাঁধুনি বৃথা নাড়িয়া নাড়িয়া॥
কাঁদে মন ঘন ঘন শুনে ঘন ডাক।
যে দিকে চাহিয়া দেখি সে দিকেই ফাঁক॥
উড়িয়া চালের খড় হয়ে গেল ফাঁকা।
খুঁচি দিয়া কত দিন যাবে আর রাখা?
পবন পেছন থেকে মারিতেছে ঢেকা।
বংশ-হারা হতে হল থাকে নাকো ঠেকা॥
যে বংশের ঘর এই সে বংশ কি রয়?
ঘুণ ধ'রে একে একে হয়ে গেল ক্ষয়॥
হংসবেদী ভেঙ্গে গেলে ধ্বংস সব হবে।
অংশে গেলে অংশ মিশে বংশ কোথা রবে?
যখন ঘরামী এসে ঘর গেল গড়ে।
প্রকৃতি বলিয়াছিল এই যায় পড়ে॥
না বুঝে তখন ঘরে ঢুকিলাম একা।
এখন সে ঘরামীর কোথা পাই দেখা?
ঘরামীর ঘর কোথা জানিনে রে ভাই।
মিছামিছি এথা সেথা খুঁজিয়া বেড়াই॥
কেহ যদি দেখা পাও বোলো তার কাছে।
এ ঘর বজায় রাখে সাধ্য কার আছে॥
এ কারণ মাড়াবে না আমার এ ভুমি।
ভয় আছে বলি পাছে কি করেছ তুমি॥
এই হেতু মজুরীর কড়ি নাহি লয়।
সেরে দিতে হেরে যাবে মনে আছে ভয়।
ঘর গোড়ে মজুরী না নিতে আসে আর।
মিছামিছি খেটে গেল ভুতের ব্যাগার॥
বল নাই বলিবার বলি আর কারে।
যে পড়েছে সে ভাঙ্গিলে কে রাখিতে পারে?
যায় যাবে যাক ঘর না রয় না রয়।
আর যেন এই ঘরে ঢুকিতে না হয়॥

জরা অপেক্ষা মরণ ভাল।

জরা এসে শরীর করেছে অধিকার।
বল করি বাড়িতেছে বিষম বিকার॥
রাখে না রাখে না আর বলের সঞ্চার।
থাকে না থাকে না দেহ থাকে নাকো আর॥
ফুরায়েছে সমুদায় কিছু নাহি বাকি।
কেবল অপেক্ষা আছে মুদিতে দু আঁখি
তুলিতে না হবে মুখ খুলিতে নয়ন।
আর না উঠিতে হবে করিলে শয়ন॥
কলসী হইল শূন্য দেখে পাই ভয়।
গড়াতে গড়াতে জল কত দিন রয়?
কলেবর-সরোবর করিয়া শোষণ।
কালরূপ নিদাঘেতে খেতেছে জীবন
অহরহ দাহ করে জ্বালিয়া অনল।
জরা হতে মরা ভাল বেঁচে কিবা ফল?
কি ছিলে কি হলে এসে ভবের ভবনে
আর বা কি হতে হয় ভাব না কি মনে?
হ'ল শেষ ধ'রে কেশ টানিছে শমন।
উপায় না পাবে আর করিলে গমন॥
এমন অমর আর তখন কি লাগে।
শমন দমন কর গমনের আগে॥
হবে না বিহিত কিছু অজ্ঞানেতে মলে।
হারাবে পরম নিধি জ্ঞানহারা হলে॥
দড়ী দিয়া বাঁধিয়াছে ভাঙ্গিয়াছে রথ।
পরিত্রাণ কিসে পাবে দেখ তার পথ॥
হেলা ক'রে বেলাটুকু কাটায়ো না আর।
ভাঙ্গিয়া অসার খেলা সত্য কর সার॥
ভব-রোগ ঘোর ভোগ নাশ নাই তার।
সত্যরূপ পথ্য হ'লে হয় প্রতীকার॥
অতএব জীব ভাই আর কেন মজ।
ভাবভরে ভক্তিরসে ভগবানে ভজ॥
কালকরী-অরি হরি হরি হরি বল।
হরিনাম বল আর পথের সম্বল॥
পরিণামে পরিণামে না থাকিবে ভয়।
শমন দমন হবে গমন-সময়॥

আর কিছু চাইনে।

দয়াময় তোমা বিনা আর কিছু চাইনে
আর কিছু চাইনে।
তব নাম-সুধা বিনা আর কিছু খাইনে
আর কিছু খাইনে॥
তব গুণ-গীত বিনা অন্য গীত গাইনে
অন্য গীত গাইনে।

তব প্রেম পথ বিনা অন্য পথে যাইনে
অন্য পথে যাইনে ॥
তব শ্রদ্ধা-জল বিনা অন্য জলে নাইনে
অন্য জলে নাইনে।
তব সুখে সুখ বিনা কিছু সুখ পাইনে
কিছু সুখ পাইনে ॥
তব ভাব দিক্ ছেড়ে অন্য দিকে ধাইনে
অন্য দিকে ধাইনে।
ওহে হরি তোমা ছাড়া কোন দিকে চাইনে
কোন দিকে চাইনে ॥
চিরকাল পেটে নাহি নাহি পাই খাইনে
নাহি পাই খাইনে।
বিনা মূল্যে কিনে লবে লিখেছ কি আইনে
লিখেছ কি আইনে ॥

মানুষ কে?

নিয়ত মানসধামে একরূপ ভাব।
জগতের সুখ দুখে সুখ-দুখ লাভ ॥
পরপীড়া পরিহার, পূর্ণ পরিতোষ।
সদানন্দে পরিপূর্ণ স্বভাবের কোষ ॥
নাহি চায় আপনার পরিবার সুখ।
রাজ্যের কুশলকার্য্যে সদা হাস্যমুখ ॥
কেবল পরের হিতে প্রেম লাভ যার।
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর?
নাহি চায় রাজ্যপদ নাহি চায় ধন।
স্বর্গের সমান দেখে বন উপবন ॥
পৃথিবীর সমুদয় নিজ পরিজন।
সন্তোষের সিংহাসনে বাস করে মন ॥
আত্মার সহিত সব সমতুল্য গণে।
মাতা পিতা জাতি ভাই ভেদ নাহি মনে।
সকলে সমান মিত্র শত্রু নাই যার।
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর?
অহঙ্কার-মদে কভু নহে অভিমানী।
সর্ব্বদা রসনারাজ্যে বাস করে বাণী ॥
ভুবন ভূষিত সদা বক্তৃতার বশে।
পর্ব্বত সলিল হয় রসনার রসে ॥
মিথ্যার কাননে কভু ভ্রমে নাহি ভ্রমে।
অঙ্গীকার-অস্বীকার নাহি কোন ক্রমে ॥
অমৃত নিঃসৃত হয় প্রতি বাক্যে যার।
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর?
মঙ্গলের প্রতি শুধু প্রেম অতিশয়।
কদাচ না করে তাহে জীবনের ভয় ॥
পরিবার পরিহৃত আশা পরিক্রমে।
জীবের কল্যাণ হেতু নানা স্থানে ভ্রমে ॥
দুর্গম সুগম স্থল বিবেচনা নাই।
চিন্তার সহিত নিদ্রা থাকে এক ঠাঁই ॥
সতত গলায় পরে করুণার হার।
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর?
চেষ্টা যত্ন অনুরাগ মনের বান্ধব।
আলস্য তাঁদের কাছে রণে পরাভব ॥
ইঙ্গিতে কুশলগণে আয় আয় ডাকে।
পরিশ্রম প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে থাকে ॥
চেষ্টায় সুসিদ্ধ করে সমুদয় আশা।
যতনে হৃদয়ে যে বাসনার বাসা ॥
স্মরণ স্মরণ মাত্রে আজ্ঞাকারী যা'র।
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর?

পাপপথে যেয়ো না।

মন তুমি মনোরথে, চল নিজ ভাব-রথে,
অভাবীর ভাবপথে যেয়ো না হে যেয়ো না।
অকৃতজ্ঞ জন যেই, পরম পামর সেই,
তবু তার অপযশ গেয়ো না হে গেয়ো না ॥
দ্বেষহীন কর দেশ, লোকের যে করে দ্বেষ,
তার কাছে উপদেশ চেয়ো না হে চেয়ো না।
নিরাশারে সঙ্গে লও, স্বভাবে সন্তোষ হও,
অসন্তোষ-কাননেতে যেয়ো না হে যেয়ো না ॥
শম-দম-চক্র কালে, নাশ কর রিপু-দলে,
ডুব দিয়া পাপ-জলে নেয়ো না হে নেয়ো না।
বিষম বিষের জল, কভু নয় সুশীতল,
অধর্ম্ম-বৃক্ষের ফল খেয়ো না হে খেয়ো না ॥
দেহ নহে আপনার, মোহ কর পরিহার,
মায়ার যাতনা আর পেয়ো না হে পেয়ো না।
রসনা পবিত্র করি, জপ কর হরি হরি,
আশা-নদে পাপতরী বেয়ো না হে বেয়ো না ॥

কামনা-ত্যাগে পরমার্থ অন্বেষণ।

ওহে মন-মধুকর এ কি দেখি ভ্রম।
কার ক্রমে ব্যতিক্রম ভ্রমে তুমি ভ্রম ॥

ভ্রমিছ বিষয়-বনে যেন মত্তকরী।
সঙ্গে করি নিজ বধূ প্রবৃত্তি মধুকরী॥
কামনা-কেতকীফুলে সৌরভে ভুলিয়া।
গুন্ গুন্ করিতেছ গুণ বিস্তারিয়া॥
তুমি ভৃঙ্গ অন্তরঙ্গ বলি আমি তাই।
কণ্টকীর পঙ্ক হলে পঙ্ক যাবে ভাই॥
অতএব মন-অলি উপদেশ ধর।
পরমার্থ-পদ্মফুলে মধুপান কর॥
সে ফুলের সবিশেষ গুণ কেবা জানে।
যাবে ধন্দ মহানন্দ-মকরন্দ পানে॥

অকারাদ্য ঈশ্বরস্তুতি।

অনাদি অনন্ত অজ অজর অক্ষর।
অক্ষয় অভয় অতি অজয় অমর॥
অনির্ব্বচনীয় অবয়বে অবতার।
অখিল অনাথনাথ অতি চমৎকার॥
অপরূপ অবয়ব নানা অবতারে।
অদ্ভুত অবস্থা অবলম্ব বারে বারে॥
অত্যন্ত অভাব্য ভাব হেরি অবিরত।
অখিলের অধিপতি অতি অভিমত॥
অবিভক্ত অভিব্যক্ত অলক্ষ প্রকৃতি।
অবগত আছে তব অদ্ভুত প্রকৃতি॥
অত্যন্ত অবোধ আমি অবশ্য অধম।
অপার মহিমা সীমা করিতে অক্ষম॥
বর্ণিতে অবর্ণীত কথা ভবভাব।
অধীন হইতে নাহি হয় অনুভাব॥
অনাথের নাথ হে অধমতারণ।
অবশ্য অতর্ক্য ভাব অলক্ষ্যকারণ॥
অবলীলাক্রমে বহ অবনীর ভার।
অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি সমৃদ্ধি তোমার॥
অপূর্ব্ব অভূতপূর্ব্ব অতি মনোহর।
অতুল্য অমূল্য অর্থ অতি অগোচর॥
অস্বরূপ অপরূপ অরূপ সরূপ।
অবনতজনে অবগত কত রূপ॥
অতীন্দ্রিয় অতিপ্রিয় অনন্ত ভূতলে।
পভিব্যাপ্ত অন্তরীক্ষে অতল সুতলে॥
অবিকার অখণ্ডিত অধিকার তব।
অণুমাত্র অবলম্বে অবনীসম্ভব॥
অবিজ্ঞেয় অতিধ্যেয় অমর প্রধান।
অতল-বিতল অধিষ্ঠাতা অসমান॥
অনন্ত সৃষ্টির কথা অন্ত কেবা পায়।
অমরাদি অভিভূত তোমার মায়ায়॥
অজ্ঞান অকৃতি নর আমি অতি দীন।
অবেদ্য অভেদ্য ভাব ভাবি অনুদিন॥
অকিঞ্চন হয়ে তব অপ্রমিত গুণে।
অধিক কি দিব অবস্তুক দে'খে শু'নে॥
অণু হতে অণু তুমি নাহি অনুরূপ।
অথচ অখিল-ব্যাপ্ত অভিব্যক্ত রূপ॥
অসাধ্য অবাধ্য নহ অজ্ঞানের বশে।
অবোধে অবেদ্য ভাব বর্ণিবে কি ব'লে॥
অপরিহিতভাবে তব অভিহিত ভাব।
অতি অল্প বর্ণিলাম করি অনুভাব॥
অধীনের অর্বাচীন অভিপ্রায় যত।
অনুগ্রহ করি অহে হও অবগত॥
অবধান অনুমতি হয় এই চাই।
অন্তে যেন রাঙ্গাপায় অব্যাহতি পাই॥

আকারাদ্য ঈশ্বরস্তুতি।

আদিহীন আদিনাথ আদি সবাকার।
আশু শিবকারী আত্মা আপনি আমার॥
আধ্যাত্মিক আদি তাপ আশ্রয় আপদে।
আশ্চর্য্য আরাম আছে আপনার পদে॥
আশ্রিত থাকিয়া আশা-নাশা রাঙ্গাপায়।
আশা নাহি পূরে আর আক্ষেপ বাড়ায়॥
আপামর যে রসের পাইয়া আস্বাদ।
আকুল হইয়া আছে আহা কি আহ্লাদ॥
আমা হতে আলোচনা হ'ল না তাঁহার।
ইহা হতে আক্ষেপ কি আছে বল আর॥
আকারস্বরূপ কিন্তু নাহিক আকার।
আবার আকারে ব্যাপ্ত আছে সবাকার॥
আশ্চর্য্য আকারে আছ অখিল আকারে।
আদর্শস্বরূপ রূপ আকারে আকারে॥
আকার-আকর তুমি আধিপত্য কত।
অদৃশ্য অথচ আছ আভাসের মত॥
আশা পূরে আপনার করিতে আদর।
আঁখি যুগে আনন্দাশ্রু ঝরে দর দর॥
আচ্ছাদিত ক'রে ফেলে আনন আমার।
আদরের কথা কিছু নাহি সরে আর॥
আপনার আদরেতে আপনি আদৃত।
হও রও আদরের আমোদে আবৃত॥

আদ...আদর কর বলিয়া আমার।
আসন্ন হইল কাল আশঙ্কা অপার॥
আপনার আসঙ্গে আসীন হ'য়ে রই।
আশা এই আসা যাওয়া হীন যেন হই॥
তুমিই আধেয় বস্তু তুমিই আধার।
তুমিই আচার্য্য আর তুমিই আচার॥
আপনি আনন্দে আছ আপ্লাবিত হয়।
আব্রহ্ম আনন্দে মত্ত যে আনন্দ লয়ে॥
আপনিই আখণ্ডল আদি আচ্ছাদক।
আপনি আদ্যন্তকারী সাধক বাধক॥
আকাট পতঙ্গ অঙ্গে আকর্ষণ করি।
আশ্চর্য্য আহ্লাদে আছ আহা মরি মরি॥
তুমি হে আশার ধন আগমাদি কয়।
দেখো হে আমার আশা যেন সিদ্ধ হয়॥
আশা-নাশ না হ'লে সে আশা যায় দূরে।
আশার আশ্রয়ে হয় আসা ঘুরে ঘুরে॥
আশাহীন আবাহনে আশু যে আরাম।
আশানাশা আশা দেন আসি আত্মারাম॥
আশুতোষ আশুতোষ করেন বিধান।
আশার আভাব আর থাকে না নিদান॥
হে আদ্য আশ্রয় দেহ এই আশা করি।
আশা-তরী করি ভব যেন আশা তরি॥
আপনার প্রতি আমি আর্ত্তি করি যত।
আশ্চর্য্য আভাস মনে আবির্ভাব তত॥
আচ্ছন্ন হইতে থাকি আপনার রসে।
আকাঙ্ক্ষা পূরাতে নারি আপনার বশে॥
আদ্যপূর্ব্ব আন্তরিক আছে যে আদেশ।
আত্মাকে আয়ত্ত করি আমার আশ্বাস॥
আত্যন্তিক আক্ষেপ আইসে কত মনে।
আধুনিক আবেদন এই শ্রীচরণে॥
আমরণ আত্মধন আত্মাতে সঁপিয়া।
আপ্যায়িত থাকি যেন আত্মারে জপিয়া॥
আবৃত্তির আশা আর নাই আপ্তনাথ।
আমার আমার ভাবে কর ... পাত॥
আত্মভাবে আছে মম আ... ...রী।
আজ ...তো গেল না 'আমি আ... ... জারী॥
আমি কার কে আমার না পাই আশয়।
আনন্দে আটখানা হয়ে ভাবি যে আকাশ॥
আশীর্ব্বাদ কর নাথ আছি যতদিন।
আপনার আশয়েতে থাকি হে অধীন॥
তব আদিপদে চিত্ত নিত্য মত্ত রয়।
আত্মাসক্তভাবে যেন আপুক্ষয় হয়॥

নিদ্রাকালে শঠ উপকারী।

পরের অহিতকারী নীচ সেই খল।
নিষ্ফলা বিনা শুধু খুঁজে মরে ছল॥
কখন জানে না মনে হিত বলে কারে।
উপকার লাভ করে পর অপকারে॥
সদা ভাবে কার করে কিসে মন্দ হবে।
মুষলের সাজা পায় কুশলের রবে॥
নিয়তই মনে পায় অতিশয় দুখ।
শয়নে ভোজনে নাই কিছুতেই সুখ॥
মিছে আঁখি মুদে থাকে ঘুম যায় চ'ড়ে।
ছটফট করে রেতে বিছানায় পড়ে॥
দৈবাধীন চখে যদি ঘুম এসে তার।
তবেই সে খল করে পর-উপকার॥
জেগে থেকে কেবল অধর্ম্মে কাটে কাল
যতক্ষণ নিদ্রা যায় ততক্ষণ ভাল॥

বাক্য অপেক্ষা কার্য্য ভাল।

কাজে যদি কথা হয় কর তবে ভাই।
মিছামিছি মুখে ব...ল কোন ফল নাই॥
শরতের মিছা মেঘ ডাকডোক্ সার।
ছিটে-ফোঁটা নাহি তায় জলের সঞ্চার॥
সেইরূপ মিছা তব মুখে আড়ম্বর।
ফলে যদি না হইলে কথা হিতকর॥
তখনি করিবে তাহা যখন যা হয়।
বিলম্ব-বিধান তায় কোনমতে নয়॥
কল্পনায় কর যদি আলস্য এখন।
কখন হবে না আর সুফল সাধন॥
অতএব কর ভাই সাধ্য হয় যত।
কল্পনা না হয় যেন রাবণের মত॥

জীবের প্রতি।

কে তুমি, কে তুমি, জীব! কে তুমি, তা কও
যে তুমি যাহার তুমি তার তুমি হও॥
দেহে কর আমি বোধ "দেহ" তুমি নও
অংশরূপে হংসরূপে দেহে তুমি রও॥
কে তোমার বহে ভার কার ভার বও।
আমার আমার করি কার ভার সও॥
কিরূপে সৃজিত হয় এই কলেবর।
মনে কর কিরূপেতে হলে তুমি নর॥

করিছ যে দেহ পেয়ে এত অহঙ্কার।
মিছে স্নেহ, এই দেহ মনে কর কার॥
মনে কর, কোথা তুমি করিতেছ বাস।
মনে কর কিরূপে এ দেহ হবে নাশ?
মনে কর, কে তোমার তুমিই বা কেবা।
আমার বলিয়া তুমি কর কার সেবা॥
দেহেতে অভেদ ভাব এ কি অপরূপ।
একবার ভাবিলে না আপন স্বরূপ॥
কেবল ভ্রমেতে কর আমার আমার।
অদ্যাবধি আত্মবোধ হলো না তোমার॥
মায়ার কুহকে ভুলে কিছু নও জ্ঞাত।
ভুলিয়াছ পুরাতন সখা "অবিজ্ঞাত"॥
কেবল দেখিছ স্থূল দৃষ্টি নাই মূলে।
পেলে নাম "পুরঞ্জন" নিরঞ্জন ভুলে॥
মুকুরে নিরখি মুখ সুখ কতরূপ।
মনে মনে অভিমান হয়েছি স্বরূপ॥
গলদেশে সূত্র দিয়া সূত্র তায় ভারী।
'ব্রাহ্মণ' হয়েছি ব'লে কর কত জারী॥
বেদপাঠে পূজা পাও পণ্ডিত হইয়া।
সবে করে সমাদর কুলীন বলিয়া॥
আপনিই ভবে প'ড়ে না পাও পাথার।
অথচ লোকেরে কর ভবনদী পার॥
তিন খাঁই "দড়া" বেঁধে আপনার গলে।
ত্রিলোক বেঁধেছ তুমি কুহকের বলে॥
একে তো মায়ার সূত্রে পড়িয়াছ বাঁধা।
আবার এ সূত্র দেখে লাগিয়াছে ধাঁধা॥
কোথায় সূত্রের গোড়া নিরূপণ নেই।
এক পেয়ে উঠিতেছে কত থেই থেই॥
করিয়াছ আরোহণ অভিমান-রথে।
কেবল করিছ গতি প্রবৃত্তির পথে॥
ছেড়ে তত্ত্ব মদে মত্ত কিসে পাবে পদ।
হারাইলে পূর্ব্বকার সত্তার সম্পদ॥
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চতুষ্টয়।
অভিমান সার মাত্র কিছুই ত নয়॥
"তুমি" কোন বর্ণ নও জাতি তব নাই।
দেহধর্ম্মে অহঙ্কার কেন কর ভাই?
নর নও নারী নও তুমি নও কেউ।
ত্রিগুণসাগরে কেন গুণিতেছ ঢেউ॥
তুমি আমি আমি তুমি জেন এই সার।
তুমি আমি এক হলে কেবা আর কার?
দেহেতে অভেদ জ্ঞান কর পরিহার।
আমার এ দেহ ব'লে ছাড় অহঙ্কার॥

বিচারে তোমার তনু কখন তো নয়।
ভূতের ভবন এই ভূতে হবে লয়॥
জড়ে কেবা জড়ীভূত করিল তোমারে।
কেন হও অভিভূত ভূতের ব্যাপারে?
ভূতের কুহকে যদি হয়েছ হে ভূত।
আর কেন মিছামিছি কাল কর ভূত?
সকলি ভূতের হাট ভূতের ভবন।
ভূতাতীত ভূতনাথ কর রে স্মরণ॥

সাহসে বাঁধিয়া বুক, প্রকৃতির দেখে মুখ,
দূরে যাবে সব দুখ, বিষয়ে বিশেষ সুখ
হয় হয়, হলো হলো, না হয় না হয়, হলো,
হয় হয়, নয় নয়, মিছে খেদ করো না।
চিরজীবী নহে কেহ, পতন হইবে দেহ,
পেয়েছ ভূতের গেহ, মিছে কেন এত স্নেহ,
থাকে থাকে থাক্ থাক্, যায় যাবে যাক্ যাক্,
থাকে থাক্ যায় যাক্, ভেবে আর মরো না॥
রবে আর কত কাল, কালে হয় গত কাল
নিকট বিকট কাল, না ভাবিলে মহাকাল,
এই কাল, সেই কাল, কালেই আসিছে কাল,
পাবে কাল, যত কাল, বৃথা কাল হরো না।
ভুলিয়াছ তব ভাব, ভাবিতেছ ভব-ভাব,
স্বভাবে স্বভাব ভাব, কর নিজ অনুভাব,
কি ভাব কি ভাব ভাব, কে বুঝে ভাবের ভাব,
ভাবে ভাব আবির্ভাব, অভাবেরে ধরো না॥
মানসবিহারী হংস, তুমি হে তোমার অংশ,
দেহিরূপে অবতংস, নাহিক তোমার ধ্বংস,
মানসের সরোবর, পরিহরি নিরন্তর,
কর কিরে, গুণনীরে আর তুমি চ'রো না।
ছিলে তুমি অপ্রকাশ, হইলে হে সুপ্রকাশ,
ভাল বাস ভাল বাস, পেয়ে বাস কর বাস,
কত আশ অভিলাষ, কত হাস-পরিহাস,
শুন ভাব ধর ভাব, ভ্রমবাস পরো না॥
আমি হে ছিলাম একা, পেয়েছি তোমার দেখা,
নাহিক সুখের লেখা, আর কেন হও ভেকা,
ঠেকিয়া হলো না শেখা দিতেছ জলের রেখা,
দেখো শেষ ভুলে দেশ আর যেন সরো না॥
অশিবের ধন নও, আছ জীব শিব হও,
শিবরব মুখে কও, শিবের সদনে রও,
কেন হে অশিব লও, আশিবের ভার বও,
বার বার দেহে আর পাপভার ভরো না॥

ঈশ্বরের করুণা।

অখিল সংসার, রচনা যাঁহার,
সে জন কি গুণ ধরে।
নিয়মে সৃজন, নিয়মে পালন,
নিয়মে নিধন করে।
এ ভব-বিষয়, সব শিবময়,
শিবের সাগর ভব।
শুন ওহে জীব, ভোগ কর শিব,
অশিব কি আছে তব॥
অনাদি-কারণ, সুখের কারণ,
বিধান করেন কত।
নীতিমত যোগে, রহ সুখভোগে,
মনের বাসনা যত॥
কুরীতি কলাপ, কুসঙ্গ আলাপ,
বিষম বিলাপ হয়।
করি অবধান, হয়ে সাবধান,
বিধান পালন কর॥
ভোগের কারণ, যাহা চায় মন,
সকলি র'য়েছে কাছে।
ধরিয়া স্বভাব, বিনাশ্যে স্বভাব,
কিসের অভাব আছে?
যে নিধি চাহিবে, তাহাই পাইবে,
ভবের ভাণ্ডার ভরা।
নানা ফুল ফল, সুশীতল জল,
ধারণ ক'রেছে ধরা॥
আহার বিহার, অশেষ প্রকার,
সকলি বিবিধ বিধি।
অবিধি হরিয়া, সুবিধি ধরিয়া,
পাইবে পরম নিধি॥
রাখ সেই ক্রম, যেরূপ নিয়ম,
অনিয়ম হ'লে পরে।
শরীর-রতন, অকালে পতন,
যতন কেহ না করে॥
হইলে অতীত, তখনি পতিত,
কথিত নিগূঢ় কথা।
নিয়ম যে রাখে, সাধু বলি তাকে,
সুখী সেই যথা তথা॥
অভিমত-মত, কার্য্যে হ'য়ে রত,
অবিরত চাল দেহ।
অভাব রবে না, অশিব হবে না,
কুকথা ক'বে না কেহ॥

সাপের গরল, নাম হলাহল,
ব্যাভারে অমৃত হয়।
ব্যবহার দোষে, সকলেই রোষে,
সুধা হয় বিষময়॥
কর পরিহার, অহিত আচার,
বিহিত বিচার ধর।
করিতে স্বহিত, সুজন-সহিত,
সতত সুপথে চর॥
যে কোন সময়, যে কোন বিষয়,
হয় তব দুখ-হেতু।
সার কথা এই, দুখ নয় সেই;
সমূহ সুখের সেতু॥
ভবে ভগবান, করুণানিদান,
বিধান করেন যাহা।
সেই সমুদয়, অতি সুখময়,
কুশলপূরিত তাহা॥
শরীর-ধারণে, সুখের কারণে,
যদি ঘটে কিছু দুখ।
তাহে রহে সুখে, এক গুণ দুখে,
কোটি গুণে পাবে সুখ॥
যদি কোন ক্রমে, আপনার ভ্রমে,
অসুখ-সাগরে পশি।
ওরে মূঢ়মতি, জগতের পতি,
তাহে কভু নন দোষী॥
এই ধরাতলে, নিজ কর্ম্মফলে,
সকলে করিছে ভোগ।
স্বকর্ম্ম ভুলিয়া, ঈশ্বরে দুষিয়া,
মিছা করে অভিযোগ॥
আঁখিহীন নর, প্রভাকর কর,
দেখিতে কভু না পায়।
নিজ তাপভরে, তাপ স'য়ে মরে,
অথচ অযশ গায়॥
রূপের আভাসে, তিমির বিনাশে,
ভুবন প্রকাশে যেই।
সেই প্রভাকরে, দোষারোপ করে,
মনে বড় খেদ এই॥
এসে এই ভবে, জ্ঞানহীন সবে,
ভ্রম-পথে সদা ভ্রমে।
দুখ পায় যত, খেদ করে তত,
নাহি বুঝে কোন ক্রমে॥
হায় হায় হায়, এ কি ঘোর দায়,
এ কথা বুঝাব কারে।

যিনি নিরঞ্জন, অখিল-রঞ্জন,
গঞ্জন করিছে তাঁরে ॥

সুখের সময়, মোহিত হৃদয়,
নাহি কর তাঁর নাম।

মনে কত ভুর, কণ্ঠে ক'রে সুর,
বড়া বাহাদুর হাম্ ॥

দেখ শত শত, দাস-দাসী কত,
সতত করিছে সেবা।

রূপে গুণে মানে, ধন-পরিমাণে,
আমার সমান কেবা ॥

দারা সুত ভাই, দুহিতা জামাই,
পরিবার দেখ যত।

জ্ঞাতিগণ যারা, অনুগত তারা,
কুলীন কুটুম্ব কত ॥

টাকা দিয়া পালি, কত দিই গালি,
কখন করে না রাগ।

মুখের ধমকে, সকলে চমকে,
কেঁচো হ'য়ে থাকে নাগ ॥

বটে বাপ, দাদা, ছিল নামজাদা,
ভূষিত ভুবন-ধাম।

কেমন সুকৃতি, আমি হয়ে কৃতী,
ঢেকেছি তাদের নাম ॥

কত বলে বলি, কত ছলে ছলি,
কত ছলে আমি থাকি।

যথায় তথায়, কথায় কথায়,
কত জনে দিই ফাঁকি ॥

দেখ এ নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
আমারে কেবা না মানে।

আমা সম নাই, জ্ঞানী সব ঠাঁই,
আমারে কেবা না জানে ॥

সকলেই বশ, ভব-ভরা যশ
দশ দিকে আছে গাঁথা।

হুকুমে হাকিম, উজীর নাজীর
বাদশার কাটি মাথা ॥

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, কুল-পুরোহিত,
আর যত দ্বিজ আছে।

ড্যাম্ ড্যাম্ সব, মুখে নাই রব,
ভয়েতে আসে না কাছে ॥

"হুট্" বোলে উঠি, "বুট্" পায়ে ছুটি,
কেমন আমার ভাব।

কত আমি গুরু, ওই দেখ গুরু,
দিতেছে গুরুর জাব ॥

নিজ বল বল, নিজ দল দল,
আপনা আপনি জানি।

কোথায় ঈশ্বর, নহে সুখকর
তাঁরে আমি নাহি মানি ॥

সুখের সময়, সুখের উদয়,
আমা হতে হয় সব।

নিজে আমি বড়, সব দিকে দড়,
কিসে হব পরাভব ॥

টলে যদি রতি, মদনের রতি,
আনি এইখানে ব'সে।

আমার প্রতাপে, ত্রিভুবন কাঁপে,
রবি শশী পড়ে খ'সে ॥

কোথা সুররাজ, কোথা তাঁ'র বাজ,
গোঁপে যদি দিই চাড়া।

সহিত অমর, করি যোড়কর,
এখনি হইবে খাড়া ॥

অসাধ্য আমার, কিছু নাহি আর,
সকলি করিতে পারি।

থেকে এই পুরে, খাই সাধ পুরে,
ক্ষীরোদসাগর-বারি ॥

দেবতার স্থল, দিই রসাতল,
ধরা জ্ঞান করি সরা।

দেখ দিয়া কর, আমার উদর,
চারি পোয়া গুণে ভরা ॥

গুণ আছে যাই, প্রকাশিয়া তাই,
হয়েছি প্রধান ধনী।

সকলেই কয়, সব দিকে জয়,
সদা জয় জয় ধ্বনি ॥

এই দেখ নাম, এই দেখ থাম,
এই দেখ বালাখানা।

এই দেখ পাখা, মখমলে ঢাকা,
কারিগুরি তায় নানা ॥

এই দেখ বাড়ী, এই বাড়াবাড়ি,
এই দেখ গাড়ী ঘোড়া।

এই দেখ তাজ, এই দেখ সাজ,
এই দেখ জামাজোড়া ॥

এই দেখ ছাতি, এই দেখ হাতী,
এই দেখ সপ্ মোড়া।

এই দেখ তেজ, এই দেখ সেজ,
মেজে দেখ ঘরজোড়া ॥

কেমন পুকুর, কেমন কুকুর,
কেমন হাতের কোড়া।

কেমন এ ঘড়ি, কেমন এ ছড়ি,
কেমন ফুলের তোড়া ॥
দেখ না কেমন, চিকণ বসন,
জাহাজে এসেছে সবে।
রাস্তা আমি যাই, তাই সিন পাই,
আর কি এমন হ'বে ॥
কেমন বিছানা, এ কথা মিছা না,
এসেছে বিলাত থেকে।
দোষেনি অনেকে, মোহিত অনেকে,
আমার এ ঝাড় দেখে ॥
আঁখি যদি পাড়ে, আমার এ ঝাড়ে,
দোষ দিতে পারে কেটা।
কবি কহে ভাল, ঝাড়ে নাই আলো,
ঝাড়ের কলঙ্ক সেটা ॥
নাহি জেনে সার, এরূপ প্রকার,
কত অহঙ্কার করে।
নাহি পায় হিত, হিতে বিপরীত,
পাপানলে পুড়ে মরে
শুন রে পামর, বোধহীন নর,
সকলি ভোজের বাজী।
মিছে তোর ধন, মিছে তোর জন,
মন যদি হয় পাজী ॥
মিছে বাড়াবাড়ি, মিছে তোর বাড়ী,
মিছে তোর গাড়ী ঘোড়া।
করো না অমন, হইবে দমন,
শমন মারিবে কোঁড়া ॥
তোর টাকা-কড়ি, তোর ছড়ি ঘড়ি,
তোর গদি আলবোলা।
মাতিয়াছ মদে, উঠিয়াছ পদে,
বাঁড়িয়াছে বোলবোলা ॥

মনের প্রতি উপদেশ।

পরের পাইলে দোষ কোনমতে ছাড় না।
আপন কুনীতি প্রতি নাহি মাত্র তাড়না ॥
আত্মছিদ্রে যাও নিদ্রে শাস্তিকথা পাড় না।
বিবেক ঔষধ কভু চিন্তা-খলে মাড় না ॥
শরীরে কুযশ ধূলা কি কারণ ছাড় না।
করুণা কুঠারে কেন ক্রোধ-কাষ্ঠ ফাড় না ॥
ললিত লালস সুখে সুত সম লালনা।
চিত্তপথে চঞ্চলতা হয় তাহে চালনা ॥
অলীক আমোদভোগে কখন ত আল না।
প্রবোধ-প্রদীপ কভু হৃদয়েতে জ্বাল না ॥
ইচ্ছার পাতকপুঞ্জ সদা কর পালনা।
এরূপ কুরীতি তব কদাপি ভাল না ॥
স্বীয় সুখে প্রিয়ভাব পর প্রতি ছলনা।
নিজ দুঃখে দ্রব হও পরদুঃখে গল না ॥
আপনার ভাব সদা স্বভাবেতে কলনা।
কপটতা হয় তব প্রাণপ্রিয়া ললনা ॥
পর-উপকার-পথে ভ্রমেতেও চল না।
হায় তব ভাব দেখে লজ্জা পায় ফলনা ॥
কর্ম্ম-ভয়ে ভীত নও ধর্ম্ম-ভয় জান না।
ইহ সুখে শর্ম্ম লাভ পরসুখে মান না ॥
চরম পরম তত্ত্ব অন্তরেতে আন না।
ভবনদী-তীরে যেতে তত্ত্বগুণ টান না ॥
ভূতগণ কার্য্যে পুন দৃঢ়িবাণ হান না।
ভাবী ভয়ঙ্কর বলি ভ্রমেতেও ভাব না ॥
দীনের দীনতা দেখি দয়াদান কর না।
কৃপাদানে কৃপণতা কি কারণ হর না ॥
চিন্তা-জ্বরে জ্বর পর-চিন্তা-জ্বরে জ্বর না।
বিনয়-বিনোদ বস্ত্র মানসেতে পর না ॥
কি হেতু এসেছ ভবে মনে কেন স্মর না।
উড়ে যায় কাল-পক্ষী ধর ধর ধর না ॥
সন্তোষ-ক্ষীরোদ-তীরে যাবে কি না যাবে না।
অঞ্জলি পূরিয়া সুধা খাবে কি না খাবে না ॥
আহা কেন স্নিগ্ধনীরে নাবে না হে নাবে না।
এমন শীতল জল পাবে না হে পাবে না ॥
ক্ষীরোদ-শায়ীর গুণ গাবে না হে গাবে না।
যে গায় সে আর ভবে ভাবে না হে ভাবে না ॥
কামকুঞ্জে পাপপুষ্প তুলো না হে তুলো না।
কোপের কু-বাতাসেতে ফুলো না হে ফুলো না ॥
মোহে মজি মায়া-দ্বার খুলো না হে খুলো না।
মদরূপ মদালসে ঢলো না হে ঢলো না ॥
দাম্ভিকতা-দোলমঞ্চে দুলো না হে দুলো না।
শিয়রে ভুজঙ্গ কাল ভুলো না হে ভুলো না ॥
কদাশা-কুযন্ত্রে পড়ি পাইতেছ যন্ত্রণা।
যারে সুখযন্ত্র ভাব সে ত সুখযন্ত্র না ॥
পুনঃ পুনঃ শুনিতেছ, মহামোহমন্ত্রণা।
পরসুখ-প্রাপণের এ মন্ত্রণা মন্ত্র না ॥
সকল কুতন্ত্র তব অন্তরে স্বতন্ত্র না।
নির্ব্বাণের তন্ত্র পড় অন্য তন্ত্র তন্ত্র না ॥
ইন্দ্রিয়ের অধিপতি মহামতি মন।
হও হও হও তুমি সুজন রাজন।

তুমি এই জগতের ঈশ্বর হইয়া।
কার কাছে হাত পেতে ভিক্ষা কর গিয়া॥
কারে তুমি প্রভু বল কার তুমি দাস।
কার কাছে কর তুমি প্রসাদ প্রয়াস॥
মিছে মিছি কেন তুমি এত পাও দুঃখ।
তোমারি তো কাছে আছে নিত্যানন্দ-সুখ।
মন হয়ে তুমি কার যোগাতেছ মন।
হায় হায় এ কি দায় ব্যাপার কেমন॥
তুমি যদি হও মন মনের মতন।
কারে ভয় করি জয় এ তিন ভুবন॥
ওরে বাপ স্থির তুমি হও একবার।
সমুদয় মনোরথ পূরিবে তোমার॥
ক্ষণমাত্র কিছু আর কষ্ট নাহি পাবে।
আপনিই গোলে যাবে আপনার ভাবে॥
সংসারের সর্ব্বজীবে সমভাব হবে।
ছোট বড় কিছুমাত্র ভেদ নাহি রবে॥
অবিরত স্বেচ্ছামত যাবে যথা তথা।
মুখ ফুটে কার সহ কহিবে না কথা॥
পেয়ে এক চিরন্তন মহারত্ন নিধি।
না মানিবে কোন বাধা না মানিবে বিধি॥
বড় বড় রাজা যত তোমায় দেখিয়া।
করযোড়ে নত হবে নিকটে আসিয়া॥
অতএব এই ভাব কর পরিহার।
স্বভাব ধরিলে কিবা অভাব তোমার॥
মহামতি মহারাজ মহাশয় মন।
কেন তুমি করিতেছ বৃথায় ভ্রমণ॥
মনোমত স্থান এক করি নিরূপণ।
সুখেতে বিশ্রাম কর হয়ে মহাজন॥
সাধক সাধুর ধর্ম্ম করিয়া ধারণ।
সাধু কর্ম্মে কর সদা সময় হরণ॥
সময়ে আপনি এসে ঘটে সমুদয়।
কখনই তার আর অন্যথা না হয়॥
যে কিছু হতে ছ গত করো না স্মরণ।
ভবিষ্যৎ কল্পনায় মজ না রে মন॥
একেবারে দূর কর কল্পনার রোগ।
উপস্থিত যাহা হয় তাই কর ভোগ॥
সংসারেতে বিষয়ের স্থিতি আর নাশ।
কোনমতে অগ্রে তাহা না হয় বিশ্বাস॥
যা হয় তা হয় হবে কে করে বারণ।
তুমি কেন ভেবে মর ভোগের কারণ॥
তুমি যার সে তোমার নিকটেই আছে।
ছিছি ছিছি তুমি মন যাও কার কাছে॥

শুন শুন শুন এক বচন আমার।
যাহাতে হইবে মন মঙ্গল তোমার॥
ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বস্তু সব যথা।
থেক না থেক না আর থেক না রে তথা॥
আশু কর আয়াসের স্থান পরিহার।
এখন উচিত হয় বিরলে বিহার॥
নিজবোধ অস্ত্রে দিয়া খরতর ধার।
পাপের নাশের পথ কর পরিষ্কার॥
পিঞ্জরে কি বদ্ধ থাকা শোভা আর পায়।
এখন দেখিতে হবে মুক্তির উপায়॥
আপনিই জ্ঞাত হও আপন স্বরূপ।
কিরূপে স্বরূপে এত হয়েছে বিরূপ॥
স্বরূপ কিরূপ তাহা স্বরূপেই রয়।
আপনি বিরূপ হলে বিরূপ কি হয়॥
স্বরূপে বিরূপ হয় বিরূপ করিলে।
স্বরূপ স্বরূপ হয় স্বরূপ ধরিলে॥
বুদ্ধির বিচলগতি করিয়া বিনাশ।
সরাগ সভাবে কর স্বভাব প্রকাশ॥
সহজে সহজলাভ হইবে তোমার।
স্বভাবে অভাব তবে ঘটিবে না আর॥
হীনভাবে আর কেন পরবশে রও।
হও হও হও মন অনুকূল হও॥
কর কর এই কর মন মহাশয়।
বিষয়ের বিষ যেন খেতে নাহি হয়॥
ছুটী পায়ে ধরি মন সঙ্গেতে লইয়া।
কোথায় নিবৃত্তি-পথ দেহ দেখাইয়া॥
নিবৃত্তির পথে গিয়া সদানন্দে রই।
আর যেন সংসারেতে আসক্ত না হই॥
সবিনয়ে নিবেদন মানস আমার।
মায়া-জায়া-কায়া-ছায়া মাড়ায়ো না আর॥
ভয়ঙ্করী নিশাচরী ছলিয়া মায়ায়।
পরম পদার্থহীন করিছে তোমায়॥
সর্ব্বসার মূলাধার যিনি সর্ব্বগত।
অনুরাগে তাঁর প্রেমে হও অনুরত॥
সুপবিত্র পুণ্যধাম মুনি-মনোনীত।
জাহ্নবীর তটে বটে বাস সুবিহিত॥
পাপময় স্থান নয় সুখের সুবাস।
দেখিয়া পবিত্র ভূমি কর অধিবাস॥
নদীর তরঙ্গ-কেলি যেরূপ প্রকার।
এই দেখি খরতর পরে নাই আর॥
জলমাঝে জলবিম্ব নাম মাত্র সার।
বুঁদি বুঁদ এই হয় তখনি সংহার॥

আকাশে চপলাখেলা অতি চমৎকার।
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা ক্ষণে অন্ধকার॥
এই দেখি সম্পদের হয়েছে প্রকাশ।
পরে দেখি বিপদ করেছে তারে নাশ॥
এই দেখি অগ্নিশিখা অতি বলবান্।
আঁখির পলকে দেখি হয়েছে নির্ব্বাণ॥
এই সব ক্ষণধ্বংস যেরূপ প্রকার।
সেরূপ জানিবে মন অখিল সংসার॥
বাপ্ বাপ্ কালসাপ মুখে বিষ ধরে।
নদীরে বিশ্বাস নাই কখন্ কি করে॥
অতএব ওরে মন জেনো এই ধরা।
সকলি অনিত্য আর অবিশ্বাসে ভরা॥
বল বল বল মন কিসে পাবে হিত।
সংসারে আসক্তি করা অতি অনুচিত॥

ভূপালের ভ্রূভঙ্গিমা ঘোর ভয়ঙ্কর।
কোনরূপে নহে তাহা সুখের আকর॥
কুটিল-কটাক্ষরূপ কুটীর-কলাপ।
বেশ্যারূপে ধন যথা করে প্রেমালাপ।
সে ধন চঞ্চল অতি চপলের প্রায়।
স্থিররূপে কভু তারে রাখা নাহি যায়॥
তাই বলি ভেবে দেখ এ ধন কি ধন।
ধনলোভে কেন কর বৃথায় যতন॥
নিশাযোগে শয্যাভোগে ঘুমাবে যখন।
স্বপনেও ধনচিন্তা কোরো না তখন॥
কাঁথায় ঢাকিয়া দেহ কাশীধামে যাবো।
পথে পথে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগে খাবো॥
কুকার্য্য সম্পদ সুখ নিত্য সে ত নয়।
কেবল আমার আমি জেনেছি নিশ্চয়॥

এক পাশে সুমধুর গীত আলাপন।
আরপাশে সুরসজ্ঞ মহাকবিগণ॥
পশ্চাতে চামর করে কিন্নরী রমণী।
মনোহর রুনুঝুনু কঙ্কণের ধ্বনি॥
আর আর মনোমত যত কিছু আছে।
অবিচ্ছেদে নিরন্তর যদি থাকে কাছে।
সংসারের সুখে তবে মুগ্ধ হও মন।
করিনে করিনে আমি করিনে বারণ।
না হয় এমন যদি না হয় এমন।
বিষয়-বিষের কূপে ডুব না রে মন॥
মজ মজ পরমার্থ সুধারসে মজ।
একমনে একধ্যানে ভগবানে ভজ॥

ভিক্ষা নিয়া আমি করি উদর ভরণ।
সদা থাকি দিগম্বর পরিনে বসন।
নাহি চাই শয্যা করি ধূলায় শয়ন।
ধনীর নিকটে নাহি কোন প্রয়োজন॥

সকল কামনা যাতে সিদ্ধ করা হয়।
এমন সম্পদ যদি সম্ভাবিত রয়।
হই হই ভাগ্যধর অতুল বিভবে।
কি হবে কি হবে তায় কি হবে কি হবে।
সম্ভাবিত যদি হয় এ প্রকার বল।
শক্রশিরে লাথি মেরে দিই রসাতল।
হয় হয় হলো হলো বল অতিশয়।
তাতেই কি হয় বল তাতেই কি হয়॥
কুটুম্ব আত্মীয় আর জ্ঞাতি-বন্ধুগণে।
প্রমোদিত যদি করি ধন-বিতরণে॥
পূরালেম অকাতরে দানের আশয়।
তাতেই কি হয় বল তাতেই কি হয়।

এক ভাবে শোভা করি চিরকাল রয়।
জীবের শরীর যদি নাহি পায় ক্ষয়॥
রোক্ রোক্ এয় দেহ চিরকালি রবে।
তাতেই কি হবে বল তাতেই কি হবে।
এ সকল কিছুতেই নিত্যসুখ নাই।
কিছু নয় কিছু নয় তাই বলি ভাই।
অবিনাশী নিত্যরূপ সুখের ভাণ্ডার।
কর কর কর মন কর অধিকার॥

ঈশ্বরে অচলা ভক্তি যদি মন রয়।
মনে হয় জন্ম আর মরণের ভয়॥
স্বজনে না থাকে যদি মমতা-সঞ্চার।
মনেতে বিকাশ পায় কামের বিকার॥
পাপময় সঙ্গদোষ করি পরিহার।
বিরল-বিপিনে হয় যদ্যপি বিহার।
বিষয়ে বৈরাগ্য হবে অতি বলবান্।
এই সব যদি মন থাকে বর্ত্তমান॥
কিসের অভাব তবে কিছুই না চাই।
যেখানে সেখানে থাকি ব্রহ্মানন্দ পাই।

জন্ম নাই জরা নাই নাশ নাই যার।
এমন যে সর্ব্বময় সর্ব্বমূলাধার।
সুখেতে সঞ্চয় কর তার তত্ত্বজ্ঞান।
কর কর একমনে কর তাঁর ধ্যান।
যে কিছু দেখিছ তুমি ভৌতিক কেবল।
অনর্থক কল্পনাতে কিছু নাই ফল॥
আমি দেখি অতি ক্ষুদ্র ধনী যত জনা।
কেন কেন কেন মন কর উপাসনা॥
তারা যদি রোষ করে তাতেই কি দোষ।
তাদের তোষেতে বল কি তোমার তোষ।

জগতের আধিপত্য সম্পদ সম্ভোগ।
তাতেই তোমার রুচি এ যে ঘোর রোগ॥
এই ভব এই ভোগ হয় যাঁর ক্রিয়া।
সমুদয় আছে তাঁর অধীন হইয়া।
ধন ধন ক'রে কেন মত্ত আর হও।
ওরে বাপু চিত্তধন নিত্যধন লও।
ধরেছ যে ঘোরতর চপলস্বভাব।
কত দিনে বল তার হইবে অভাব।
আপনি হতেছ নষ্ট স্বভাবের দোষে।
ক্ষণমাত্র রহিলে না নিজ পরিতোষে॥
কখন বা রসাতলে ক'রিছ প্রবেশ।
কখন লঙ্ঘন কর গগন-প্রদেশ।
এরূপে অস্থির হয়ে একা তুমি মন।
চক্রবৎ চতুর্দ্দিকে করিছ ভ্রমণ॥
নিকটে নির্ম্মল নিধি পরমাত্মধন।
ভুলে নাহি একবার কর দরশন॥
মন যদি মনে তুমি না করিবে তাঁরে।
তবে আর সুস্থ হবে কিরূপ প্রকারে॥
শ্রুতি পড় স্মৃতি পড় পড় ইতিহাস।
বেদ আদি শাস্ত্র পড় যথা অভিলাষ॥
ক্রিয়াকাণ্ড যা করিবে তাহে আছে ফল।
ক্ষুদ্র এক স্বর্গরূপ গ্রামে পাবে স্থল॥
তাতেই কি হবে বল নিত্য সে তো নয়।
ক্রিয়াকাণ্ড ভ্রম-ভাণ্ড ভেঙে পায় ক্ষয়॥
এ সকল বণিকের ব্যবসাব প্রায়।
মিছেমিছি যাতায়াত কত কষ্ট তায়॥
সংসার দুঃখের ভার করিতে মোচন।
একমাত্র সেই নিত্য সত্য সনাতন॥
এই ভার নাশিবার ইচ্ছা যদি হয়।
লহ লহ লহ তবে তাঁহার আশ্রয়।
সে বিনে এ পাপমুক্ত কে করে তোমায়।
নাই নাই নাই আর দ্বিতীয় উপায়॥
গুঁড়িগুঁড়ি মেরে দেহ শুকাতেছে রস।
ক্রমেই ইন্দ্রিয় সব হ'তেছে অবশ॥
কে যেন মুগুর মেরে হাড় করে গুঁড়ো।
মরণের কাছাকাছি হইলাম বুড়ো॥
চলিতে না পারি আর গতিশক্তি নাই।
নয়নেতে অন্ধকার দেখি শুধু ভাই।
নড় বড় কোরে সব পোড়ে গেল দাঁত।
কাণেতে না যায় ধ্বনি হোলে বজ্রাঘাত।
কালের স্বভাবে গেল তুপুড়িয়া গাল।
যথা কোক্ষে টস টস ঝরিতেছে লাল॥
বাক্যে করে অনাদর বন্ধুগণ যারা।
স্বামী ব'লে সেবা আর নাহি করে দারা॥
হায় হায় বুড়ো হ'লে কি দুর্দ্দশা হয়।
তনয় তখন তার তনয় ত নয়॥
বুড়ার মাথার চুল শুভ্ররূপ ধরে।
শোনের নুড়ির ন্যায় ফুর্ ফুর্ করে॥
যুবতী দেখিয়া তারে ফিক্ ফিক্ হাসে।
দূরে হ'তে চোলে যায় নিকটে না আসে॥
দাস-দাসী আদি করি কষ্ট সমুদয়।
সমাদরে কেহ আর কথা নাহি কয়॥
বৃদ্ধকালে পুরুষের বেঁচে কিবা সুখ।
হায় হায় এর চেয়ে কিছু নাই দুখ॥
যাবৎ শরীর সুস্থ যাবৎ নীরোগ।
যাবৎ প্রাচীনকাল না হয় সম্ভোগ॥
যাবৎ ইন্দ্রিয়বল নাহি পায় ক্ষয়।
যাবৎ এ দেহঘটে পরমায়ু রয়॥
তাবৎ করিবে শুধু মঙ্গল-সাধন।
বৃথা যেন নাহি হয় শরীর-পতন॥
এখন না হয় যদি সুকৃতি-সঞ্চার।
বল মন বল তবে কবে হবে আর॥
গৃহেতে অনল লেগে পুড়ে হ'লে ছাই।
তখন্ খুঁজিলে কূপ কি হইবে ভাই॥
সময়েতে কর শ্রম ভ্রম পরিহর।
শেষের উচিত যাহা আগে তাহা কর॥
কি ক'র কি ক'রি কিছু না হয় নির্ণয়।
ঘোরতর গোলযোগে পূরিল হৃদয়॥
সুরধুনী গঙ্গার পবিত্র তটে গিয়া।
নিরত তপস্যা করি তাপস হইয়া॥
অথবা রূপসী-রামা ভোগ করি সুখে।
মিছে কেন কষ্ট পাব তপস্যার দুখে॥
অথবা শাস্ত্রের গুণ নিত্য করি গান।
অথবা কি কাব্যসুধা-রস করি পান॥
সবে মাত্র অল্পকাল পেয়েছি জীবন।
কি করিব কিছু নাহি হয় নিরূপণ॥
কোনরূপে দুইদিক রক্ষা নাহি হয়।
এদিক্ রাখিতে গেলে ওদিক্ না রয়॥
হায় হায় আয়ু আর না রয় সঞ্চিত।
যোগে ভোগে দুয়েতেই হলেম বঞ্চিত॥
প্রভুর সাধন করা বিষম ব্যাপার।
কত তার কষ্ট ভোগ অশেষ প্রকার॥
বড় বড় ধনবান্ নরপতি যত।
তাঁদের চঞ্চল মন ঘোটকের মত॥

আমাদেরো উচ্চপদে আশা অতিশয়।
কিছুতেই মনোরথ ক্ষুন্ন নাহি হয়॥
এদিকে বার্দ্ধক্য করে শরীরে চরণ।
যম করে প্রিয়তম জীবন হরণ॥
ওরে ভাই বল তাই শুনি সুবিহিত।
কি তবে উচিত হয় কি তবে উচিত॥
যত কিছু কর্ম্ম দেখ চারিদিক্ চেয়ে।
কি আছে কুশলকর তপস্যার চেয়ে॥

মনোহর কেলিঘর সুন্দর কি নয়।
সঙ্গীতে কি নাহি হয় মোহিত হৃদয়॥
প্রণয়িনী-প্রণয় কি নয় প্রেমকর।
যে প্রেমে প্রমত্ত সদা হরি আর হর॥
কে কহিবে এই সব প্রেমকর নয়।
ফলে সে ক্ষণিক মাত্র নিত্য নাহি হয়॥
পতঙ্গের পাল করি পাখার বিস্তার।
অদূরে উড়িতে থাকে যেরূপ প্রকার॥
সেই পাখা-পবনের প্রহার পাইয়া।
দীপ শিখা কাঁপে যথা ব্যাকুল হইয়া॥
সম্ভোগ সেরূপ জানি যত সাধুগণ।
লোকালয় ছেড়ে করে গহনে গমন॥

সৃষ্টির প্রথমাবধি শরীর-ধারণ।
কত বার ত্রিভুবন করেছি ভ্রমণ॥
যথা তথা সবার ত, দরশন করি।
কামনা করিণী-ভোগে মত্ত মন-করী॥
দেব যক্ষ আদি করি দেখিলাম সবে।
এ বারণ কে বারণ করিয়াছে কবে॥
মন-করী বশ করি জ্ঞানাঙ্কুশ দিয়া।
ধৈর্য্যরূপ কীলকেতে রেখেছে বাঁধিয়া॥
কেবা হেন পুণ্যবান্ কেবা তাঁরে জানে।
চোখে কভু দেখি নাই শুনি নাই কাণে॥

সমুদয় মনোরথ হয়েছে বিরত।
সুখের যৌবনকাল হয়ে গেল গত॥
এত করি শিখিলাম গুণ যে সকল।
গুণগ্রাহী বিনা সব হইল বিফল॥
সকলি বৃথায় হ'লো সকলি বৃথায়।
এখন কি করি বল হায় হায় হায়॥
দুরন্ত কৃতান্ত-কাল নিতান্ত নিকট।
ভয়েতে দেহের ভঙ্গী হতেছে বিকট॥
চরণে প্রণত হয়ে পূজি নাই শিব।
হায় হায় কোথা যাব কোথা পাব শিব॥
সবে মাত্র সেই এক মুক্তির সোপান।
সে সোপানে উঠিবার হ'লো না সোপান॥

জগতের অধীশ্বর মহেশ্বর হন।
জগতের অন্তরাত্মা নিজে নারায়ণ॥
উভয়ে অভেদ তাঁরা শাস্ত্রে শুনি তাই।
বাস্তবিক আমাতে সে ভেদজ্ঞান নাই॥
তথাপিও শশিখণ্ড ভূষণ যাঁহার।
সদাই অচলা ভক্তি তাঁতেই আমার॥
মহাযোগী জ্যোতির্ম্ময় যোগে অনুরত।
কাজেই তাঁহার প্রেমে মন হয় রত॥

শরতের সিতপক্ষ সব শুভ্রময়।
শর্ব্বরীর শোভা চারু চন্দ্রিকা উদয়॥
সুরতরঙ্গিণী-তটে নিশীথ সময়।
যখন নীরব হয় চরাচরময়॥
তখন সেখানে ব'সে হরষিত-মনে।
ডাক্ ছেড়ে শিব শিব বলিব বদনে॥
বম্ বম্ হর হর ভোলা মহেশ্বর।
এই ব'লে নেচে গেয়ে জুড়াব অন্তর॥
হায় হায় হায় আমি কত দিন আর।
শিবপ্রেমে মুগ্ধ হব এরূপ প্রকার॥

আমার সর্ব্বস্ব ধন যে কিছু সম্ভব।
ধন ধান্য ধেনু ধাম বিষয়-বিভব॥
কত দিনে হয়ে আমি করুণানিধান।
অকাতরে সে সকল করিব হে দান॥
পরিণামে নীরস যে সংসারের সুখ।
একেবারে সেই সুখে হইয়া বিমুখ॥
শারদীয় পূর্ণমাসী, পবিত্র কাননে।
'হর' 'হর' এই রব বলিব আননে॥

কবে আমি কাশীধামে গঙ্গাতীরে গিয়া।
ধরিয়া সন্ন্যাস বেশ কৌপীন পরিয়া॥
মস্তকে অঞ্জলি ধরি প্রফুল্ল অন্তরে।
কেবল বলিব মুখে হরে হরে হরে॥
হে ভব! প্রসন্নো ভব মনোভব-অরি।
শিব শিব বম্ বম্ হর হর হরি॥
শিব শিব কালী কালী কালের ঘরণী।
প্রসীদ প্রসীদ মা গো ব্রহ্মসনাতনি॥
এই ভাবে ক্ষণকাল যদি করি ক্ষয়।
একেবারে সদানন্দে হয়ে যাব লয়॥

হে নাথ অনাথনাথ! কোথা দয়াময়।
দয়া কর দীন-হীনে হইয়ে সদয়॥
বল বল বল নাথ কত দিনে আর।
এরূপ সৌভাগ্য-ভোগ হইবে আমার॥
গিরি-গুহা-গহ্বরেতে পাষাণ-আসনে।
লোমাঞ্চিত পুলকিত হরষিত-মনে॥

শ্রদ্ধা-জলে ডুব দিয়া শুদ্ধ করি মন।
পূজিব ভাবের ফুলে তোমার চরণ॥
বাহ্যভাব রবে নাকো রবে না স্বপন।
তোমাতেই দেহ প্রাণ করিব অর্পণ॥
দুঃখদাতা সংসারী পুরুষ আছে যত।
তাদের সেবায় আর হইব না রত॥
তোমার করুণারূপ গুরু-আজ্ঞা ধরি।
সুখেতে কাটিব কাল ফলাহার করি॥
পরমাত্মা-রতিরসে অনুরক্ত হয়ে।
নীরবেই রব এক অনুরাগ লয়ে॥
পৃথিবী সুন্দর শয্যা শয়নের স্থান।
মনোহর বাহুলতা তাতে উপাধান॥
সুশোভিত চন্দ্রাতপ আকাশ-মণ্ডল।
নিশামণি, গ্রহমণি, প্রদীপ উজ্জ্বল॥
অনুকূল পবন ব্যজন সদা করে।
প্রফুল্লিত ফুলের আমোদে মন হরে॥
শান্তমতি মুনি যত ভেবে এই সার।
"বিরতি বনিতা" সহ করেন বিহার॥
সকল ক্ষিতির পতি রাজা যারে কয়।
রত্নখাটে বিরাজিত মহিমার সহ॥
ভোগপথ যোগপথ দুই দেখ চেয়ে।
তিনি কি অধিক সুখী যোগীদের চেয়ে॥
টুকুরো টুকুরো ছেঁড়া পরিয়া বসন।
পচা গলা কাঁথা গায়ে শীত-নিবারণ॥
কোন চিন্তা থাকিবে না মনের ভিতর।
অযাচক ভিক্ষাভোগে ভরিব উদর॥
নিজ বশে যথা তথা করিয়া ভ্রমণ।
বনে আর শ্মশানেতে করিব শয়ন॥
সাধুতার সহ সদা রহিবে ধীরতা।
যোগরূপ মহোৎসবে মনের স্থিরতা॥
এ সব বিভব যদি হয় সংঘটন।
ত্রিলোকের রাজ্যে তবে কিবা প্রয়োজন?
সব আশা পরিহরি ভিখারী যে জন।
ধূলিশয্যে শুয়ে থাকে রাজার মতন॥
অবনী আপনি তারে স্থান দেন বুকে
নিজকর-বালিসেতে নিদ্রা যায় সুখে॥
প্রয়োজন নাহি তার গৃহ মনোহর।
তরুতল সুশীতল সুবিমল ঘর॥
নিশিকালে শশী করে আলো প্রকটন।
প্রদীপের কিছু তার নাহি প্রয়োজন॥
বনিতা-বিলাসে তার বাসনা কি হয়।
"বিরতির" রতিরসে বিরত সে নয়॥
প্রতিক্ষণ সুরূপসী দিগ্‌দারাগণ।
করিতেছে বায়ুরূপ চামর ব্যজন॥
এ ভব "মণ্ডপ" মাত্র আর কিছু নয়।
পণ্ডিতের কেন হ'বে লোভের উদয়॥
মকরীর 'ফরফরি' পুঁটি যারে কয়।
গভীর জলধি তায় চঞ্চল কি হয়॥
ছিলাম কামান্ধ হ'য়ে অজ্ঞান যখন।
দেখিয়াছি নারীময় সকল ভুবন॥
সেই ত আমরা ভাই রয়েছি এখন।
সেরূপ ত আর নাহি হয় দরশন॥
বিবেক কাজল প'রে দৃষ্টি অভিনব।
বোধ হয় ব্রহ্মময় সমুদয় ভব॥

তত্ত্বজ্ঞান।

বল দেখি ভাই, শুনি আমি তাই,
কি তোমার আছে পুঁজি।
এসে এই ভবে, চিরদিন রবে,
মনেতে ভেবেছ বুঝি॥
আমার আমার, মুখে বার বার,
মিছে কেন আর কহ।
পেয়ে কলেবর, হ'লে তুমি নর,
কখন অমর নহ॥
ভাব নিজ ভাব, হবে সুখলাভ,
সরল স্বভাব ধর।
সকলে সমান, প্রেম কর দান,
অভিমান পরিহর॥
আমার এ সব, আমার বিভব,
সুত সুতা সহোদর।
তোমার তনয়, তোমার ত নয়,
মমতা সমস্ত কর॥
পথ ছেড়ে সোজা, ব'য়ে কার বোঝা,
কুমতে কুপথে চড়।
বল তুমি কার, কেবা'ই তোমার,
কার ভার ব'য়ে মর॥
অসৎ সহিত, বসত বিহিত,
এ ভাব কভু না ধর।
অহিত-রহিত, সুজন সহিত,
সতত বসত কর॥
পরবাসে রয়ে, পরবশ হয়ে,
মিছে কেন কাল হর।

ভাব কি ভাবনা, কেন যে ভাবনা,
পরম পুরুষ পর।
ভ্রমে পরস্পর, দেখ নিজ পর,
নাহি জানে নিজ পর।
সকলেই পর, শুধু সেই পর,
পর নাহি তার পর।
নিজ পরিবারে, নিজ ভাব যারে,
নিজ নহে সেই পর।
তোমার যেজন, হইবে আপন,
কেমনে সে হবে পর॥
ভবের ভিতরে, যে তোর তরে,
অশেষ সুখের নিধি।
তাহারে ভজ না, সে রসে মজ না,
এ কি রে বিহিত বিধি॥
তাহার পীরিতে, গিরিতে ফিরিতে,
কিছুই না করি ভয়।
অনলে অনিলে, পাতালে সলিলে,
সব ঠাঁই পাব জয়॥
জয় গুণধাম, জয় দাতারাম,
রাম রাম নাম লহ।
রাম নাম নিয়া, হাসিয়া খেলিয়া,
বেড়াও সবার সহ॥
ভাই হে যখন, খুলিয়া নয়ন,
আইলে জনম-ভূমি।
যে তোরে দেখিল, সকলে হাসিল,
কেবলি কাঁদিলে তুমি॥
শেষেতে যখন, মুদিয়া নয়ন,
যাইবে আপন বাসে।
তোমার গমনে, যেন কোন জনে,
সে সময়ে নাহি হাসে॥
সদা সদাচার, হইলে প্রচার,
দশ দিকে যশ ছুটে।
দেহ হ'লে শব, কাঁদে যেন সব,
হাহারব যেন উঠে॥
যত দিন আছ, যত দিন বাঁচ,
যত দিন রবে ভবে।
প্রেমেতে বাঁধাও, কাঁদিয়া কাঁদাও,
হাসিয়া হাসাও সবে॥
সাধু যদি হও, সাধু পথে রও;
নাহিক সুখের লেখা।
খলের আচার, ছলের আগার,
যেমন জলের রেখা॥

জগতে সবাই, হয় ভাই ভাই
আপনা দেখ না একা।
দেখাবে যেরূপ, দেখিবে সেরূপ,
মুকুরে বদন দেখা॥
ভালবাস যাহা, যদি চাও তাহা,
ভালবাস তবে সবে।
পাবে সুখসার, ভূলোকে সবার,
ভালবাসা তুমি হবে॥
সময় পাইয়া, সুখের লাগিয়া,
করিলে না কিছু যত্ন।
আসিয়া মেলায়, মায়ার খেলায়,
হেলায় হারালে রত্ন॥
করিয়া যতন, পরিয়া ভূষণ,
দেহ ঢাক চারু বাসে।
আঁচড়িয়া কেশ, যত কর বেশ,
ততই শমন হাসে॥
আরজ কুমার, ভেবে আপনার,
যে জন আদর করে।
ভ্রম শুধু তার, তনয় আমার,
মনে কত সাধ ধরে॥
তাহার জননী, এদিকে অমনি,
আপনারি মান মানে।
বলে এ কি পাপ, তুমি কার বাপ,
যার বাপ, সেই জানে॥
নাহি জেনে মূল, স্থূলে হয়ে ভুল,
বিষয়-আসবে রত।
ভাবিয়া প্রধান, যত অভিমান,
অপমান হয় তত॥
এই যে আমার, ধরা অধিকার,
আমি হই ক্ষিতিপতি।
শুনে তার ভাষ, করি পরিহাস,
হাসেন ধরণী সতী॥
অবনী আমার, স্বামী আমি তার,
এ কথা শুনিবে যেই।
লাজ না বাসিবে, কুভাব ভাবিবে,
কুহাস হাসিবে সেই।
পেয়েছ রসনা, পুরাও বাসনা,
ঘোষণা করহ মুখে।
আমার পিতরে, অখিল সংসার,
ভোগ করি আমি সুখে॥
পৈতৃক বিভব, স্বভাবে সম্ভব,
ভোগ কর ভবে থেকে।

কেহ না দূষিবে, সকলে তুষিবে,
পুষিবে হৃদয়ে রেখে ॥
ভাই আছ যত, হয়ে একমত,
এক ভাব সবে ধর।
করি এক মন, করি এক পণ,
সমানে সুভোগ কর ॥
কেহ নহে পর, সব সহোদর,
পরস্পর কর স্নেহ।
এক রসে সব, কর এক রব,
একের দোহাই দেহ ॥
একের বাজার, একের ভাণ্ডার,
একে মরে কত শত।
এক টেনে নিলে, কিছু নাহি মিলে,
সমুদয় হয় হত ॥
তাই বলি ভাই, এক বিনা নাই,
একের পূজাই ধর।
সদা এক-জ্ঞানে, থেকে এক-ধ্যানে,
জীবন সফল কর ॥

প্রভাত।

ওহে জীব বাক্য ধর, ভ্রম-নিদ্রা পরিহর,
পূর্ব্বদিকে কর দরশন।
ছবির কি কব ঘটা, রবির আরক্ত ছটা,
কবির প্রফুল্ল করে মন ॥
পরিয়া সুচারু ভূষা, হাস্যমুখী হলো ঊষা,
দেখ তার অপরূপ শোভা।
বিভাকর-করে বিভা, প্রকাশ হতেছে দিবা,
আহা কিবা নিত্য মনোলোভা ॥
নিশা সহ ছিল তারা, কোথায় এখন তারা,
কোথায় গিয়েছে অন্ধকার।
অধ ঊর্দ্ধে করি দৃষ্টি, হইতেছে কৃপা-বৃষ্টি,
যেন এই সৃষ্টির সঞ্চার ॥
প্রভায় পূরিল ভব, দেখ সব অভিনব,
কত কব, রব নাহি সরে।
ভাবে ভাব পরাভব, দেখি সব অনুভব,
যেন নব নদ ধর পরে ॥
লোহিত লাবণ্য ধরি, মোহিত করেছে হরি,
সহিত আপন প্রিয় জায়া।
পতি-প্রেম-রসে গলে টল টল তনু টলে,
স্থলে জলে জলে জলে ছায়া ॥

ধরণীর ঊর্দ্ধে রয়ে, তরুণী ঘরণী লয়ে,
হইয়াছে কেলি-রসে রত।
ক্ষণে ক্ষণে কত শোভা, যার কিবা মনোলোভা
হে রসে বিস্ময় জন্মে কত ॥
ক্ষণে ক্ষণে কোলে টানে, ক্ষণে ফেলে অধপানে,
দৃষ্টি মাত্রে দ্রব হয় শিলা।
ছায়াজায়া সঙ্গে করি, মায়ামুগ্ধ নিজে হরি,
আহা মরি কি আশ্চর্য্য লীলা ॥
ধন্য ধন্য ভাব-রস, দিক্ দশ প্রেমে বশ,
ত্রিভুবন যার যশ ঘোষে।
একাকী নায়ক মিত্র, কত নায়িকার মিত্র,
সমভাবে সকলেরে তোষে ॥
তমোহর হীনকর, অতিশয় শুভকর,
জগতের জীবন-স্বরূপ।
সহস্র করের করে, কিবা শোভা সরোবরে,
সে রূপের নাহি অনুরূপ ॥
নলিনী ফেলিয়া বাস, বিস্তার করিয়া বাস,
প্রকাশ ক'রেছে নিজ রূপ।
নাহি রূপের তুলনা, যেন কোন মনোরমা,
প্রকাশছে ছটার স্বরূপ ॥
মাথার আঁচল খুলে, প্রিয়-পানে মুখ তুলে,
হেসে হেসে কি খেলা খেলায়।
আহা কিবা মনোহর, দিবাকর দিয়া কর,
স্নেহে তার বদন মুছায় ॥
নেচে নেচে ক্ষণে ক্ষণে, হেঁটমুখে পড়ে বনে,
মনে এই ভাবের আভায়।
কমল-দলের তলে, রবি-ছবি জলে জ্বলে,
বিদূরিত হ'তেছে বিলাস ॥
লতাগুলি উঠো উঠো, মুখখানি ফোটো ফোটো,
ছোট ছোট কমলের কলি।
মধুকর দলে দলে, সেই কলি দ'লে দ'লে,
কেলিরসে বন্দী বটে অলি ॥
মোহিত মধুর রসে, উড়ে গিয়ে ফুঁড়ে বসে,
এক ছেড়ে ধরে গিয়া আর।
মধুলোভী মধুব্রত, পাইয়াছে সদাব্রত,
লুঠিতেছে মধুর ভাণ্ডার ॥
দেখি ভানু অনুকূল, বনে বনে কত ফুল,
মধুভরে প্রফুল্ল বদন।
তাদের সুবাস লয়ে, পবন চঞ্চল হয়ে,
শূন্যপথে করিছে গমন।
বার্ত্তা পেয়ে বায়ুমুখে, উড়ে ছুটে গিয়ে সুখে,
বিহঙ্গ পতঙ্গ অগণন।

পান করে ফুলরস, গান করে বিভু-যশ,
শুনিয়া অবশ হয় মন ॥
শুন ওহে প্রভাকর, মনাকাশে প্রভাকর,
প্রভাকর তোমার রচিত।
পালিতেছ প্রভাকরে, পাল এই প্রভাকরে,
তোমাতেই করেছি অর্পিত।
সদা সুস্থ রাখ দেহ, রচনায় শক্তি দেহ,
নষ্ট কর কষ্ট সমুদয়।
নাহি চাই হীরা হেম, তোমার পবিত্র প্রেম,
অন্তরে উদয় যেন হয়।

তত্ত্ব-প্রকরণ।

প্রভাকর নিজকরে কত প্রভাকরে।
জগতের সমুদয় অন্ধকার হরে ॥
গগনে হইলে সেই নাথের উদয়।
কমল অমল ভাবে প্রকটিত হয় ॥
হেরি কিবা সরোবর-শোভা মনোহর।
বধূ সহ মধু খায় বঁধু মধুকর ॥
অস্তাচলে গেলে পর, সেই দিবাকর।
আকাশ আসনে আসি বসে শশধর ॥
যামিনী কামিনী তার প্রেমভাব ধরে।
সখী যারা তারা তারা, চারু শোভা করে ॥
কুমুদ প্রমোদ হেতু, প্রমোদের আশে।
আমোদ-প্রমোদ-ভরে, প্রেম জলে ভাসে ॥
চকোর-নিকর ভাবে, দূর করে ক্ষুধা।
হেলায় খেলায় সুখে, পান করি সুধা।
এইরূপে শশী সূর্য্য উদয়-অধীন।
দিন গতে রাত্রি হয়, রাত্রি গতে দিন ॥
রাত্রি দিন দিন রাত্রি, প্রভাত প্রদোষ।
ক্রমে ক্রমে শূন্য করে, আয়ুর কলস।
গ্রহরাশি সমুদয়, তিথি-পরিক্রমে।
বার বার আসে যায়, যাহার নিয়মে ॥
রীতিমত হ্রাস-বৃদ্ধি দৃশ্য সবাকার।
নিয়ম লঙ্ঘন করে সাধ্য আছে কার ॥
মূলসূত্রে বোধ হেতু সার প্রণিধান।
মন বুদ্ধি অহঙ্কার যে করিল দান।
যাহাতে মীমাংসা করে, জ্ঞানের উদয়।
সৃষ্টির কৌশল সব অনুভব হয় ॥
বোধ-রূপ অনলেতে ভ্রান্তি বন দহে।
আমি আমি আমি বুদ্ধি, আর নাহি রহে ॥
জলবিম্ব সমভাব, আমি জলগামী।
আমি কিন্তু আমি সেই, ভিন্ন নই আমি।
এ ভাবের কর্ত্তা যেই, কর্ত্তা নাই যাঁর।
সেই প্রভু তাঁর পদে, প্রণাম আমার ॥

সার উপদেশ।

হায় হায় কি আশ্চর্য্য মনুষ্যের মন।
কিছুই নিশ্চিত নাই কখন্ কেমন।
দৃঢ়জ্ঞানে এক বস্তু নাহি ভাবে সার।
এই ভাবে একরূপ ক্ষণে ভাবে আর ॥
সুখে মুগ্ধ হয়ে করে অধর্ম্ম স্বীকার।
বিশ্বাসের প্রতি শেষ বিশেষ বিকার ॥
তত্ত্বনিষ্ঠ দৃঢ়জ্ঞানী যেমন সুধীর।
একমনে এক বস্তু সেই ভাবে স্থির।
ভ্রমশীল অজ্ঞানের দুঃখ নানারূপে।
দগ্ধ করি নিজ গৃহ গ্রাস করে কূপে ॥
স্বীয় পথ রুদ্ধ করি মিথ্যা উপদেশে।
কলুষ-কণ্টকে পাড় পঙ্গু হয় শেষে ॥
অবোধ কুরঙ্গ-কুল নিজ নিজ ভ্রমে।
সূর্য্য-কর জলবোধে নানাস্থানে ভ্রমে ॥
ভ্রমে ভ্রমে প্রাণ যায় পিপাসার দায়।
সর্ব্বব্যাপী প্রভাকর দোষী নন তায় ॥
আহারের লোভ হেতু ক্ষীণ মীনরাশি।
লোহার কণ্টক-কলে বিদ্ধ হয় আসি ॥
সুখ-লোভে সেরূপ অবোধ লোক যত।
পাপের কণ্টকে প'ড়ে আয়ু করে হত ॥
পরমপিতার পথে কিছু নাহি খেদ।
জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, প্রভেদ প্রভেদ ॥
ধর্ম্মভেদে মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন ভেক্।
উদ্ধারের কর্ত্তা সেই সারমাত্র এক ॥
ঈশ্বরের এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি।
ভবসিন্ধু-পার হেতু নিজ ধর্ম্মতরি ॥
স্বীয় পথ পরিহরি পরপথে যায়।
চরমে পরম বস্তু কভু নাহি পায় ॥
জলবর্ত্ম ছেড়ে জীব ভুলপথ ধরে।
জলে থেকে মীন যথা পিপাসায় মরে ॥
লোভে ক্ষোভে বুদ্ধি হত অলি অলিবঁধু।
নলিনী ব্যতীত নাহি কাঠে হয় মধু ॥
স্বকণ্ঠে অমূল্যহার দেখিতে না পায়।
কাঁচতুষা অন্বেষণে দূরদেশে যায় ॥

তৃষ্ণায় যদ্যপি যায় চাতকের প্রাণ।
তথা'চ মহার নীর নাহি করে পান॥
চকোরের যদি হয় অতিশয় ক্ষুধা।
চিত্ত-সুখে খায় শুধু চারুচন্দ্র সুধা॥
স্বভাবসুসিদ্ধ যায় তার এক ভাব।
স্বভাবে সন্তুষ্ট মন সারবস্তু লাভ॥
অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নিমধ্যে রাখে।
সলিলের স্নিগ্ধগুণ সলিলেই থাকে॥
বাতাসের গুণ যাহা বাতাসেই স্থিতি।
ক্ষিতির ধারণশক্তি ধরে সেই ক্ষিতি॥
ফলের সুস্বাদ যাহা ফলমধ্যে হয়।
কুসুমের গন্ধগুণ কুসুমেই রয়॥
আকাশের গুণ কিছু বাতাসেতে নহে
নিজ নিজ কর্ম্মগুণ নিজধর্ম্মে রহে॥

মনের প্রবৃত্তি-সম্ভোগ।

তামসী যামিনীযোগে, প্রবৃত্তি-প্রণয়-ভোগে,
সুখে সুপ্ত মহামতি মন।
রজনী বিগত হয়, তরুণ অরুণোদয়.
এখন রহিল অচেতন।
যুগল চরণ ধরি, বিবেক বিনতি করি,
বলে জাগো জনক আমার।
কাল যায় বাক্য ধর, জগদীশ নাম স্মর,
আলস্য করহ পরিহার॥
শুনি সুত সুবচন, ক্রোধে পরিপূর্ণ মন,
কহে কুবচন কটুরাশি॥
আরে রে অবোধ পুত্র, দূর দূর দুখ সূত্র,
কিবে লাভ এ ভাব প্রকাশি॥
দূর হও দুরাচার, এসো না'ক পুনর্ব্বার.
নিরুপম নিলয়ে আমার।
যদি পুন দেখা হয়, তখনি করিব ক্ষয়,
মনে রাখ এ বচন সার॥
শুনি জনকের ভাষা, ভঙ্গ হ'লো ভাবি আশা,
বিবেকের জন্মিল বিবেক।
পুরী, পরিজনচয়, ত্যাগ করি সমুদয়,
অরণ্য-আশ্রমে অভিষেক॥
তদবধি এ সংসারে, প্রবর্ত্তিত পরিবারে,
অত্যাচার করিছে প্রচার।
কামিনী-অনল জ্বালি, কাম করে ঠাকুরালি,
দাহনেতে দগ্ধ ত্রিসংসার॥

প্রধান অনিষ্টকর, ক্রোধ নামে সহোদর,
রক্তারক্তি করে অহরহ।
অনুরোধ উপরোধ, কিছুই মানে না ক্রোধ.
অনুচর কোন্দল কলহ॥
হিংসা তাহার প্রিয়া, বিরূপ যাহার ক্রিয়া,
বিরাগ বৈরক্তি সুত সুতা।
রক্তিম লোচন দণ্ডে, দেয় দণ্ড প্রতি দণ্ডে,
দণ্ড দণ্ডে দয়া দুঃখযুতা॥
তৃতীয় সোদর লোভ, যার প্রিয় সখা ক্ষোভ,
প্রলোভ পরম প্রিয়াত্মজ।
মহাতৃষ্ণা নামে দারা, দীর্ঘাকারা ধৈর্য্যহারা,
ধৈর্য্যহীন নয়ন-নীরজ॥
দুহিতা লালসা নামা, অধীরা অস্থিরা বামা,
জনকের নয়ন-পুত্তলি।
ঘোরতর ক্ষুধামদে, মত্ত হয়ে জনপদে,
ধায় শুধু খাই খাই বলি॥
অতঃপর মোহবীর, মাদকে অস্থির শির,
টল টল চঞ্চল শরীরে।
জ্ঞানপথ করি রুদ্ধ, আতঙ্ক দেখায় শুদ্ধ,
পুণ্যশীল পথিক সুধীরে॥
প্রিয় দারা মিথ্যাদৃষ্টি, মোহিত করিছে সৃষ্টি,
সুনিপুণা রাক্ষসী মায়ায়।
যারে ধরে একবার, রক্ষা নাহি থাকে তার,
ইহ, পর, ত্রিকাল হারায়।
পঞ্চম সোদর মদ, অতিশয় উচ্চপদ,
বিপদ ঘটায় পদে পদে।
আমি আমি রব মাত্র, গরিমা-পূর্ণিত গাত্র,
দিবা-রাত্র মত্ত মানমদে॥
ভ্রমাত্মিকা প্রিয়া সহ, বিহরিত অহরহ,
নাই তাহে বিলাস বিচল।
জীবের অশুভকর, গৌরবের গালগর.
অন্ন নহে অপনার জল॥
সর্ব্বানুজ মাৎসর্য্য, সকল সুগুণবর্জ্জ,
অনিবার্য্য অনিষ্ট-তৎপর।
বয়সে কনিষ্ঠ বটে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ-গুণ ঘটে,
জ্যেষ্ঠ নামে খ্যাত চরাচর।
এই ছয় সহোদর, প্রচুর প্রমাদকর,
প্রবৃত্তির প্রমোদ বাড়ায়।
বশীভূত করি মনে, বিরাজে বিষয়-বনে,
নিবৃত্তিরে নিবাস ছাড়ায়॥

নিবেদন।

জয় জয় জগন্নাথ জগতের সার।
একমাত্র তুমি বিভু অন্য নাই আর॥
অপরূপ ভূতময় অখিল সংসার।
তোমার প্রভাবে নাথ হয়েছে প্রচার॥
ভূতাতীত ভূতনাথ তুমি নীরাধার।
সর্ব্বভূতে আবির্ভূত সর্ব্বমূলাধার॥
অনিত্য ভূতের দেহ দিয়াছ আমার।
ভূত সেজে বেড়াতেছি ভূতের মেলায়॥
বুঝিতে না পারি কিছু ভূতের ব্যাপার।
ভূতে ভূতে অভিভূত কত হ'ব আর॥
এ ভূত অদ্ভূত অতি স্বভাবে সম্ভব।
ভিতরে বাহিরে ভূত ভূতময় সব॥
একভাবে নানা ভাব ভাবে সদ্ভাব।
কে করিবে অনুভাব স্বভাব স্বভাব॥
ভাবিতে ভাবিতে হয় ভাবের অভাব।
অভাবে আবার কত ভাবের প্রভাব॥
অভাব স্বভাব ভাব ভাবিবার নয়।
যত ভাবি তত ভাবে ভাবের উদয়॥
ভেবে ভেবে স্থির ভাব না পাই বিশেষ।
ভাবের ভাবনা করি আয়ু হ'ল শেষ॥
মিছে কেন ভাবি ভাবী ভবের ব্যাপারে।
ভবভাবি তব ভাবি কে হইতে পারে॥
ভাবের অতীত ভাবি তুমি ভাবময়।
স্ব-ভাবে স্বভাব হোক্ তোমাতেই লয়॥
একভাবে এক ভাব অন্তরেই রয়।
আর যেন কোন ভাব ভাবিতে না হয়॥
ভাবহীনে কৃপাকর করুণানিধান।
ভাবের ভেদক হয়ে ভাব কর দান॥
জানিতে না পারি কিছু কি আছে কপালে।
মোহিত হয়েছে মন জগদিন্দ্রজালে॥
মোহিনী মায়ার খেলা মহা-মোহকর।
কিছু তার নাহি হয় জ্ঞানের গোচর॥
কেমন কৌতুকে এঁটে কুহক-কপাট।
ভব-হাটে কত ঠাটে করিতেছে নাট॥
বাহিরের নাট শুধু দেখিয়া বড়াই।
ভিতরে কি আছে তার দেখিতে না পাই॥
বিনা খিলে কি কৌশলে রাখিয়াছে এঁটে।
সাধ্য নাই ঘরে যাই সে কপাট কেটে॥
অসারে ভাবিয়া সার মিছে করি শোর।
দেখিতে দেখিতে বাজী বাজী হ'ল ভোর॥

বপুবাসে রিপু চোর হইয়া প্রবল।
হরণ করিল সব যে ছিল সম্বল॥
একে একে সমুদায় হয়ে গেল ক্ষয়।
পরমার্থ পুরুষার্থ আর নাহি রয়॥
দীনহীনে দয়া কর দীনদয়াময়।
আর যেন পাপ তাপ ভুগিতে না হয়॥
কৃপা-অস্ত্রে ভ্রমপাশ করিয়া ছেদন।
মোচন করিয়া দেহ মায়ার বন্ধন॥
বিনা দণ্ডে দণ্ড পাই বিনা সূত্রে বাঁধা।
দেখিতে না পাই কিছু লাগিয়াছে ধাঁধা॥
বাঁধা পড়ে ধাঁধা ভোগ কেন করি আর।
মোচন করিয়া দেহ লোচনে আঁধার॥
আপনি আপন দেখে করি নিজ হিত।
রিপুভাব ঘুচে যাক রিপুর সহিত॥
দেহে যেন আত্মভাব নাহি থাকে আর।
আর যেন নাহি করি আমার আমার॥
এ দেহ আমার নয় আমি নই দেহ।
ভ্রমপাশে বদ্ধ হয়ে মিছে করি স্নেহ॥
আমি কার কার দেহ বিচার না করি।
মোহ-মদ পান ক'রে অভিমানে মরি॥
ভূতের ভবন দেহ দেহ এই জ্ঞান।
মমতা শমতা করি করি তব ধ্যান॥
দেহের গরবে করি মিছে অহঙ্কার।
শরীর আমার কই আমি কই তার॥
আমি কই, 'আমি' কই নাহি হয় স্থির।
কিরূপে হইবে তবে আমার শরীর॥
না চিনিয়া আপনারে করি অভিমান।
আপনি আপন বোধে হ'তেছি প্রধান॥
আমি শুচি আমি জ্ঞানী ধর্ম্মশীল আমি।
ধনে মানে বড় আমি অনেকের স্বামী॥
এইরূপে তত্ত্বহীন মত্ত হয়ে মদে।
টলেছে মনের পদ, কিসে রব পদে॥
জাতি ধর্ম্ম বড় ছোট ভেদাভেদ নাই।
তোমার নিকটে নাথ সমান সবাই॥
আত্মবোধ না হইলে কিছু নাহি হয়।
অজ্ঞানে কিরূপে পাব আত্ম পরিচয়॥
একে আমি অন্ধ তাহে ঘোর অন্ধকার।
কেমনে নেত্রের জ্যোতি হইবে প্রচার॥
হৃদাকাশে রবিরূপে উদয় হইয়া।
বাসনা-রজনী দেহ প্রভাত করিয়া॥
অবিদ্যার অন্ধকার দূর হবে তার।
মনের মন্দিরে আমি দেখিব তোমার॥

তুমি আমি দুই পাখী এক গাছে বাস।
তোমার গোপন ভাব না হয় প্রকাশ॥
খিচিমিচি করি আমি ডাকিয়া ডাকিয়া।
তুমি আছ সমভাবে নীরব হইয়া॥
এ প্রকার চমৎকার কব কার কাছে।
এমন আশ্চর্য্য নাকি আর কোথা আছে॥
বলহীন হইতেছি আমি খেয়ে ফল।
ফল ভোগ না করিয়া তুমি পাও বল॥
ফলাহার করি আমি তথাচ অস্থির।
কিরূপেতে অনাহারে আছ তুমি স্থির॥
প্রাণেশ্বর বিহঙ্গম সবিশেষ বল।
বিফলের ফলভোগে কি হইবে ফল॥
এই ভাবে কত কাল হারাইব বল।
কত কাল ভোগ হবে এ গাছের ফল॥
দীনের সকল দিন যায় ক্ষণে ক্ষণে।
দিন দিন দীননাথ, দীন হীন মনে॥
কত দিন রব আর কত দিন রব।
কত দিন করিব হে আমি আমি রব॥
চরণ করিয়া দেহে হরণ আশায়।
মরণ বরণ করি ডাকিছে আমায়॥
কখন নয়ন মুদে করিব শয়ন।
এখন তখন নাই কি হয় কখন্॥
শরীরে যতন কার রতন ভাবিয়া।
পতন হইলে যাব কোথায় চলিয়া॥
তখন এ ভাবে তুমি আমায় কি পাবে।
দেখিতে দেখিতে সব শেষ হয়ে যাবে॥
পাইলে আপন কাল কালে লবে হ'রে।
মিছে কেন মরি আর হাহাকার ক'রে॥
এমনি মায়ার মোহে মোহিত হৃদয়।
মরণ নিকট অতি স্মরণ না হয়॥
তোমায় না ভেবে করি মিছে পরাক্রম।
অজর অমর আমি মনে এই ভ্রম॥
সম্পদ সম্ভোগ সুখ স্বপনের প্রায়।
না বুঝিয়া মিছামিছি করি হায় হায়॥
বিকসিত ফুল সম দেহের আকার।
ক্ষণমাত্র দৃশ্য শোভা পরে নাই আর॥
জীবন জীবন-বিম্ব স্থায়ী কভু নয়।
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন্ কি হয়॥
আকাশে চপলা-খেলা যেরূপ প্রকার।
সেইরূপ এই দেহে আয়ুর সঞ্চার॥
এই দেহ এই প্রাণ তোমারি তো সব।
মরণ বারণ করা সাধ্য নাই তব॥
সকলি সৃজন কর নাশ কর তুমি।
সাগর শোষণ করি জল কর ভূমি॥
গগন আচ্ছন্ন করে যেই ধরাধর।
সে ভূধর কালে হয় ধূলায় ধূসর॥
ধরাধর নাম তার আর নাহি রয়।
ধরাধরে ধরা ধরে পাতিয়া হৃদয়॥
কোথা বিধি, কোথা বিষ্ণু কোথা কৃত্তিবাস।
সমুদয় দেবাসুর করিয়া নাশ॥
কে বুঝিবে তোমার এ ভাঙ্গা গড়া ক্রিয়া।
গহন দহন কর দাবানল দিয়া॥
একে ভাঙ্গো আর গড়ো কত যোগে যোগ।
গেল না তোমার এই ভাঙ্গা-গড়া রোগ॥
ভাঙ্গ ভাঙ্গ গড় গড় ইচ্ছা যাহা হয়।
সকলি তোমার ইচ্ছা তুমি ইচ্ছাময়॥
ম'রে যদি বেঁচে আসি থাকে জ্ঞানযোগ।
তবে তো জানিতে পারি ভাঙ্গা-গড়া রোগ॥
যাহা গড় তাই ভাঙ্গ পুন কর তাই।
ভাঙ্গা-গড়া দেখে হ'ল ভাঙ্গা-গড়া বাই॥
এইরূপে একরূপ কার নয় স্থির।
কেহ বা তোমার গড়ে প্রণব-শরীর॥
যাহার মনের ভাব যেরূপ প্রকার।
সেইরূপে গড়ে সেই তোমার আকার॥
আকার তোমার নাই তুমি নিরাকার।
কল্পনায় করে জীব আকার স্বীকার॥
অভিরুচিমত কত মন্ত্র তার পড়ে।
পূজিয়া তোমায় সবে ভাঙ্গে আর গড়ে॥
ধরাধামে এইরূপ উপাসক যত।
কল্পনায় অপরূপ রূপ করে কত॥
যেরূপে যে ভাবে যেই করে উপাসনা।
সে ভাবেতে তুমি তার পূরাও বাসনা॥
তোমাতে রাখিয়া মন পূজুক পুতুল।
সাধনায় সিদ্ধ হবে কিছু নাই ভুল॥
কার মনে সূক্ষ্ম ভাব, কার মনে স্থূল।
ভক্তি আর শ্রদ্ধা হয় সকলের মূল॥
নানা শাস্ত্রে উক্তি আছে যুক্তি-কথা এই।
তোমারে যে ভক্তি করে মুক্তি পায় সেই॥
তুমি হে ভক্তের ধন ভক্তাধীন নাম।
কেহ বলে হরি হর কেহ বলে রাম॥
স্বরূপ কিরূপ তুমি নাহি যায় জানা।
দেশে দেশে মতে মতে নাম তাই নানা॥
কেহ কহে জগতের পিতা তুমি ধাতা।
কেহ কহে ব্রহ্মময়ী জগতের মাতা॥

মাতা হও পিতা হও যে হও সে হও।
ফলে তুমি একমাত্র তুমি ছাড়া নও ॥
তক্ত খাট শয্যা আদি অশেষ প্রকার।
পৃথিবী একাকী হন সবার আধার॥
কত কত নদী নদ দেখি কত স্থলে।
সকলি মিশেছে গিয়া জলধির জলে ॥
সেইরূপ বাঁকা সোজা নানা পথ আছে।
সকলেই কাছে যাবে আগে আর পাছে ॥
নানারূপ মত বটে, তুমি এক স্থির।
বহু বর্ণ ধেনু যথা শাদা হয় ক্ষীর ॥
কিছু নাহি মানে সেই তোমায় যে মানে
কিছু নাহি জানে সেই তোমায় যে জানে ॥
রসনায় ঘৃতের আস্বাদ যেই ধরে।
সে ত আর ঘোল খেয়ে গোল নাহি করে ॥
কমলের মধু খেয়ে মন যার ভুলে।
সে কি আর উড়ে যায় শিমূলের ফুলে ॥
আনন্দ-কাননে যার মন-পাখী চরে।
কানন-ভ্রমণে সে কি আশা আর করে ॥
পরম পীযূষ-রস সুখে যেই খায়।
বিষয়-বাসনা-বিষ সে কি আর চায় ॥
মন যার সুশোভিত প্রেম-হেম-হারে।
কুবেরের ধন নাহি মুগ্ধ করে তারে ॥
শান্তির সলিলে যার শীতল শরীর।
সে কি আর খেতে চায় নীরদের নীর ॥
সন্তোষের সমীরণ লাগে যদি গায়।
প্রয়োজন কিছু নাই তালের পাখায় ॥
সাধু সহ বাস যার হয় একবার।
বসৎ অসৎপুরে সে করে না আর ॥
প্রত্যয় পরম ধন সর্ব্বমূলাধার।
মনের মন্দিরে যেন বাস হয় তার ॥
কিরূপ আকারে আমি গড়িব তোমায়।
কি বচনে মন্ত্র পড়ি ফুল দিব পায় ॥
গূঢ় ভাব নাহি পাই আমি মূঢ়মতি।
প্রকাশ করহ নিজ পূজার পদ্ধতি ॥
মনোময় রূপ তুমি করহ ধারণ।
নয়ন মুদিয়া আমি করি দরশন।
তাহাতে যেরূপ হবে রূপের সঞ্চার।
স্বরূপ সেরূপ রূপ জানিব তোমার ॥
তাহাতে যে ভাবোদয় হবে ভাবের সঞ্চার।
সেই ভাবে পূজা আমি করিব তোমার ॥
কোথায় বসাব নাহি ভেবে পাই মনে।
বস বস বস মম হৃদয়-আসনে ॥

বনফুলে বিধি নয় তোমার অর্চ্চন।
মন খুলে মন-ফুলে পূজিব চরণ ॥
কেমনে পূজিব আমি দিয়ে গঙ্গাজল।
ভক্তি-জলে পূজা করি চরণ-কমল ॥
শ্রদ্ধারূপ চন্দনেতে চর্চ্চিত করিয়া।
মানসে পড়িব মন্ত্র নীরব হইয়া ॥
শাঁক ঘণ্টা কাঁসর প্রভৃতি দিয়া ফেলে।
আরতি তোমায় করি জ্ঞানদীপ জেলে ॥
ছয় রিপু বলি দিই লহ লহ ভোগ।
অভোগের ভোগ এই দূর কর রোগ ॥
প্রেমের আগুণ তব বিগুন কি তায়।
জীবন আহুতি দিলে পূজা হবে সায় ॥
আজ মরি কাল মরি কিংবা মরি যবে।
নিশ্চয় মরিতে হবে থাকিব না ভবে ॥
এ অবধি যদবধি মরণ না হয়।
তদবধি মন যেন তোমাতেই রয় ॥
যখন যেরূপে আমি যেখানেতে রই।
তিল আধো তোমা ছাড়া যেন নাহি হই ॥
যদ্যপি ঘুমায়ে রই মুদিয়া নয়ন।
স্বপনে তোমায় যেন করি দরশন ॥
ঘুমায়ে ঘুমায়ে যেন জপি তব নাম।
ক্ষণমাত্র নাহি হয় জপের বিশ্রাম ॥
দিনে রেতে জাগরণে যতক্ষণ যায়।
অন্তর বাহিরে শুধু হেরিব তোমায় ॥
অন্য আলাপন যেন না করিতে হয়।
করিব তোমার ধ্যান সকল সময় ॥
যে সময়ে দেহে প্রাণে হইবে বিচ্ছেদ।
সে সময়ে মনে যেন নাহি থাকে খেদ ॥
জ্ঞানেতে ত্যজিব প্রাণ আনন্দিত হয়ে
হাসিতে হাসিতে যাব তব নাম লয়ে ॥
আমার সমল মন করিয়া অমল।
মরণ-সময়ে দিও চরণ-কমল ॥
পতিতপাবন নাম করেছ ধারণ।
পতিত পবিত্র কর পতিতপাবন ॥
অতীত হতেছে কাল না পাই ভাবিয়া।
কত দিন রব আর পতিত হইয়া ॥
পতিত বলিয়া যদি ঘৃণা করা হয়।
বল তবে কিসে এই পাপ হবে ক্ষয় ॥
রাখ রাখ ঠেলে রাখ তাহে নাই খেদ।
কিসে পাপ কিসে পুণ্য কিসে পাব ভেদ ॥
ঠেলা যেন নাহি হই মানব-সভায়।
[illegible]

তুমি যদি পায়ে কোরে ঠেল একবার।
তবে সব পাপ তাপ ঘুচিবে আমার।
পরিত্রাণ পতিতে না কর যদি ভবে।
পতিতপাবন নাম কেহ নাহি লবে॥
রাখ রাখ রাখ নাথ নামের গৌরব।
এটুকু করুণা ফুল এটুকু সৌরভ।
অপরাধ-তরু যেন নাহি ফলে আর।
কর কর কর তারে সমূলে সংহার।
পাপ-কণ্টকবন ওরা কলেবর-ভূমি।
ভিতরের যত কিছু সব জান তুমি॥
যেন আর পাপ-পথে নাহি হই রত।
ক্ষমা কর ক্ষমা কর অপরাধ যত।
তব নাম অনল উঠুক মুখ ফুঁড়ে।
পাপরূপ তৃণরাশি ছাই হোক পুড়ে।
আধি-ব্যাধি-বিমোচন সত্য সনাতন।
মনের সকল পীড়া কর নিবারণ।
লোভ-জ্বরে জর জর মানস আমার।
সমভাবে সদা ভার ভোগের সঞ্চার।
আপনার পূর্ব্বভাব বলিতে না পারে।
একেবারে অভিভূত মায়ার বিকারে।
ঘোর অহঙ্কার দাহ দহিছে হৃদয়।
ধনাগম আশা-তৃষা কৃশ নাহি হয়॥
কামনা কুপথ্যে আরো বাড়িছে বিলাপ।
ক্ষণমাত্র ছাড়া নয় প্রবৃত্তি-প্রলাপ॥
মমতা-মোহের ঘোরে অচেতন হয়।
থেকে থেকে প্রলাপেতে ভুল কথা কয়॥
এই জ্বরে সজ্জনের কথা শুনে হাসে।
গুরুবাক্য 'অঞ্জন' সে কবে অনায়াসে॥
সত্যের সুপথ্যে তার রুচি নাহি যায়।
কেবল কুপথ্য করি যাতনা বাড়ায়॥
পীড়ায় কাতর হয়ে জ্ঞানহীন মন।
বিষয় বাসনা-বিষ করিছে ভোজন॥
ছটফট করে যত বিষের জ্বালায়।
ততই পিপাসা বাড়ে ঘটে ঘোর দায়॥
প্রণিপাত করি নাথ চরণে তোমার।
মনের এ রোগ ভোগ কত সহে আর॥
তুমি ত দেখিছ সব অন্তরেতে র'য়ে।
মনোরোগ দূর কর বৈদ্যরাজ হয়ে॥
শান্তি-জল দেও তারে তৃপ্ত হয়ে খাবে।
ধনাগম আশা তৃষা কৃশ হয়ে যাবে॥
শান্তি-রসামৃত যদি খায় একবার।
বাসনা-বিষের জ্বালা রহিবে না আর।

আত্মবোধ-বটিকায় জ্বরত্যাগ হবে।
মমতা-মোহের ঘোর আর নাহি রবে॥
তখনি কাটিয়া যাবে মায়ার বিকার।
অভিমান-দাহ তবে কোথা রবে আর॥
বিবেক-বটিকা রস করিলে সেবন।
কামনা-কুপথ্য তায় হবে নিবারণ॥
নিবৃত্তির রসে যাবে প্রবৃত্তি প্রলাপ।
সত্যের সুপথ্যে যাবে সকল বিলাপ॥
মনের এ মহারোগ নাশ যদি হয়।
তবেই করিব আমি ত্রিভুবন জয়॥
এই মন যদি হয় মনের মতন।
মনের মতন তবে পাইব রতন॥
নিত্য পাব নিত্য সুখ ভাবনা কি আর।
আনন্দে আনন্দপুরে করিব বিহার॥
গদগদ ভাবভরে পড়িব ঢ'লে ঢ'লে।
তব নামামৃত-রসে মন যাবে গ'লে॥
অন্তরঙ্গ-অন্তর তুমি হইবে না আর।
নিরন্তর রবে নাথ অন্তরে আমার॥
কিছুই না চাই আর কিছুই না চাই।
হৃদি-দোলমঞ্চে তুলে তোমায় নাচাই॥
ভাবময় হয়ে ধর মনোময় কায়।
নাচিতে নাচিতে তুমি নাচাও আমায়॥
জীবে করি শিব-দান বাঁচাও বাঁচাও।
না চাও নাচিতে যদি আমায় নাচাও॥
বাহ্যভাব গ্রাহ্য যেন নাহি হয় মনে।
নৃত্য করি নিত্য সুখে নিত্য নিকেতনে॥
অভিলাষ-নগরেতে নাহি আর আশ।
দ্বেষহীন-দেশে গিয়া সুখে করি বাস॥
রোগ শোক পাপ তাপ কিছু নাই তথা।
প্রকাশিত কিছু নাই নাই কোন কথা॥
সত্যের সদন সেই অহিত রহিত।
সুখের সাক্ষাৎ হবে তোমার সহিত॥
অসতের বসতের নহে সেই বাস।
কোন কালে নাহি বহে দুঃখের বাতাস॥
ভেদাভেদ নাই তথা বিচার আচার।
সর্ব্বজীবে সমভাব সদা সদাচার॥
একাকার নাই তথা সব একাকার।
একাকারে এক হয়ে করিব বিহার॥
নাহি রবে আমি আমি আমার আমার।
তোমায় তোমায় দিয়া হইব তোমার॥

নিত্যধন-অন্বেষণ।

মৃত্যু খাচ্ছে গ্রাস করি জীবের জীবন।
পতিত জরার গ্রাসে সুখের যৌবন॥
সন্তোষ, লোভের ভয়ে ছেড়েছে নিজ ঠাঁই।
কোন দেশে পলায়েছে অন্বেষণ নাই॥
পরিপূর্ণ-যৌবনা যুবতীজন যত।
হাব-ভাব ভঙ্গি-ঠাট করিতেছে কত॥
পৃথিবী পূরিল আসি পাপ অনাচার।
শান্তির সুখের এক ক্রান্তি নাহি আর॥
সেই সুখ কোথা আছে না হয় নির্ণয়।
ভ্রান্তির নিকটে কোথা শান্তির উদয়॥
অহঙ্কারী জনে করি বদন বিস্তার।
গুণীর গুণের গ্রাম করিছে আহার॥
ভয়ঙ্কর হিংস্রজন্তু অশেষ প্রকার।
যাহাদের কাছে নাই নরের নিস্তার
তারা সব মানবের বাসস্থান হরে।
র'য়েছে সকল বন অধিকার ক'রে॥
অতিশয় দুরাশয় দুষ্টলোক যারা।
রাজার উপরে করে অত্যাচার তারা॥
এরূপ চেষ্টায় রত যত দুরাচার।
কিরূপে হরিয়া লবে ভূপের ভাণ্ডার॥
তাহাতে আপদ নানা থাকে না সম্পদ।
রাজার বিপদ হয় প্রজার বিপদ॥
ধন যত সদা হয় নাশের অধীন।
স্থিরভাবে কখন না থাকে এক দিন॥
সকলি নাশের গ্রাসে হতেছে পতন।
কে না এসে কোন বস্তু করিছে হরণ॥
সকলেরি এক দশা ভবের ভিতর।
কিছুই না স্থির হয়ে অবস্থান করে॥
সকলি চঞ্চল আর অনিত্য সকল।
একমাত্র নিত্যধন ঈশ্বর কেবল॥
অতএব বলি শুন ওরে বাপধন।
অনর্থক করিতেছ কি ধন সাধন॥
সংসারের যত ধন অনিত্য জানিয়া।
এক ধ্যানে থাক সেই নিত্যধন নিয়া॥
এখন যদ্যপি যাও এ ধন ভুলিয়া।
কি ধন পাইবে শেষ নিধন হইয়া॥
কর কর এখনিই কর অধিকার।
হাত-ছাড়া হলে পরে পাইবে না আর॥
উপায় এখন আছে রয়েছে সময়।
শেষ যেন হাহাকার করিতে না হয়॥

শারীরিক মানসিক পীড়া শত শত।
মানবের আরোগ্যের আয়ু করে হত॥
আধি-ব্যাধি উভয়েই হয়ে বলবান্।
দেহে মনে স্বাস্থ্য-সুখ করে না প্রদান॥
মানব কখন নাহি পায় সুখপদ।
যেখানে সম্পদ জেনো সেখানে বিপদ॥
সম্পদে কেমনে হবে সুখের সঞ্চার।
বিপদ রেখেছে খুলে দুখের ভাণ্ডার॥
জন্ম নিয়া জীবরূপে আসিছে যে জন।
তাহারি মাথার কেশ ধরিছে মরণ॥
সাধ্য কার তার হাত যায় ছাড়াইয়া।
আপনার বশে রাখে আয়ত্ত করিয়া॥
বিধির সৃজিত যত ভবের বিভব।
এই আছে এই নাই এইরূপ সব॥
সকলি খেতেছে কাল কিছু নাহি বাছে।
চিরস্থায়ী কারে বলি এমন কি আছে॥
বিষয়ের ভোগ যত স্বভাবে চপলি।
অস্থির তরঙ্গবৎ সদাই চঞ্চল॥
জীবন জীবনবিম্ব চিরধন নয়।
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন্ কি হয়॥
যৌবন কুসুম সম শোভার অধীন।
দেখিতে দেখিতে হয় অমনি মলিন॥
সে যৌবন যতক্ষণ করে অবস্থান।
কুশলের কার্য্য নাহি করে সমাধান॥
অতএব বুধগণ কি কহিব আর।
মনেতে জানিছ এই সংসার অসার॥
দোহাই দোহাই ভাই বিনয় আমার।
কৃপা করি সকলের কর উপকার॥
যাহার সহিত দেখা হইবে যখনি।
এই কথা বলে তারে বুঝাবে তখনি॥
ওরে ভাই ধন জন কেহ নয় কার।
একা এলে একা যাবে সঙ্গী নাই আর॥
এই গেহ, এই দেহ, এই সমুদয়।
এখন তখন নাই কখন্ কি হয়॥
মিছে কেন হও ভবে মায়ায় মোহিত।
নিজ নিজ বোধে কর নিজ নিজ হিত॥
বল বল ডেকে বল যত সব নরে।
ভ্রান্ত হয়ে কেন আর কর্ম্মভোগ করে॥
মেঘেতে দামিনী-খেলা যেরূপ প্রকার।
অবিকল সেইরূপ ভোগের ব্যাপার॥
বাতাসেতে বিচলিত পত্রের জীবন।
স্নেহ-মেঘে সেইরূপ জীবের জীবন॥

এমন জীবন যদি হইল নশ্বর।
যৌবনের অভিমান কেন করে নর॥
তাই বলি ভাই সব নিকট মরণ।
ভ্রম হর ধৈর্য্য ধর স্থির কর মন॥
নিরন্তর যার ধ্যান করে যোগিগণে।
একেবারে নত হও তাঁহার চরণে॥
জীবের জীবিত কাল কবে বর্ত্তমান।
আয়ুর হতেছে গতি বায়ুর সমান॥
যৌবনের অহঙ্কার কতদিন রয়।
মনের কল্পিত ধন নিত্য কভু নয়॥
ভোগ ভোগ কর্ম্মভোগ ভোগ কারে বলে।
ভোগায় ভোগের গাছ, কিবা ফল ফলে॥
প্রণয়িনী প্রমোদাদি প্রেমালাপ সুখ।
সে সুখ ত সুখ নয়, ঘোরতর দুখ॥
যতক্ষণ ততক্ষণ পরে নাই আর॥
অমৃতের বিনিময়ে বিষের সঞ্চার॥
অতএব পরব্রহ্মে করি কর্ণধার।
ভয়ানক ভবসিন্ধু সুখে হও পার॥
বিষম বিষয় বিষে কষ্ট পদে পদে।
ডুব না ডুব না আর নরকের নদে॥

পিতা ও পুত্র।

পত্র।

প্রণিপাত করি পিত চরণে তোমার।
ক্ষমা কর অপরাধ সকল আমার॥
আপনি করেন প্রভু এরূপ জল্পনা।
ভাল মন্দ যত কিছু মনের কল্পনা॥
স্বভাবেতে সুশোভিত বস্তু সমুদয়।
প্রিয়াপ্রিয় ঈশ্বরের নিরূপিত নয়॥
কাম ক্রোধ লোভ আদি বৃত্তিপাশ দিয়া।
রাখেন না কভু তিনি বন্ধন করিয়া॥
আপনার কর্ম্মপাশে বদ্ধ আছে জীব।
কর্ম্মপাশ হ'লে নাশ জীব হয় শিব॥
নিকটেই ব্রহ্মানন্দ বিদ্যমান আছে।
তাপ নাহি যেতে কভু পারে তার কাছে॥
সমুচিত সাধন সঞ্চিত হ'লে তার।
অনাসেই সেই সুখে হয় অধিকার॥
আপনার বাক্যে যদি না থাকে সংশয়।
এরূপ নিশ্চয় যদি এরূপ নিশ্চয়॥

বল পিত এ জগতে কেন জীব সবে।
ক্ষণিক সুখের লোভে ব্যগ্র হয় ভবে॥
যে সুখ কেবলি হয় দুখের আধার।
আদি অন্ত দুদিকেই কষ্টভোগ সার॥
তাতেই ব্যাকুল হয়ে কেন জীব মরে।
কর্ম্মভোগ ক'রে কেন কর্ম্মভোগ করে॥
সুখের সে নয় যদি সুখের সে নয়।
দেহে আর মনে কেন এত কষ্ট লয়॥
দুখ আছে তায় যদি দুখ আছে তায়।
মিছে কেন করিতেছে অশেষ উপায়॥
কি কারণ অকারণ দুঃখে কাল হরে।
বারেক ভাবিয়া তাহা নাহি দেখে নরে॥
যে উপায়ে একেবারে দুখ পায় লয়।
সে উপায়ে কেন সবে ঐক্য নাহি হয়॥
একেবারে পূরে যায় চির মনোরথ।
কেন তারা ছাড়ে সেই প্রবৃত্তির পথ॥
এমন পরমপথ করি পরিহার।
কুপ্রবৃত্তি-পথে কেন বহে পাপভার॥
এমন বিশ্বাস আছে এমন বিশ্বাস।
প্রাণিমাত্রে ক'রে থাকে সুখের আশ্বাস॥
একান্তেই সাধে সবে সুখের উপায়।
কিছুতেই কেহ আর দুখ নাহি চায়॥
এমন নির্ম্মল সুখে করিয়া নিবৃত্তি।
বার বার কেন হয় তাপেতে প্রবৃত্তি॥
তাবতেই আশা-রথে হইয়াছে রথী।
প্রায় ত দেখিনে কারে এ পথের পথী॥
সংসার-সুখেতে রত সকলেরি মন।
বিষমাখা সুধা করে সবাই ভোজন॥
ইথেই সংশয়ে কই আপনার কাছে।
এ বিষয়ে গুরুতর বাধা কিছু আছে॥
অবশ্যই আছে কোন দৈব-বিড়ম্বনা।
নতুবা হইবে কেন এমন ঘটনা॥
বচনীয় নয় তাহা প্রকাশিত নয়।
পুনঃ পুনঃ নহে কেন হেন দশা হয়॥
যদিও আমার মনে হতেছে নিশ্চয়।
ঈশ্বরের অভিপ্রেত কখন এ নয়॥
কেন না আপনি যিনি করুণানিধান।
তিনি কি করেন কভু দুখের বিধান?
কিছুতে না হয় ভবে দুখের সঞ্চার।
জীব সব সুখী হোক্ ইচ্ছা এই তাঁর॥
আমরা অজ্ঞান তাই না জেনে বিশেষ।
স্বভাবের দোষে পাই অনর্থক ক্লেশ॥

তথাপি না দূর হয় মনের সন্দেহ।
অকারণে কোন কিছু করে না ত কেহ।
কেনই সে নিত্য সুখে হইয়া বিরত।
ইচ্ছায় অনিত্য সুখে সদা হই রত।
কহিতে দুখের কথা বিদরে হৃদয়।
মনের প্রতিজ্ঞা কভু স্থির নাহি রয়॥
নিয়তই যে বিষয়ে ভোগ করি দুখ।
কোন অংশে কিছুমাত্র নাহি পাই সুখ।
তখন প্রতিজ্ঞা হয় এমন প্রকার।
প্রাণান্তেও এই কর্ম্ম করিব না আর।
জোর ক'রে গলা টিপে কে যেন আসিয়া।
তখনি তখনি দেয় প্রবর্ত্ত করিয়া।
এই আছি ক্ষান্ত হয়ে প্রতিজ্ঞা-আসনে।
কোথা হ'তে আবার প্রবৃত্তি আসে মনে।
কখন বা আপনার ইচ্ছাপথে রই।
পরইচ্ছা-পরতন্ত্র কখন বা হই।
হিতবোধে কভু করি অহিত আচার।
অহিত ভাবিয়া করি হিত পরিহার।
ইহাতে কারণ এক আছেই নিশ্চয়।
সে কারণ আমার ত জ্ঞানগম্য নয়।
অতএব কৃপা করি কর উপদেশ।
শুনিব বিশেষ আমি শুনিব বিশেষ।

পিতা।

প্রাণাধিক প্রিয়তম হও তুমি সোঝা।
সোঝা হ'লে বোঝা যায় এতো নহে বোঝা।
ক্রমে ক্রমে উপদেশ করিতেছি যাহা।
স্বীকার করিয়া তুমি মানিতেছ তাহা।
এইরূপে সুধাইলে সংশয় না রবে।
এখন পেয়েছ হাতে পথে এসো তবে।
ইচ্ছা আর অনিচ্ছায় পরের ইচ্ছায়।
জীব যত কর্ম্ম করে সন্দেহ কি তায়।
ওহে বাপু বিস্ময়ের বিষয় তো নয়।
কেন তায় এত তবে হতেছে বিস্ময়।
যত দিন না বুঝিবে নিগূঢ় তাৎপর্য্য।
তত দিন মুগ্ধ হবে এ নহে আশ্চর্য্য।
পূর্ব্বতন তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মা যে সব।
করেছেন এ বিষয়ে কত অনুভব।
নিয়তই যুক্তিযোগ তত্ত্ব-নিরূপণে।
সকল সংশয় ছেদ করিলেন মনে॥

প্রাণি-প্রবৃত্তির হেতু করিয়া উদ্দেশ।
করেছেন নানাবিধ হেতুর নির্দ্দেশ।
শাস্ত্রমতে যুক্তিমতে হয়েছে সন্ধান।
প্রবৃত্তির হেতু ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান॥
দুখের বিনাশ হবে সুখ যাতে পায়।
জীবের প্রবৃত্তি যেন সেঁদিকেই ধায়॥
যখন করিবে কোন ক্রিয়ার সাধন।
আগে তার এ প্রকার করে আলোচন।
যদি করি এই কর্ম্ম পাব তায় সুখ।
ইথে আর ঘটিবে না কোনরূপ দুখ।
যদবধি এ জ্ঞানের না হয় উদয়।
তদবধি কিছুতে কি প্রবৃত্ত সে হয়॥
লাভের স্থিরতা-বোধ হইলে অন্তরে।
ক্ষণমাত্র তাহে আর বিলম্ব কি করে।
শিব-সাধনতা মাত্র হেতু জেনো তার।
সন্দেহ কি আর তাহে সন্দেহ কি আর॥
কোন কোন মহাশয় কহেন এমন।
ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান যদিও কারণ।
কিন্তু তাহা কোন মতে না হয় প্রধান।
সাধারণ ব'লে তার দিই অভিধান॥
কোন জীব কোন কর্ম্মে করিয়া প্রবেশ।
যতক্ষণ নাহি পায় ফল তার শেষ॥
যতক্ষণ শুভাশুভ না হয় নিশ্চয়।
কিসে হবে ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞানোদয়।
নয়নে পরের ক্রিয়া করে দরশন।
শ্রবণে পরের ক্রিয়া করিছে শ্রবণ।
নহে কার উপদেশ করিয়া গ্রহণ।
বিষয়ে প্রবৃত্তি পায় যত জীবগণ॥
স্থিররূপে উপকার না জেনে নিশ্চয়।
ইষ্ট-লাভ হবে ইহা করিয়া প্রত্যয়।
প্রবেশের আগে করে এমত বিচার।
অবশ্যই এই কর্ম্ম উচিত আমার॥
যাহাতে সহজে হয় দোষের সাধন।
প্রাণি-প্রবৃত্তির সে কি প্রধান কারণ।
এ প্রমাণ কভু নয় প্রমাণের মত।
স্বভাবতঃ দেখা যায় দোষ ইথে কত॥
এরূপ সিদ্ধান্ত যদি হইত নির্য্যাস।
রোগীর কুপথ্যে কভু হত না প্রয়াস।
যে জন কুপথ্য করে ইচ্ছা অনুসারে।
ভাল মন্দ আগে তার জানিতে না পারে।
তখন কি থাকে তার ফলের বিচার।
সেরূপ কুপথ্য করে রুচি যাহে যার॥

কুপথ্যের উপদেশ কেহ নাহি করে।
আপন লোভের দোষে আপনি সে মরে।
কুপথ্যের দোষ নয় অগোচর তার।
দেখিতেছে শুনিতেছে অশেষ প্রকার॥
যে করে অপথ্যভোগ ভোগে সেই দুখ।
কখন কি পায় সেই স্বাস্থ্যতার সুখ॥
অপথ্য-সেবনে করে সবাই বারণ।
তথাচ করে না সেই নিষেধ শ্রবণ॥
এখানে রোগীর দেখ রোগের সময়।
ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান কখন কি হয়॥
আমার বিচারে এই স্থির নিরূপণ।
লোভ হয় কুপথ্যের প্রধান কারণ॥
লোভ হ'লে বলবান্ বুদ্ধি করি নাশ।
অপথ্য-সেবনে দেয় পুনঃ পুনঃ আশ॥
তস্কর প্রভৃতি দেখ কুজন সকল।
বার বার ভুগিতেছে কুকর্ম্মের ফল
"ধনঞ্জয় মন্ত্রে" রাজা অভিষেক করে।
বেড়ী পায় কারাগারে খেটে খেটে মরে॥
কারামুক্ত হয়ে নিজ গৃহেতে আসিয়া।
তখনি তখনি পুনঃ চুরি করে গিয়া॥
ভালরূপে সে তো জানে কুকর্ম্মের ফল।
তথাচ তাহার লোভ ক্রমেই প্রবল॥
কিছুতেই নাহি যায় সে প্রবৃত্তি তার।
কাজেই কহিতে হবে লোভ মূলাধার
গো, মেষ, ছাগল আদি তৃণভোজী যারা।
কৃষকের ক্ষেত্রে গিয়া শস্য খায় তারা॥
বার বার ধরিয়া প্রহার করে চাষা।
তথাচ না ছাড়ে সেই শস্যভোজ-আশা॥
ইহাতে লোভের কার্য্য করিব স্বীকার।
লোভেই প্রবৃত্তি দেয় এরূপ প্রকার॥
পর-প্রিয়াভোগে রত পুরুষ যখন।
সে সময়ে কাম হয় প্রবৃত্তি-কারণ॥
তাহাতে অশেষ পাপ সে ত জানে মনে।
জানে ত পাইবে দণ্ড রাজার শাসনে॥
তবু যে তাহার মনে ধৈর্য্য নাহি থাকে।
কামের প্রবৃত্তি তারে অন্ধ ক'রে রাখে॥
অবিকল এইরূপ ক্রোধের স্বভাব।
ক্রোধের লালসা বয়ে বোধের অভাব॥
বধিলে পরের প্রাণ নিজ প্রাণ যাবে।
কখন কখন সে ত মনেতে না ভাবে॥
তবু যে ক্রোধের কার্য্য সাধে স্বেচ্ছাচারে।
দশায় পেয়েছে তারে কি করিতে পারে॥

অপর অপর হেতু থাকে ইথে থাক্।
সে বিষয়ে মিছে কেন ব্যয় করি বাক্॥
লোভ কাম ক্রোধ হবে মূল হেতু তার।
নিশ্চিত জানিবে ইথে অন্যথা কি আর॥
বহু বিবেচনা করি কোন কোন ধীর।
বিচারেতে করেছেন এইমত স্থির॥
কাম আদি প্রবৃত্তির হেতু যদি হয়।
হয় হোক্ ফলে তারা মুখ্য হেতু নয়॥
যে কারণ সুগোচর হতেছে প্রত্যক্ষ।
অবশ্য প্রবল হবে প্রমাণে সে পক্ষ॥
সকলের অবস্থা ত না হয় সমান।
সহজে অবল কেহ কেহ বলবান্॥
তারাই ত প্রভু হয় ধনশালী যারা।
যাদের না থাকে ধন দাস হয় তারা॥
পরাধীন যারা তারা আজ্ঞাধীন হয়।
দীন ভাবে আজ্ঞা ব'য়ে দিন করে ক্ষয়॥
কামাতুর প্রভু তার হারা হয়ে জ্ঞান।
পর-নারী-হরণেতে আজ্ঞা করে দান॥
কামাধীন না হয়ে সে প্রভু-আজ্ঞা মানে।
বল করি পর-বধূ ধ'রে ধ'রে আনে॥
ক্রোধী প্রভু যে সময়ে আজ্ঞা করে দান।
অমুকের মাথা কেটে এখনিই আন্॥
নিজে নয় ক্রোধাধীনে তথাচ সে জন।
অনায়াসে পরমুণ্ড করিছে ছেদন॥
যে সময়ে লোভী প্রভু আজ্ঞা দেন তায়।
অমুকের ঘর-বাড়ী লুটে নিয়ে আয়॥
নিজে নহে লোভশীল কিন্তু সেই জন।
পরের সর্ব্বস্ব করে তখনি হরণ॥
অতএব স্থিররূপে হয় অনুমান।
কামাদি কখন নয় কারণ প্রধান॥
প্রাণি-প্রবৃত্তির হেতু যে জন যা কয়।
ঈশ্বরের ইচ্ছা তার মূল হেতু হয়॥
জগতের অধিপতি পরমেশ যিনি।
সকল জীবের হন নিয়ন্তাই তিনি॥
সকলের হৃদয়েতে করিয়া বিহার।
যখন প্রবৃত্তি দেন যেরূপ প্রকার॥
তখনি সে জীব করে সেরূপ প্রকার।
করিতে অন্যথা তায় সাধ্য আছে কার॥
কোন কোন পণ্ডিতের উক্তি এই হয়।
তা নয় তা নয় নয় নয় নয় নয়॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা কভু হেতু নয় তার।
তা হইলে ঈশ্বরেতে ঘটে ব্যভিচার॥

যদিও ঈশ্বর হন সর্ব্ব-মূলাধার।
জনক পালক প্রভু নিয়ন্তা সবার॥
এখানেতে হবে এই করিতে বিচার।
সামান্য প্রভুর মত কার্য্য নয় তাঁর॥
কাম ক্রোধ লোভের অধীন যিনি নন।
তিনি কি জীবের কভু প্রবর্ত্তক হন॥
কোনমতে কিছুতেই হবার যা নয়।
মিছে মিছি যত লোক কেনই তা কয়॥
যদ্যপি হতেন তিনি প্রবৃত্তির মূল।
তবে ত জীবের মনে হইত না ভুল॥
হইত শিবের আশা সকলের মনে।
পেত না প্রবৃত্তি কেহ অশিব-সাধনে॥
সকলে করিত ভবে সুখেতে সঞ্চার।
কা'র ভাগ্যে দুখভোগ হইত না আর॥
কখনই কার ক্রিয়া হ'ত না বিফল।
সকলেই প্রাপ্ত হ'ত অভিমত ফল॥
কৃপাময় পিতা হন সেই ভগবান।
সমুদয় জীব হয় তাঁহার সন্তান॥
অপার কৃপার নিধি সত্য সনাতন।
অস্বার্থে করেন যিনি লালন-পালন॥
এমন সদয় যিনি এমন সদয়।
তিনি কি কখন হন হৃদয়-নিদয়॥
কদাচই নহে তাঁর এমন বিধান।
বিনা স্বার্থে কুপ্রবৃত্তি করেন প্রদান॥
কিছুতে সম্ভবে এ কি কিছুতে সম্ভবে।
অকলঙ্ক নামে তাঁর কলঙ্ক যে হবে॥
বিচিত্র বিনোদ বিশ্ব বিরচনা যাঁর।
এরূপ অবিবেচনা হ'তে পারে তাঁর॥
ও কথা বলে না যেন ও কথা বলে না।
তা হ'লে ত কিছু আর কথাই চলে না॥
নিরূপণে কর যদি এরূপ বিচার।
তা হ'লে ত কাণ্ডজ্ঞান কিছু নাই তাঁর॥
এমন অজ্ঞান সে কি এমন অজ্ঞান।
জেনে শুনে সন্তানেরে দুখ করে দান॥
সকলের অন্তর্যামী আত্মা যেই হয়।
কিবা সাধ্য কি অসাধ্য জ্ঞাত সেই নয়॥
সকল সমান যার সকল সমান।
এরে সুখ ওরে দুখ সে করে না দান॥
নিরপেক্ষ হন যিনি নিরপেক্ষ হন।
প্রবৃত্তির হেতু তিনি নন কভু নন॥
প্রাণিপ্রবৃত্তির প্রতি "স্বভাবই" মূল।
কিছু নাই ভুল তার কিছু নাই ভুল।

স্বভাবের বশ জীব স্বভাবেই চরে।
যেরূপ স্বভাব যার সেরূপ সে করে॥
যেরূপ স্বভাব লয়ে যে এসেছে ভবে।
সেরূপেতে দেহযাত্রা সাঙ্গ তার হবে॥
কোন জ্ঞানী কয়েছেন এমন নির্ণয়।
স্বভাবের শক্তি কোথা, স্বতসিদ্ধঃ নয়॥
স্বভাবের ভাব দেখ বিশেষ বিশেষ।
একরূপে কখনো সে না হয় নির্দ্দেশ॥
কেহ কয় ঈশ্বরীয় নিয়ম যা হয়।
স্বভাব তারেই বলি জানিবে নিশ্চয়॥
কেহ কয় পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম যাহা হয়।
স্বভাব নামেতে দিই তার পরিচয়॥
কেহ কয় ক্রিয়া জন্য সংস্কার যাহা।
তারেই "স্বভাব" বলি অন্য নয় তাহা॥
কেহ কয় এ স্বভাব বস্তুর স্বরূপ।
কেহ কয় তাহা নয় আর একরূপ॥
স্বভাব ত এককালে একরূপ নহে।
সময়ে সময়ে তারে নানারূপ কহে॥
ত্রিগুণা প্রকৃতি আদি জীবের স্বরূপ।
ঈশ্বরের নিয়মাদি যত যত রূপ॥
বস্তু গুণ "কারণ অবস্থা" আদি করি।
সকলেই রহিয়াছে একরূপ ধরি॥
প্রবৃত্তি ত কখনই একরূপ নয়।
প্রচুর প্রবৃত্তিপর প্রাণী সমুদয়॥
স্বভাবের এক ভাব ভেবে দেখ মনে।
প্রবৃত্তির হেতু তবে সে হবে কেমনে॥
স্বরূপ যে, সরূপেই স্বরূপ প্রকাশে।
কিছুমাত্র শক্তি নাই পরভাব ভাসে॥
সুবর্ণ সুবর্ণ যাহা সুবর্ণেই রয়।
শ্বেত শ্যাম নীল আদি বিবর্ণ না হয়॥
চিত্রের বিচিত্র ভাব চিত্রেই নির্ণীত।
একবর্ণে নানা বর্ণ না হয় চিত্রিত॥
জীবের "প্রাক্তন কর্ম্ম" কিবা সংস্কার।
প্রবৃত্তির মূল হেতু এই জেনো সার॥
এই তত্ত্ব নিরূপিত বিশেষ বিচারে।
ইহাতে সংশয় আর কি হইতে পারে॥
পূর্ব্বেতে করেছে কর্ম্ম যেরূপ প্রকার।
সেই কর্ম্মে জন্মিয়াছে যেরূপ সংস্কার॥
তাহার হইয়া বশ জীব শত শত।
অদৃষ্টের অনুসারে কর্ম্ম করে যত॥
আগে আগে কর্ম্ম করে যেরূপ প্রমাণে।
প্রবৃত্তি প্রবল পাছে সেই পরিমাণে॥

প্রাণাধিক প্রিয়তম অধিক কি কব।
অতিশয় সুকঠিন এই অনুভব॥
এ সব সর্ব্বজ্ঞ সম মহা-জ্ঞানবান্।
করেছেন নানারূপে নানা অনুমান॥
জ্ঞান-শক্তি-প্রভাবেতে যত বড় যিনি।
তত দূর নিরূপণ করিলেন তিনি॥
তাঁহারাই হয়েছেন যখন বিস্ময়।
অজ্ঞানে আশ্চর্য্য হবে বিচিত্র সে নয়॥
কিন্তু বাপু মনে কর কথা পূর্ব্বকার।
ইষ্টসাধনাদি করি যত কিছু আর॥
জীব-প্রবৃত্তির হেতু এই সমুদয়।
একের অভাবে এর কিছুই না হয়॥
পরস্পর যোগে এরা প্রবর্ত্ত করায়।
সেই যোগে প্রবৃত্তির পথে প্রাণী ধায়॥
এই ভবে যত বস্তু কর দরশন।
তার প্রতি আছে কত পৃথক্ কারণ॥
একই কারণে শুধু এক দ্রব্য হয়।
কখনই নয় বাপু কখনই নয়॥
গুটীকত কারণের একত্র মিলন।
হইলে ত হয় তার কার্য্যের সাধন॥
কুম্ভকার একমাত্র ঘটের নির্ম্মাণে।
আয়োজন হেতু তার কত দ্রব্য আনে॥
কেবল মৃত্তিকা লয়ে কি গড়িবে ছাই।
দড়ি দণ্ড চাকা জল সকলি ত চাই॥
যত কিছু বস্তু তুমি দেখিছ সংসারে।
সকলই জন্ম পায় এরূপ প্রকারে॥
জীবের প্রবৃত্তি জেনো সেরূপ প্রকার।
সমূহ কারণে তার হতেছে সঞ্চার॥
যদি তুমি বল বাপু এরূপ বচন।
পূর্ব্বতন যত সব জ্ঞান-গুরুগণ॥
সংশয়-জলধি-জলে হয়ে কর্ণধার।
এত কেন বাক্য-জাল করিল বিস্তার॥
সংক্ষেপে কহিলে পর বুদ্ধি তায় বাধে।
অধিক বচন-ব্যয় করিল কি সাধে॥
বিস্তারিত বাক্য-জাল নহে অনুরূপ।
বুদ্ধিবৃত্তি-মার্জ্জনের যন্ত্রের স্বরূপ॥
ক্রমে ক্রমে যত তায় করিবে প্রবেশ।
ততই জড়তা যাবে সূক্ষ্ম পাবে শেষ॥
কত দেখ উপকার এই বাক্য-জালে।
কিছুমাত্র কষ্ট নাই বুঝিবার কালে॥
এত ক'রে করিলেন কারণ নির্ণয়।
তবু তায় একেবারে ঘোচে না সংশয়॥

উভয় কারণ যদি থাকে বর্ত্তমান।
কেবা তার অপ্রধান কেবাই প্রধান॥
একের প্রাধান্য করি যদ্যপি স্বীকার।
হইবে অপর তবে অনুগত তার॥
যখন কহিবে কেহ এরূপ বচন।
তৃপ্ত আছে দুধ-ভাতে করিয়া ভোজন॥
যখন দুগ্ধের নাম আগেতে কহিবে।
তোষের প্রধান হেতু দুগ্ধই হইবে॥
আগেতে অন্নের নাম করিবে যখন।
তোষের প্রধান হেতু অন্নই তখন॥
কিন্তু দেখ দুধ-ভাত করিয়া আহার।
উভয় সংযোগ বিনা তৃপ্তি হয় কার॥
একের অভাব হ'লে সে সুখ হবে না।
তবে আর দুধ-ভাত কবে না কবে না॥
অপ্রধান প্রধান প্রভেদে কিবা করে।
পরস্পর যোগাযোগে এক ভাব ধরে॥
প্রবৃত্তির হেতু এরা কারণ সবাই।
ছোট বড় ভেদ করি প্রয়োজন নাই॥
করিয়াছে যত জীব, কর্ম্ম যে প্রকার।
হবেই হবেই শেষ ফলভোগ তার॥
প্রাক্তন প্রবল হয়ে ঘটাবে প্রবৃত্তি।
হবে না হবে না সেই ভোগের নিবৃত্তি॥
প্রবর্ত্তক হয়ে তায় নিজে ভগবান্।
ক'রে দেন শুভাশুভ ফলের বিধান॥
তখন প্রকৃতি ধরে আপন প্রকৃতি।
প্রকৃত কাজেতে সে ত করে না বিকৃতি॥
ত্রিগুণের ধর্ম্ম যাহা করিবে প্রকাশ।
হিতবোধে তবে তার প্রবৃত্তি-প্রকাশ॥
দুষ্কৃতির দোষ হ'লে জন্মে না সুকৃতি।
সুকৃতি যাহার থাকে সে হয় সুকৃতী॥
কিছুতে না হয় এই সূত্রের ছেদন।
কারণের বশে করে, কার্য্যের সাধন॥
ভাল মন্দ যাহা করে প্রতি জনে জনে।
ইষ্টলাভ-আশা থাকে প্রতি মনে মনে॥
জীব-প্রবৃত্তির হেতু না হ'লে এরূপ।
সৃষ্টির নিয়ম তবে হইত বিরূপ॥
একরূপ কারণের ক্রিয়া একরূপ।
কিসে হবে কার্য্যান্তর বহুবিধ রূপ॥
দেহ মন ইন্দ্রিয়াদি সম সমাকার।
সম সব অবয়ব আকার প্রকার॥
অথচ হতেছে ক্রিয়া পৃথক্ প্রকার।
প্রাক্তনের ভোগ তাই করিব স্বীকার॥

ইতর প্রভৃতি প্রাণী যত চরাচরে।
আগেতে করেছে যাহা শেষে তাই করে॥
আগেতে যা করে নাই শেষেতে করিবে।
কেমনেতে বল তার প্রমাণ হইবে॥
কে করে প্রবর্ত্ত কিসে প্রবৃত্তি বা পায়।
অদৃষ্টের হাত তারা কিরূপে ছাড়ায়॥
প্রাক্তনেরে ঠেলে ফেলে দিয়ে রসাতল।
ঈশ্বর প্রবৃত্তিদাতা এই যদি বল॥
একেবারে ঘোরতর দোষ হবে মূলে।
ঈশ্বরের এ কলঙ্ক যাবে নাক ধুলে॥
যিনি হন কৃপা আর শিবের সম্পদ।
তিনি নন পক্ষপাতী ঘৃণার আস্পদ॥
ইহা কি কখন বাপু সম্ভাবনা হয়।
যিনি হন নিরপেক্ষ শুদ্ধ কৃপাময়॥
অদোষে কি তিনি কারে ক'রে অনুব্রত।
দুঃখ দেন অবিরত নিদয়ের মত॥
এক জনে সাধু কর্ম্মে ক'রে অনুরাগী।
নিয়তই করিবেন আনন্দের ভাগী॥
লৌকিক যে সব প্রভু আছে এ সংসারে।
যখন এ কর্ম্ম তারা করিতে না পারে॥
তখন সে প্রভু যিনি ত্রিলোকের পিতে।
তিনি কি এমন কর্ম্ম পারেন করিতে॥
অতএব প্রাণাধিক প্রাণের নন্দন।
সামান্য রাজার ধর্ম্ম কর দরশন॥
শাসনের আসনেতে আরূঢ় যে ভূপ।
তাহার অধীনে থাকে ভৃত্য নানারূপ॥
সে সবার মান কিছু একরূপ নয়।
যে যেমন পাত্র তার সেইরূপ হয়॥
কার্য্য অনুসারে হয় মান অপমান।
তিরস্কার পুরস্কার বেতন বিধান॥
স্বভাবে ধরণীপতি হন এইমত।
সুবিচার-পরায়ণ পক্ষপাত-হত॥
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন।
সাধু ভূপতির হয় এই সুলক্ষণ॥
প্রাক্তনের ক্রিয়া তাঁর করি সুগোচর।
সুমতি প্রদান তারে করেন ঈশ্বর॥
যদিও প্রাক্তন তাঁর ভাগ্যের ভাণ্ডার।
সুকৃতির ফলে হয় সাধু-সংস্কার॥
এ কথা অন্যথা আমি করিনে করিনে।
কিন্তু তারে মূলে ব'লে ধরিনে ধরিনে॥
সেই সব প্রাক্তনাদি ক্রিয়া অনুসারে।
সাধু পথে প্রবর্ত্ত করেন বিভু তাঁরে॥

জড় তারা হেতু বটে কিন্তু নয় মূল।
ঈশ্বর করেন সব কিছু নাই ভুল॥
রাজারে রাজার ক্রিয়া করি বিতরণ।
আপনি করেন কার্য্য রাজার মতন॥
করিয়াছে জীবগণ কর্ম্ম যত যত।
ঈশ্বর প্রবৃত্তি দেন সেইমত মত॥
যে যেমন যোগ্য তার সেরূপ নিয়োগ।
নিজ নিজ ভাগ্যফল সবে করে ভোগ॥
ক্রিয়াফলে কার দুঃখ কার হয় তোষ।
ইহাতে কিছুই নাই ঈশ্বরের দোষ॥
যে যেমন সেইরূপ না করিলে তাকে।
ঈশ্বরের কলঙ্কের সীমা নাহি থাকে॥
যদি বল প্রবর্ত্তক এরূপ প্রকারে।
ঈশ্বরেতে দোষ তবে দিতে কেবা পারে॥

ঈশ্বর কারণ নয়, কেবল প্রাক্তনে হয়,
জীব যত ভোগে অনুরত।
এ কথা ত কথা নয়, কত দূর দোষ হয়,
দেখ তায় গোলযোগ কত॥
পূর্ব্বতন কর্ম্ম যারা, ভোগের আগেতে তারা,
একে একে হইয়াছে নাশ।
কর্ম্ম দেয় কর্ম্মফল, কেমনে এমন বল,
সকলে করিবে উপহাস॥
অচেতন তারা সবে, পরিমিত কিসে হবে,
কে রাখিবে স্থির পরিমাণ।
দাতা যদি না রহিল, ফলে ফল কি হইল,
কে করিবে রীতিমত দান॥
চেতন আপনি যিনি, ত্রিভুবনের সাক্ষী তিনি,
সমুদয় করি দরশন।
ক্রিয়া যার যে প্রকার, উপযুক্ত ফল তার,
সেরূপ করেন বিতরণ॥
যদি বল এইমত সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বগত,
পুরুষের কিবা প্রয়োজন।
নিজ নিজ কার্য্য মত, ফলভোগে হয় রত,
জীব যত সবাই চেতন॥
শক্তিহীন কেহ নয়, ক্রিয়া করি ফল লয়,
সমুদয় তাদের গোচর।
আপনারা পারে যাহা, পরের উপরে তাহা,
কেন তবে করিবে নির্ভর॥
শুন বাপু তবে কই, চেতন চেতন কই,
অচেতন অজ্ঞানে সবাই।
সাক্ষি-চেতনের সম, থাকিবে না কিছু ভ্রম,
এমন ত সম্ভাবনা নাই॥

এই জীব পরস্পরে, এখনি যে কর্ম্ম করে,
ক্ষণ পরে স্মরণ না রয়।
পূর্ব্বজন্মে শত শত, কর্ম্ম করিয়াছি যত,
কেমনেতে মনে তার হয়॥
বিশেষতঃ প্রাণী যত, তোমার কথিত মত,
ফলভোগে হইলে স্বাধীন।
আপনার রুচিমত, ফলভোগে হয়ে রত,
কেহ কার হতো না অধীন॥
কার না থাকিত খেদ, ছোট বড় ভেদাভেদ,
দূরে গেলে কে মানিত কায়।
কারে না দেখিতে দুখী, সকলেই হলে সুখী,
দুঃখ তবে দাঁড়াতো কোথায়॥
অতএব বাপধন, ক্রিয়াসাক্ষী যিনি হন,
পক্ষপাত কিছু নাই তাঁর।
যাহার যেরূপ কর্ম্ম, সেরূপ বুঝিয়া মর্ম্ম,
তিনি দেন দণ্ড-পুরস্কার॥
স্বরেচ্ছা, বাপু আর, প্রাক্তনাদি সংস্কার,
প্রবৃত্তির হেতু যথা হয়।
জীবের স্বভাব যাহা, সেইরূপ হেতু তাহা,
অন্যথা হবার কভু নয়॥
স্বভাবতঃ প্রাণীচয়, স্বভাবের বশে রয়,
স্বভাবের অনুগত চিত্ত।
স্বভাব না পেলে পরে, বিষয়-ভোগের তরে,
কেমনেতে হইবে প্রবৃত্ত॥
তিল আদি বীজচয়, স্বভাবতঃ স্নেহময়,
যন্ত্র-মুখে করিয়া অর্পণ।
পেষণ করিবে যত, তাহারা করিবে তত,
শরীরের রস বিতরণ॥
এ বলিয়া যদি তুমি, পৃথিবীর যত ভূমি,
মহাযন্ত্রে করহ পেষণ।
স্নেহরস কোথা তার, কিসে পাবে উপকার,
মিছে হবে শরীর-পতন॥
স্বভাব যা নয় যার, ধর্ম্ম কোথা পাবে তার,
কর্ম্ম তার হবে না সেরূপ।
প্রকৃতিতে সব টানে, প্রকৃতিতে কর্ম্ম আনে,
প্রকৃতির ধর্ম্ম এইরূপ॥
ইষ্টসাধনতা যায়, তাতেই প্রবৃত্তি পায়,
অকারণে না হয় প্রবেশ।
স্বভাব স্বভাবে রয়, অভাব হবার নয়,
স্বভাবেই স্বভাব বিশেষ॥
রোগীজীব যে সময়, কুপথ্যে প্রবৃত্ত হয়,
একেবারে নাহি থার জ্ঞান।
হবে ইথে অপকার, এ বোধ ত থাকে তার
তবু যে সে নহে সাবধান॥
কেন না সে ধৈর্য্য ধরে, কেনই কুপথ্য করে,
যা করিলে প্রাণে মরে শেষ।
যদিও না প্রাণ যাবে, পরে ত যাতনা পাবে,
তথাচ শুনে না উপদেশ॥
যা করিবে বটে তাই, অন্য কিছু হেতু নাই,
আশু সুখে করে অভিলাষ।
কাজেই প্রবৃত্তিভরে, কুপথ্য করিলে পরে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা দাহ হবে নাশ।
তৃষ্ণা দাহে প্রাণে মরে, দেহ ছট্ ফট্ করে,
হয় হেন ব্যাকুল হৃদয়।
মনে এই স্থির জানে, খেলেই বাঁচিবে প্রাণে,
তখন কি ধৈর্য্য আর হয়॥
মন্দ হবে ভবিষ্যতে, সে সময়ে কোন মতে,
পরিণাম থাকে না বিচার।
ব্যাধি বলে শুধু নয়, আধি রোগে সমুদয়,
যোটে থাকে এরূপ প্রকার॥
মানসিক যত রোগে, কামাদি বৃত্তির ভোগে,
আশু সুখ পাবার কারণ।
ভাবীভয় না ভাবিয়া, প্রবৃত্তির প্রেম নিয়া,
করে কত কুকর্ম্ম সাধন॥
প্রাক্তনাদি সমুদয়, প্রবৃত্তির হেতু নয়,
পরস্পর সমান প্রধান।
সবাই করায় ভোগ, একের না হলে যোগ,
কিছু নাহি হয় সমাধান॥

পুত্র।

পুন পুন চিত, হয়ে সঙ্কুচিত,
অনুচিত কহি যাহা।
তাহে যত দোষ, হয়ে আশুতোষ,
ক্ষমা কর প্রভু তাহা॥
আপনার সহ, করি অহরহ,
কলহ আপন হিতে।
প্রকাশিয়ে স্নেহ, সমূহ সন্দেহ,
নাশ করি দেহ পিতে॥
করি প্রণিপাত, যদবধি তাত,
সংশয় আমার রবে।
করিব প্রস্তাব, যখন যে ভাব,
অন্তরে উদয় হবে॥

সন্দেহ সংহার, হইলে আমার,
কিছু আর নাহি কব।
পরে উপদেশ, জানিয়া বিশেষ,
তখন নীরবে রব॥
জীবের প্রাক্তন, প্রবৃত্তি কারণ,
সংস্কার যারে কহে।
তাহাতে সংশয়, হতেছে উদয়,
সে কভু নিশ্চয় নহে॥
এরূপ বিচারে, অশেষ প্রকারে,
দোষ হতে পারে কত।
তোমার বচনে, সন্দেহ-ভঞ্জনে,
সন্দেহ বাড়িছে যত॥
অন্ত যেই সুত, হইল প্রসূত,
সংস্কার কোথা পাবে।
প্রসূতির স্তন, করিয়া গ্রহণ,
কিরূপেতে ক্ষীর খাবে॥
পড়িলে অবনী, তখনি অমনি,
তাহার জননী সুখে।
কোলে করি নিয়া, বুকে শোয়াইয়া,
স্তন দেয় তার মুখে॥
মরি মরি আহা, কারে কই তাহা,
ভাবিয়া হারাই দিশে।
যেরূপে সে পায়, কে তাবে শিখায়,
প্রবৃত্তি সে পায় কিসে।
জননী-জঠরে, অনল-কোঠরে,
শীতল রাখেন যিনি।
তার মার স্তনে, সুধা-বিতরণে,
বালকে বাঁচান তিনি।
করুণানিধান, বোধের বিধান,
প্রবৃত্তি-প্রদানকারী।
তাঁহারি কৃপায়, শিশু বেঁচে যায়,
উপদেশ পায় তাঁরি॥
বিনা সংস্কারে, দুগ্ধ খেতে পারে,
বিচারে হতেছে স্থির।
কি হবে মানিয়া, প্রাক্তনের ক্রিয়া,
নীরজ-দলের নীর॥
শিশুর ব্যাপার, যদি এ প্রকার,
স্বভাবে সম্ভবে ভবে।
শত শত বার, মরা বাঁচা আর,
কে করে স্বীকার তবে।
তোমার বচনে, হেতু নিরূপণে,
গোলযোগ কত ঘটে।

স্থির করি মন, দেখুন এখন,
বটে কি না ইহা বটে॥
আপনার মতে, জীব এ জগতে,
আগে যাহা করিয়াছে।
ক্রিয়াধীন তার, একটা সংস্কার,
আছেই আছেই আছে।
যার যাহা ফল, না হয় বিফল,
অদৃষ্ট কভু না মরে।
প্রথমে যে জন, করেছে যেমন,
শেষেতে তেমনি করে॥
এখনি যে সুত, হইল প্রসূত,
অমনি খেতেছে মাই।
পূরব-সংস্কার, কারণ তাহার,
তাহাতে সংশয় নাই।
কিসের অভাব, আছেই স্বভাব,
স্ব-ভাব লবেই লবে।
অদৃষ্টের ভোগ, সেই যোগাযোগ,
হবেই হবেই হবে।
আছে জ্ঞান বল, যত কথা বল,
বল করি নিজ পক্ষে।
ফলে কোথা ফল, এ নহে প্রবল,
শেষ কিসে পায় রক্ষে।
আদির নির্ণয়, যদি তাহে হয়,
সংশয় কিছু না রহে।
হইয়া সম্মত, আপনার মত,
মনোমত সবে কহে।
আদি জন্ম কবে, আদি জন্ম সবে,
সবে কবে এই মত।
তা হ'লে ত আর, খাটে না বিচার,
প্রমাণ করিবে কত।
জন্ম-জন্মান্তর, আছে নিরন্তর,
আসে যায় জীব যত।
তাহে করি ফাঁকি, কত জন্ম বাকি,
কত বা হয়েছে গত।
আদি আছে যার অন্ত চাই তার,
আদি অন্ত ছাড়া কিবা।
কাল-পরিচ্ছেদে, আদি-অন্ত-ভেদে,
আসে যায় নিশা দিবা।
প্রভাত ধরিয়া, প্রভেদ করিয়া,
দিবা-নিশি সীমা হয়।
রাশি-পক্ষ যত, হয় সেই মত,
সীমা ছাড়া কেহ নয়॥

অতএব কই, জন্ম যারে কই,
আদি অন্ত চাই তার।
গোড়া বিনা আগা, কিসে থাকে লাগা,
ভোগাতে ভুলিনে আর॥
ধরাধামে যত, বস্তু শত শত,
আগাগোড়া ছাড়া নাই।
জীবের শরীর, আদি অন্ত স্থির,
শেষ ক'রে বল তাই।
কে আগে জন্মিল, কি কর্ম্ম করিল,
অদৃষ্ট পাইল কিসে।
মূল নিরূপিত, হইলে নিশ্চিত,
তবে ত ভাঙ্গিবে দিশে।
এরূপ প্রকারে, বিশেষ বিচারে,
প্রথম ধরিবে যবে।
নাহি পূর্ব্বক্রিয়া, প্রাক্তন লইয়া,
গোল কত তায় হবে॥
প্রথমে যখন, হইল নন্দন,
আদি জন্ম সেই তার।
কিছুই না জানে, তবে দুগ্ধ-পানে,
কোথা পেলে সংস্কার।
ইহাতে নিশ্চয়, হতেছে নির্ণয়,
সর্ব্বময় যারে বলে।
শিশু সুত যত, দুগ্ধ-পানে রত,
তাঁহারই করুণাবলে।
যে হয় উচিত, বুঝিয়া বিহিত,
তাতে নিয়োজিত করে।
তাঁহার ইচ্ছায়, জীব সমুদায়,
চরাচরে সুখে চরে।
কোথা সে অদৃষ্ট, সবারি অদৃষ্ট,
প্রমাণে সুদৃষ্ট নয়।
অপূর্ব্ব স্বীকার, অপূর্ব্ব বিচার,
দোষ ছাড়া কিসে হয়॥
প্রাক্তন উপর, করিলে নির্ভর,
স্থির নাহি হতে পারে।
যদি সর্ব্বগত, পক্ষপাত-হত,
কেমনে করিবে তাঁরে।
আমার বচন, করিলে গ্রহণ,
দোষ কিছু নাহি হয়।
ভব-চরাচরে, পরম-ঈশ্বরে,
পক্ষপাতী কেবা কয়॥
ইহ জন্ম বই, জন্ম আর কই,
প্রসঙ্গ করিলে তার।
মিছে তর্ক এনে, পূর্ব্বজন্ম মেনে,
কেবলি কলহ সার॥

ঈশ্বরের নিগূঢ় যে সার অভিপ্রায়।
মানবের বুদ্ধি কভু সে পথে না ধায়॥
গোপনীয় কি ভাব রয়েছে তাঁর মনে।
অজ্ঞান মানুষে তাহা জানিবে কেমনে॥
বিনা স্বার্থে সৃজিলেন অখিল সংসার।
ইথে কিছু নাহি তাঁর নিজ উপকার॥
কেবলি লীলার হেতু এ বিচিত্র ভব।
পক্ষপাত-দোষ তার কিরূপে সম্ভব॥
যে কেনে বিবরে হ'ক স্বার্থ থাকে যার।
সহজেই সেই করে অন্যায় আচার॥
নিরপেক্ষ নিত্যধন নিরঞ্জন যিনি।
এ ভব অনিত্য লীলা করেছেন তিনি॥
সংক্ষেপে সন্ধান করি দেখ অনায়াসে।
লীলা বিনা আর কিছু বুদ্ধিতে না আসে॥
বিস্তারিত এই বিশ্ব দৃশ্য মনোহর।
চরাচরে সুখে চরে জীব বহুতর॥
কেহ ছোট কেহ বড় এইরূপ যত।
ইতর-বিশেষ তায় ভেদাভেদ কত॥
এ ভেদ অভেদ করে শক্তি আছে কার।
অগত্যাই করিতে হবে লীলার স্বীকার॥
অনিত্য-ভবের সৃষ্টি ক্রীড়ার কারণে।
আদি মাত্র জন্ম লাভ করে প্রতি জনে॥
কেহ সুখী কেহ দুখী ভবের ভিতরে।
কেহ ভাল কেহ মন্দ ক্রিয়া কত করে॥
এইমত যত যত আমরা সবাই।
পরস্পর অবস্থায় সমান না পাই॥
সমান না হলো হলো তায় কিবা ক্ষতি।
সাধ্য কার দোষ দেয় ঈশ্বরের প্রতি॥
ঈশ্বরীয় লীলা এই, যদি এই বটে।
কোন দিকে কিছুতেই দোষ নাহি ঘটে॥
নাটকের সূত্রধার যেরূপ প্রকার।
ক'রে থাকে নানারূপ যাত্রার প্রচার॥
ভবযাত্রা অবিকল হয় সেইমত।
একমাত্র অধিকারী সেই সর্ব্বগত॥
সামান্য যাত্রার পতি ইচ্ছা অনুসারে।
সাজাতেছে কত সঙ অশেষ প্রকারে॥
অজা, ভেড়া, হাতী ঘোড়া, রাজা, প্রজা, কৃষি।
দাসী, দাস আদি করি যোগী আর ঋষি॥
যে সাজে সাজায় যারে সে ধরে সে সাজ।
ধরিতে ইতর সাজ নাহি করে লাজ॥

কার নাই অভিমান কার নাই দুখ।
সকলেই সাজে সাজ পেয়ে সম সুখ ॥
একজন কতবার কত সাজ ধরে।
অধিকারী তুষ্ট যাতে তাই মাত্র করে ॥
যাহারে যেমন বলে সে ধরে সে বেশ।
ইতরবিশেষভেদে নাহি রাগ দ্বেষ ॥
ঈশ্বরের খেলা হয় সেরূপ এ ভবে।
তাঁহাতে বৈষম্য আদি দোষ কিসে হবে ॥
অতএব পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম যাহা হয়।
প্রবৃত্তির কারণ সে কোনমতে নয় ॥
ঈশ্বর প্রবৃত্তিকারী আপনই হন।
করেন প্রবৃত্তি দান যখন যেমন ॥
তখন প্রবৃত্তি পাই সেরূপ প্রকার।
সেরূপ কার্য্য করি ইচ্ছা যাহা তাঁর ॥
প্রাক্তন প্রবৃত্তি হেতু নয় নয় নয়।
ঈশ্বরের ইচ্ছা মূল নিশ্চয় নিশ্চয় ॥

পিতা।

তোমার মুখের অমৃত বাণী।
শুনিয়া অন্তরে সন্তোষ মানি ॥
যতনে যতই করিবে তত্ত্ব।
ততই পাইবে নিগূঢ় তত্ত্ব ॥
লহ উপদেশ হে প্রিয়তম।
ক্রমেতে ঘুচিবে মনের ভ্রম ॥
সংশয় উদয় হ'লে হৃদয়ে।
প্রকাশ করিবে অকুতোভয়ে ॥
বোধবিধু তাহে বিকাশ হবে।
অজ্ঞান-তিমির কিছু না রবে ॥
যদবধি মনে সন্দেহ রহে।
নীরবে থাকা ত উচিত নহে ॥
বাপু হে প্রস্তাব করিবে যত।
সন্দেহ ভঞ্জন করিবে তত ॥
বল বল বল বলিবে কত।
উত্তর করিতে নহি বিরত ॥
আঁধারে রয়েছ প্রদীপ জ্বালো।
তবে ত দেখিবে হইলে আলো।
আলো বিনা আঁখি মিছে কি হবে।
আঁধারে রতন কে পায় কবে ॥
বাপু হে তোমার মনে হতেছে সংশয়।
পূর্ব্ব আর পরজন্মে কর না প্রত্যয়

প্রত্যয়ে ব্যত্যয় করি হতেছ অস্থির।
আমি যাহা বলিয়াছি স্থির তাই স্থির ॥
জীব-প্রবৃত্তির হেতু করিতে নির্ণয়।
তুলিতেছ মিছে তর্ক যুক্তি যাহা নয় ॥
জীবের প্রবৃত্তি যাহা দেখিছ সংসারে।
স্থির হ'য়ে মর্ম্ম লও বিশেষ বিচারে ॥
"প্রাক্তনাদি" হেতু তার হতে নাহি পারে।
কে বলে তোমারে বাপু কে বলে তোমারে ॥
পূর্ব্বকার জন্মগত কর্ম্ম না মানিলে
মিছামিছি মাথামুণ্ড বিচার করিলে ॥
কোটিবর্ষে হবে নাক বোধের উদয়।
তিমিরে আচ্ছন্ন রবে তোমার হৃদয় ॥
প্রাণি-প্রবৃত্তির প্রতি কারণ যা হয়।
প্রদৃষ্ট প্রাক্তন আদি তাহারেই কয় ॥
ইহাতে উদয় হলে সন্দেহ তোমার।
কাজেই করিতে হবে এরূপ বিচার ॥
পূর্ব্ব আর পরজন্ম শাস্ত্র মাত্র পাই।
আছে কি না আছে তাহা স্থির করা চাই ॥
উত্থাপন যদি কর আপত্তি এরূপ।
নির্ণয় করিতে হবে জীবের স্বরূপ ॥
সুখ দুখ ভোগাভোগ কে করে সংসারে।
জীব ব'লে বাচ্য তবে করা যায় কারে ॥
স্থূল সূক্ষ্ম-কারণ-শরীরযুক্ত যিনি।
চেতন বা আত্মা নামে উক্ত হন তিনি ॥
সেই আত্মা যিনি এই শরীর আগারে।
জীব ব'লে ব্যবহার করা যায় তাঁরে ॥
এ কথা অবশ্য তুমি করিবে স্বীকার।
ইহাতে সংশয় মাত্র কিছু নাই আর ॥
নিজ মনে এইগুলি রাখিয়া স্মরণ।
ধীর হয়ে কর দেখি তত্ত্ব নিরূপণ ॥
এই জীব পূর্ব্বে কভু জন্মে নাই আর।
পরেও হবে না আর জন্মলাভ তার ॥
সবে মাত্র এলো জীব এই জন্ম লয়ে।
ম'রে গেলে একেবারে যাবে শেষ হয়ে ॥
এমত সিদ্ধান্ত যদি কর সপ্রমাণ।
করিতে হইবে তার কারণ সন্ধান ॥
যাতে না প্রমাণ আছে না আছে কারণ।
কেমনে প্রামাণ্য করি সে সব বচন ॥
অকারণে কহিতেছ কথা যে সকল।
কোনমতে নহে তাহা বিশ্বাসের স্থল ॥
পূর্ব্বাপর জন্ম যাহা অলীক সে হয়।
বল বল কিরূপেতে করিবে নিশ্চয় ॥

কোথায় প্রমাণ পেলে তত্ত্ব-নিরূপণে।
অভাব নির্ণয় তার করিবে কেমনে॥
এরূপ যদ্যপি বল ভাল এক ছল।
অসাক্ষিক বিষয়ের সাক্ষীতে কি ফল॥
মরা বাঁচা এই দুই হতেছে প্রত্যক্ষ।
প্রয়োজন নাহি ইথে প্রমাণ পরোক্ষ॥
সব জীব একবার জন্ম লাভ করে।
সেই জীব সময়েতে ক্রমে সব মরে॥
সত্যরূপে দেখিতেছি আমরা সবাই।
অপর সাক্ষীর আর আবশ্যক নাই॥
পূর্ব্বাপর জন্মের প্রমাণ নাহি পাই।
মোরে কেহ অদ্যাবধি ফিরে আসে নাই॥
নিজ চোখে দৃষ্টি করি গিয়া পরলোকে।
কে এসেছে সাক্ষ্য দিতে এই নরলোকে॥
অতএব কার বাক্যে করিয়া নির্ভাস।
শত শত জন্মে আমি করিব বিশ্বাস॥
কিছুতেই সত্যরূপে সাক্ষী নাই যার।
কাজেই করিব তার অভাব স্বীকার॥
বাপধন ছি ছি তুমি এমন তনয়।
বিচারের ধর্ম্ম কভু এমন ত নয়॥
প্রাণিতত্ত্ব-নিরূপণ কঠিন ব্যাপার।
সহজে সংশয় ছেদ হতে পারে কার॥
পূর্ব্ব আর পরজন্ম নাহি মানে যারা।
অদ্যাবধি মাতৃ-গর্ভে বাস করে তারা॥
ঘোরতর মহামেঘে আঁধার করিয়া।
জ্ঞানরূপ রবিকর রেখেছে ঢাকিয়া॥
দেখিতে না পায় কিছু দেখিতে না পায়।
সন্দেহ কি তায় বাপু সন্দেহ কি তায়॥
পূর্ব্ব আর বর্ত্তমান জন্ম পর পর।
আছেই আছেই আছে আছে নিরন্তর॥
যত দেখ চরাচরে চরে জীব সবে।
আগে ছিল মধ্যে হলো পরে পুন হবে।
জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ, এই জীবের স্বভাব।
কিছুতেই যায় আর না হয় অভাব॥
আপনারে অগ্রে পরে কর দরশন।
জন্ম, স্থিতি, নাশ ছাড়া নহে কোন জন॥
এই জন্ম এই নাশ সাক্ষ্য করে দান।
পূর্ব্বাপর জন্মে আর কি চাই প্রমাণ॥
স্বভাবেই সিদ্ধ হয় এরূপ প্রকার।
স্বভাব স্বভাব সেধে সাক্ষ্য দেয় তার॥
ইথেই তোমার মনে সন্দেহ রবে না।
প্রমাণের হেতু আর ভাবতে হবে না॥

এখনি সহজে হবে তথ্য-নিরূপণ।
এ জগতে যত কিছু কর দরশন॥
স্বভাবে অভাব তারা ধরে না ধরে না।
স্বভাবের অতিক্রম করে না করে না॥
স্বভাব আপন ভাব হরে না হরে না।
অবস্থার ভেদে কভু মরে না মরে না॥
দেখহ প্রচুররূপে প্রবল প্রমাণ।
রসরূপে পৃথিবীতে জল বিদ্যমান॥
পরীক্ষায় পরিদৃষ্ট সে জলের ভাব।
তরল সরল আর শীতল স্বভাব॥
তপন আপন প্রভা করি প্রকটন।
ক্রমে ক্রমে সেই জল করে আকর্ষণ॥
আকাশে আকৃষ্ট হয়ে সেই বারিচয়।
মেঘাকারে পরিণত হয় যে সময়॥
আর এক ভাব ধরে তখন সে জল।
নয়নে না দৃষ্ট হয় কোমল তরল॥
ধূম্রাকার অন্ধকার নানারূপ ধরে॥
খেচর হইয়া বন ঘনরূপে চরে॥
সেই বন, ঘন ঘন পবন-প্রহারে!
যখন ভূতলে পড়ে জলের আকারে॥
পুনরায় দেখা যায় যে জল সে জল।
তরল সরল সেই কোমল শীতল॥
পুন হয় সমুদয় পূর্ব্বের মতন।
স্বরূপ গুণের তার কে করে পতন॥
যেরূপ দেখিলে এই জলের ব্যাপার।
সকলি নিশ্চয় জেনো সেরূপ প্রকার॥
যদি কিছু নাহি হয় দৃষ্টির গোচর।
তাহাতে কি হবে তার গুণের অন্তর
কিছু কাল দৃষ্টিপথে না হয় না রয়।
স্বভাবে অভাব তার কদাচই নয়॥
জ্ঞান-নেত্রে যে দেখিবে বস্তু সমুদয়।
তার কাছে অভাব কি দৃষ্ট কভু হয়॥
অবোধে না দেখে বলে অভাব হয়েছে।
সে বলিবে বিদ্যমান সকাল রয়েছে॥
কার্য্য আর কারণ অবস্থা এই তিন।
সকল পদার্থ এই তিনের অধীন॥
ঈশ্বরের কৃপায় যে জ্ঞানশক্তি পায়।
কোনরূপ ভ্রম নাহি স্পর্শ করে তায়॥
কোন এক জ্ঞানবান্ করেন যখন।
কোন এক বিষয়ের তত্ত্ব-নিরূপণ॥
বস্তুর স্বভাব-গুণ হয় যে প্রকার।
তখন সেরূপ তিনি করেন বিচার॥

লৌকিক প্রমাণ সাক্ষী কিছু নাহি চান।
জ্ঞানেতে করেন শুধু কারণ সন্ধান॥
যে বিষয় দৃষ্ট হয় জ্ঞানের গোচরে।
সে বিষয়ে সাক্ষীর কি প্রয়োজন করে॥
যে সকল ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ নাহি হয়।
তাদের অস্তিত্বে যদি না কর প্রত্যয়॥
অজ্ঞানেতে সবে যদি এইরূপ বলে।
জগতের কার্য্য যত কিসে তবে চলে॥
নয়নাদি ইন্দ্রিয় ত সবারি সমান।
দৃষ্টি আদি ক্রিয়া যাতে হয় সমাধান॥
সে সব ইন্দ্রিয় কেহ দেখিতে না পাই।
এ ব'লে কি বলা যাবে চোক্ কাণ নাই॥
নিজ চোখে নিজ চোখে দেখিতে না পাই।
কিছু ক্ষতি নাই তায় কিছু ক্ষতি নাই॥
ঘট, পট আদি করি হেরি যে সকল।
তেজোরূপ নয়নের জ্যোতির সে বল॥
নয়নে না হয় কভু শ্রুতি দরশন।
সে শ্রবণ করিতেছে বচন শ্রবণ॥
নাসা আর রসনারে দেখা নাহি যায়।
রস আর ঘ্রাণের প্রত্যক্ষ হয় তায়॥
শ্রুতি নেত্র নাসা জীব স্ব স্ব গুণ লয়ে।
নিয়ত দিতেছে সাক্ষ্য বদনেতে রয়ে॥
অথচ ইন্দ্রিয় নাই যদি কেহ কয়।
পাগল পাগল সেই জানিবে নিশ্চয়॥
শতবর্ষ গত হলো ঘটিয়াছে যাহা।
প্রমাণে প্রত্যক্ষ দেখ হইতেছে তাহা॥
সে সব ঘটনা আগে দেখিয়াছে যারা।
অদ্যাপি জগতে কেহ বেঁচে নাই তারা॥
রয়েছে বকল কার্য্য দেখিতেছে সবে।
চাক্ষুষ, সাক্ষীর বল অপেক্ষা কি তবে॥

প্রাণাধিক শুন শুন, অধিক কি কব পুন,
মিছে এক প্রস্তাবনা নিয়া।
বৃথা হ'ল পরিশ্রম, গেল না তোমার ভ্রম,
মানিবে না প্রাক্তনের ক্রিয়া॥
ক্ষণেক নীরবে রও, একমনে তত্ত্ব লও,
তবে যাবে সংশয় কাটিয়া।
নাস্তি তুমি যার মতে, তারে আমি ভালমতে,
দেখাইব চোখে হাত দিয়া॥
কার বাক্যে ভুলিতেছ, বৃথা বাদ তুলিতেছ,
উলিতেছ সংশয়-সাগরে।
বল বিতর্ক হয়, তরল-স্বভাব যয়,
কথা শুন সরল অন্তরে॥

প্রাক্তনাদি কর্ম্মফলে, যত জীব ধরাতলে,
যায় আসে শত শত বার।
যোরে পুন ধরে দেহ, স্বচক্ষে দেখেছে কেহ,
সাক্ষী তুমি নাহি পাও তার॥
করিলে এরূপ উক্তি, বিচারে চলে না যুক্তি,
সমুদয় মিথ্যা হয়ে যায়।
যত কিছু এ ভুবনে, তত্ত্ব তার নিরূপণে,
দেখা-সাক্ষী পাইবে কোথায়॥
পার্থিব-পদার্থচয়, পেত নাক পরিচয়,
একেবারে একে হ'ত আর।
তোমাদের মতে চ'লে, ঈশ্বর আছেন ব'লে,
কেহ না করিত অঙ্গীকার॥
ধরে প্রাণী বহু দেহ, সেরূপ দেখেনি কেহ,
তর্ক কর এই কথা নিয়া।
ঈশ্বরের কাছে গিয়া, ঈশ্বরের যত ক্রিয়া,
সেরূপ কে এসেছে দেখিয়া॥
সৃষ্টিকারী যিনি হন, দৃষ্টিপথে নাহি রন,
অথচ মানিতে হয় তাঁরে।
কার্য্য যাঁর এ সংসার, কারণরূপেতে তাঁর,
ব্যক্ত তিনি বিবিধ ব্যাপারে॥
এরূপ না মানো যদি, উথলিয়া ভ্রান্তি-নদী,
ডুবাইবে নিয়ম-নগর।
খাইলে অজ্ঞান জল, বিমল যুক্তির স্থল,
হইবে না জ্ঞানের গোচর।
আছে জন্ম পূর্ব্বাপর, জ্ঞানগুরু বিজ্ঞবর,
পরস্পর করেন স্বীকার।
জন্ম স্থিতি নাশ জেনে, ভূত ভবিষ্যৎ মেনে,
সুনিয়মে চলিছে সংসার॥
একমাত্র জন্ম হয়, যাহারা এ কথা কয়,
তাদের জিজ্ঞাসা কর গিয়া।
ম'লেই ফুরায়ে যায়, নাহি আসে পুনরায়,
জানিয়াছে কেমন করিয়া॥
পূর্ব্বে জীব জন্মে যথা, তাহারা কি গিয়া তথা,
ফিরে এসে কহিছে এমন।
ম'লে আর জন্ম নাই, গিয়া ভবিষ্যৎ-ঠাঁই,
চোখে কি করেছে দরশন॥
একবার জন্মে সব, ম'লেই ম'লেই শব,
কর্পূরের মত উপে যায়।
কিছু দিন মাত্র র'য়ে, অলীক পদার্থ হয়ে,
একে একে লোপ সব পায়॥
যে সব প্রত্যক্ষবাদী, হয়ে ঘোর প্রতিবাদী,
না মানেন পূর্ব্ব-সংস্কার।

জ্ঞান-নেত্র নাহি পান, অন্ধবৎ ব'কে যান,
তাঁদের বিচারে নমস্কার।
পূর্ব্বাপর মানিবে না, কার্য্য হেতু জানিবে না,
জানিবে না যুক্তির বিচার।
নাস্তিক কাহারে বলে, সে ফল কি গাছে ফলে,
নাস্তিকতা কারে বলি আর॥
ইঁহাদের উপদেশে, সকলে চলিলে দেশে,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছু নাহি রবে।
পরিপূর্ণ পাপভারে, সর্ব্বমতে এ সংসারে,
নিয়মের ব্যতিক্রম হবে॥
জন্ম নিয়া প্রাণিচয়, স্বভাবে প্রবৃত্ত হয়,
অদৃষ্টের অপেক্ষা না রাখে।
মরেই পাইবে লয়, এরূপ যত্তপি হয়,
ঈশ্বরে ঈশত্ব কোথা থাকে॥
মিছে খেদ করি আহা, কহিলাম আমি যাহা,
যদি তাহা না কর প্রমাণ।
জগতের কর্ত্তা যেই, জগতে হইবে সেই,
অচেতন জড়ের সমান॥
তোমাদের উক্তি নিয়া, উপদেশ-পথে গিয়া,
যদি আমি এরূপ বুঝাই।
সবে কবে এ প্রকার, এক বিনা দুইবার,
রচিবার শক্তি তাঁর নাই॥
চোখে দেখা নহে শোনা, স্বর্ণকার লয়ে সোণা,
করে দেখ কেমন ব্যাপার।
সুবর্ণ সুবর্ণ রেখে, ভেঙে চুরে থেকে থেকে,
গড়িতেছে কত অলঙ্কার॥
সোণা মাত্র এক খণ্ড, করি তাহা খণ্ড খণ্ড,
করে ভূষা বিবিধ প্রকার।
পুন পোড়াইয়া তাই, জড় করি এক ঠাঁই,
পূর্ব্ববৎ গড়ে পুনর্ব্বার॥
এ প্রকারে বারে বার, একজন স্বর্ণকার,
যদি পারে গড়িতে এরূপ।
স্বর্ণখণ্ড উপলক্ষ, তাহে খণ্ড লক্ষ লক্ষ,
নাহি করে স্বরূপে বিরূপ॥
অতএব বাপধন, যিনি হন নিত্যধন,
নিরুপম সর্ব্ব-মনোরম।
মহাশিল্পী মহেশ্বর, সর্ব্বশক্তি বিশ্বকর,
এতই কি হবেন অক্ষম।
কারণ অবস্থা নিয়া, স্বীয় শক্তি সমর্পিয়া,
জীবেরে গড়িতে বার বার।
হয়ে এই ভবধব, হন তিনি পরাভব,
কিছুই কি শক্তি নাই তাঁর।
এক জীবে একবার, রচিতে ক্ষমতা তাঁর,
বহু শ্রম করেন স্বীকার।
সেই জীবে সে প্রকারে, দুইবার রচিবারে,
হবে যার শক্তির সংহার॥
যিনি হন সর্ব্ব-শক্তি, হরিছ তাঁহার শক্তি,
শক্তিহীন কহিছ অনায়াসে।
শুনিলে এরূপ কথা, উপহাস যথা তথা,
পাগলে পাগল ব'লে হাসে॥
কেন বাপু করিতেছ প্রলাপ দর্শন।
ভাল নয় ভাল নয় এ সব বচন॥
তোমাদের অভিপ্রায় যেরূপ প্রকার।
ঈশ্বরের কর্ম্মে তায় ঘটে ব্যভিচার॥
প্রাণী সব ম'রে গিয়া অমনি ফুরায়।
পুনরায় কেহ আর জন্ম নাহি পায়।
কাজেই ইহাতে ঘটে দোষ অতিশয়।
ঈশ্বরীয় মহিমায় কলঙ্ক যে হয়॥
আগেতে ছিল না শক্তি জীব গড়িবারে।
পরেও রবে না তাহা সেই অনুসারে॥
মাঝে মাত্র কিছু দিন ক্ষমতা পাইয়া।
করিছেন নিছে লীলা জীব গড়াইয়া॥
এরূপ অক্ষম যদি সেই ভগবান্।
কেমনে বলিব তাঁরে সর্ব্বশক্তিমান্॥
শাস্ত্রের নিগূঢ়ভাব অর্থ বোধ করে।
ছলে আর বলে তাঁর বল লও হরে॥
এত কাল মরিলাম এত শাস্ত্র ঘেঁটে।
উঠিতে পারিনে তবু তোমাদের এঁটে॥
ঈশ্বরীয় তত্ত্ব যদি বলে দেও কেটে।
"সর্ব্বশক্তিময়" নাম ফেলো তাঁর ছেঁটে॥
সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিত কভু নাই তাঁয়।
এমন অন্যায় কথা বলা নাহি যায়॥
বিচিত্র সকল শক্তি তাঁতেই সম্ভবে।
হবেই হবেই ইহা বলিতেই হবে॥
ভূষণ-কার্য্যের কর্ত্তা যথা স্বর্ণকার।
উপাদান-কারণ সুবর্ণ হয় তার॥
জীব-সৃজনের ঈশ কর্ত্তা সে প্রকার।
পরমাণু—উপাদান—কারণ,—তাহার॥
যে সকল পরমাণু একত্র হইয়া।
বিত্তমান মনোহর শরীর ধরিয়া॥
সৃষ্টিকালাবধি আর অন্ত হয় গত।
পরস্পর এই সব পরমাণু যত॥
আকর্ষণ যোগাযোগ শক্তি হয়ে হারা।
আগেতে কি ছাড়া হয়েছিল সব তারা॥

আকর্ষণযোগে হয়ে জড় এক ঠাঁই।
এত কাল সমবেত হতে পারে নাই॥
অধুনা কেবল মাত্র সমবেত হয়ে।
প্রকাশিত হইতেছে দেহ নাম লয়ে॥
হ'লে পরে এ জীবের জীবন সংহার।
তাদের সে শক্তি পুন থাকিবে না আর॥
যোগাযোগ গুণ আর রবে না রবে না।
পূর্ব্ববৎ সমবেত হবে না হবে না॥
তা নয় তা নয় বাপু তা নয় তা নয়।
কথায় মতন কথা এ কথা কি হয়॥
পরমাণু-পুঞ্জ সদা যুক্ত পরস্পরে।
চিরকাল সমভাবে সমগুণ ধরে॥
পোড়ে সেই সর্ব্বাকর ঈশ্বরের করে।
নূতন নূতন দেহ বিরচনা করে॥
এরূপ যদ্যপি তুমি না কর স্বীকার।
নিশ্চয় তোমার তবে বুদ্ধির বিকার॥
আত্মা হন অবিনাশী মানিতে ত হবে।
শরীর-গ্রহণ-শক্তি হলো তাঁর কবে॥
আত্মার কি সবে এই নবকলেবর।
আবার হবে না পুনঃ দেহ গেলে পর॥
দেহ-ধারণার শক্তি একেবারে যাবে।
রবেন কি ভবিষ্যতে নিরালম্ব-ভাবে॥
এরূপ কি সম্ভাবনা হতে কভু পারে।
কি কব তোমারে আর কি কব তোমারে॥
কার কাছে হেন কথা বলো নাক গিয়া।
যে শুনিবে সেই দেবে হেসে উড়াইয়া॥
যে আপত্তি পূর্ব্বেতে করেছ উত্থাপন।
এখন করিব আমি তাহার খণ্ডন॥
প্রাণ পেতে শুন যদি মনোযোগ দিয়া।
বক্তার সার্থক তবে প্রকাশ করিয়া॥
বিশ্বাস তোমার কাছে স্থান যদি পায়।
কাটিব তোমা কথা তোমারি কথায়॥
ব সুত প্রসূত হয়ে পড়িল অবনী।
স্তনপান করিতেছে তখনি অমনি॥
তুমি বল স্বভাবেতে দুগ্ধ সেই খায়।
ঈশ্বরের করুণায় প্রাণে বেঁচে যায়॥
প্রথম সে স্তনপানে প্রবৃত্ত দেখিয়া।
জানিবে তা পূর্ব্বাপর প্রাক্তনের ক্রিয়া॥
যে প্রবৃত্তি-কথা যদি এরূপেতে রবে।
পূর্ব্বাপর জন্ম তবে মানিতেই হবে॥
কোনটা না প্রথমে জন্মিলে একবার।
খাই খেতে কখন পেত না সংস্কার॥

আগে আগে দুগ্ধপান করিয়াছে যাই।
সংস্কারে এক্ষণে খেতেছে তাই মাই॥
প্রাক্তনের ফলে হয় যেই সংস্কার।
যদ্যপি না লয়ে বিভু তাঁর সহকার॥
বালকের আপনি প্রবৃত্তি দিয়া দান।
বাঁচান করুণা করি করুণানিধান॥
ইহাতে করুণাময় নাম হলে তাঁর।
কলঙ্কের পরিসীমা নাহি থাকে আর॥
সে প্রবৃত্তি হলে পরে ঈশ্বরের ক্রিয়া।
তবে আরে কোন শিশু যেতো না মরিয়া॥
সব ছেলে বেঁচে যেতো আসিয়া অবনী।
হাহাকার করিত না কাহা'র জননী॥
দেখ দেখ যত শিশু পড়িয়া ধরায়।
অমনি মায়ের কোল শূন্য করি যায়॥
ঈশ্বরের বুকে বাঁশ দিয়াছে কি আগে।
প্রাণনাশ করিলেন সেই রাগে রাগে॥
ঈশ্বরের সর্ব্বনাশ কি করেছে তারা।
দুগ্ধপান না করিয়া প্রাণে যায় মারা॥
তোমারি বচনে নাই তাদের ত পাপ।
তবে কেন শোকে মরে তাদের মা বাপ॥
প্রথমে জন্মে নাই জন্ম এই সবে।
বিনা কর্ম্মে আদি জন্মে পাপ কিসে হবে॥
আপনি নীরব হবে আপন বিচারে।
কষ্ট পেয়ে কেন তারা মরে অনাহারে॥
অপার কৃপার ধন সেই ভগবান্।
তাঁর কাছে একরূপে সকলি সমান॥
নিরপেক্ষ নিরাময় নিত্য নিরঞ্জন।
সমনেত্রে সকল করেন দরশন॥
প্রবর্ত্তক হ'লে তিনি এমন কি হয়।
অনাহারে অকালেতে যায় যমালয়॥
একেরে প্রবৃত্তি দিয়ে রাখেন বাঁচিয়ে।
অপরে নির্দয় হয়ে ফেলেন মারিয়ে॥
কভু জ্ঞানে, কভু হন ভ্রমেতে আকুল।
তার বেলা ভুল নাই এর বেলা ভুল॥
জগতের পালক যে ভোলা যদি হয়।
পালনের শক্তি তাঁর কিরূপেতে রয়॥
ভোলা মহেশ্বর বটে কর্ত্তা নন ভোলা।
বিচারীয় যত কিছু সব আছে তোলা॥
যার যাহা ঘটে তাহা তাহারি কপালে।
কিছু মাত্র ভুল নাই বিচারের কালে॥
সদয়-হৃদয় সেই দয়ার নিধান।
কখনই নন তিনি নির্দয় পাষাণ॥

সকলেই নিজ নিজ ভাগ্য ভোগ করে।
কর্ম্মগুণে বাঁচে আর কর্ম্ম দোষে মরে॥
জীবের প্রাক্তন-কর্ম্মে করিয়া নির্ভর।
প্রবৃত্তির দাতা হন যগুপি ঈশ্বর॥
এরূপ কহিলে কিছু দোষ নাহি রয়।
একেবারে ঘুচে যায় সকল সংশয়॥
ঈশ্বর অপক্ষপাতী হইবে প্রমাণ।
তাঁহাতে বৈষম্য-দোষ কে করিবে দান॥
আহা আহা মরি বাপু বিনি সর্ব্বসার।
প্রণিপাত কর কর চরণে তাঁহার॥
করিয়াছ অপরাধ অশেষ প্রকার।
তাঁর কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা চাহ একবার॥
যে জীবের পূর্ব্বকার শুভাদৃষ্ট আছে।
ঈশ্বরের কৃপাবলে সেই জীব বাঁচে॥
আছেই সোপান তার আছেই সোপান।
কাজেই প্রবৃত্তি পেয়ে স্তন করে পান॥
যার আছে দুরদৃষ্ট সে করিবে ভোগ।
কেমনে করেন প্রভু প্রবৃত্তি প্রয়োগ।
দুরদৃষ্ট-দোষে সেই প্রবৃত্তি না পায়।
দুগ্ধপান না করিয়া কাল-গৃহে যায়॥
আর এক কথা বাপু না কহিলে নয়।
শুনিলে এখনি হবে বোধের উদয়॥
স্বভাব স্বভাব এক ধরিয়াছ বোল।
স্বভাবের ক্রিয়া ব'লে করিতেছ গোল॥
স্বভাবের কারণ ত নহে বলবান্।
কি উপায়ে তুমি তার করিবে প্রমাণ॥
এখনি ভূমিষ্ঠ হ'ল যে দুই নন্দন।
তাদের নিকটে গিয়া কর দরশন॥
হইবে তোমার মনে প্রতীতি উদয়।
দু-জনের একরূপ স্বভাব কি হয়॥
এখনি পরীক্ষা করি হও অবগত।
উভয়ের স্বভাবের ভেদাভেদ কত॥
এক জন তখনি করিয়া দুগ্ধপান।
অনায়াসে বাঁচাইবে আপনার প্রাণ॥
আর জন প্রবৃত্ত হবে না দুগ্ধপানে।
তখনই আপনি সে ম'রে যাবে প্রাণে॥
স্বভাবের কারণতা করিলে স্বীকার।
দেখ তায় কত হয় দোষের সঞ্চার॥
প্রবৃত্তির মূল যদি হইত স্বভাব।
এরূপে কদাচ তার হতো না অভাব॥
উভয়ের ভাব তবে হইত সমান।
অকালে কখন কার যেত নাক প্রাণ॥

বিশেষতঃ এমন ত বিবেচনা চাই।
স্বভাবের প্রধানতা কোথা আমি পাই॥
স্বাভাবিক নিয়মের অধীনী সবাই।
উপদেশ শিখিতে কি প্রয়োজন নাই॥
স্বভাবে সকল কার্য্য সিদ্ধ যদি হবে।
উপদেশ নিতে তবে ব্যগ্র কেন সবে॥
বাবা তুমি হাবা নও দেখ না বিশেষে।
কে কোথা শিক্ষিত হয় বিনা উপদেশে॥
যে পেয়েছে উপদেশ যেমন যেমন।
সে জন করিছে কার্য্য তেমন তেমন॥
শুধুমাত্র স্বভাবেতে নির্ভর করিয়া।
যে জন না কর্ম্ম করে উপদেশ নিয়া॥
কখন তাহার ক্রিয়া না হয় সফল।
পদে পদে ভাগ্যে ফলে বিপরীত ফল॥
নানারূপ উপদেশ করিয়া গ্রহণ।
কোনরূপ কার্য্য করি আমরা যখন॥
তখন সৌভাগ্য বাপু হইলে উদয়।
তবেই ত শুভকর কার্য্য করা হয়॥
নচেৎ দুর্ভাগ্য-দোষে হিতে বিপরীত।
তাতেই প্রবৃত্ত হই যা নয় উচিত॥
হিতকার্য্য করে যেই সেই পায় সুখ।
যে জন অহিত করে তারি ঘটে দুখ॥
সময়ে না হ'লে পরে ভাগ্যের উদয়।
উপদেশ শিক্ষা সব ভুলে যেতে হয়॥
বিস্মৃত না হয় যেই কপালের বলে।
ক্রিয়ারূপ বৃক্ষে তার শুভ ফল ফলে॥
অবিকল সেইরূপ শিশুর ব্যাপার।
প্রবৃত্তির মূল মাত্র পূর্ব্ব-সংস্কার॥
প্রাক্তনের গুণে হ'লে প্রবৃত্তি উদয়।
অনায়াসে দুগ্ধ খেয়ে বেঁচে তবে রয়॥
অদৃষ্টবিগুণে যার সেরূপ না ঘটে।
থাকে না জীবন আর তার দেহ-ঘটে॥
তত্ত্ব-নিরূপণে এই নিগূঢ় সিদ্ধান্ত।
হরণ করিবে সব ভ্রমরূপ ধ্বান্ত॥
অতএব দেখ বাপ দূষণ তোমার।
এখন হইল চারু-ভূষণ আমার॥
তোমার যে দ্বিধা ছিল সব ঘুচিয়াছে।
বুঝিতে এখন আর অপেক্ষা কি আছে॥
কতই বকিব আর এ বড় জঞ্জাল।
করিয়াছ পূর্ব্বপক্ষ "আদি সৃষ্টিকাল"॥
"বিলিতী বচন" এ যে বিলিতী বচন।
কার কাছে শিক্ষা পেয়ে শিখেছ এমন॥

কতই হাসিব আর ভেবে মরি তাই।
হিঁদু হিঁদু গন্ধ ইথে কিছুমাত্র নাই।
এমন সিদ্ধান্ত যাহা শুনিবার নয়।
কেমনে তোমার মনে হইল উদয়।
"আদি স্মৃষ্টি" অনাসৃষ্টি সৃষ্টি-ছাড়া হয়।
কে তোমারে কয় বাপু কে তোমারে কয়.
পৃথিবীতে আছে যত আস্তিক নাস্তিক?
কখন কহে না কেহ এমন অলীক।
অদ্যাবধি যত যত শাস্ত্র হইয়াছে।
তার মাঝে আদি সৃষ্টি কোন্ শাস্ত্রে আছে।
আমার ত হয়ে গেল বয়সের শেষ।
নয়নে পড়েছে জাল শিরে নাই কেশ।
ভ্রমণ করিতে কোন দেশ নাই আর।
পড়িয়াছি কত শাস্ত্র শেষ নাই তার।
কোন কালে কোনখানে শুনি নাই যাহা।
ফাঁকি তুলে অদ্য তুমি করিতেছ তাহা।
ম্লেচ্ছ বিনা কোন শাস্ত্রে নাই এ দৃষ্টান্ত।
কাজে কাজে তাই বলি "বিলিতী-সিদ্ধান্ত"।
করিতেছ তুমি বাপু এই অনুমান।
সকলের আগে যবে জন্মিল সন্তান।
তখন অদৃষ্ট লাভ হয় নাই তার।
দুগ্ধপানে কেমনেতে পাইল সংস্কার॥
আদি সৃষ্টিকালে যেই প্রথম জন্মিল।
কেমনে প্রবৃত্তি পেয়ে প্রাণেতে বাঁচিল।
আদি-সৃষ্টি ব'লে যারে করিছ স্বীকার।
তাই হয় পূর্ব্বপক্ষ প্রস্তাব তোমার।
বুঝেছি বুঝেছি আর বোঝাতে হবে না।
উত্তর শুনিলে এই সন্দেহ রবে না।
জগতে কি আছে কোন প্রমাণ এমন।
আদি সৃষ্টি-কাল যাহে হয় নিরূপণ।
সৃষ্টিছাড়া আদি সৃষ্টি সৃষ্টিতে বালাই।
কি প্রমাণে প্রস্তাব করিলে তুমি তাই।
আদিসৃষ্টিকাল ব'লে কাহারে ধরিবে।
বিচারে কিরূপে তার নির্দ্দেশ করিবে।
আদি-সৃষ্টি আরম্ভের পূর্ব্বের যে কাল।
জ্ঞানের সে গম্য নয় বিষম বিশাল।
ছিলেন কি না ছিলেন ঈশ্বর তখন।
আগেই করিতে হবে সেই নিরূপণ।
ছিলেন না এইরূপ স্থির যদি হয়।
কবে তাঁর সৃষ্টি হ'ল কয়হ নির্ণয়।
কে ছিল তখন বল কে ছিল তখন।
কে আসিয়া সে ঈশ্বরে করিল সৃজন॥
ছিলেন যদ্যপি কর এমত স্বীকার।
ঈশ্বরত্ব-শক্তি হ'ল কিরূপেতে তাঁর॥
সে কালে কেমনে হন সর্ব্বশক্তিমান্।
কেবা তাঁরে সেই শক্তি করিল প্রদান॥
প্রমাদ ঘটিবে বাপু প্রমাণ করিতে।
কে হয় ছেলের বাপ ছেলে না হইতে।
সংসার-সম্বন্ধ-গন্ধ ছিল না যখন।
কেমনে ভবের পতি হবেন তখন।
সৃজন পালন নাশ এই মাত্র তিন।
ইহাই ত ঈশ্বরের শক্তির অধীন।
ভাঙ্গাগড়া গড়াভাঙ্গা হয় তাঁর ক্রিয়া।
ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব এই তিন নিয়া।
এই সব শক্তি তাঁর করিলে হরণ।
আদি-সৃষ্টিকাল তবে হয় নিরূপণ।
হেন কাল কবে তার হয়েছে গোচর।
ছিলেন না যে কালেতে আপনি ঈশ্বর।
এ কথা কি কার মনে ভাল কভু লাগে।
ঈশ্বরের এই সৃষ্টি ঈশ্বরের আগে॥
গাভী বিনা দুগ্ধ হয় হাসি পায় শুনে।
কারণ অভাবে কার্য্য হবে কার গুণে।
কারক পালক আর তারক যে জন।
তাকে ছেড়ে কিসে হ'ল সৃষ্টির সৃজন।
বিশ্বপতি নাম যাহে করেন ধারণ।
চিরকাল বিদ্যমান সে সব কারণ॥
প্রতিক্ষণ তারা দেয় এই পরিচয়।
ঈশ্বর অনাদি নিত্য সর্ব্বশক্তিময়।
আপনি অনাদি তিনি আদি নাই তাঁর।
কাজেই মানিতে হবে অনাদি সংসার।
যে হয় অনাদি তার অনাদি রচনা।
কোথা হতে কর তবে আদির সূচনা॥
অনাদি প্রণালীক্রমে সৃষ্টির ব্যাপার।
জন্ম স্থিতি নাশ এই তিন সাক্ষী তার।
মহাপ্রামাণিক সাক্ষী বর্ত্তমান যার।
সামান্য সাক্ষীর কিবা আবশ্যক তার।
ঈশ্বর আপনি নিজে অনাদি যেমন।
পূর্ব্বাপর জন্ম হয় অনাদি তেমন।
আছেই এরূপ আছে সংশয় কি তার।
এ কথা খণ্ডন করে হেন সাধ্য কার।

প্রাক্তনাদি নাহি মেনে, আর এক তর্ক এনে,
করিতেছ এরূপ বিচার।
"ঐশিক আদেশমত, কার্য্য করে জীব যত,
ঈশ্বরের লীলা মূলাধার।

যিনি এই বিশ্বকর, তিনি নন স্বার্থপর,
লীলাকর যাত্রাকর সম।
কেবলি লীলার তরে, অনিত্য এ চরাচরে,
সৃজিত পুরুষ পরম ॥
স্বার্থী হলে দোষ পাই, কিছু যার স্বার্থ নাই,
সে করে না অন্যায় আচার ॥
লীলাকারী যেই প্রভু, পক্ষপাতী নন কভু,
পক্ষপাত কিসে হবে তাঁর ॥
যাত্রাকরে যাত্রা করে, যারে যাহা আজ্ঞা করে,
সেই করে সেরূপ প্রকার ।
ধরিতে অশেষ সজ্জা, কার মনে নাহি লজ্জা,
সমান আনন্দ সবাকার ॥
সেইরূপ লীলাকারী, ভবযাত্রা-অধিকারী,
ইথে তাঁর কিছু নাই দোষ।
নিজ ইচ্ছা অনুসারে, যে সাজে সাজান যারে,
সেই সাজে সে হয় সন্তোষ ।"
বাপু হে জিজ্ঞাসা করি কহ সবিশেষ।
কোন্ জ্ঞানী দিয়াছেন হেন উপদেশ ॥
করিতে জ্ঞানের তত্ত্ব দেখিছ প্রলাপ।
ভ্যালা ভ্যালা ভ্যালা বটে ভ্যালা মোর বাপ্ ॥
যাত্রার দৃষ্টান্ত দিয়া ঈশ্বরের সহ।
ত্রিভুবন ছাড়া যাহা সেই কথা কহ ॥
অলৌকিক লৌকিক ত ভেদ করা চাই।
না কর না কর তাহে ক্ষতি কিছু নাই ॥
বটে বটে বটে সব ঈশ্বরের খেলা।
এ বচনে কেহ আর করিবে না হেলা ॥
সুকৃতি দুষ্কৃতি দুটি করিতেছে মেলা।
তাদের ত পারে ক'রে নাহি যায় ঠেলা ॥
চিরকেলে বস্তু তারা বিনাশের নয়।
তাদেরি প্রভাবে বাপু যত কিছু হয় ॥
প্রাক্তন কর্ম্মের মাত্র সহকার নিয়া।
করেন ত্রিলোকপতি সমুদয় ক্রিয়া ॥
এ কথা কহিলে পরে সব দিক্ রয়।
কিছুতেই তার আর দোষ নাহি হয় ॥
নতুবা বিচার করি আর যত কবে।
এক এক দোষ তার রবেই ত রবে ॥
ভবধব ভগবান স্বার্থপর নন।
করিলেন এই সৃষ্টি লীলার কারণ ॥
সুখী দুখী ছোট—বড় দোষ নাই তায়
বল বল বল এটী শোভা কিসে পায় ॥
যিনি হন স্বার্থহীন দীন-দয়াময়।
তাঁর ধর্ম্ম কখন ত এ প্রকার নয় ॥

স্বার্থপর নন ব'লে পরব্রহ্ম যিনি।
কারে সুখী কারে দুখী করিবেন তিনি ॥
কেহ বা করিবে ভোগ সকল সম্পদ্।
কেহ বা করিবে ভোগ বিপুল বিপদ্ ॥
বিনা দুখে কেহ কেহ সব সুখ পাবে।
নিরন্তর হাহাকারে কার দিন যাবে ॥
কেহ বা সুকর্ম্ম করি স্বর্গেতে চড়িবে।
কেহ বা কুকর্ম্ম করি নরকে পড়িবে ॥
সর্ব্বদোষহীন যিনি সর্ব্বগুণধাম।
এরূপ ইচ্ছায় তাঁর ইচ্ছাময় নাম ॥
এ ভাবে প্রবৃত্তিকারী তিনি যদি হন।
দয়াময় নন কভু দয়াময় নন ॥
অতি বড় ভয়ঙ্কর অতিশয় ক্রূর ॥
তাঁর চেয়ে কেহ নাই নিদয় নিষ্ঠুর ॥
ধরাধামে আছে কত পামর পাপিষ্ঠ।
বিনা স্বার্থে করে যা'রা পরের অনিষ্ট ॥
কখন করে না ভুলে পর-উপকার।
ইচ্ছাধীন পাপ করে অশেষ প্রকার ॥
স্বার্থহীন কার্য্যে যদি দোষ নাহি হবে।
তারা কেন দয়াময় নাহি হয় তবে ॥
তাদের না দেও কেন কৃপাময় নাম।
তাদের চরণে কেন কর না প্রণাম ॥
স্বার্থহীন হয়ে যদি সেই সৃষ্টিকর।
গড়িতে গড়িতে নর গড়েন বানর ॥
এমন ইতর ইচ্ছা মুগ্ধ করে যাঁকে।
ঈশ্বর নামের তাঁর মর্য্যাদা কি থাকে ॥
আপনার হাতে গড়া সন্তান সকলে।
নিরর্থক ডোবাবেন নরকের জলে ॥
অসৎ প্রবৃত্তি দিয়া ঘটায়ে অসুখ।
ইচ্ছা করি দেখিবেন ইতর কৌতুক ॥
করিবেন নানাবিধ দুখ দরশন।
শুনিবেন শোক-পূর্ণ রোদন-বচন ॥
অরে বাপ বড় পাপ কব আর কায়।
নিশ্চয় কি এই তাঁর গূঢ় অভিপ্রায় ॥
ইহাতেও তাঁর ভাবে যেতে হবে গোলে।
ফুটিতে কি পারিব না দয়াহীন বোলে ॥
স্বেচ্ছায় করেন যত অনিষ্ট-বিধান।
অথচ আমার প্রভু করুণানিধান ॥
স্বেচ্ছাচারী দয়াময় ভব-অধিকারী।
এ কথাটী আমি বাপু বলিতে কি পারি ॥
এ যে বড় ভয়ানক তত্ত্ব-নিরূপণ।
পারে না পারে না কভু হইতে এমন ॥

লৌকিক-উপমা দিয়া, ঈশ্বরের বিশ্বক্রিয়া,
যাত্রার যে কথা তুলিয়াছ।
নাটকের সূত্রধার, কোবে থাকে স্বেচ্ছাচার,
এ প্রকার কেথা দেখিয়াছ॥

যাত্রার যে অধিকারী, সে নয় অন্যায়কারী,
কার্য্য সব করে ন্যায় মত।
যাহারা অধীন তাঁর, গুণ যার যে প্রকার
সেই হয় সেইরূপে রত॥

বালকাদি তাঁর যত, অভ্যাসে হইয়া রত,
যে করেছে যেমন সাধন।
সেরূপ সে ধরে সাজ, তাহে তার কিবা লাজ,
করে কাজ তাহারি মতন॥

সাজিতে ভিখারী কৃষী, মহীপাল যোগী ঋষি,
যাতে যার আছে অধিকার।
তারেই সাজায় তাই, কিছুই অন্যথা নাই,
পাগল ত নহে সূত্রধার॥

গীতিজ্ঞ নিপুণ নট, কার্য্য নাহি করে নট,
বিজ্ঞবৎ বিধি-ব্যবহার॥
শুনিতে তাহার যাত্রা, সাধু সব করি যাত্রা,
সাধুবরে করে পুরস্কার॥

অনিপুণ অধিকারী, হ'লে পরে স্বেচ্ছাচারী,
কাজে কাজে একে করে আর।
যদি বোধ নাহি লজ্জা, তারে দেয় সেই সজ্জা,
যার যাতে নাই সংস্কার॥

কৃষীরে সাজায় ঋষি, ঋষিরে সাজায় কৃষী,
বিপরীত বোধ কত তার।
যাত্রার সেই যাত্রা, যাহে ঘটে গঙ্গাযাত্রা,
তার যাত্রা কে শুনিতে যায়।

শিথিল ক্ষেত্র তার, বাধ্য নাহি থাকে আর,
অতিশয় অন্যায় দেখিয়া।
লোক লোক যত, কাণ্ড দেখে জ্ঞানহত,
হাসে কত বাতীক বলিয়া॥

যাত্রার উপমা দিয়া, সংসার-যাত্রার ক্রিয়া,
যদি চাও প্রমাণ করিতে।
সেমতে দিয়া যুক্তি, করিলাম যত উক্তি,
সেইমত হইবে আসিতে॥

শিখেছে যেইরূপ, তার সজ্জা সেইরূপ,
যে প্রকার দেয় যাত্রাকর।
যাত্রা-অধিকারী, সেরূপ প্রবর্ত্তকারী,
গুরুজনের কর্ম্মে করি ভর॥

রূপ কহিলে পর, রক্ষা পায় পরস্পর,
ভাবপথ হন সর্ব্বগত।
যার যথা ক্রিয়াযোগ, সুখ দুখ করে ভোগ,
প্রবৃত্তি সে পায় সেইমত॥

সংসার চক্রের মত, ঘুরিতেছে অবিরত,
আদি অন্ত স্থির নাই তার।
এই হয় এই রয়, ক্ষণ পরে পায় লয়,
ক্রমশই সৃজন সংহার॥

আপন অপূর্ব্ব-সাজে, সকলে অপূর্ব্ব সাজে,
অপূর্ব্ব এ লীলার প্রবাহ।
সবে তাঁর আজ্ঞাধারী, একমাত্র অধিকারী,
বিশ্বযাত্রা করেন নির্ব্বাহ॥

যার তুমি কর তত্ব, ধর তার সার তত্ব,
মোহে মত্ত হও নাক আর।
হলে পরে গঙ্গাযাত্রা, এরূপ সংসারযাত্রা,
করিতে হবে না পুনর্ব্বার॥

পুত্র।

জনক কনকভূষা মাথার আমার!
প্রণিপাত করি তাত চরণে তোমার॥
আপনার বচনেতে সুধাবৃষ্টি হয়।
শীতল হতেছে তাহে তাপিত হৃদয়॥
কিন্তু পিতে তবু চিতে রয়েছে সংশয়।
ছেদন করুন প্রভু হইয়া সদয়॥
মনের ত অধিক ধারণা-গুণ নাই।
কাজেই সন্দেহ হয় যায় যায় তাই॥
তত্ব-নিরূপণ হেতু কার কাছে যব।
এ প্রকার জ্ঞানগুরু কোথা আর পাব॥
বুঝেছি বুঝেছি মনে বুঝেছি নিশ্চয়।
বস্তুর স্বভাব কভু অভাব না হয়॥
ক্ষিতির কাঠিন্য গুণ ক্ষিতিতেই রয়।
কিছুতেই তার আর অন্যথা না হয়॥
শীতল তরল হয় জলের স্বভাব।
কখন না হয় সেই গুণের অভাব॥
অনলের দাহকতা অনলে সঞ্চারে।
দাহিকা-গুণের সে কি ব্যতিক্রম করে॥
বাতাসের শোষকতা স্বভাব স্বভাবে।
সদাকাল সেই গুণ থাকে সমভাবে।
আকাশের গুণ হয় অবকাশ দান।
প্রচুর পরীক্ষা করি পেতেছি প্রমাণ।
স্ব ভাবেই আছে এরা ধরিয়া স্বভাব।
কদাচই অভাব না হয় অদ্ভুত।
ছিল আছে পরেতেও এ ভাবেই রবে।
হবেই হবেই ইহা মানিতেই হবে॥

মানিতে হইলে এই ভূতের ব্যাপার।
জীবের বিষয়ে তবে সন্দেহ কি আর॥
যথাক্রমে যায় যায় স্থিতি জন্ম নাশ।
ইথেই প্রবলরূপে প্রমাণ প্রকাশ॥
একমাত্র জন্মলাভ করে জীবগণ।
পারিনে পারিনে আর বলিতে এমন॥
এই জীব ছিল জীব হবে পুন পরে।
চক্রবৎ ঘুরে ঘুরে চরাচরে চরে॥
তত্ত্ব-নিরূপণ-পথে হইলে চলিতে।
অবশ্য হইবে ইহা অনাদি বলিতে॥
অনাদি যেমন সেই বিশ্বপতি শিব।
তেমতি অনাদি এই বিশ্ব আর জীব॥
যতদূর জানিলাম মানিলাম তাই।
তথাচ বিশ্বাস মনে নাহি পায় ঠাঁই॥
ভবধব এই ভব আর ভবচর।
সমানে অনাদি যদি হয় পরস্পর।
অনাদি জীবেতে আর অনাদি ভবনে।
ঈশ্বরে কারণ তা মানিব কেমনে॥
যেরূপ অনাদি সিদ্ধ নিত্য সর্ব্বসার।
এরাও অনাদি সিদ্ধ নিত্য সে প্রকার॥
এখানেতে সে অনাদি নিত্য নিরঞ্জন।
কি বলিয়া জগতের হবেন কারণ॥
কারণ কারণ আর কার্য্য যাহা হয়।
উভয়েতে সমকালে স্থায়ী কভু নয়॥
যে সময়ে কার্য্যের উদ্ভব হয় নাই।
তার আগে কারণের অবস্থিতি চাই॥
কার্য্য আর কারণের সমকালীনতা।
কখনই হয় নাই এরূপ স্থিরতা॥
প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হয় প্রকৃষ্ট প্রমাণ।
কারণ আপনি আগে হয় বর্ত্তমান॥
পরে পরে করে যত কার্য্যের সঞ্চার।
সন্দেহ কি আর ইথে সন্দেহ কি আর॥
কুম্ভকার বস্ত্রকার আর স্বর্ণকার।
মাটী সূতা কনক লইয়া সহকার॥
পরে করে ঘট পট বসন ভূষণ।
কর দরশন প্রভু কর দরশন॥
এ সব কারণ যদি আগে না থাকিত।
ঘট পট ভূষণাদি কভু না হইত॥
কার্য্যগুলি দূরে থাক্ হবে কি প্রকারে।
কারণ নির্দ্দেশ কেবা করিত সংসারে॥
ঘটাদি কার্য্যের প্রতি উহারা কারণ।
ইহাও ত কখন হতো না নিরূপণ॥
কার্য্য আর কারণেতে লাগিয়াছে দিশে।
ঈশ্বরে জগৎপতি বলি আমি কিসে॥
অনাদি যদ্যপি হয় ভব-চরাচর।
ঈশ্বরে কেমনে হন ভবের ঈশ্বর॥
তাদের উপরে তাঁর কারণতা কই।
কি কারণে কারণ তাঁহারে তবে কই॥
অনাদি চেতন যদি শরীরী সকলে।
কি কারণে জগদীশে পিতা তারা বলে॥
নিত্যরূপে যদি হয় তারাই প্রধান।
পিতা ব'লে কেন তাঁরে দিলে তবে মান॥
নিজ নিজ ক্ষমতায় বড় যদি হয়।
কেন তাঁরে স্বাধীনতা করিল বিক্রয়॥
কেন তাঁরে ভয় করে এরূপ প্রকার।
কেনই বা অধীনতা করিল স্বীকার॥
তারাও পারিত নিজে হইতে ঈশ্বর।
ঈশ্বরে করিয়া রাজা কেন দিলে কর॥
বস্তুতঃ কি ইহা হয় বিশ্বাসের স্থান।
ঈশ্বরের সহ জীব সমান প্রধান॥
স্বভাবে সমান হ'লে সেই প্রাণিচয়।
কখন কি স্বাধীনতা করিত বিক্রয়॥
হ'ত না হ'ত না কভু হ'ত না অধীন।
থাকিত থাকিত তারা থাকিত স্বাধীন॥
এতক্ষণ দেখিলাম করি প্রণিধান।
যদ্যপি করিতে হয় স্বভাব সন্ধান॥
জীব আর জগৎ যা হয় তাই হয়।
অনাদি বলিতে হবে না বলিলে নয়॥
জীব আর জগতের নিত্যতা স্বীকারে।
কার্য্য-কারণের ভাবে দোষ হতে পারে॥
এখন দেখুন মনে করিয়া বিচার।
আদি সৃষ্টিকাল যদি না করি স্বীকার॥
ঈশ্বর কারণ ব'লে মত যারা গড়ে।
তাদের সে মতে দোষ পড়ে কি না পড়ে॥
গ্রাহ্য যদি নাহি হয় প্রস্তাব আমার।
অনবস্থা-দোষ তবে করুন স্বীকার॥
অনবস্থা-বিষয়েতে শাস্ত্রকার যাঁরা।
গুরুতর দোষ ব'লে লিখেছেন তাঁরা॥
প্রবৃত্ত হইয়া এই তত্ত্বের বিচারে।
বিভুর বৈষম্য আদি দোষ নাশিবারে॥
জীবে মাত্র তবে যদি নিত্য বলা যায়।
বলুন বলুন যাহা নিজ অভিপ্রায়॥
অনবস্থা-দোষ কিসে হইবে খণ্ডন।
তাহার উপায় তবে করুন এখন॥

এদিক্ ওদিক্ প্রভু যে দিক্ লইবে।
এক দিকে দোষ তায় হইবে হইবে॥
কার্য্য-কারণাদি ভাব ইথে যদি পাই।
এ দোষ স্বীকারে তাহে কোন বাধা নাই॥
সে দোষেতে পার পাই হইয়া সন্তোষ।
বিচারেতে হারিব না এ যে বড় দোষ॥
পড়ে ত পড়ুক দোষ ঈশ্বরের ঘাড়ে।
অনবস্থা খণ্ডনেতে বিচার কে ছাড়ে॥

পিতা।

এতদিন মিছে মিছে মলেম বকিয়া।
লইলে না সারমর্ম্ম মনোযোগ দিয়া॥
এক কাণে কথাগুলি প্রবেশ করিয়া।
বাহির হইয়া গেল আর কাণ দিয়া॥
সে সকল প্রণিধান হইলে তোমার।
বার বার প্রস্তাবনা করিতে না আর॥
যা হ'ক তা হ'ক বাপু বলি তবে পুন।
এক ভাবে স্থির হয়ে মন দিয়া শুন॥
অনাদি সংসার এই এরূপ স্বীকারে।
বল তায় কি প্রকারে দোষ হতে পারে॥
কারণের আগে কভু কার্য্য নাহি হয়।
নিশ্চয় নিশ্চয় তাতে কি আছে সংশয়॥
প্রথমতঃ কারণ থাকিয়া বর্ত্তমান।
পরেতে করিবে যত কার্য্যের নির্ম্মাণ॥
কিন্তু বাপু এইরূপ বচনে তোমার।
"আদিসৃষ্টি-কাল" কেন করিব স্বীকার॥
মানিতেই হবে এক আদিসৃষ্টি নিয়া।
এ কথাটি কে বলেছে মাথা-দিব্য দিয়া॥
কিছুতে না হয় যার আদির নির্ণয়।
তারেই 'অনাদি' ব'লে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
আদি নাহি স্থির হয় করিয়া বিচার।
'অনাদি' বলিব তাই সজীব-সংসার॥
বিচারে 'অনাদি' বটে বলিতেই হয়।
কিন্তু বাপু কোনমতে নিত্য তারা নয়॥
নিত্য ব'লে তারে শুধু করিব নির্যাস।
যাহার কখন নাই জন্ম আর নাশ॥
জগৎ 'অনাদি' বটে প্রমাণেতে পাই।
যে গুণে সে 'নিত্য' হবে সে গুণ ত নাই॥
ভব আর ভবচর নিত্য হ'লে পরে।
কেন তারা বার বার জন্মে আর মরে॥
বার বার এ প্রকার জন্ম আর নাশ।
স্বভাবেই অনিত্যতা পেতেছে প্রকাশ॥

ঈশ্বরের জন্ম নাই নাহিক সংহার।
সদাকাল সমভাবে স্থিতির সঞ্চার॥
জন্ম আর নাশের অধীন নন যিনি।
একমাত্র চিরন্তন নিত্যধন তিনি॥
সেরূপ যদ্যপি হ'ত জীবের স্বভাব।
কখনই হইত না স্থিতির অভাব॥
নিত্য ব'লে নির্দ্দেশ অবশ্য হ'ত তবে।
ঈশ্বরের সমকালী বলিতই সবে॥
থাকিত না তাহে আর কিছুই সন্দেহ।
ঈশ্বরের কারণতা মানিত না কেহ॥
ঈশ্বর যে গুণে হন ভবের কারণ।
বলি তবে সে কথাটি করহ শ্রবণ॥
অনাদি সময়াবধি অখিল-সংসার।
পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হয়ে হতেছে সংহার॥
ইথেই সহজে হয় তত্ত্ব-নিরূপণ।
জগতের প্রতি হন ঈশ্বর কারণ॥
বিশ্বের প্রলয়-দশা ঘটে যে সময়।
কিছুই না রয় আর কিছুই না রয়॥
কেবল একাকী মাত্র সেই ভগবান্।
স্বরূপ স্বভাব সহ রন বর্ত্তমান॥
কারণরূপেতে তাঁর প্রভাব প্রচার।
স্বভাবে করেন তাই সৃষ্টি পুনর্ব্বার॥
অবিনাশী নিত্যরূপ জেনে সেই ঈশে।
কার্য্য-কারণের ভাবে দোষ দিবে কিসে॥
জগতের 'সত্তা' বাপু নিত্য কভু নয়।
এখন তোমার মনে হ'ল ত প্রত্যয়॥
উদ্ভব-সময়ে সেই সত্তার সঞ্চার।
সংহার-সময়ে সেই সত্তার সংহার॥
ঈশ্বরের অবিনাশী সত্তার সহিত।
ইহার তুলনা করা হয় কি উচিত॥
সভাবে স্বভাবে যার এতই ক্ষীণতা।
কিসে তার গ্রাহ্য হবে সমকালীনতা॥
জীবাত্মা অনাদি হয় এ কথা শুনিয়া।
স্বভাবে নির্দ্দেশ কর ঈশ্বর বলিয়া॥
হইবে তোমার মনে এমন উদয়।
ইহা কিছু নিতান্তই অসম্ভব নয়॥
ঈশ্বরের সহ তার স্বভাবে তুলনা।
রাখ রাখ মনে রাখ ভুল না ভুল না॥
এ বলে কি জীব তাঁর অধীনে রবে না।
ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন হবে না হবে না॥
ঈশ্বর কি আপনার শক্তি হারাইয়া।
রাখিতে অক্ষম হন অধীন করিয়া॥

স্বাধীন ঈশ্বর সম হয় জীবগণ।
বল না বল না আর বল না এমন॥
জীবাত্মাটি কারে কয়, কাহার স্বরূপ হয়
হয় নাই সুখদ-অজ্ঞম।
ইথেই তোমার মনে, মূলতত্ত্ব-নিরূপণে,
বার বার হইতেছে ভ্রম॥
বিশেষ করিয়ে তার, যদি বলি সুবিস্তার,
বড়ই বাহুল্য হয় তবে।
শুনিতে শুনিতে শেষ উপদেশে হবে দ্বেষ,
কিছুই ত মনে নাহি রবে॥
তত্ত্বী হয়ে যত তত্ত্ব, যে জন করুক তত্ত্ব,
এর চেয়ে কঠিন কি আছে।
এখন যা আমি কই, আমাতে সম্ভব কই,
নিগূঢ় জানিব কার কাছে॥
সংক্ষেপেতে বলে যাই, ধারণা করিতে তাই,
অধিক হবে না পরিশ্রম।
এখনি সংশয় যাবে, ঈশ্বরের ভাব পাবে,
প্রাণাধিক প্রাণপ্রিয়তম॥
এ জগতে জীব যত, নিজবোধ হয়ে হত,
সকলেই জীব জীব কয়।
নিজে জীব কি পদার্থ, নাহি জানে কলিতার্থ,
সার অর্থ কেহ নাহি লয়॥
ভ্রম সব হয় ক্ষয়, স্থির ভাব ধর ধর,
কর কর স্বরূপ নির্ণয়।
ঈশ্বর আপনি 'বিম্ব,' জীব তাঁর 'প্রতিবিম্ব,'
এই জীব আর কিছু নয়॥
প্রতিবিম্ব যেবা যাঁর, সমান স্বভাব তার,
অযুক্ত সে করিবে ধারণ।
প্রতিবিম্ব জীব সবে, বিম্বের সমান তবে,
বলিতেই হবে এ বচন॥
কিন্তু প্রতিবিম্ব যারা, বিম্বের নিকটে তারা
এতই অধীন হয়ে রয়।
দৃষ্টিগোচর সে প্রকার, অধীনতা কোথা আর,
কভু কার দৃষ্ট নাহি হয়॥
তোমার মনেতে বাপু আছে ত এখন :
ছেলেবেলা ছেলেখেলা করেছ যখন॥
কতবার দেখিয়াছ খেলিয়া খেলিয়া।
রবির ছবির আগে মুকুর রাখিয়া॥
দর্পণ ভানুর ভাগে যদি রাখা যায়।
তপন আপন আভা দান করে তায়॥
মুকুরস্থ সেই রবি প্রতিবিম্বরূপ।
স্বভাবতঃ সম হয় সূর্য্যের স্বরূপ॥
আকাশের রবি যথা চক্ষে দেয় তাপ।
দর্পণের রবি ধরে সেরূপ স্বভাব॥
তবে বাপ্, এখন ত হও অবগত।
বিম্বে আর প্রতিবিম্বে ভেদাভেদ কত॥
রবি ছবি থেকে সেই দর্পণ-ভিতরে।
সমান দাহিকাশক্তি যদ্যপিও ধরে॥
তবু সে সূর্য্যের সহ সমান কি হয়।
সেই কর রবি-কর আর কিছু নয়॥
সূর্য্যের অধীন হয়ে রবেই সে রবে।
অধীনতা ছেড়ে দিতে সাধ্য নাহি হবে॥
বরম্ এখনি দেখ দর্পণ ভাঙ্গিয়া।
যার কর তার করে মিশাইবে গিয়া॥
কাহার প্রভাবে আর সে ক্ষমতা রয়।
তখনিই প্রতিবিম্ব বিম্বে পায় লয়॥
এখানে বিশেষ করি কর অনুভব।
ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব এই জীব সব॥
যাঁহার প্রভাবে জীব জন্ম পায় দান।
হয় কি না হয় তারা তাঁহার সন্তান॥
জন্ম-স্থিতি পালনের কর্ত্তা হয় যেই।
কে কহিবে জগতের পিতা নহে সেই॥
বিম্ব হতে প্রতিবিম্ব করিলে স্বীকার।
ঈশ্বর হবেন তবে কর্ত্তা সবাকার॥
স্থাপক পালক তিনি হলেন নির্ণয়।
বলিতে ত পারিবে না সংহারক নয়॥
প্রতিবিম্ব-মাত্র যদি বিম্বে পায় লয়।
সংহারক বলিতে কি থাকিল সংশয়॥
জীবেরা অনাদি নিত্য অনন্ত চেতন।
বলিতে হইল যদি এরূপ বচন॥
কার্য্যেও ঈশ্বর সম বলা যদি যায়।
বিশেষ আপত্তি কিছু করি নাক তায়॥
ঈশ্বরের স্বরূপ এরূপ হোক্ নয়।
বলিতে ত পারিব না 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর'॥
দেহেন্দ্রিয় সঙ্গদোষে জীব সমুদয়।
স্বরূপে বিরূপ করি হতেছে বিস্ময়॥
আত্মরূপ ভুলে গিয়ে হয়েছে এমন।
কেবলি চেতন নাম কাজে অচেতন॥
তুলনায় উপমায় কহিলে সমান্।
ঈশ্বরে করিতে হয় কলঙ্ক প্রদান॥
মুকুরের মূর্ত্তি হয় যেরূপ প্রকার।
প্রতিবিম্ব রবি পায় সেরূপ আকার॥
গগনের রবি তায় না হয় বিরূপ।
স্বভাবে সমান ভাবে সরূপে স্বরূপ॥

প্রচুর প্রভায় হয়ে প্রকাশ প্রকাশ।
দাহিকার শক্তি তাঁর হবে নাক নাশ॥
তপন-বিম্বের এই যেরূপ প্রমাণ।
ঈশ্বর-বিম্বের ভাব সেরূপ সমান॥
দেহাদি-ইন্দ্রিয়-দোষ জীবাত্মার ভোগ।
পরম-আত্মার তায় কিছু নাই যোগ॥
যে কিছু দুর্দ্দশা হক্ জীবাত্মারি হবে।
নির্লেপ নির্গুণে তাহা কিরূপে সম্ভবে॥
তিনি নিত্য স্বপ্রকাশ চেতনস্বরূপ।
স্বরূপেতে কখনই না হয় বিরূপ॥
যখন দুর্ব্বল এত যত জীবগণে।
ঈশ্বরের অধীনতা ছাড়িবে কেমনে॥
কিরূপেই সে ক্ষমতা হবে বল তার।
প্রতিবিম্ব বই সে ত অন্য নয় আর॥
এমন কি শক্তি আছে তাই প্রকাশিয়া।
বসিবেক ঈশ্বরের ঈশ্বর হইয়া॥
নূতন প্রস্তাব এক করিয়াছ শেষে।
উত্তর করিতে তার পেট ফাটে হেসে॥
জগৎ অনাদি ব'লে করেছি প্রমাণ।
অনবস্থা-দোষ তায় তুমি কর দান॥
বিষম বিষম এ যে বড়ই বিষম।
এত কেন ভ্রম বাপু এত কেন ভ্রম॥
অনবস্থা ব'লে যার না হয় প্রমাণ।
তাহাতেই দোষ দেন যত জ্ঞানবান্॥
প্রামাণিক অনবস্থা-দোষের না হয়।
শপথ করিয়া বাপু শাস্ত্রে এই কয়॥
অনবস্থা স্বীকারেতে দোষ নাহি যায়।
ঈশ্বরের দুরবস্থা কেন হবে তায়॥
জগতের মূল হেতু অনাদি ঈশ্বর।
নিরূপণে হইতেছেন জ্ঞানের গোচর॥
তখন অনাদি সৃষ্টি অবশ্যই হবে।
আদি সৃষ্টিকাল তুমি কোথা পাও তবে॥
স্রষ্টা আর সৃষ্টি যদি অনাদি হইল।
অনবস্থা-দোষ তবে কোথায় রহিল॥
মূল-হেতু যদি সে ঈশ্বর না হইত।
ঈশ্বরের কিংবা এক ঈশ্বর থাকিত॥
তবেই পারিতে তুমি বলিতে এমন।
মূলহীন অনবস্থা-দোষের কারণ॥
অনবস্থা আপনিই তবে হয় বৃথা।
সেখানে কি আর কার খাটে কোন কথা॥
অনবস্থা এ অবস্থা না করি গ্রহণ।
হবে না হবে না কভু তত্ত্ব-নিরূপণ।
যে প্রকার বীজ আর অঙ্কুর দেখিয়া।
একেবারে যেতে হয় বিস্ময় হইয়া॥
উভয়ের মধ্যে কারে কারণ কহিব।
কার্য্য ব'লে কারেই বা নির্দ্দেশ করিব॥
বীজ না থাকিলে কভু গাছ নাহি হয়।
গাছ না থাকিলে বল বীজ কিসে রয়॥
উভয়ের মধ্যে এর আদি কেবা হয়।
কিছুতে সিদ্ধান্ত তার হবে না নির্ণয়॥
সেইরূপ রথচক্র যে সময়ে ঘোরে।
আদি-অন্ত-নিরূপণে সবে পড়ে ঘোরে॥
চক্রঘোরে চক্রঘোর ভাঙ্গিবার নয়।
করিতে পারে না কেহ আদির নিশ্চয়॥
সেখানেতে অনবস্থা করিব স্বীকার।
না করিলে কোন মতে গতি নাই আর॥
জগতের অনাদিত্ব যথার্থ যখন।
বিচারেতে এই হলো তত্ত্ব-নিরূপণ॥
তখন এ অনবস্থা কেহই কবে না।
দোষ ব'লে গণ্য আর হবে না হবে না॥

কাল।

(১)

কাল-হস্তে সমুদয়, কাল ছাড়া কিছু নয়,
কালে হয় কালে লয়, কালে যায় কাল রে।
কে বুঝে কালের মর্ম্ম, কে বুঝে কালের কর্ম্ম,
একরূপ কালের ধর্ম্ম আছে চিরকাল রে॥
একেবারে অনিবার্য্য, সমভাবে হয় ধার্য্য,
এ সব কালের কার্য্য বিষম বিশাল রে।
এই এক প্রকরণ, অপরূপ পরক্ষণ,
মোহিত করেছে মন জগদিন্দ্রজাল রে॥
বৃক্ষ এক অবিরল, মূলে তার নাই স্থল,
অবিরত ফলে ফল, নাহি পাতা ডাল রে।
আস্বাদনে হই বশ, ক্রমে কত করি যশ,
বিষ-মাখা তার রস, মধুর রসাল রে॥
কারুকর্ম্ম বহুতর, মনোহর শোভাকর,
আকাশে রয়েছে ঘর, নাহি খুঁটী চাল রে।
ভাবভরে হেরি ভব, ভাবে ভাব পরাভব,
ভূতের ব্যাপার সব, ভাল ভাল ভাল রে॥
কালে কাল লুপ্ত হয়, খণ্ডিবার কভু নয়,
কৃষ্ণ-কেশ শুভ্র হয়, বৃদ্ধ হয় বাল রে।
মধুপ শুকায়ে যায়, দীপের সকায় তায়,
দিনকর ক্ষীণ-কায়, হ'লে সন্ধ্যাকাল রে॥

কালের বিচিত্র গতি, অনুকূলা বসুমতী,
যারকার অধিপতি ব্রজের রাখাল রে।
কালে সেই যদুবংশ, একেকালে হ'ল ধ্বংস,
ভূতে ভুক্ত ভুবন-অংশ, ভূত বড়জাল রে।
দশানন দর্পধারী, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-অধিকারী,
ইন্দ্র-চন্দ্র আজ্ঞাকারী, নিশাচরপাল রে।
গেল তার ঘোর ডঙ্কা, বন্ধনে সিন্ধুর শঙ্কা,
বানরে পোড়ালে লঙ্কা, বাজাইয়া গাল রে।
যাঙ্কা আগে হৃষ্টমনে, আহারের অন্বেষণে,
বেড়াইত বনে বনে, পোরে বৃক্ষছাল রে।
কালেতে তাহারা নব্য, হইয়াছে সভ্য-ভব্য,
অসম্ভব ভবিতব্য, প্রসন্ন কপাল রে।
সত্যধর্ম্ম লোপ হয়, বেদ-বিধি নাহি রয়,
প্রকটিত পাপময়, বদন-করাল রে।
হয়েছে বনের নর, অবনীর অধীশ্বর,
কি হইবে, অতঃপর হায় হায় কাল রে।

(২)

ভবের ভৌতিক-ভাব ভাবনীয় নয়।
ভাবিলে স্বভাব ভাবে ভাবের উদয়॥
ভূত ভেবে ভূত সেজে বৃথা হই ভাবী।
নাহি বুঝি কার ভাবে কেন ভাবি ভাবি॥
ভাবের ভবন বটে ভবের ব্যাপার।
যত ভাবে যত ভাব নাহি তার পার॥
কভু হাস্য পরিহাস সুখের সঞ্চার।
কখন দারুণ দুঃখ শুধু হাহাকার॥
কখন কাহার ভাগ্যে সুখের সংযোগ।
কেবা করে রাজ্যপাট কেবা করে ভোগ॥
দেখিয়া কালের গতি মিছে খেদ করা।
কার পক্ষে চিরকাল ধরা মন ধরা॥
কোথাকার লোক এসে কোথা করে বাস।
প্রচুর প্রভাবে করে প্রভুত্ব প্রকাশ॥
কালেতে ভবন বন জনহীন স্থান।
কালেতে কাননে হয় নগর নির্ম্মাণ॥
আকাশে উঠেছে চূড়া অতি উচ্চতর।
অতি দীর্ঘ কলেবর ধরে ধরাধর॥
কালক্রমে হয় তার শরীর-পতন।
ভূধর অধরে করে ধরণী চুম্বন॥
ব্যাপার হইল ভারি এসে ভব হাটে।
মোহিত হইল মন নাটুয়ার নাটে॥
মোহ-মেঘে ঘেরিয়াছে অখিল সংসার।
বোধ-রূপ শশাঙ্কের না হয় সঞ্চার॥

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

করুণা কর হে করুণাকর!
হর হে সকল বিপদ হর॥
প্রণতি করি হে চরণে তব।
প্রণত পতিতে প্রসন্ন ভব॥
সকলি দেখিছ হৃদয়ে রয়ে।
বিহিত করহ সদয় হয়ে॥
তোমারি চরণ স্মরণ করি।
তোমারি ভাবনা ধ্যানেতে ধরি॥
কাতরে তোমারে অন্তরে ডাকি।
মনের বিষয় মনেতে রাখি॥
ধর হে আপন প্রভাব ধর।
কর হে বিহিত বিচার কর॥
পালক শাসক তুমি এ ভবে।
নামের মহিমা রাখিতে হবে॥
পামর পাতকী পাষণ্ড যত।
পাপের ঘটনা করিছে কত॥
অদোষে হইয়া কুপথে রত।
রমণী বালক করিছে হত॥
শুনিয়া বধির হতেছি কাণে।
সহে না সহে না সহে না প্রাণে॥
এ সব দেখিয়া হয়ে পাষাণ।
কেমনে দেহেতে ধরিব প্রাণ॥
দেখিতে কিছু ত নাহিক বাকী।
তপন শশাঙ্ক তোমার আঁখি॥
জীবের অন্তরে যে কিছু আছে।
সে সব বিদিত তোমার কাছে॥
অন্তর-বাহির-অধিপ হয়ে।
কিরূপে এখন রয়েছ সয়ে॥
দয়াবান্ ভগবান্ দয়া দান কর।
দিয়ে জয় সমুদয় শত্রুভয় হর॥
সবাকার তুমি সার মূলাধার হরি।
কোথা নথে ভবতাত প্রণিপাত করি॥
প্রতিক্ষণ জ্বালাতন দুখে মন দহে।
বার বার অনাচার কত আর সহে॥
তোমা বই কারে কই হয়ে বই স্তব্ধ।
অনিবার অশ্রুধার হাহাকার শব্দ॥
এ বিপদে রাখ পদে দুটী পদে ধরি।
প্রতীকার কর তার সুবিচার করি॥
কলেবর জর জর অতি খর তাপে।
ধরাধর থরথর ঘোরতর পাপে॥

এ দেশের বড় ক্ষের পাপীদের দাপে।
টলটল্ টলমল ধরা-তল কাঁপে॥
হও যদি অনুকূল যে তকুল পক্ষে।
সমূলে শত্রুক্ষয়, তবে হয় রক্ষে॥
অতি ক্ষীণ জ্ঞানহীন চিরদীন যারা।
যেযে লাফ করে পাপ দেয় তাপ তারা॥
আত্মাচারী রক্তাকারী অস্ত্রধারী যত।
একেবারে এ প্রকারে পাপাচারে রত॥
মরপত্ত হয়ে বশ করে অনু নষ্ট।
হতরব কত কব কত সব কষ্ট॥
কি বিশাল সেনাপাল বামা বাল নাশে।
অকারণে ক্রোধ-মনে প্রভুগণে শাসে॥
যে বিহিত কর হিত সমুচিত স্নেহ।
নিজবলে ছুষ্টদলে রসাতলে দেহ॥

হিতহার।

এ জগতে বড় বড় বুদ্ধিমান্ যত।
প্রায় দেখি সকলেই অভিমানে রত॥
ধনের ঈশ্বর হয়ে প্রভু হন যাঁরা।
প্রায় দেখি অহঙ্কারে পরিপূর্ণ তাঁরা॥
অতএব মনের মানুষ কোথা পাই।
ভবজ্বালা জুড়াইতে কার কাছে যাই॥
কেবা বলে কারে বলি কে আছে এমন।
কোথা গিয়ে সাধু-কথা করিব শ্রবণ॥

সংসারের কিছুতেই মঙ্গল ত নাই।
হিতকর কোন কিছু দেখিতে না পাই॥
দেখে শুনে ভয় হয় সাধে করি খেদ।
পুণ্যকর যত কর্ম্মে শুভ-লাভ শেষ॥
যত পায় তত কয় পুণ্যের সঞ্চার।
বহুকালে উপার্জ্জিত যে সব ব্যাপার॥
পরিণামে সে সকল দান করে দুখ।
সংসারীর ভাগ্যে নাই কিছুতেই সুখ॥

দারুণ দুর্গম দেশ করেছি ভ্রমণ।
হয় নাই তাহে কিছু সুখের সাধন॥
জাতি কুল অভিমান করি সংবরণ।
নিরন্তর সেবিয়াছি ধনীর চরণ॥
তুচ্ছ করি আপনার মান অপমান।
কত যেন লালায়িত কাকের সমান॥
দূর ছাই বক্ত বলে সহ্য করি তাই।
এক দিন মুখ ফুটে কিছু বলি নাই॥
কতই কুণ্ঠিত হয়ে অন্নের কারণ।
করেছি পরের গৃহে উদর পূরণ॥
এত ক'রে ক্ষণকাল পাই নাই ফল।
আশার পিপাসা তবু নিয়ত প্রবল॥
হাঁরে নীচ পাপ আশা সন্তোষ হন্তিনে।
মলিনে মলিনে তুই এখন মলিনে॥

পাতালে প্রবেশ করি পাইব রতন।
এই লোভে করিয়াছি ভূতল খনন॥
ধাতু-লাভ হেতু করি পর্ব্বতে গমন।
কতবার করিয়াছি গহন দহন॥
লোভের অধীন হয়ে কত শত বার।
জলনিধি পারাবার হইয়াছি পার॥
অনর্থক যেচে কত বিনয়-বচন।
কত ক'রে তুষিয়াছি নৃপতির মন॥
তন্ত্রের বিধানমতে মন্ত্রের সাধন।
শ্মশানে করেছি কত যামিনী যাপন॥
কোনখানে কাণাকড়ি করিনি উপায়।
ওরে আশা ছেড়ে যা রে ধরি তোর পায়॥
কখনই ভাঙ্গিল না পিপাসা তোমায়।
কি সুখে আমায় কাছে থাক তুমি আর॥

দুর্জ্জনের তর্জ্জনের হইয়া অধীন।
আরাধনা করি কত কাটাঁলেম দিন॥
বিকট বদনে কটু কহিয়াছে যত।
সকলি সয়েছি তোরে হয়ে অনুগত॥
অন্তরেতে বাষ্পরোধ ক'রে ক্রমাগত।
শুষ্কমনে কাষ্ঠহাসি হাসিয়াছি কত॥
হতবুদ্ধি যত জন ধন-বলে বলী।
পড়েছি তাদের কাছে হয়ে কৃতাঞ্জলি॥
ওরে আশা বলি বলি শোন্ একবার।
এখন আমারে তুই কর্ পরিহার॥
যা হবার হয়ে বয়ে গেল ফুরাইয়া।
আর তুমি নাচায়ো না এমত করিয়া॥

কমল-দলের জল যেরূপ প্রকার।
সেইরূপ এই দেহে প্রাণের সঞ্চার॥
এত কাল হয়ে আমি বিবেক-বিহীন।
কিছুই না করিলাম হরিলাম দিন॥
বৃথা হলো আয়ু শেষ মরি মরি আহা।
হেন কর্ম্ম কিছু নাই না করেছি যাহা॥

ধনমদে অচেতন মত্ত যত জন।
সে সব ধনীর কাছে করেছি গমন॥
লজ্জাহীন হয়ে যেন পশুর সমান।
নিজ মুখে নিজ-গুণ করিয়াছি গান॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ মোরে মোর দুরাচার।
এর চেয়ে পাপ-কর্ম্ম কিছু নাই আর॥

ভোগাধন যাহা তাহা না করিয়া ভোগ।
আপনি ভক্ষিত হই এ যে ঘোর রোগ॥
একদিন হই নাই তপস্যার রত।
তাপেতে তাপিত তবু হতেছি নিয়ত॥
কোন কালে কাল কিছু গত হয় নাই।
কেবলি হতেছি গত আমরা সবাই॥
আশা-তৃষ্ণা একবার হইল না ক্ষীণ।
আমরাই জীর্ণ হয়ে হতেছি মলিন॥

শরীরের মাংস সব পড়িয়াছে ঝুলে।
কালো রেখা নাহি আর মস্তকের চুলে।
পাকিয়াছে কেশপাশ বাঁকিয়াছে গাল।
ঢাকিয়াছে দৃষ্টিপথ চক্ষে প'ড়ে জাল।
মুখের সুভঙ্গী নাই দেহে নাই বল।
অবশ হতেছে ক্রমে ইন্দ্রিয় সকল॥
নিকট হতেছে যত মরণের দিন।
ততই বাড়িছে আশা নবীন নবীন॥
অধম পিশাচ লোভ হইয়া অমর।
নিয়তই ধরিতেছে নব কলেবর।

বিষয়-ভোগের আশা হইয়াছে শেষ।
পুরুষার্থ অভিমানে জন্মিয়াছে দ্বেষ॥
প্রাণাধিক বয়স্য বান্ধব যত জন।
সকলেই পরলোকে করেছে গমন।
এই মরি এই মরি বোধ হয় হেন।
যষ্টি ধ'রে যষ্টীবুড়ো সাজিয়াছি যেন॥
নয়নে নিরখি শুধু ঘোর অন্ধকার।
শ্রুতি-পথে ধু-ধু-ধু-ধু ধ্বনি মাত্র সার॥
তথাচ এ দুষ্ট দেহ অহঙ্কারে মরে।
মরণ স্মরণে কভু ভয় নাহি করে॥

আত্ম-বিলাপ।

না বুঝিলে সার মর্ম্ম হায় হায় হায় রে।
কে আমার আমি কার, আমার কে আছে আর,
যত দেখ আপনার, ভ্রম মাত্র তায় রে॥
আত্মার আত্মীয় কই, আত্মার আত্মীয় কই,
আত্মার আত্মীয় নই, আত্মা কই কায় রে।
ইন্দ্রিয় যাহার বশ, ছোটে যশ দিক্ দশ,
পরম পীযুষ-রস, সুখে সেই খায় রে॥
নিজ নাভি পদ্ম-গন্ধে, মৃগকুল ঘোর ধন্দে,
যেমন মনের ধন্দে নানা দিকে ধায় রে।
সেইরূপ অনুদ্দেশ, করে যত তাকে রেষ,
ভ্রমতেছ দেশ দেশ, অবোধের প্রায় রে॥
কেমন তোমার ভ্রম, মিছামিছি কেন শ্রম,
করিছ যে পরিক্রম, ফল নাহি তায় রে।
আর কেন কর হেলা, ভাঙ্গিল দেহের খেলা,
অতএব এই বেলা ভাবহ উপায় রে॥
সংসার বিস্তার হাট, দেখিতে সুন্দর ঠাট,
নাটুয়ার ঘোর নাট সদাই নাচায় রে।
ঠাট-নাট বুঝে যারা, নেচে নাহি হয় সারা,
পুতুল না চায় তারা পুতুল নাচায় রে॥
এ ব্রহ্মাণ্ড যার ভাণ্ড, কে বুঝে তাহার কাণ্ড,
চাটেতে ভাঙিয়া ভাণ্ড, কি খেলা খেলায় রে।
করিয়া কামনা-কল্প, কাদিলে লোভের গল্প,
সেই গল্প নহে অল্প, নাহি তায় সায় রে॥
বার বার ফিরে আসা, আসার বাড়ায় আশা,
বাঁধিলে ভোগের বাসা, কর্ম্মভোগ তায় রে।
বিষ ভেবে মকরন্দ, বিষয়ে করিছ বন্দ,
দীপধারী নিজে অন্ধ, দেখিতে না পায় রে॥
না জানিয়া আপনারে, আপন ভাবিছ কারে,
জান না যে এ সংসারে শত্রু পায় পায় রে।
অতি খল অবিমল, মহাবল রিপুদল,
দেবে শেষ রসাতল ছল যদি পায় রে।
কার বলে তুমি চল, কার বলে কর বল,
বিশ্বাস কি আছে বল মেঘের ছায়ায় রে।
না রহিলে নিজ পদে, ঢলিলে অজ্ঞান-মদে,
উলিলে পাপের হ্রদে ডুবিলে মায়ায় রে॥
আমি যাহা ভাল কই, তুমি তাহা কর কই,
মিছামিছি হই হই, শেল লাগে গায় রে।
পাপের জ্বালায় জ্বলি, ডাক্ ছেড়ে তাই বলি,
তাই ভেয়ে দলাদলি, তোমায় আমায় রে।

আমি বলি ঘরে চল; বনে কেন ঘুরে মর,
শিখালে এমন ছল, বল কে তোমায় রে।
আমার বচন লও, আমার নিকটে রও,
নিরুপায় কেন হও থাকিতে উপায় রে ॥
যত্ন করি প্রাণপণে, সুখ-ফল অন্বেষণে,
বিষয়-বাসনা-বনে ভ্রমিছ বৃথায় রে।
ভয়ানক এই বন, সঙ্গে নাই লোকজন,
ফিরে যাই ওরে মন আয় আয় আয় রে ॥

সুখ-দুঃখ।

চক্রবৎ সুখ-দুঃখ ঘুরিছে সংসারে।
জীবের ক্ষমতা নাই শিবের ব্যাপারে ॥
যে সময় দয়াময় যাহারে সদয়।
সে সময় তার হয় অতি শুভোদয় ॥
ধনে জনে লক্ষ্মীলাভ ভাগ্য-ফুল ফোটে।
খিদ্ধি-রবে যশ তার দশ দিকে ছোটে ॥
দয়াময় বিভু পুনঃ হইলে নিদয়।
পূর্ব্বকার ভাব তার নাহি আর রয় ॥
সম্পদের পদে হয় বিপদের বাস।
শুকাইয়া ভাগ্য-ফুল নাহি থাকে বাস।
অনুতাপে তনুতাপে অন্তরে অসুখ।
দিন দিন দীনভাবে পায় কত দুখ ॥
সেরূপ সম্ভ্রম আর নাহি পায় দেশে।
ধন যায় মান যায় প্রাণ যায় শেষে ॥
দস্যুভাব ধরে কত পোষ্য অনুগত।
ক্রমে হয় প্রতিকূল অনুকূল যত ॥
কখন্ কিরূপ হয় কিছু নাই স্থির।
ভবের এ ভাব দেখে সবাই অস্থির ॥
স্থিররূপে দৃষ্টি নাই সম্পদ-বিপদে।
মুগ্ধ হয়ে আছে জীব মোহরূপ মদে ॥

তত্ত্ব-বোধ।

দেহ হয় ক্ষীণ ক্রমে দেহ হয় ক্ষীণ।
কালের অধীন তুমি কালের অধীন ॥
রবে আর রবে কত, কাল যত হয় গত,
নিকট হতেছে তত মরণের দিন।
কালের অধীন তুমি কালের অধীন ॥

উপদেশ লও মন উপদেশ লও।
স্থিরভাবে রও সদা স্থিরভাবে রও।
যাবে রথ নিজপুরে, ভ্রমে কেন ভ্রম ঘুরে,
মিছে কেন ভব ঘুরে ভবঘুরে হও।
স্থিরভাবে রও সদা স্থিরভাবে রও ॥

লহ সুবিধানি মন লহ সুবিধান।
জুড়াইবে প্রাণ তাহে জুড়াইবে প্রাণ ॥
এ ভব যাহার কৃত, সে ভব স্বরূপে যুত,
হয়ে প্রীত কর চিত্ত প্রেমামৃত পান।
জুড়াইবে প্রাণ তাহে জুড়াইবে প্রাণ ॥

বিফল বিচার মন বিফল বিচার।
এক বিনা আর নাহি এক বিনা আর ॥
একেতেই সব হয়, একেতেই সব লয়,
একেতেই একময় সব একাকার।
এক বিনা আর নাহি এক বিনা আর ॥

মন রে আমার শুন মন রে আমার।
সকলি অসার আর সকলি অসার ॥
এক ভাবে ভাব রাখি, যে দিকে ফিরাবে আঁখি,
দেখিবে সকল ফাঁকি, এক মাত্র সার।
সকলি অসার আর সকলি অসার ॥

আমার আমার মিছে আমার আমার।
নহে আপনার কেহ নহে আপনার ॥
আমি তুমি কেন কই, আমি যার তার হই,
এ জগতে হরি বই কেহ নাই আর।
নহে আপনার কেহ নহে আপনার ॥

কর সদুপায় মন কর সদুপায়।
দিন বয়ে যায় মিছে দিন বয়ে যায় ॥
কাজেতে কর না হেলা, এই বেলা লও পেলা,
এখনি ভবের খেলা হয়ে যাবে সায়।
দিন বয়ে যায় মিছে দিন বয়ে যায় ॥

নিবৃত্তি আশ্রয়

সংসারের মাঝে এই কুহক-কানন।
কত দূর ব্যাপিয়াছে নাহি নিরূপণ ॥
জ্ঞানহীন পশু সম হয়ে তুমি মন।
মতিভ্রমে বনে আসি করিছ ভ্রমণ ॥
কিসে হয় হিতাহিত না জানিয়া সার।
ইচ্ছামতে করিতেছ আহার বিহার ॥

অবিরত আছ রত সুখ অন্বেষণে।
কালরূপ ব্যাধ-ভয় নাহি হয় মনে॥
শমন সংহার-বেশে বিস্তারিয়া গ্রাস।
কিছু তার স্থির নাহি করে কবে গ্রাস॥
প্রকট বিকট মুখ নিকট তোমার।
কবিত কনক-কায় কাহারে আহার॥
অতএব মন ভায়া সাবধান হও।
ভ্রম-পথ ছেড়ে দিয়া জ্ঞান-পথ লও।
এই বেলা কর তবে সমুদয় ক্রিয়া।
গহন দহন কর হুতাশন দিয়া॥
কাঁটাময় তরুচয় পুড়ে হ'লে ছাই।
কুহক কানন আর রবে না রে ভাই॥
বন হ'লে পরিষ্কার সব দিকে ভালো।
দেখিয়া হাঁটিবে পথ সমুদয় আলো॥
নিত্যধামে গিয়া শেষ পাবে নিত্য সুখ।
স্ব ভাবে দেখিতে পাবে স্বভাবের মুখ॥
নিয়ত নিরাশা তবে রবে অনুগত।
আসা আশা হবে তায় আশা-পথ হত॥
স্বভাবে নিষ্কাম হও ভাব রাখি স্থির।
জ্ঞান-অস্ত্রে ছেদ কর কামনার শির॥
কামনায় করে কর্ম্ম ভ্রমপথগামী।
তাহে তুমি তুমি নও আমি নই আমি॥
ভোগের আশায় জীব যত করে যোগ।
সে যোগের যোগে শেষ শুধু অনুযোগ॥
পুত্র হেতু কর তুমি যাগ-যজ্ঞ কত।
সে পুত্র তোমার কোলে কেন হয় হত॥
কর ব্রত উপবাস ধনের কারণ।
কি হেতু বিনাশ পায় তোমার সে ধন॥
ভোগের সম্ভ্রম বল কোথায় তোমার।
ভোগ ভোগ এই ভোগ কর্ম্মভোগ সার॥
কর্ম্মকাণ্ড ভাণ্ডাভাণ্ড বস্তু কোথা তার।
প্রবৃত্তি-প্রয়াসে হয় পাপের সঞ্চার॥
নিবৃত্তি আশ্রয় কর বোধের সহিত।
প্রবৃত্তি বিনাশ হ'লে তবে হবে হিত॥
ঈর্ষা, মোহ, অহঙ্কার, দূর হবে সব।
ক্রমে ক্রমে হংসযোগে রবে মাত্র রব॥
পরমাত্মা পরিতুষ্ট সদা সেই রবে।
সে ভাবে মিশায়ে ভাব মুগ্ধ তুমি রবে॥
ওহে মন বার বার কি কহিব আর।
একমাত্র সার আর সকলি অসার॥
অতএব সার বলি এক রসে মজ।
একের প্রেমিক হয়ে একমাত্র ভজ॥

কালধর্ম্ম।

ভাগ্যক্রমে চক্রব্যূহ হ'লে ফলবান।
সুফল-সংযোগে নর হয় বলবান্॥
শরীর সদনে সদা সুখের প্রবেশ।
প্রতিকূল অনুকূল তেমতি দেশ॥
সমুদয় প্রিয় হয় নাহি রয় দোষ
সদা শুভ থাকে রক্ষ করিবে রোষ॥
কুকর্ম্ম করিলে কভু কেহ নাহি ধরে।
দিক্‌দশ হয়ে বশ যশ গান করে॥
কিন্তু হয় যে সময় ভাগ্যের অভাব।
তখনি অমনি তার আর এক ভাব॥
অনুরাগ আপনি প্রকাশ করে রাগ।
বিরাগে বিলুপ্ত হয় সুরাগ পরাগ॥
পরিজন প্রিয়জন নাহি করে হিত।
একেবারে হয়ে উঠে সব বিপরীত॥
কোনরূপ নাহি হয় ভাল প্রতিদান।
আপনি বিনাশ করে আপনার প্রাণ॥
পাঁকেতে পতিত হ'লে মত্তবল করী।
ছাড়ে ভেক ভীমরব উপহাস করি॥
সময়ে সকলি হয় অসম্ভব ক্রিয়া।
সময়েতে শিব হন [illegible]॥
কেহ মুক্ত, গ্রাস ভুক্ত, অতি ভক্ষণ।
পতঙ্গ, পতঙ্গ সম অঙ্গ [illegible]॥
হায় তাঁর নিজ স্থান জানিলে প্রমাণ।
পুচ্ছ [illegible] পায় অতীব সম্মান॥
সরোবরে সুশোভিত কোমল কমল।
মনোহর সুধাকর প্রভাতে অমল॥
[illegible] দীপ্তিদাতা মান তার হরে।
প্রভাতে প্রভাতে তারে প্রকাশিত করে॥
কিন্তু দেখ কমলিনী ছাড়া হ'লে দল।
হরি লয় শোভা তার, শুষ্ক করি দল॥
হুতাশন-প্রিয়তম-সখা সমীরণ।
প্রবল অনলে হয় বৃদ্ধির কারণ॥
কেমন বিচিত্র ভাব ধরে সেই বায়ু।
আলিঙ্গনে শেষ করে প্রদীপের আয়ু॥
চক্রকারী চক্রধারী প্রভু ভগবান্।
ব্যাধের বাণের ঘায় হারালেন প্রাণ॥
ভাগ্যহীনে বুদ্ধি-হীন বৃদ্ধ হয় শিশু।
পেরেকের খোঁচা খেয়ে মরিলেন "ঈশু"।
সকলের জ্ঞানদাতা সিদ্ধ যার বাক্।
কাটে চুল বেঁধে ডুবে মলো সেই ডাক॥

যে জনার যে সময় সুসময় হয়।
সুখ আসি নিজে লয় তাহার আশ্রয়॥
অভাব না থাকে কিছু বাড়ে যশ মান।
সব দিকে হয়ে উঠে সবার প্রধান॥
বিকসিত হ'লে ফুল অলিকুল রত।
গুণ্ গুণ্ করি তার গুণ গান কত॥
মধুহীন হ'লে পরে নাহি আসে আর।
নূতন কুসুমে করে প্রণয় প্রচার।
সময়ের দোষে সব বিপরীত ঘটে।
কালধর্ম্মে এক পর ঘটে কিনা ঘটে॥

হৃদয়ের প্রতি।

(১)

ভেদে এক সহকৃত, সর্ব্বত্যাগী হয়ে রই,
আর যেন বিভেদের কিছুতেই থাকিনে।
যে আমি সে আমি এক, আমিই আমার তব,
আমি বিনা আর কার সঙ্গ যেন রাখিনে॥
হৃদয়ে উদয় বোধ, দূরে যাবে লোভ ক্রোধ,
অনুরোধ করে যেন কারো আর ডাকিনে।
সত্য এক জেনে সার, করি সত্য ব্যবহার,
মিথ্যার মেঘেতে যেন সত্য-শশী ঢাকিনে॥
ছাড়িয়া নিগূঢ় তত্ত্ব, ভুলে এই সার তত্ত্ব,
মানমদে হয়ে মত্ত, আর যেন পাকিনে।
ভুলের আশ্রয় ধরি, কুলের গৌরব করি,
কুলের ফাগুনি লায় কাহাকে যেন ফাঁকিনে।
বচনেতে বিষমাখা, সব ঠাট মুখ বাঁকা,
দেখিয়ে সে বাঁকামুখ, আর যেন বাঁকিনে।
মদ মাত্র প্রাণাধিক, মদের স্বাধিব ঠিক,
মদের নেশায় ঝোঁকে, আর যেন ঝুঁকিনে॥
ওরে ওরে মনোরথ, চল তুমি সত্য-পথ,
ভ্রম-পথে তোমারে হে, আর যেন হাঁকিনে।
নিরাহারে যায় প্রাণ, নীহারার সুবিধান,
তবু যেন তোষামুদি ভিক্ষুরস চাকিনে॥
অজ্ঞানের তুলি লয়ে, চিত্রকর পোটো হয়ে,
হৃদয়ের পটে যেন, বাগ-ছবি আঁকিনে।
ওরে মন বড়দাদা, ভাই তুমি হও শাদা,
নিন্দকের নিন্দা-কাদা গায়ে যেন মাখিনে॥
শোন্ শোন্ ওরে মন, স্থির হ রে বাপ্‌ধন,
তুমি যদি স্থির হও, তবে আমি টলিনে।
নিজ ভাবে ভাব রাখি, নিজ ভাবে বসে থাকি,
এদিক্ ওদিক্ আর কোন দিকে চাহিনে॥

মানী হই যার মানে, সে যদি আমায় মানে,
অপরের অপমানে, অভিমানে গলিনে।
বাহুবলে ধনবলে, যে যা বলে, বলে, বলে,
বলী হয়ে ধর্ম্মবলে কারে কিছু বলিনে॥
ঘরে ঘরে দলে দলে, দলুক, যে দলে দলে,
মিশে আমি কার দলে কারে যেন দলিনে।
মিছে মিছি ছলে ছলে, ছলুক, যে যত ছলে,
ছল ক'রে আমি যেন কারে আর ছলিনে॥
রাগ-দ্বেষে সদা রত, হিতাহিত জ্ঞানহত,
সে মতের পথে যেন আমি আর চলিনে।
কে করিছে দ্বেষাদ্বেষ, এ কথা জানিলে দেশ,
তবে আর আমি কভু দ্বেষানলে জ্বলিনে।
কাঞ্চনের কান্তি যাহা, কিছুতে কি যায় তাহা,
পুড়ে ঘোষে তার প্রভা বৃদ্ধি করে মলিনে।
শীলতা যাহার বল, তারে তুষ্ট সাধু-দল,
ভেক করে উপহাস অলি বসে নলিনে॥
ঘোর শত্রু যে তোমার, অনুগত তুমি তার,
দূর দূর দুরাচার হয়ে কেন মলিনে।
অভিমান-দম্ভ-রোগ, শরীরে করিছে ভোগ,
প্রতীকার ব্যবস্থার কোন কথা কলিনে।
তথ্যরূপ পথ্য যেটী, তোমারি ত তথ্য সেটী,
কবিরাজ বৈদ্য হয়ে ব্যবসায়ী হলিনে।
গুপ্তভাব ব্যক্ত কর, রিপুরোগ হর হর,
ঔষধে অভাব কি রে বিবেকের থলি নে॥
একেবারে সোজা হও, কার ভার বোঝা বও,
যার তার ভার আর মস্তকেতে বস্‌নে।
যে তোমার তুমি তার, এই মাত্র ব্যবহার,
আপনার বিনা আর কোন কিছু তোস্‌নে॥
যে তোমার হিতকারী, হও তার আজ্ঞাচারী,
পরের নিকটে গিয়ে কোন কথা কস্‌নে।
কিন্তু অভিমান-বলে, পাপ-কথা যারা বলে,
সে পাপ তোজর কথা কোনমতে সোস্‌নে॥
বাহিরে থাকুক কালো, অন্তরে জলুক আলো,
ভিতরেতে স্নেহ কর, রসময় মোস্‌নে॥
মত্ত যেই অহঙ্কারে, যেও না রে তার দ্বারে,
অসন্তের বসন্তের নিকটেতে বোস্‌নে।
বলি মন ওরে ওরে, হয়ে হয়ে একঘরে,
দুখেরে বস্তু তুই, কখনই নোস্‌নে।
তুমি মাত্র সর্ব্বমূল, তোমার কি জাতি, কুল,
জাতি কুল অভিমানে শতঘরে হোস্‌নে॥
শান্তিরূপ সরোবরে, নেলিনে রে নেলিনে।
সুধাময় জল তার খেলিনে রে খেলিনে।

সন্তোষের সদনেতে গেলিনে রে গেলিনে।
এখন সুপথে মন, এলিনে রে এলিনে
গুরুদত্ত তত্ত্বরস চেলিনে রে চেলিনে।
মধুর সুস্বাদ তার পেলিনে রে পেলিনে॥
এলো যারা এলে তারা আমি কভু এলিনে।
খেলিব সত্যের খেলা লুকোচুরি খেলিনে॥
আমায় যে ঠেলামারে তারে আমি ঠেলিনে।
হেলায় বসিয়া আছি কিছুতেই হেলিনে॥
যে মোট ধরেছি শিরে সে মোট ত ফেলিনে।
বিপক্ষের দিকে আমি আঁখি আর মেলিনে॥
মন তুমি বশ হয়ে দূর কর ভাবনা।
আশার অধীন হয়ে কার কাছে যাব না॥
পরের প্রত্যাশা-পাশে পরিতাপ পাব না।
নত হয়ে পায়ে প'ড়ে অন্ন আর খাব না॥
যেখানেতে অহঙ্কার সেখানেতে ধাব না।
মানী লোকে মান দিবে যেচে মান চাব না॥
ঈশ্বরের গুণ বিনা কার গুণ গাব না।
ভাব ভাব ভাব তাঁরে ভাব না রে ভাব না॥
বল বল ধর্ম্মবল বল আর নাই রে।
দোহাই দোহাই সেই ধর্ম্মের দোহাই রে॥
পেয়েছি ধর্ম্মের পথ ছাড়িব না ভাই রে।
চল চল চল মন এই পথে যাই রে॥
সত্যধন কোথা আছে বল শুনি তাই রে।
সদা সুখে এক মুখে সত্যগুণ গাই রে॥
এ দিক্ ও দিক্ আর দুদিকে না চাই রে।
দুমুখ শাঁকিনী সাপ হতে নাহি চাই রে॥
কোথা আছে সত্যবাদী কোথা দেখা পাই রে।
নত হয়ে প'ড়ে তার চরণে লুটাই রে॥
বাহিরে মাখাল ফল দেখিতে সবাই রে।
ভিতরে পাপের ভুল নাহি মিলে থই রে॥
হাজারের মাঝে দেখি বাজারে গোঁসাই রে।
গোপনে দেখিতে পাই সে গোঁসাই সাঁই রে॥
সত্য কই কারে কই কোথায় বেড়াই রে।
কষ্টকর অষ্টপাশ কেমনে এড়াই রে॥
মিথ্যার বাতাস জোর হাঁকে সাঁই সাঁই রে।
লঘু হয়ে তার আগে কেমনে দাঁড়াই রে॥
ছলনার মাটী আর কেমনে মাড়াই রে।
সাধু সত্য ব্যবহার কিরূপে ভাঁড়াই রে॥
কেবা শুচি কে অশুচি ভেবে হ'ল বাই রে।
কিসে পাপ কিসে পুণ্য কারে বা বুঝাই রে॥
ইনি উনি যিনি তিনি ভস্ম আর ছাই রে।
মাতালে মাতাল বলে এ বড় বালাই রে॥
সত্য-রথ সত্যমত কেমনে চালাই রে।
লোকালয় ছেড়ে তাই পালাই পালাই রে॥
অবিচারে সুবিচার নাহি পায় ঠাঁই রে।
সকলি ধনের বশ বলি হারি যাই রে॥

(২)

মহারাজ মন তুমি নিজে মহাশয়।
ছল-চক্রে পোড়ে কেন হও দুরাশয়
ইন্দ্রিয় মৃগের পতি রাজা তুমি হরি।
হরি হয়ে কার্য্যদোষে কেন হও হরি॥
হরি, হরি ধরি, পেয়ে প্রভাবে প্রকাশ।
হরি, হরি সেই হরি প্রভা কর নাশ॥
জগৎ জুড়ায় হরিরব-সুধাপানে।
হরি রবে সকলেই হাত দেয় কাণে॥
হরি হয়ে ধর্ম্ম কেন হরির মতন।
হরিনামে কেন কর কলঙ্ক ধারণ॥
জগৎ তোমার বটে কিন্তু এক নয়।
সমুদয় জগৎ তোমার বশে রয়॥
অভিমানী জগতের মিছে মাত্র ভাব।
মিছে মাত্র ভাস তার মিছে মাত্র ভাস॥
বিবেকী জগৎ করে সত্যের প্রকাশ।
সত্যের আভাস তায় সত্যের আভাস॥
মন তব মনে আছে বিষম বিকার।
জগতের ভুল তাই কর না স্বীকার॥
কর্ত্তারূপে ভ্রম তব জগৎ-সৃজনে।
জগৎ বজায় থাকে ইচ্ছা তাই মনে॥
নিত্যধন সনাতন একমাত্র সৎ।
জগৎ অসৎ তাই জগৎ অসৎ॥
নিত্য হরি সৎ মন বস্তু তুমি খাঁটি।
জগতের সঙ্গদোষে কেন হও মাটী॥
অহঙ্কারে অহঙ্কার কোটি ক্ষণে ক্ষণে।
অহং কার একবার নাহি পড়ে মনে॥
অভিমান-সুরাপানে দেখিতে না পাও।
জগতে হাসাও তুমি জগৎ কাঁদাও॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অহঙ্কার।
এ সকল বটে তব নিজ পরিবার॥
দ্বেষ হিংসা আদি করি আর আর যত।
অনুগত ভেবে তুমি তাহে অনুরত॥
বিবেক বৈরাগ্য আর বস্তুর বিচার।
এরা কি হে নহে মন তব পরিবার॥
কৃপা মৈত্রী শ্রদ্ধা শান্তি দয়া আর ক্ষমা।
এরা কি হে নহে মন তব প্রিয়তমা॥

কুবুদ্ধির প্রবৃত্তির পেয়ে পরিবাদ।
তাকাও না সে দিকেতে পাকাও বিবাদ॥
মহামোহ-দলে মিশে দলাদলি ঘোঁট।
এদেরি উপরে যত করিতেছ চোট॥
অভিমান অহঙ্কার রাগ দ্বেষ লয়ে।
বাড়াবাড়ি আড়া-আড়ি ছাড়াছাড়ি হয়ে॥
বিবেকীর দলপাশে যত আছে যারা।
ঈশ্বরপ্রেমিক সব সত্যপ্রিয় তারা॥
পরিবার ছাড়া নয় তারা ত তোমার।
বাধ্য হয়ে আনুগত্য করে ত স্বীকার॥
তথাচ তাদের প্রতি কর তুমি হেলা।
ঠেলিতেছ বলে পায়ে মেরে কত ঠেলা॥
ঠেলাঠেলি করিতেছ ঠেলা মেরে পায়।
কতদূর ঠেলা হবে এ ঠেলার দায়॥
তারা যদি ঠেলে দেয় তখন কি হবে।
ঠেলা হয়ে আর তুমি তুমি নাহি রবে॥
এ কথাটী মহারাজ বলি কার কাছে।
ডাল-পালা মারা গেলে গুঁড়ি কিসে বাঁচে॥
যে সকল হয় তব অঙ্গের প্রধান।
তাদের ছেদন করা এই কি বিধান॥
হস্ত পদ আদি যদি কর পরিহার।
দেহের গৌরব রবে কোথায় তোমার॥
আপনি করিলে নাশ আপনার বল।
কার্য্যদোষে আপনিই হইবে অচল॥
অধীন তাহারা বটে কিন্তু নহে হীন।
অধীনে রাখিতে পার তবেই অধীন॥
নতুবা স্বাধীন হয়ে বিবেকের দল।
নিজ নিজ সাধ্যমত প্রকাশিবে বল।
সত্ত্বের প্রচার হবে সত্যের প্রচার।
রহিবে না তাহে আর মিথ্যার ব্যাপার॥
যখন উঠিবে তারা বিদ্যা প্রকাশিয়া।
কোথায় রহিবে তব অবিদ্যার ক্রিয়া॥
বোধের উদয় এসে হইবে যখন।
তোমার ক্রোধের দশা কি হবে তখন॥
জান কি রে জান কি রে কি হয় অতীত।
বল না রে বল না রে কে হয় পতিত॥
নিরন্তর নতভাবে নত যারা রয়।
পতিত না হয় তারা পতিত না হয়॥
প্রমাণ এমন আছে প্রমাণ এমন!
উপরেতে উঠে যেই সে হয় পতন॥
ইন্দ্রিয়ের অধিপতি তুমি একাদশ।
হও হও হও মন আপনার বশ॥
হয়েছ প্রবীণ তুমি হয়েছ প্রবীণ।
এ সময়ে কেন আর হও পরাধীন॥
রিপুরে করেছে সোঁপে বপুর ভাণ্ডার।
কর্ত্তা হয়ে তুমি যদি কর অবিচার॥
মহিমা না রবে তায় এই ভয় করি।
যে শুনিবে সে বলিবে হরি হরি হরি॥
তাই বলি কার্য্য কর কর্ত্তার মতন।
কর কর কর নিজ তত্ত্বের সাধন॥
তুমিই ত সেই তুমি আর কিছু নয়।
স্বরূপ হইলে তবে বিরূপ কি হয়॥
সহজেই হবে এসে প্রবোধ-প্রকাশ।
হৃদয়ে ধরিয়ে ক্ষমা ক্রোধ কর নাশ॥

জীবের প্রতি।

(১)

প্রকৃতি-সাধন করিয়ে কতই,
হ'লে তুমি জীব নর রে।
ইন্দ্রিয় সহিত সুখের সদন,
পেলে চারু কলেবর রে॥
যে কিছু দেখিছ এ ভবভবনে,
অতিশয় মনোহর রে।
সভাবে স্বভাব স্বভাব সাধিছে,
হয়ে মহামোহকর রে॥
সতত হতেছ মোহেতে মোহিত,
সমুদয় চরাচর রে।
নদ নদী কত বন উপবন,
জলনিধি জলধর রে॥
ফলফুলময় লতা তরুবর,
শোভে ধরা ধরাধর রে।
বিনোদ গগনে রাজিত সুচারু,
দিবাকর নিশাকর রে॥
ভূচর খেচর বায়ু বারিচর,
প্রাণী দেখ বহুতর রে।
প্রকৃতি-প্রসাদে পৃথক্ পৃথক্,
প্রমোদিত পরস্পর রে॥
গুণ্ গুণ্ স্বরে কমল-কেশরে,
মধু পিয়ে মধুকর রে।
কমলে কমল কুমুদকুসুম,
সুশীতল-সরোবর রে।

সুরভি-সুবাসে, আমোদ বিতরে,
সমীরণ ঝরঝর রে।
শীতল-পরশ, সরস-শরীর,
বাস নাসা-বাসাচর রে।
কানন-কুটীরে, কোকিল-কলাপ,
কুহরে মধুর স্বর রে।
নিজ নিজ ভাবে, ভাবে দ্বিজ যত,
সহ প্রিয়, সহচর রে॥
দেখ জল স্থল, অনল আকাশ,
অনিল শীতলকর রে।
ভূতের ব্যাপার, ভৌতিক সকলি,
পাঁচ ভূতে এক ঘর রে॥
পিতা মাতা আদি জাতি জ্ঞাতি যত,
সুত সুতা সহোদর রে।
সম্পদ বিভব, ভোগের বিষয়,
নহে কভু স্থিরতর রে॥
অনিত্য হইয়া, কেমনে এ সব,
হবে চিরসুখকর রে।
এই এই এই, সেই সেই সেই,
নেই নেই নেই স্থির রে॥
অতএব শিব, শিব যদি হবে,
উপদেশ ধর ধর রে।
মায়া-জায়া-ছায়া ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না,
সর সর সর সর রে॥
অভিমান আদি, লোভ মোহ যত,
ভ্রম হর হর হর রে।
শেষ জেনে এক' শেষ কর সব,
মোহজ্বরে কেন জ্বর রে॥
বোধের অসিতে, ক্রোধের সংহার,
কর কর কর কর রে।
উলঙ্গ রয়েছে, বিবেক-বসন,
পর পর পর পর রে॥
কাহার ভয়েতে কাতর হইয়া,
কাঁপিতেছ থর থর রে।
নিকটে অভয়, ভয় তবে কিসে,
কার ভয়ে তুমি ডর রে॥
ত্রিতাপে তাপিত, হয়ে তুমি আর,
তাপ পেয়ে কেন মর রে।
অভয় অন্তরে, আনন্দ-কাননে,
চর চর চর চর রে।
ভাবের আকাশে, নয়ন-যুগল,
হয় যেন নীরধর রে।
হরিগুণগানে, পুলকে প্রেমাশ্রু,
ফেলে যেন দরদর রে॥
সন্তোষ-সলিলে, মানস-সাগর,
ভর ভর ভর ভর রে।
বিষয়-বাসনা, বিষম-বারিধি,
তর তর তর তর রে॥
ভাব্ না কেন রে, ভাবনা কেন রে,
ভবের ভাবিকবর রে।
যাহারে ভাবিলে, ভাবনা থাকে না,
ভাব ভাবে করি ভর রে॥
অস্থির রবেতে, শরীর সূচনা,
হরির ধারণা ধর রে।
ধ্যানে জ্ঞানে মনে, জপ জপ জপ,
হর হর হর হর রে।
সকলি অনিত্য, নিত্য শুধু সেই,
পরমপুরুষপর রে।
সদা সর্ব্বক্ষণ সেই, নিত্যধন,
স্মর স্মর স্মর স্মর রে॥

(২)

বিফলে সময়, যদি কর ক্ষয়,
অসময় কিবা হবে রে।
নিজ-বোধহীন, হয়ে ভ্রমাধীন,
কত দিন আর রবে রে।
শরীর-রতন, নহে চিরধন,
এত ভ্রম কেন তবে রে।
নাহি জান জীব, আপনার শিব,
অশিব ভুগিছ ভবে রে॥
কত দিন আর, আমার আমার,
অভিমান-ভার ববে রে।
আর কত কাল, বিষম বিশাল,
রিপু ষড়জাল সবে রে॥
এখন চেতন, হ'ল না চেতন,
চেতন পাইবে কবে রে।
পরিহরি সব, হরি হরি রব,
মুখে আর কবে কবে রে॥
পরম সুধার, সুমধুর তার,
আর কতক্ষণে লবে রে।
কর রে সাধন, পাইবে সুধন,
নিধন হইবে যবে রে।
করিতে ভাবনা, কিসের ভাবনা,
কেন রে ভাবনা ভাবে রে।

ভাবি ভাবময়, তাহারে সদয়,
ভাবেতে যে জন ভাবে রে।
ভাব না বুঝিয়ে, ভাবনা করিয়ে,
কেমনে ভাবনা যাবে রে।
ভাবের বিষয়, হ'লে ভাবোদয়,
অনাসে সে ধন পাবে রে।
বাহিরে থাকিয়া, বাহিরে দেখিয়া,
মিছে কেন কাল হর রে।
শুন বলি সার, জাগো একবার,
ঘুমে কেন আর মর রে॥
ঘরের ভিতর, আছে এক ঘর,
সে ঘরে প্রবেশ কর রে।
মহা মূলধন, রয়েছে গোপন,
সেই ধন গিয়া ধর রে॥
দিবস থাকিতে, পাইবে দেখিতে,
অতিশয় মনোহর রে।
এলে পরে নিশা, হারাইবে দিশা,
আঁধার হইবে ঘর রে॥
কাল আর নাই, দিনে দিনে ভাই,
কয় তুমি তাই কর রে।
লয়ে সার ধন, সুখে তুমি মন,
আশা-পাশ হতে তর রে॥
করুণা-কমল, করিয়া অমল,
অলি হয়ে তায় চর রে।
পাপ-অন্ধকার, কেন রাখ আর,
প্রভাকর প্রভা কর রে॥

পরমায়ুঃ।

যত দিন আয়ু বায়ু না হইবে নাশ।
তত দিন সুখে কর জগতে বিলাস।
কালের কুটিল গতি দেখ দেখ জীব।
সাধ্যমতে সিদ্ধ নিজ নিজ নিজ শিব।
যদবধি পরমায়ুঃ দেহঘটে রবে।
তদবধি কিছুতেই মরণ না হবে
বিজন বিরল বনে করিলে প্রবেশ।
বাঘ আদি জন্তুগণ করিবে না দ্বেষ।
তক্ষক আসিয়া ক্রোধে দংশে যদি গায়।
রক্ষক হইয়া বিভু বাঁচাবেন তায়॥
পর্ব্বতের চূড়া হতে হইলে পতন।
যাতনা হবে না দেহে যাবে না জীবন॥
গভীর জলধি-জলে মগ্ন যদি হয়।
অনাসেই পাবে প্রাণ নাহিক সংশয়॥
দাবানলে বেষ্টিত যদ্যপি কর তার।
অনলের তাপ তার লাগিবে না গায়॥
পারিবে না পোড়াইতে প্রবল অনল।
আয়ু তারে বাঁচাইবে করিয়া শীতল॥
দৈববলে কোনরূপ না হয় ব্যাঘাত।
প্রবেশ করে না দেহে অস্ত্রের আঘাত॥
তখনি মরিবে হ'লে জীবন অতীত।
অকালে কালের করে কে হয় পতিত॥
পরমায়ু মহাধন স্থিত থাকে যার।
কে পারে অকালে তারে করিতে সংহার
শত শত শরাঘাতে স্থির হয়ে রয়।
উদরে ঢুকিয়া বিষ সুধা সম হয়॥
সময় হইয়া শেষ আয়ু যার যার।
কিছুতেই কোনরূপে রক্ষা নাই তার।
সদুপায় যত সব বিফল হইবে।
তৃণের আঘাত পেয়ে তখনি মরিবে॥
ঈশ্বর আপনি আসি করেতে লইয়া।
যদ্যপি ঔষধ দেন ভিষক হইয়া।
তথাচ হবে না তার কিছু প্রতীকার।
আয়ুর অন্যথা করে সাধ্য আছে কার।
কনক-কুটীর-কায় আঁধার করিয়া।
প্রাণের প্রদীপ যায় আপনি নিবিয়া।
হয়ে শব যায় সব পড়ে ধরাতলে।
সে দীপ কি কোন কালে পুনর্ব্বার জ্বলে।
এইরূপে চলিতেছে অখিল সংসার।
এই দেখি এই আছে এই নাই আর।
এই এই সেই সেই করিতে করিতে।
এইরূপে এক দিন হইবে মরিতে॥
চিরকাল এই ভবে কেহ হাড়ি রবে।
এইরূপে হয় আর লয় পায় সবে।
কাল-কাল-মহাকাল মহেশ্বর যিনি।
সদা কাল সমভাবে স্থিতমাত্র তিনি।
কালের অতীত সেই কালের ঈশ্বর।
সকলি নশ্বর আর সকলি নশ্বর।
চিরকাল স্থির কাল কালে কালভেদ।
বুঝিলে কালের মর্ম্ম দূর হয় খেদ।
কালে হয় যোগযোগে পর্ব্বত-সৃজন।
কালে হয় সেই গিরি ভূতলে পতন।
কালে হয় মহাবন নগর-প্রধান।
কালেতে নগর হয় বনের সমান।

কালেতে গোষ্পদ হয় সাগর অপার।
কালেতে সাগরে হয় দ্বীপের সঞ্চার॥
অতিশয় দীন আদি অধীন স্বাধীন।
কালের অধীন সব কালের অধীন।
পরিপূর্ণ হ'লে কাল কেহ নাহি রয়।
কালের বিচিত্র খেলা বুঝিবার নয়॥
কাল প্রাপ্ত হ'লে পরে প্রকাশিয়া গ্রাস।
রাহু আর কেতু করে রবি শশী গ্রাস॥
নিয়ৎ নিকট হ'লে নাহি রয় কেহ।
ভক্ষ্যেতে ভক্ষণ করে ভক্ষকের দেহ।
কালেতে বানর নর একত্র হইয়া।
সবংশে রাবণে দিল নিপাত করিয়া॥
কালেতে রাক্ষসকুল না রহিল আর।
স্বর্ণময় লঙ্কাপুরী হ'ল ছারখার॥
অতএব প্রিয়গণ সাবধান হও।
কালের নিকটে সব উপদেশ লও।
এই কাল হইতেছে যাহাতে সঞ্চার।
ক্ষণকাল প্রেম-ফুলে পূজা কর তার॥

সকলি অনিত্য।

ভ্রান্তি-ঘোরে মুগ্ধ হয়ে কি করিছ মন।
দগ্ধ করে তব দেহ মোহ হুতাশন॥
এ বেলা জ্ঞানের সলিলে হয়ে স্নাত।
আপনারে স্বভাবে আপনি হও জ্ঞাত॥
ভোগের ভবন নহে এই কলেবর।
যোগের গঠন সব রোগের আকর॥
যে কিছু সুন্দর শোভা যৌবন অবধি।
পরিশেষে শুষ্ক হয় লাবণ্য-জলধি॥
প্রথমে ইন্দ্রিয়-বলে প্রতিভা-প্রকাশ।
সে সকল তেজ, বল, ক্রমে হয় হ্রাস॥
স্বভাব স্বভাবে সব প্রভাবে প্রণীত।
পরে তাহা লয় হয় কিছু নয় স্থিত॥
খরতর বহে স্রোত সদা একধার।
নদ নদী ঝিল বিল সব একাকার॥
প্রবল তরল বেগ বিষম গভীর।
ছুটে নীর তীর সম ভেদ করি তীর॥
কল কল কল রব শুনে ভয়ঙ্কর।
স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়ে ফেরে জলচর॥
বরষায় এই ভাব স্বভাবে সঞ্চার।
পরিশেষে সে ভাব না রহে কিছু আর॥

একেবারে ম্লানমুখ হিম আগমনে।
মৃদুভাবে করে গতি অতি ক্ষুণ্ণ-মনে॥
বহুরত্ন-পরিপূর্ণ প্রবল সমুদ্র।
ঈশ্বরীয় লীলাক্রমে কালে হয় ক্ষুদ্র॥
না হয় তাহাতে আর তরণীর গতি।
বিরচিত দ্বীপ তাহে জীবের বসতি॥
প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত করে দিক্ সমুদয়।
কিন্তু সে অচির-প্রভা চিরস্থিত নয়॥
নানা জাতি বিহঙ্গম সায়াহ্নসময়।
বিশ্রাম-কারণে আসি এক বৃক্ষে রয়॥
পরস্পর সারানিশি সুখে অবস্থান।
সুমধুর স্বরে করে বিভুগুণ-গান॥
প্রভাত হইলে আর নাহি কার রেখা।
পরস্পর ছুটে যায় সব হয় একা॥
সৌরভেতে আমোদিত পুষ্পের কানন।
প্রকটিত ফুলপুঞ্জ প্রফুল্ল আনন॥
সম্ভ্রমে ভ্রমর ভ্রমে ভুঞ্জে কত রস।
গুণ গুণ গুণ গুঞ্জে মুখে গায় যশ॥
স্বভাবে শোভিত সব অতি মনোলোভা।
নয়নে ধরে না সেই মনোহর শোভা॥
ক্ষণপরে কুসুমের কেশর বিকল।
দণ্ড যশ নাহি খস খ'সে পড়ে দল॥
শুকাইয়া ধরার হৃদয়ে দেয় ধারা।
অলিবৃন্দ নিরানন্দ মকরন্দ হারা॥
গগন করেছে স্পর্শ পর্বতশিখর।
পতিত মস্তক সহ ধূলার উপর॥
গগনে নির্ম্মল শশী সুশীতলকর।
যাঁহার উদয়ে ফুল্ল জীবের অন্তর॥
মানুষের মানস-কুমুদ-বন্ধু যিনি।
অমাবাসে অনুদয়ে মৃত হন তিনি॥
বিচিত্র বৃহৎ বিশ্ব দৃশ্য যাহা কর।
সমুদয় নাশ হবে স্থায়ী কিছু নয়॥
না রহিবে বায়ু জল অগ্নি আর ভূমি।
কিছুমাত্র না রহিবে কোথা আমি তুমি॥
শিব হরি প্রভৃতি অমর কেহ নাই।
কালের করাল গ্রাসে পতিত সবাই॥
অতএব মন তাই উপদেশ ধর।
অহঙ্কার-অলঙ্কার পরিহার কর॥
পরাও ভাবের গলে বিবেকের হার।
ওহে চিত্ত তত্ত্ব নিত্য সেই সত্য সার॥

সঙ্গীত।

(১)

আর কবে ভাই মানুষ হবে ?
মানুষ হবে, মানুষ হবে,
আর কবে ভাই মানুষ হবে ?
দেখে তোর আকার প্রকার, আচার বিচার,
মানুষ কবে, মানুষ কবে ?
হতে চাও মানুষ যদি, ভ্রান্তি-নদী
এই বেলা পার হও রে ভবে ।
মনেরে ব'লে কয়ে, শুদ্ধ হয়ে
ডুব দিয়ে আর শান্তি-পবে ॥
অমৃত খেয়ে সুখে, নীরব মুখে,
মৃত হয়ে যেন রবে ।
লোকেতে বলুক মন্দ, সদানন্দ,
শব্দেতে সব, সবেই সবে ।
নয়নে ছোট বড় দেখ্‌বে যারে,
তুষবে তারে প্রিয়-রবে ।
জগতে হাড়ি মুচি সবাই শুচি,
সমভাবে ভাব্বে সবে ॥
রজনী পোহায় পোহায় হইয়াছে,
তিন ঘড়ী রাত আছে সবে।
এখনি প্রভাত হ'লে কুতুহলে,
নিজ স্থলে যেতে হবে ॥
স্বভাবে হও রে সোজা ভূতের বোঝা,
আর কত দিন মাথায় ববে ?
ছাড় রে ভোগের আশা, পুন আসা,
হবে না এই ভ্রমের ভবে ॥
ভবে না তুমিই রবে, আমিই রব,
রবে কেবল রব টি রবে।
চরমে হবে অন্ত, গুপ্ত আলো,
প্রভাকরে টেনে লবে ॥

(২)

হায়, আমি কি করিলাম এত দিন।
দিন যত গত গত, দিন দিন দীন ।
বৃথায় হইল জন্ম, বৃথায় হয়েছি মগ্ন,
অতনু-শাসনে তনু তনু অনুদিন।
ভাবে নাহি ভাবি ভাবি, কার ভাবে মিছা ভাবি,
না ভাবিয়া ভবভাবী, ভেবে হই ক্ষীণ ॥
অসার ভাবিয়া সার, হারাইয়া সর্ব্বসার,
কত বা গণিব আর এক দুই তিন।
সহজ আমার ভাই, সহজে না দেখা পাই,
জলে থেকে পিপাসায় মরে যথা মীন ।
সহজে যেরূপ কই, সহজে সেরূপ নই,
মিছা করি হই হই হয়ে বোধহীন।
নাহি হয় অনুভব, এ দেহ হইলে শব,
কোথা ভব, কোথা রব, কোথা হব লীন ॥
প্রবৃত্তির অনুরোধে, মাতিয়া বিষম ক্রোধে,
এখন আপন বোধে হতেছি প্রবীণ।
কাল-করী হরি হরি, হরিনাম পরিহরি,
বৃথা কেন কাল হরি হয়ে পরাধীন।
ডাকে প্রভাকরকর, কোথা প্রভাকরকর,
প্রকাশিয়া প্রভাকর শুভদিন দিন ॥

(৩)

যুবতী-যৌবন জলে, ডুব না রে আর।
জ্ঞানহীন লোভী মীন, মানস আমার ।
রমণীর রমণীয়, কলেবর কমনীয়,
ও ত নহে গমনীয়, দুখেরি আধার।
মদন ধীবর কাল, কার কত বড়জাল,
তাহাতে বিশাল জাল, করেছে বিস্তার।
রতি-রজ্জু করে করি, ব'সে আছে তটোপরি,
এখনি তোমারে ধরি, করিবে সংহার ॥
শান্তি-নদী সুবিমল, তাহাতে করুণা-জল,
সমভাবে সুশীতল, কত গুণ তার !
সে জলে ডুবিলে পর, ঘুচিবে জেলের ডর,
স্থির হয়ে নিরন্তর করিবে বিহার ॥
পরম প্রবাহ ভাল, একরূপ চিরকাল,
সে জলে কুহক-জাল, ফেলে সাধ্য কার।
খেলিবি আনন্দ করি, দেখে তোরে ক্ষেমঙ্করী,*
যদি লয় পায়ে করি, হবি রে উদ্ধার।

(৪)

কেহ নাহি আর ভবে কেহ নাহি আর।
সর্ব্বগত তুমি বিভু তুমি সর্ব্বসার ॥
কোথা হে করুণাকর, কাতরে করুণা কর,
কৃপাময় নাম ধর, করুণা অপার।
পাপানলে সদা জ্বলি, কার বলে হব বলী
তোমা বিনা কারে বলি, কে আছে আমার ॥
বন্ধুধা ক'রে কৃশ, কর হে পরম-ঈশ,
বিষয়-বাসনাম্বিব-বারিনিধি পার।

* ক্ষেমঙ্করী—পরমেশ্বরী ও শঙ্খচিল।

হৃদ্ হর তাপ হর, পতিতে পবিত্র কর,
তবে বুঝি মহেশ্বর, মহিমা তোমার ॥
কেমনেতে স্থির থাকি, মনেরে বুঝায়ে রাখি,
যে দিকে ফিরাই আঁখি, দেখি অন্ধকার ॥
হৃদয়-আকাশে আসি, রবি ছবি ভাস ভাসি,
অজ্ঞান-তিমির রাশি করহ সংহার ॥
এই দেখি এই সব, পরে সেই সব শব,
বুঝিতে না পারি তব, এ ভব-ব্যাপার।
ভ্রম যেন নাহি রয়, মোহ যেন নাহি হয়,
দূর কর সমুদয়, মায়ার বিকার ॥
নিজ দেহ দেখে স্থূল, মনের হইল ভুল,
নাহি ভাবে সর্ব্বমূল, তুমি মূলাধার।
আত্মভাব রেখে দূরে, না যায় সন্তোষ-পুরে,
কামনা-কাননে ঘূরে করে হাহাকার ॥
প্রকাশিয়া নিজ স্নেহ, অধিকার করি দেহ,
মনেরে প্রবোধ দেহ, এসে একবার।
পেলে তব শ্রীচরণ, মোহিত হইবে মন,
আশা-রোগ নিবারণ তবে হবে তার ॥
মনের মালিন্য হর, মনেতে বিরাজ কর,
এই মন, কলেবর, বিভব তোমার।
মনোময় রূপ ধরি, দরশন দেহ হরি,
জনম সফল করি হেরে একবার ॥
তব রূপ ধ্যানে ধরি, জ্ঞানেতে তোমায় স্মরি,
আর যেন নাহি করি আমার আমার।
অসার সংসার এই, সার ইথে কিছু নেই,
মন যেন ভাবে এই, তুমি মাত্র সার ॥

মনভ্রমরের প্রতি করুণা-কুমুদ।

শুন রে ভ্রমর-মন, কি ভ্রম।
কি ভ্রমে, কি ভ্রমে, কি ভ্রমে ভ্রম ॥
করুণা-কুমুদ-আমোদ ভুলে।
মজিলে কামনা-কমল-ফুলে ॥
আদরে তাহারে করিয়া বধূ।
বসিয়া রসিয়া খাইছ মধু ॥
আমি ত সতত সলিলবাসী।
তোমার নিকটে হয়েছি বাসি ॥
তুমি ত হ'লে না হৃদয়বাসী।
তবু হে তোমারে ভাল ত বাসি ॥
নিয়ত নলিনী নূতন রসে।
তোমারে আদরে রেখেছে বশে ॥
বধুর মধুর বচন মুখে।
রাখিবে যতনে থাকিবে সুখে ॥
ভাল হে নাগর তোমারি ভালো।
নিবিল আমার প্রণয় আলো ॥
ভ্রমণ করিয়া কত সরোবর-সলিলে।
বিকসিত শত শত শতদল দলিলে ॥
রজনীতে কুন্নমনে কোন্ বনে চলিলে।
বৃথায় হইল সব যত কথা বলিলে ॥
বঁধু মধু-মধুপানে মত্ত হয়ে টলিলে।
প্রেমভরে নলিনীর নলিনাঙ্গে ঢলিলে ॥
আমারে প্রবোধ দিয়া মিছা ছল ছলিলে।
সোহাগের সোহাগায় সোণা হয়ে গলিলে
বিহিত বচনে শেষ ক্রোধানলে জ্বলিলে।
বঞ্চনা করিলে প্রেমে, সুখ-ফল ফলিলে ॥

বিষয়ে সুখ নাই।

জন্মিলে মানুষ একা সঙ্গী নাই কেহ।
কেবল আপন-প্রতি আপনার স্নেহ ॥
একের ভাবনা মাত্র একরূপ বলে।
মানুষের স্বভাবেতে দুই পদে চলে ॥
দ্বেষ-রাগশূন্য মন ক্ষুণ্ণ কভু নয়।
আপনার সম দেখে জীব সমুদয় ॥
সুখেতে ভ্রমণ করে সন্তোষের বনে।
সহজে সহজ ভাব লাভ হয় মনে ॥
বিবাহ হইলে শেষ ভাসে ক্লেশনীরে!
দ্বিতীয় দেহের ভার পড়ে এসে শিরে ॥
মনে হয় সার বোধ অসার সংসার।
হিতাহিত বিবেচনা নাহি থাকে আর ॥
রমণী-রঞ্জন হেতু কামনার ফাঁদ।
সংসার-সাগরে বাঁধে বিষয়ের বাঁধ ॥
পূর্ণশশী সম শোভা যুবতীর মুখে।
ঘোর ক্ষুধা সুধা ভ্রমে বিষ খায় সুখে ॥
"স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী" শাস্ত্রে এই বলে।
চতুষ্পদ পশুপ্রায় চারি পায়ে চলে ॥
অর্থের কারণ হয় উপার্জ্জনে মন।
নানা ছল প্রতারণা করে অন্বেষণ ॥
বোধহীন সদা কাণ না বুঝে বিশেষ;
দারুণ দুঃখের দশা প্রাপ্ত হয় শেষ ॥
জন্মিলে সন্তান হয় অন্য প্রকরণ।
তৃতীয় দেহের চিন্তা উদয় তখন ॥

লালন-পালন হেতু বিষম ব্যাকুল ।
অকূল চিন্তা-অর্ণবে নাহি পায় কূল ॥
চতুষ্পদ নাহি থাকে ছয় পদ হয় ।
পশু ঘুচে কীট সম হয়ে শেষে রয় ॥
ভ্রমময় মায়াসূত্রে যুক্ত এককালে ।
ঊর্ণনাভি বদ্ধ যথা আপনার জালে ॥
এইরূপে ক্রমে যত বাড়ে পরিবার ।
মস্তকে ততই পড়ে সংসারের ভার ॥
তখন অনেক ধনে প্রয়োজন হয় ।
কোনরূপে নাহি রহে কোনরূপ ভয় ॥
সমুদ্র লঙ্ঘন করি অভয় অন্তরে ।
অনাসে ভ্রমণ করে দেশ-দেশান্তরে ॥
বহুকষ্টে যদি কিছু উপার্জ্জন হয় ।
নানারূপ বিড়ম্বনা ভোগের সময় ॥
রোগের প্রহারে যায় ভোগের প্রয়াস ।
নতুবা শমন করে জীবন বিনাশ ॥
যদ্যপি জীবিত ভাই থাকে সেই জন ।
সুখের আস্বাদ নাহি পায় তার মন ॥
পরিবারমধ্যে নহে সকলে সমান ।
পরস্পর মনে মনে মহা অভিমান ॥
যখন যাহার মনে তুষ্টি নাহি হয় ।
তখনি অমনি তার মলিনস্তদন্ত ॥
এইরূপে জর্জ্জর বিষয়ের বিষে ।
বিষয়ী পুরুষ তবে সুখী হবে কিসে ॥
সম্পদ-রক্ষণে বহু বিপদ্-সঞ্চার ।
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি অগ্নিভয় আর ॥
চোর-ভয়ে রাজ-ভয়ে ভীত প্রতিক্ষণ ।
কিরূপে মানব পায় সুখের আসন ॥
বিষয় বিবাদ যত ক্রোধের নিধান ।
দ্বেষ হিংসা সমুদয় হয় বলবান্ ॥
জ্ঞাতি-দ্বন্দ্বে অর্থনাশ রাজার সদনে ।
কদাচ না দেখে মুখ দয়ার দর্পণে ॥
চিরকাল রব আমি এই ভ্রম ধরে ।
মরণ নিকট অতি স্মরণ না করে ॥
সংসারী জীবের এক স্বতন্ত্র বিধান ।
আনন্দ অন্তরে তার নাহি পায় স্থান ॥
পরিজন কেহ হ'লে কুকার্য্যেতে রত ।
তখনি লজ্জায় তাঁর মুখ হয় নত ॥
হইলে পুত্রের পীড়া কতই অজ্ঞান ।
প্রতিদিন প্রাতে উঠে পাচনের জ্ঞান ॥
ঔষধ-পথ্যের তরে চিন্তায় মোহিত ।
ক্ষণে ক্ষণে পরামর্শ বৈদ্যের সহিত ॥
মরিলে সন্তান হয় পাগলের প্রায় ।
শোকে সব বল বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায় ॥
মায়ামদে মত্ত হয়ে মনে শোক আনে ।
কার পুত্র কেবা আমি কিছু নাহি জানে ॥
ত্যজিয়া আহার-নিদ্রা দুঃখে হরে কাল ।
মোহকূপে মগ্ন হয়ে যায় পরকাল ॥
হে বিভো করুণাময় ! দূর কর খেদ ।
মহামায়াজালপাশ সব কর ছেদ ॥
বিবেক বৈরাগ্য দুই এ ঘোর সঙ্কটে ।
নিয়ত নিযুক্ত থাক্ মনের নিকটে ॥
দয়া ধর্ম্ম সত্য আদি সেনাগণ যত ।
করুক্ বিপক্ষদলে সংগ্রামেতে হত ॥
মিথ্যা রাগ প্রতারণা শত্রুকুল যারা ।
খরতর জ্ঞান-অস্ত্রে সব হবে সারা ॥
জগতে কেবল হয় সত্যের প্রচার ।
মিথ্যার বাতাস যেন নাহি বহে আর ॥
ভবের ভৌতিক খেলা মিছে সমুদয় ।
একমাত্র সত্য তুমি বোধ যেন হয় ॥
তুমি সত্য নিত্যরূপ এই জানি সার ।
আত্মরূপে বিরাজিত হৃদয়ে আমার ॥
যেমন তেমন তুমি বিফল বিচার ।
মনোময়রূপে লহ প্রণাম আমার ॥

ব্রহ্মজ্ঞান ।

প্রকাশিয়া নিজ ছবি,* উদিত হইল রবি,
প্রভাতেই প্রভাত প্রকাশ ।
রজনী† হয়েছে শেষ, আলোকে ব্যাপিল দেশ,
অন্ধকার‡ হইল বিনাশ ॥
"আমি আমি" এ প্রকার, স্বপন দেখিনে আর,
পাইলাম আত্মপরিচয় ।
ভ্রমনিদ্রা পরিহরি, সুখে জাগরণ করি,
দেখিতেছি সত্য সুখময় ॥
ভুলে সেই সর্ব্বগত, যাতনা পেয়েছি কত,
চির দিন হয়ে পরাধীন ।
কাটিয়া মায়ার পাশ, মনেরে করিয়া নাশ,
এত দিনে হলেম স্বাধীন ॥

---

* রবি—তত্ত্বজ্ঞান । † রজনী—মায়া ।
‡ অন্ধকার—অজ্ঞান ।

দেশাচার যেষাচার, কিছুই রাখিনে আর,
অভিমান হয়ে গেল নাশ।
দেশ কাল ভেদ নাই, যখন যেখানে যাই,
সেইখানেই আমার নিবাস॥
পেয়েছি পরমনিধি, না মানি নিষেধ-বিধি,
উপরোধ অনুরোধ নাই।
আমি, তুমি, তিনি, উনি, আর নাহি ভেদ গণি,
এ জগতে সমান সবাই॥
এই আমি, আমি নই, এই আমি, আমি হই,
হইলাম আমিই আমার।
ব্রহ্মরূপ সমুদয়, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নয়,
ব্রহ্মময় অখিল সংসার॥
কি কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, নাহি করি সে ধর্ত্তব্য,
ত্রিভুবন তৃণের সমান।
আপনি আপন বশ, ব্রহ্মানন্দ সুধারস,
প্রতিক্ষণ সুখে করি পান॥
চেয়ে নাহি চক্ষু মেলি, নিজভাবে হাসি খেলি,
নাহি গাই আপনার ভাবে।
নাহি শোক নাহি রোগ, অবিচ্ছেদে সুখভোগ,
ভাব পেয়ে রয়েছি স্বভাবে॥
উদয় হতেছে কেন, কোন কুলবধূ যেন,
মধুদান করিছে আমায়।
নাহি যায় কার কাছে, হৃদয়ে উদয় আছে,
কেহ তারে দেখিতে না পায়॥
কিবা সে মধুর তার, তায় মাত্র তার তার,
সে মধু ত এঁটো করা নয়।
যে খেয়েছে আছে সুখে, ফুটিতে না পারে মুখে,
কিছুতেই প্রকাশ না হয়॥
মলেন ঈশ্বরগুপ্ত, হলেন ঈশ্বর গুপ্ত,
ব্যক্ত হ'লে গুপ্ত কোথা রয়।
গুপ্ত যদি নাহি রবে, গুপ্তভাবে দেখি তবে,
ঈশ্বরের খেলা সমুদয়॥

মিশনরি।

যথার্থ যে মূলধর্ম্ম, স্বতন্ত্র তাহার মর্ম্ম,
কর্ম্ম হেতু নাহি যায় জানা।
নানা জাতি নানা মত, উদ্ধারের নানা পথ,
জাতিভেদ ধর্ম্মভেদ নানা॥
পরমেশ কৃপাময়, এক ভিন্ন দুই নয়,
সবার উপাস্য হন যিনি।
শ্বেত পীত কৃষ্ণবর্ণ, নরনারী যত বর্ণ,
সকলের ত্রাণকর্ত্তা তিনি॥
এই যে অখিল বিশ্ব, স্থূলরূপে হয় দৃশ্য,
সুপ্রকাশ্য শোভা অপরূপ।
প্রকাশিয়া অনুরাগ, বহু খণ্ডে করি ভাগ,
সৃজিল মনুষ্য বহুরূপ॥
যত দেশ ছিন্নভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম চিহ্ন,
তাঁর সেই ইচ্ছা সমুদয়।
ভিন্ন রূপ ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন বোধ ভিন্ন আশা,
কিন্তু তাহে নিজে ভিন্ন নয়॥
বিফল বুদ্ধির ভুল, অতএব বলি স্থূল,
শুন ভাই মিশনরি মন।
শরীর ভারতবর্ষে, বাস কর মহা হর্ষে,
দ্বেষাদ্বেষে নাহি প্রয়োজন॥
আপনার মত যাহা, স্বজাতি-সমীপে তাহা,
ব্যক্ত কর ঈশু-গুণ গেয়ে।
বার বার এ প্রকার, ভ্রমে কেন ভ্রম আর,
হিন্দুদের পরকাল খেয়ে॥
জুসজাতি সুনিপুণ, তারা জানে ঈশু-গুণ,
কোরাণে যবন নাশে খেদ।
তোমাদের বাইবেলে, তোমাদেরি সুখ মেলে,
আমাদের শিরোধার্য্য বেদ॥
শাস্ত্রবল বাহুবল, উপদেশ যত বল,
যুক্তিবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বটে।
সকল জীবের ভাব, এক ভাবে আবির্ভাব,
নেই নিত্য নিয়ন্তা-নিকটে॥

প্রার্থনা।

জয় জয় সর্ব্বসার, জয় জয় সর্ব্বাধার,
জয় জয় জগদীশ জয়।
দয়াময় দাতারাম, অশেষ আনন্দধাম,
গুণাতীত সর্ব্বগুণময়॥
ভক্তাধীন নাম ধর, ভক্তের ভাবনা হর,
ভাবগ্রাহী তুমি ভগবান্।
যে ভাবে যে ভাবে ভাবে, আমার মনের ভাবে,
ভাব-পথে কর অবস্থান।
নয়ন মুদিত করি, ভাবনায় ভাব ধরি,
বিরলে বসিয়া ভাবি একা।
ওহে হরি দয়া করি, মনোহর রূপ ধরি,
অন্তর বাহিরে দেহ দেখা॥

কত ভাবে কত ভাবি, ভাবে আমি যত ভাবি,
ভাবি ভাবে ভাবের উদয়।

ভাবময় ভবধব, ভাবভরা তব ভব,
কৃপাভব ভব কৃপাময়॥

ভাব না যদি হে ধরি, কেমনে ভাবনা করি,
ভাবনায় ভাবনা কি আছে।

ভাব-সূত্রে দিয়া হাত, যতই টানিব নাথ,
ততই আসিবে তুমি কাছে॥

যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমনি লাভ,
তুমি বিভু আবির্ভাব ভাবে।

ভাব ছাড়া কভু নও, ভাবে তার মনে রও,
ভাবি হয়ে যে ভাবে যে ভাবে॥

তুমি হে পরম ভাব, অন্তরে পরম ভাব,
তব ভাব হেরি ভাবময়।

এই ভাবে এই ভাবে, এক ভাবে যেই ভাবে,
সেই পাবে তোমারে নিশ্চয়॥

কেমন বিচিত্র ভাব, ভাবেতে করিছ ভাব,
প্রকাশ হতেছে তার ভাব।

মনের যেরূপ ভাব, করে মাত্র অনুভাব,
ভাব কি বুঝিবে তব ভাব॥

ভাব হয়ে ভাব হর, সার ভাব দান কর,
ত্রাণ কর ভাবের এ ভাবে।

ভাব যেন স্থির রয়, ভাবে নাহি রত হয়,
প্রতিক্ষণ তোমারেই ভাবে॥

শুধু এই অভিলাষ, হইয়া তোমার দাস,
তোমায় ভজিব অবিরত।

হায় এ কি বিপরীত, কিছু নাহি হয় হিত,
বিড়ম্বনা ঘটে তায় কত॥

কিছুই না করিলাম, বৃথা কাল হরিলাম,
মরিলাম হয়ে বোধহত।

পরম পঙ্কজ ভুলে, কামনা-কেতকী-ফুলে,
উড়ে গিয়া মন হয় রত।

বিষয় বিভব যত, সকল হয়েছে গত,
রিপুচোরে করেছে হরণ।

ধরিতে না পারি চোরে, পোড়ে এই ভবঘোরে,
কত আর করিব রোদন।

পুরুষার্থ গেলে চুরি, কিসে রক্ষা পায় পুরী,
প্রতিক্ষণ ভেবে উচাটন।

রিপুদলে বপু দলে, বলী নাই জ্ঞানবলে,
কিরূপেতে করিব শাসন॥

দয়াকর দয়া কর, দীনের দীনতা হর,
কর কর জ্ঞান বিতরণ।

পরমেশ তুমি পর, পতিতে পবিত্র কর,
নাম ধর পতিতপাবন।

সদাশিব-রূপ ধর, সদা শিব দান কর,
জীবের অশিব কর নাশ।

হর হর তাপ হর, হর হর পাপ হর,
হর হর মহামোহ পাশ॥

যথা ভাবি যথা ভক্তি, যথা জ্ঞান যথা শক্তি,
প্রণিপাত তব পদতলে।

দেখ প্রভু দেখ দেখ, আমার আমিত্ব রেখ,
জলবিম্ব মিশায়ো না জলে॥

শুন ওহে গুণরাশি, জলেতেই যেন ভাসি,
কি হইবে জলে জল মিশে।

হইলে জলের জল, তাহাতে কি আছে ফল,
ফল হ'লে ফল খাব কিসে॥

কাজ নাই তুমি হয়ে, তুমি থাক তুমি লয়ে,
আমি থাকি আমিরে লইয়া।

আমি হে তোমায় চিনি, স্বভাবেই তুমি চিনি,
চিনি খাই পিপীড়া হইয়া॥

ইচ্ছাময় নাম ধর, যাহা ইচ্ছা তাই কর,
যা করিবে তাই হবে শেষ।

অভিরুচি যথা তব, যা হবার তাই হব,
কি হইব কি কব বিশেষ॥

মরণ তোমার নাই, মরণ সময়ে তাই,
স্মরণ করিব কোন্ রূপ।

সভাবে সদয় হয়ে, হৃদয়ে উদয় হয়ে,
দেখাইও আপন স্বরূপ॥

স্বরূপ স্বরূপ হ'লে, সে রূপ দেখিয়া মলে,
চরমে পরম পদ পাব।

হরিবোল হরি হরি, এই গীত গান করি,
যথাযোগ্য ধামে চোলে যাব॥

কি দিব তোমায়?

কি দিব তোমায় আর কি দিব হে আর।
যে কিছু বিভব দেখি সকলি তোমার॥
দিতে কিছু হয় বটে তাই ভাবি মনে।
তোমায় তোমার ধন দিব হে কেমনে॥
ভবের ভাণ্ডার ভরা ভাবের বিভব।
সে ভাব তোমার ভাব তোমারি ত সব॥
মনে ভাবি ভোগ হেতু পেয়েছি শরীর।
ভোগের কারণ নহে যোগের মন্দির॥

আমার শরীর বলে মিছা করি স্নেহ।
আমি যদি আমি নষ্ট কোথা রবে দেহ॥
হস্ত পদ চক্ষু আছে আছে নাসা কাণ।
দেহেতে ইন্দ্রিয় তুমি করিয়াছ দান॥
প্রাণ মন দিয়েছ দিয়াছ রিপু ছয়।
সবে মাত্র এক ঘর যার তার নয়॥
কলে গাঁথা কলেবর চলিতেছে কলে।
যে ভাবে চলাও তুমি সেই ভাবে চলে॥
রাখিয়াছ অগ্নি জল কলের আগারে।
তুমি না চালালে কল কে চালাতে পারে॥
ক্ষণে যদি প্রকাশ না কর নিজ গুণ।
এখনি শুকাবে জল নিবিবে আগুন॥
কলে শুধু নড়ি চড়ি কলে করি বল।
এ কল বিকল হ'লে বিফল সকল॥
বিকল হইয়া কল আর না চলিবে।
আমারে আমার আমি আর কে বলিবে॥
তোমায় কি দিব আর ভাবি বার বার।
দানের সম্ভব বল কি আছে আমার॥
যত কাল আমায় করিবে দেহধারী।
তত কাল কিছুমাত্র দিতে নাহি পারি॥
আমার শরীর তুমি যদি কর শব।
দেহ মম প্রাণ মন দিতে পারি সব॥
তোমায় করিতে দান সাধ্য কিছু নাই।
যে ধন দিয়েছ তুমি যদি লহ তাই॥
তবেই তোমারে কিছু দান করা হয়।
নতুবা যে দিব দান দান তাহা নয়
ইচ্ছায় করিলে দান সেই দান দান।
কেমনে হে দিতে পারি যদি থাকে প্রাণ॥
লহ লহ তুমি লহ তোমারি সম্পদ।
দান পেয়ে মান রেখে দান কর পদ॥
নিতে হয় লও দেহ দেহ পুরস্কার।
তোমারে তোমার দিয়ে হইব তোমার॥
আমার করেছ আমি আমি নাহি রব।
এ আমি লইলে আমি তুমি গিয়া হব॥
কর কর কর পুণ্য নিয়া উপহার।
আমাতে হে আমি রব রাখিও না আর॥
তুমি তুমি আমি আমি আর না বলিয়া।
রহিব তোমার ধ্যানে নীরব হইয়া॥
লহ লহ রাজকর বিহিত যে হয়।
আমার আমার ভাব উচিত ত নয়॥
দিলে নিলে দিবে নিবে তোমারি বিষয়।
তুমি যদি নিতে পার দিতে নাই ভয়॥
আমার আমার ভবে এই এক ধ্বনি।
সে ধ্বনি তোমার ধন তুমি তার ধনী॥
আমি ধ্বনি তুমি ধনী রবে না এ বোধ।
যার ধন তারে দিয়া ঋণ করি শোধ॥
আমায় দিতেছি আমি খরচ লিখিয়া।
খাতায় করহ জমা আদায় বলিয়া॥

পৃথিবী-শিক্ষা।

বিষয় বিরস রস নহে ত সুরস।
না জানিয়া হেন রসে কেন হও বশ॥
কেন কর আমি আমি আমার আমার
সংসারের সুখ যত সকলি অসার॥
সাবধান সাবধান সাবধান জীব।
ভুল না ভুল না কেহ আপনার শিব॥
অভিমানী পণ্ডিত দাম্ভিক কত জন।
নানারূপ বেশ ধরি করিছে ভ্রমণ॥
ভুলাবে তোমারে করি মিছা কলরব।
সত্যের সাধনা-পথে কণ্টক সে সব॥
বিকট-বেশেতে তারা নিকট আসিবে।
কুহকের কথা কয়ে কাঁদিবে হাসিবে॥
কতরূপে ভয় লোভ দেখাবে তোমায়।
মোহিত হয়ো না তুমি তাদের কথায়॥
এ সকল উপদ্রব হ'লে উপস্থিত।
নিজ-পথ ছাড়া নয় তোমার উচিত॥
বিরোধী জনেরে তুমি কিছু না কহিবে।
তিরস্কার পুরস্কার বলিয়া সহিবে॥
এ সকল উপদেশ শিক্ষা হেতু ভাই।
"সর্ব্বসহা ধরা" বিনা গুরু আর নাই॥
আহা মরি ধরণীর ধৈর্য্যগুণ যত।
বিশেষ করিয়া আর প্রকাশিব কত
কত রূপে লোকে তাঁর করিছে তাড়ন।
কোদাল ধরিয়া কেহ করিছে খনন॥
কৃষক লাঙ্গল দিয়া করে বিদারণ।
মল আর মূত্র ত্যাগ করে সর্ব্বজন॥
তথাচ ধরণী নন বিরূপ কখন।
সমভাবে সকলেরে করেন ধারণ॥
খেয়ে দোষ নাহি রোষ সন্তোষ সমান।
বাঁচান "জীবিকা" দিয়া সকলের প্রাণ॥
অতএব জ্ঞানিগণ কি কব বিশেষ।
পৃথিবীর নিকটেতে লহ উপদেশ॥

মানস বিমল করি বুঝে দেখ ভাবে।
এমন স্বভাব গুরু আর কোথা পাবে॥
ধরাধামে তরু আছে অশেষ প্রকার।
কেমন মহৎ তারা দেখ একবার॥
গুরু ব'লে প্রণিপাত কর সব গাছে।
সদাচার শিক্ষা কর তাহাদের কাছে॥
ফল মূল ফুল মধু পত্র আর ছাল।
পর উপকারে করে দান চিরকাল॥
এ সব আপন দেহে করিয়া ধারণ।
নিজে তার কিছু নাহি লয় আস্বাদন
বল করি সকলেতে করিছে হরণ
ধরে না বিভাব তায় করে না বারণ॥
পাত পেতে ভাত খায় নিয়তই নর।
নিদাঘেতে নিদ্রা যায় পাতার উপর॥
ফুলে বসি মধুকর করে মধুপান।
মানবে আমোদী হয় লয়ে তার ঘ্রাণ॥
কীট, পাখী, পশু, নর, ফল করে ভোগ।
তরু-মূলে নাশ হয় কত কত রোগ॥
যোগী জনে মূল খেয়ে মন করে স্থির।
ছাল নিয়ে বস্ত্র করি ঢাকেন শরীর॥
আপনায় এত ধন আপনি না লয়।
পরের কারণে শুধু করিছে সঞ্চয়॥
[illegible]বিকর বারিধারা নিজ শিরে বয়।
[illegible]রে কত সুখে রাখে আশ্রয় যে লয়॥
[illegible]র এক অপরূপ করহ শ্রবণ।
[illegible]রে তার উপকার যে করে ছেদন॥
[illegible]ঠোর কুঠারে কাঠ কাটে যে সকল।
[illegible]য়া দিয়া তাদের করিছে সুশীতল॥
[illegible]কাতরে দান করে না হয় বিরূপ।
[illegible]র করুণা-ধর্ম্ম অতি অপরূপ॥
[illegible] প্রকার অযাচক কে আছে কোথায়।
[illegible]কাইয়া মরে তবু জল নাহি চায়॥
[illegible]খ নাই দুখ নাই সদা সমভাব।
[illegible]ীরুহে মহাশ্চর্য্য সিদ্ধ এই ভাব॥
[illegible]কার-ধর্ম্ম শিখ গাছের কৃপায়।
[illegible] গুরু কি শিখাবে অধিক তোমায়॥
[illegible] কিছু রয় বস্তু যদি কিছু রয়।
[illegible]রের ভোগ্য তাহা জানিবে নিশ্চয়॥
[illegible]ত্র সকল প্রাণী দেহ ভাব তুমি।
[illegible] যাতে সুখে থাকে তাই কর তুমি॥
[illegible] কেহ মন্দ করে ভাল কর তার।
[illegible]কার হতে তাই ধর্ম্ম নাই আর॥

সুখে তুমি সহ্য কর পরের পীড়ন।
কার প্রতি ক'র নাক মন্দ আচরণ॥
স্তুতি আর নিন্দাবাদ উভয় সমান।
কিছুতেই না ভাবিবে মান অপমান॥
বৃক্ষের নিকটে শিক্ষা করি উপদেশ।
পাইয়া পরম তত্ত্ব জানিবে বিশেষ

অগ্নি-শিক্ষা।

সংসারে না হয়ে মত্ত, শিক্ষা কর নিজ তত্ত্ব,
নলে করিয়া গুরু জ্ঞান।
শিখিয়া তাহা[illegible]র্ম্ম, দগ্ধ কর নিজ-কর্ম্ম,
যাহে জীব হয়েছে অজ্ঞান॥
নিজে নিজ-ভাব ধর, বিনা ক্ষোভে কাল হর,
অন্যে কর ভাব বিতরণ।
যখন যে খাদ্য পাবে, সন্তোষেতে তাই খাবে,
সঞ্চয়ের নাহি প্রয়োজন॥
তপে হয়ে তেজোময়, করি সব শত্রু জয়,
কর নিজ প্রভাব প্রচার।
দূর হবে সব খেদ, সহজে পাইবে ভেদ,
ভেদাভেদ না রহিবে আর॥
দেখ দেখ অপরূপ, লুকায়ে আপন রূপ,
অনল কাঠেতে করে বাস।
যতই করিবে ছেদ, না পাইবে তার ভেদ,
কিছুতেই হবে না প্রকাশ॥
যদি কোন বিচক্ষণ, ভেদ করি নিরূপণ,
কাঠে কাঠে ঘষে একবার।
তবেই স্বভাব ধরি, নিজ-বাস নাশ করি,
জ'লে উঠে ধরিয়া আকার॥
দহনের কিবা কর্ম্ম, আপন নিগূঢ় মর্ম্ম,
বুঝে দেখ নিজ কলেবরে।
কোথায় আত্মার বাস, সবে কয় অপ্রকাশ,
কিন্তু তিনি সর্ব্বচরাচরে॥
আত্মতত্ত্ব সুবিচার, ঘর্ষণ জানিবে তার,
যোগে যোগে পাইয়া প্রকাশ।
নিজ দেহ কর্ম্ম বন্ধ, পোড়াইয়া তার গন্ধ,
রাখিবে না করিবে বিনাশ॥
উপদেশে এইরূপ, আপন স্বরূপ রূপ,
সুখে লাভ কর অনায়াসে।
মিছে কেন কর ক্রম, অসত্তে সত্যের ভ্রম;
মর কেন প'ড়ে কাম-ফাঁসে।

অনল গুরুর কথা, কহিলাম আমি যথা,
করিয়া সাক্ষাৎ আচরণ।
পাইলাম দিব্য জ্ঞান, যে করিবে এ বিধান,
তত্ত্বজ্ঞানী হবে সেই জন॥

চন্দ্র-শিক্ষা।

না করিয়া আপনার তত্ত্ব-নিরূপণ।
মিছা ভ্রমে কেন জীব করিছ ভ্রমণ॥
নিশাকরে গুরু করি শিষ্য হও তার।
স্বরূপ স্বভাব লাভ হইবে তোমার॥
আকাশে উদয় হয় চাঁদের মণ্ডল।
তাহার আধার অমা কলা নিরমল॥
যেমন মালার মাঝে সূত্রের সঞ্চার।
সকল কলায় গাঁথা আছে সে প্রকার॥
এ কারণে আমার নাহিক ক্ষয়োদয়।
আমা ছাড়া সকল কলার আছে ক্ষয়॥
এক পক্ষে বেড়ে শশী পৌর্ণমাসী হয়।
আর পক্ষে ক'মে ক'মে, একেবারে ক্ষয়॥
চন্দ্রকলা আসে যায় এরূপ প্রকার।
অমাকলা সমান বিকার নাই তার॥
এইমত দেখিয়া চাঁদের ব্যবহার।
দেহ সহ, আত্মতত্ত্ব, করহ বিচার॥
হ্রাস, বৃদ্ধি, জন্ম আদি যে সব বিকার।
শরীরের সে সকল নহে ত আত্মার॥
কখন শরীর-যোগ কখন বিচ্ছেদ।
আত্মা সেই অবিনাশী নাহিক প্রভেদ॥
এই ভাবে অনায়াসে নিজ তত্ত্ব জেনে।
ভব-নদী পার হও চাঁদে গুরু মেনে॥

সূর্য্য-শিক্ষা।

এক আত্মা দুই নাই এই বলে বেদ।
শরীরের ভেদ লয়ে তাহার প্রভেদ॥
প্রতি জলে রবি-ছবি যরূপ প্রকার।
সেইরূপ দেহ-ঘটে আত্মার সঞ্চার॥
বায়ু-বেগে বারি যদি করে টল টল।
তার মাঝে ভানু-তনু দেখায় চঞ্চল॥
গগনেতে তপনের নাহিক বিকার।
স্বরূপ স্বভাবে স্থিত সদা একাকার॥
সেইরূপ পরমাত্মা নিত্য নির্ব্বিকার।
অবিদ্যার প্রতিবিম্বে দেখায় বিকার॥
আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি কৃশ স্থূল।
এ সব আরোপ মাত্র অবিদ্যাই মূল॥
আত্মা শুধু সুখময় নিত্য নিরঞ্জন।
আকাশেতে স্থিত রবি-মণ্ডল যেমন॥
এই ভাবে আত্মতত্ত্ব করহ বিচার।
পাইবে পরম সুখ ঘুচিবে সংসার॥

অজাগর-শিক্ষা।

নিরন্তর অভিলাষ অন্তরে সবার।
দুখের সংহার আর সুখের সঞ্চার॥
এ জগতে যত জীব হয়েছে উন্মাদ।
প্রমোদ করিতে গিয়া ঘটায় প্রমাদ॥
স্থির হয়ে দেখে যদি তবে রবে পদে।
তা নইলে পদে পদে পড়িবে বিপদে॥
মুখে যারে সুখ বল, সে ত সুখ নয়।
দুখের সহিত তার প্রভেদ কি হয়॥
ইন্দ্রিয়ের প্রীতি যাহা সুখ তারে কয়।
সুখ সুখ এই সুখ আর কিছু নয়॥
যে সুখ মনের ভোগ মনে পায় স্থান।
স্বর্গ আর নরকেতে সে সুখ সমান॥
সুরপুরে সুররাজ যেরূপ প্রকার।
করেন শচীর সহ সুখেতে বিহার॥
নরকে শূকরী লয়ে শূকর-নিকর।
তার চেয়ে সুখ পেয়ে সুখী নিরন্তর॥
দেবরাজ তৃপ্ত হন সুধা করি পান।
শূকর খেতেছে মল অমৃত সমান॥
ভ্রমে মাত্র ভেদাভেদ শুচি কি অশুচি।
সেই তাহা ভোগ করে যার যাহে রুচি॥
হেয় আর উপাদেয় ভেদাভেদে ভুল।
সুখ-দুখ দুখ-সুখ মনের সে ভুল॥
মনে মনে এ সকল করিয়া বিচার।
কার কাছে কোন আশা ক'র নাক আর॥
যা হবার তাই হবে কে করে বারণ।
মিছেমিছি কেন ভাব দেহের কারণ॥
এ যে তেতো এত কম খাব না খাব না।
ছাড় ছাড় ছাড় জীব পেটের ভাবনা॥
যাহা পাবে তাই খাবে হয়ে পরিতোষ।
প্রেমধনে পূর্ণ কর হৃদয়ের কোষ॥

এ জ্ঞানের গুরু ওই অজাগর সাপ।
তার কাছে শিক্ষা লও যাবে সব তাপ॥
তার ভাব-ধর যদি ভাবনা কি তবে।
সমভাবে সদাকাল সন্তোষেতে রবে॥

সমুদ্র-শিক্ষা।

সত্ত্ব রজ তম এই ত্রিগুণ প্রভাব।
সংসারে দেখিতে পাই বহুবিধ ভাব॥
সে ভাব কি ভাব? সে যে মায়ার প্রভাব।
আছে মাত্র এক ভাব কর অনুভাব॥
মান্য স্বভাব নাই তাতে সদা সমভাব।
সে ভাবের ভাবী হয়ে ভাবে কর ভাব॥
কেহ যদি ঘটায় তোমাতে অন্য ভাব।
স্বভাবের ভাবে তুমি কর না অভাব॥
ভোগাভোগে না হইবে পুষ্ট আর ক্ষীণ।
একভাবে থাক হয়ে বোধের অধীন॥
নানা সহ নানা রস হ'লে আলাপন।
সে রসে রসিক হয়ে দিও নাক মন॥

হরিণ-শিক্ষা।

অতিশয় ভয়ানক এই ভব-বন।
মৃগরূপে তুমি তথা করিছ ভ্রমণ॥
নব নব বিষয়ের তৃণ খেয়ে খেয়ে।
চরিছ মনের সাধে দেখ নাক চেয়ে॥
ব্যাধরূপে পঞ্চশর লয়ে পঞ্চশর।
পেতেছে মায়ার জাল বনের ভিতর।
তার অনুচর যত বেণু-বীণা-স্বরে।
সুরাগে করিছে গান ভুলাবার তরে॥
সুখ-আশে কর নাক সে গীত শ্রবণ।
সে গীত অহিতকর নাশের কারণ॥
তাদের কুহকে যদি পড় মায়া-জালে।
তবে আর পরিত্রাণ নাহি কোন কালে॥
সেই অবকাশে ব্যাধ হানি পঞ্চবাণ।
বিনা লক্ষ্যে হৃদয় ফাড়িবে খান্ খান্॥
অপরূপ অতনুর তনুভেদী ভেদ।
শরায় না করি ক্ষত মন করে ছেদ॥
অতএব মিছে গান কর না শ্রবণ।
যদ্যপি শুনিবে শুন ঈশ্বর-কীর্ত্তন॥

কাণের দোষেতে করি গানের প্রণয়।
বনের হরিণ এসে জালে বদ্ধ হয়॥
হরিণেরে গুরু করি ভাব এক সার।
কামকেলি-রস-গীত শুন না রে আর॥

মৎস্য-শিক্ষা।

ভব-বন ভয়ঙ্কর, তাহাতে তোমার ঘর,
আঁটা নাই খোলা নবদ্বার।
কখন্ কি হয় হয়, কিছুই না কর ভয়,
দেখ কত ঘোর অন্ধকার॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ চোর, সদাই করিছে জোর,
কিছুতেই মানে না বারণ।
কুমন্ত্রণা করি তারা, তোমারে করিল সারা,
হরিল সকল সার ধন॥
তার মাঝে রসনারে, দুষি আমি বারে বারে,
প্রবল সে সকলের চেয়ে।
হয়ে তার লোভাধীন, জ্ঞানহীন যত মীন,
মরে বঁড়শীর টোপ খেয়ে।
যত দিন এ ইন্দ্রিয়, বল প্রকাশিবে স্বীয়,
জিতেন্দ্রিয় কে হইতে পারে।
অনাহারে বৃদ্ধি হয়, আহারেও ক্ষান্ত নয়,
কিরূপেতে বশ করি তারে॥
রসনা নিতেছে রস, সে নহে আপন বশ,
লোভ তার মূলাধার হয়।
দেখিয়া মীনের গতি, স্থির করি নিজ মতি,
কর কর লোভ কর জয়॥

মধুমক্ষিকা-শিক্ষা।

নিজে আর যাচকেরে করিয়া বঞ্চন।
সঞ্চয় কর না ঘরে কোনরূপ ধন॥
দেখ দেখ ব্যবহার মধুমক্ষিকার।
সঞ্চয়ের ফল পায় কিরূপ প্রকার॥
শরীর পতন করে করিয়া সঞ্চিত।
কৃপণ আপন ধনে আপনি বঞ্চিত॥
পরে আর কি হইবে কিছু নাহি জানে।
কৃপণতা-দোষে শেষ মারা যায় প্রাণে॥

ভ্রমর-শিক্ষা।

শুন যোগিগণ, কহি বিবরণ,
বুঝে কর ব্যবহার।
এ ঘোর সংসার, মায়ার বাজার,
অসার, নাহিক সার।
নানা বেচা-কেনা, তাহাতে ঠকে না,
কে না বল এ ভুবনে।
অলীক দেখায়, সত্যেরে লুকায়,
কি তায় বুঝিবে মনে।
মূল যার যাহা, নাহি বলে তাহা,
লঘু মূল্যে করে ক্রয়।
হইয়া ব্যাপারী, কি করিতে পারি,
হাট-চোরে সদা ভয়।
দেখে এ বাজার, এরূপ আকার,
কর না কোথা বিশ্বাস।
দিয়া নানা গন্ধ, ছলে করে বন্ধ,
বাহিরে বড় আশ্বাস।
যেন ভোজবাজী, হয়ো না হে রাজি,
জানিয়া আপন সার।
অনাসক্ত মন, করিয়া ভ্রমণ,
দোকানে যাবে সবার।
যে যা তোলা দিবে, সাদরে লইবে,
ছাড়িবে অধিক আশ।
উদর-পূরণ, নহে যতক্ষণ,
ততক্ষণ তথা বাস।
কটু তিক্ত প্রায়, লবণ কষায়,
যে যা দিবে তাহা খাবে।
সুমধুর আশে, ধনীর নিবাসে,
কোনরূপে নাহি যাবে।
ধনী মহাজন, নহে মহাজন,
মহাজন সাধু যাঁরা।
অতি অকিঞ্চন, না জানে বঞ্চন,
দয়ার সাগর তাঁরা।
অতএব শুন, হইয়া নিপুণ,
ছাড়হ বিষয়ি সঙ্গ।
সকল হারাবে, পরকাল যাবে,
হইবে যোগের ভঙ্গ।
এই উপদেশ, পাবে পরিশেষ,
গুরু করি মধুকরে।
তার ব্যবহার, ত্রিবিধ প্রকার,
দেখ এই চরাচরে।
সর্ব্বত্র ভ্রমণ, উদর পূরণ,
কিছুতে নাহিক ক্ষোভ।
উদর পূরিলে, যদি বহু মিলে,
তাহাতে না হয় লোভ।
প'ড়ে লোভ-ফাঁদে, কেবা নাহি কাঁদে,
লাগিয়া মায়ার ধন্ধ।
পদ্মের ভিতর, বন্ধ মধুকর,
কেতকী-রেণুতে অন্ধ॥
হেন আচরণ, কর না কখন,
যাহাতে লোভের লেশ।
সে যে পাপরোগ, দেখাইয়া ভোগ,
শেষে দেয় নানা ক্লেশ॥

হিতমালা।

আশা নামে স্রোতস্বতী শুষ্কা নাহি হয়।
মনোরথ-জলে সদা পরিপূর্ণ রয়॥
অনুরাগে তায় হিংস্র—করাল কুমীর।
নিয়ত ভ্রমিছে নীরে হইয়া অস্থির॥
কুতর্ক-বিহঙ্গ কত জলমাঝে চরে।
ঘুরিছে সাঁতার দিয়া তোলপাড় করে॥
ধর্ম্ম-চারু তরু যত ছিল তটস্থলে।
পাড় ভেঙ্গে মূল সহ পড়িয়াছে জলে॥
মোহরূপ জল-ভ্রম বিষম বিস্তার।
দুর্গম দারুণ কিসে পাইব নিস্তার॥
চিন্তারূপ উচ্চ তট এ নদীর ধরে।
সাধ্য কার সহজেতে পার হতে পারে॥
এই আশা-নদী পারে গিয়ে ছেন যাঁরা।
সাধু সাধু সাধু বটে কত সুখী তাঁরা॥
কপালের দোষে আমি না পাইয়া পার।
দুঃখের তরঙ্গে প'ড়ে করি হাহাকার॥

বিষয়-বিভব যদি বহুকাল রয়।
কিন্তু তাহা কোনমতে চিরস্থায়ী নয়॥
সেই ধন স্থির হয়ে কখন না রবে।
হবেই হবেই নাশ এককালে হবে॥
অতএব এই ধন থাকাতে কি সুখ।
এই ধন না থাকাতে এতই কি দুখ॥
আপনি পাইবে ক্ষয় এ ধন না রবে।
ধন ধন ক'রে তবে মরে কেন সবে॥
কালক্রমে হ'লে পরে যে ধন সংহার।
লোকের মনেতে হয় শোকের সঞ্চার॥

আপন ইচ্ছায় হ'লে সে ধনে বিমুখ।
আহা মরি কত তার শান্তি আর সুখ।
মনেতে আশার তৃষা যে করে হরণ।
দাস হয়ে আমি তার পূজিব চরণ।

নিজবোধ-ভূষায় ভূষিত হন যাঁরা।
ইহলোকে জীব হয়ে শিব হন তাঁরা।
বিমল বিবেক-জলে শুদ্ধ করি মন।
ভাবেন তৃণের সম এ তিন ভুবন।
লোভ আদি রিপুকুলে করিয়া নিগ্রহ।
করতলে নিধি পেলে নাহি প্রতিগ্রহ।
হায় হায় আমরা কেমন দুরাচার।
করিতে পারিনে কভু লোভের সংহার।
কোন কালে কখনই পাই নাই ধন।
এখন ত নাহি হয় ধন উপার্জ্জন।
পরে বা কখন পাব বিশ্বাস ত নাই।
কেন তবে ভোগ করি মিছে আশা-বাই।
ধন ধন ক'রে কভু না পেলেম ধন।
কেবলি হলেম আমি আপনি নিধন।

যোগযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় যত পুণ্যরাশি।
অবিরত ধ্যানে রত গিরিগুহাবাসী।
অভয়ে বিহঙ্গবৃত্ত সুখে ধরি তান।
তাঁদের প্রেমাশ্রু-রস করিতেছে পান।
কোন কালে নাহি জানে কোনরূপ দুখ।
মনের আনন্দে কত ভোগ করে সুখ।
আমরা ধরেছি মিছে নর-কলেবর।
নিরন্তর কল্পনায় কেবলি কাতর।
মনোহর বাড়ী-ঘর সরোবর তীরে।
কেলির কাননে কত বেড়াতেছি ফিরে।
ক্ষণমাত্র নাহি হয় সুখের উদয়
কেবল কল্পনা করি অয়ু হ'ল ক্ষয়।

যুবতীর স্তনদ্বয়ে মাংসপিণ্ড সার।
কনক-কলস সহ তুলনা তাহার।
কফ আর কাস ভরা নারীর বদন।
চাঁদের তুলনা তায় দেন কবিগণ।
মূত্র-শ্লেষময় সদা নারীর জঘন।
উপমায় করি-শুণ্ড হতেছে বর্ণন।
এমন যে নারী-দেহ নিন্দার-নিলয়।
কবিমুখে কখনই নিন্দনীয় নয়।
কি নয়নে কামিনী করিয়া দরশন।
একেবারে খুলিয়াছে ভুলিয়াছে মন।
অসার ভাবিয়া সার-এনে কয় আর।
অতএব কবির চরণে নমস্কার।

হস্ত আছে পদ আছে যথা তথা যাই।
ভিক্ষা করি যথাকালে এক মুঠা খাই।
যেমন তেমন হোক খেদ নাহি তায়।
শরীর-ধারণ মাত্র মূল অভিপ্রায়।
ভূতল রয়েছে শয্যা ভাবনা কি তার।
এই দেহ সবে মাত্র নিজ-পরিবার।
ছেঁড়া পচা বস্ত্র নিয়া কাঁথা সিলাইয়া।
যথা তথা বেড়াইব শরীর ঢাকিয়া।
ইথে যদি অনায়াসে সুখে যায় দিন।
কেন তবে হয় লোক লোভের অধীন।
এমন অমৃত ফেলে হইয়া অজ্ঞান।
বিষয়-বাসনা-বিষ কেন করে পান।

দাহনের কত দুঃখ আগে না জানিয়া।
পতঙ্গ পুড়িয়া মরে অনলে পড়িয়া।
না জানিয়া হয়ে এক লোভের অধীন।
বঁড়শীর টোপ গিলে মারা পড়ে মীন।
তাহারা ইতর প্রাণী জ্ঞানহীন হয়।
নাহি জেনে ত্যজে প্রাণ তত দোষ নয়।
মহাপ্রাণী মানব প্রধান সবাকার।
দেহ-ধর্ম্মে করিয়াছে জ্ঞান অধিকার।
পদে পদে বিপদের আকর বিভব।
দেখিতেছে শুনেছে জানিতেছে সব।
বিষয়সাগরে খেয়ে যাতনার ঢেউ।
তথাচ ভোগের আশা নাহি ছাড়ে কেউ।
কত দূরে চলে স্রোত নাহি দেখি সীমা।
হায় হায় ওরে লোভ কি তোর মহিমা।

শোভার আধার রূপ সুচারু সদন।
সাধু সদালাপ-প্রিয় প্রাণের নন্দন।
নবীন বয়স কাল ধনের ভাণ্ডার
সুরূপসা সুলক্ষণা রমণী আর।
এ সকল চিরস্থায়ী করিয়া নির্দ্দেশ।
সংসারের কারাগারে করেছে প্রবেশ।
এ দুঃখ কহিব কারে হায় হায় হায়।
সকলেই ঘোর অন্ধ দেখিতে না পায়।
নিয়ত যাইছে কত পুণ্যশীল যত।
এ সকল দেখিতেছে স্বপনের মত।
দূর হতে দূর করে নিকটে না রয়।
নিয়তই পাশমুক্ত কারাভুক্ত নয়।

যোগ সেধে যোগী হতে সাধ যদি আছে।
যেও না যেও না তবে যুবতীর কাছে॥
রমণী মোহিনী প্রায় কি কুহক জানে।
বস্তু শেষ করে তার চায় যার পানে॥
নারী-নেত্র কালসর্প কটাক্ষ দর্শনে।
বিষে করে জর জর কত শত জনে॥
কামিনীর প্রেমমদে মাতাল সকলে।
ভ্রমরায়ু ভ্রম দেখ চিত্রের কমলে॥
প্রবল প্রমাণ তার দেখ এক চাঁদে।
কাঠের করিণী দেখে করী পড়ে ফাঁদে॥
ছোট ছোট ছেলেগুলি আধ আধ রবে।
ক্ষুধায় কাতর হয়ে কাঁদিতেছে সবে॥
মলিন হয়েছে মুখ পড়িয়া ধূলায়।
ছট্ ফট করিতেছে পেটের জ্বালায়॥
মা মা ব'লে গৃহিণীর কোলেতে চড়িয়া।
চঞ্চল করিছে তার অঞ্চল ধরিয়া॥
দুঃখিনী আমরা দারা ভাসে অশ্রুধারে।
দে মা দে মা খেতে দে মা বলিতেছে তারে॥
এ সব নয়নে যদি দেখিতে না হয়।
তবে কি কখন করি লৌকিকের ভয়॥
ধনীর নিকটে আর কখন না যাই।
চিত হস্ত ক'রে কোথা ভিক্ষা নাহি চাই॥
কোন জ্বালা ঘটিত না থাকিতাম সুখে।
"দেহি দেহি" কখন কি বলিতাম মুখে॥
মজায়েছে পোড়া পেট, দারা, পরিবার।
পায়েতে পড়েছে বেড়ী চারা নাই আর॥
ওরে মায়া! তোর ছায়া মাড়াতে না চাই।
যা রে যা রে চ'লে যা রে দোহাই দোহাই॥
মায়া তোর মায়া-ডোর কেটে যদি যায়।
তবে আর এ জগতে আমায় কে পায়॥
মায়িক সংসারে থেকে মায়া ছাড়া র'য়ে।
নিত্যসুখ ভোগ করি অমায়িক হয়ে॥
দয়া কর কোথা নাথ দীন-দয়াময়।
আর যেন আশানলে পুড়িতে না হয়॥

উদর-কলস তুমি এরূপ করিলা।
কত দিন রবে আর উদার হইয়া॥
স্বভাবতঃ করে জীব যে মানের আশ।
করিতেছ তুমি সেই মানের বিনাশ॥
গুণ জ্ঞান যত ছিল গেল সমুদায়।
আতুর হয়েছি আমি তোমার জ্বালায়॥
নিয়তই তোর দোষে হতেছি অধীন।
একদিন দিলি নাক হইতে স্বাধীন॥
অপমান-অস্ত্রখানি করি নিজ হাত।
করিতেছ লজ্জা-তরু সমূলে নিপাত॥
দূর্ দূর্ মর্ মর্ ওরে পোড়া পেট।
তোর দায়ে একেবারে হলো মাথা হেঁট॥

ছেঁড়া কাঁথা যোড়া দিয়া, ঝুলি কাঁধে নিয়া।
পুণ্য-গ্রামে কিংবা এক মহাবনে গিয়া॥
সত্যপূর্ণ ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বারে দ্বারে।
নিয়ত ঘুরিব আমি ভিক্ষা করিবারে॥
এরূপে উদর-গর্ত্ত পূর্ণ যদি হয়।
সে হবে আমার কত সুখের বিষয়॥
ইথে যদি প্রাণ যায় তথাচ স্বীকার।
স্বজাতির নিকটেতে দাঁড়াব না আর॥
ধনী আর মানী যারা অভিমানে ভরা।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে ধরা দেখে শরা॥
তাদের দ্বারেতে গিয়া দীনতা স্বীকার।
তার চেয়ে পাপকর্ম্ম কিছু নাই আর॥

গঙ্গার শীতল তট হয়েছে কি নাশ।
হিমালয় পর্ব্বতে কি নাহি পায় বাস॥
বিমল বিনোদ বনে ঋষিগণ যথা।
বিশ্রামের স্থান বুঝি ঘুচিয়াছে তথা॥
নতুবা মানুষ কেন সেখানে না যায়।
অপমান হয়ে সদা পর-পিণ্ড খায়॥
উদর পূরিতে হয় পরগৃহে যেচে।
তার চেয়ে মরা ভাল সুখ নাই বেঁচে॥

গিরি-গুহা-মাঝে ছিল খাদ্য যত মূল।
একেবারে সে মূল কি হয়েছে নির্ম্মূল॥
ছিল যে শীতল জল নির্ঝর-আগারে।
সে জল কি শুকাইয়া গেল একেবারে?
সরস ফলের তরু ছিল যত ঠাঁই।
সেই সব চারু তরু এখন কি নাই॥
সে সকল গাছেতে কি নাহি আর ডাল।
সে সকল ডালেতে কি নাহি আর ছাল॥
যেখানেতে আছে সব সুখের কারণ।
ভ্রমেও সেখানে নর করে না গমন॥
কিঞ্চিৎ ধনের লোভে কত জ্বালা সয়।
পদে পদে কষ্ট পেয়ে অপমান হয়॥
হয় তার পদানত যে জন দুর্জ্জন।
কুটিল ভ্রূকুটিভঙ্গী করে দরশন॥

দীনতা বিনয় নাহি থাকে যবে কাছে।
তার বাঁকা পোড়ামুখ দেখিতে কি আছে॥
অভাব ত হয় নাই মূল আর ফল।
রয়েছে ত স্নিগ্ধকর সুশীতল জল॥
আহারের হেতু কেন ভাব অকারণ।
তাতেই অনাসে হবে জীবিকা-ধারণ॥
নধর নবীন পত্র রয়েছে পড়িয়া।
ধরাতলে শয্যা কর তাই বিছাইয়া॥
কোথা কর অন্বেষণ শয়নের স্থল।
সুন্দর শ্যামল শয্যা নবদূর্ব্বাদল॥
উঠ উঠ বন্ধুগণ চল চল ভাই।
লোকালয় ছেড়ে সবে গহনেতে যাই॥
সেখানেতে না শুনিব অহঙ্কার-কথা।
ধনরূপ রোগের বিকার নাই তথা॥
প্রলাপের কথা আর কেহ নাহি কবে।
অবিবেকী অধমের সঙ্গে নাহি হবে॥
ধন-মদ দেখা থাক্ গেলে সেইখানে।
ধনীদের নাম আর শুনিব না কাণে॥

এই আছে এই নাই এই ত শরীর।
তবে কিসে জানিয়াছ জীবনের স্থির॥
দেহের ভিতরে প্রাণ সেরূপ অচির।
যেমন কমলদলে চল চল নীর॥
এই তুমি এই আমি তুমি আমি কই।
বলি বটে তুমি আমি তুমি আমি কই॥
ততক্ষণ তুমি আমি যতক্ষণ রই।
তুমি আমি থাকিব না ক্ষণকাল বই॥
এই দেহ এই রূপ সকলি অসার।
'আমি' ব'লে অভিমান কেন কর আর॥
আমি তুমি রব করে প্রতি জনে জনে।
তুমি কার কে তোমার ভাব দেখি মনে॥
আমি বল তুমি বল তিনি আর উনি।
পরস্পর বলাবলি শুন আর শুনি॥
বাহিরেতে আমি তুমি ইতর বিশেষ।
ঘরের ভিতরে কেহ করে না প্রবেশ॥
এই আমি কার আমি কার তুমি তুমি।
জান না ভাঙ্গিলে খাট সার হবে ভূমি॥
এখনি তোমায় লবে করিয়া হরণ।
জনমের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে মরণ॥
এখন হ'ল না মনে বোধের উদয়।
মরণ নিকট অতি স্মরণ না হয়॥

বাহুবলে বেড়াতেছ হাসিয়া হাসিয়া।
হেলায় হারালে কাল মেল'র আসিয়া॥
মায়ায় মোহিত হয়ে করিতেছ পাপ।
কে তোমার দারা সুত তুমি কার বাপ॥
কার ধন কার জন কার পরিবার।
নয়ন মুদিলে পরে সব অন্ধকার॥
আমার আমার বল সে কেবল রোগ।
তুমি গেলে এই সব সে করিবে ভোগ॥
তোমার ভোগের নহে এ ভব-বিভব।
ভাবের ভবন ভব স্বভাবে সম্ভব॥
তুমি আমি নাহি রব রবে মাত্র রব।
যত সব তত শব এই সব শব॥
এখন হাসিছ কত ধন-জন-বলে।
যত হাসি তত কান্না 'রামশন্না' বলে॥
এই সব এই আছে এই হ'লে শব।
এখনি উঠিয়া যাবে হাহাকার রব॥
কাল গেলে কার আর ছাড়িবার নয়।
কিছুই নিশ্চয় নাই কখন কি হয়॥
ভবের যে সার ভাব কিছু না বুঝিলে।
অসার সংসারে এসে সংসারী হইলে॥
আছ জীব হও শিব মায়া মোহ হরি।
সরল অন্তরে সদা জপ হরি হরি॥
সকলি অসার আর সকলি অসার।
সদানন্দ চিদানন্দ এক মাত্র সার॥
ওহে মন-মধুকর উপদেশ ধর।
গুণ্ গুণ্ রবে তাঁর গুণ গান কর॥
কামনা-কেতকী-ফুলে কেন ত্যজ প্রাণ।
চরণ-কমলে ব'সে কর মধু পান॥
আর না উড়িলে হবে রবে নিজ স্থানে॥
ঘুচিবে সকল ধন্দ মকরন্দ-পানে॥

ভাবরূপে ভবে যেই জয় জগদীশ।
শত্রু তার মিত্র হয় সুধা হয় বিষ॥
পরম পীযূষ-রসে পূর্ণ হয় মুখ।
বিপদে সম্পদ হয় দুখে হয় সুখ॥
কিছুতেই নাহি তার কোনরূপ ভয়।
যে ভাবে যেখানে যায় সেখানেই জয়॥
সদাকাল সুখ তার ভজে যেই হরি।
অকূল সাগরে ডু'বে প্রাপ্ত হয় তরী॥
জয় জয় রব করি ক্ষয় করে কাল।
ঘটনা না হয় কভু যাতনা-জঞ্জাল॥

সত্যের সাধনা-পথে যে জন বিমুখ।
কোনরূপে নাহি তার কিছুতেই সুখ॥
তার প্রতি প্রতিকূল প্রভু জগদীশ।
মিত্র তার শত্রু হয় সুধা হয় বিষ॥
পদে পদে অপমান নাহি থাকে পদ।
চিত্তে হয় বিপরীত সম্পদে বিপদ্॥
মানে হয় অপমান দানে ঘটে দায়।
সেখানেই অনাদর যেখানেতে যায়॥
ধন তার উড়ে যায় বন হয় ঘর।
সে যারে স্বজন ভাবে সেই ভাবে পর॥
ঈশতা শিলের সম স্বরবে কুরব।
প্রিয় কথা কটু হয় গালি হয় স্তব॥
রসের আলাপ-সেতু রসকূপে উলে।
'ব্রহ্মানন্দরস' যেন বেয়ো নাক ভুলে॥
এ রসের শিক্ষাগুরু নদনদী-পতি।
লয়ে দীক্ষা করি শিক্ষা হও মহামতি॥
বর্ষাকালে নদ-নদী বন্যাবেগে যায়।
তবু তার বৃদ্ধি নাই কি আশ্চর্য্য হায়॥
খর করে রবি করে গ্রীষ্মে আকর্ষণ।
তবু তার হ্রাস নাই সমান জীবন॥
সুমধুর জল কত প্রবেশে সাগরে।
তথাপি লবণরস তাহাতে বিহরে॥
দেখ দেখ দেখ জীব সাগরের ভাব।
কিছুতেই নাহি হয় স্বভাবে অভাব॥
তার কাছে শিক্ষা কর এ সব ব্যাভার।
গুরু ব'লে একবার কর নমস্কার॥

বিষয় বিরস সুখ বিষের বর্দ্ধণ।
সুখ-আশে কেন কর তাহার দর্শন॥
যাহে কর ভোগ-বুদ্ধি ভোগের সে নয়।
সুধার আধার নয় বিষের আলয়॥
কামিনীর কমনীয় সুললিত রূপ।
রসের আকর নয় অনলের কূপ॥
তাহাতে পড়িলে পরে বাঁচিবে না আর।
ধনে প্রাণে পুড়ে শেষে হবে ছারখার॥
বাহ্য দেখে গ্রাহ্য করি ভুল না রে ভাই।
অন্তরেতে যা দেখিছ সদা দেখ তাই॥
পতঙ্গেরে গুরু ভেবে থাক পরিতোষে।
মর না মর না প্রাণে নয়নের দোষে॥

মিছে তার ধন জন মিছে তার দেহ।
নিকটে দাঁড়ায় কেবা মাড়ায় কে গেহ।
আপনার ব'লে কেহ নাহি করে স্নেহ॥
সম্ভাবিত আছে যাহা সকলি বিফল।
ঈশ্বর তাহারে দেন হাতে হাতে ফল॥
ইহকালে এই দশা নিন্দা দ্বারে দ্বারে।
পরকালে কি হইবে কে কহিতে পারে॥

বহু পুণ্যফলে ভাই বহু পুণ্যফলে।
এসেছ মানবরূপে এই ধরাতলে॥
জীবের প্রধান নর সকলেই কয়।
এমন জনম ভবে আর নাহি হয়॥
দেহ পেয়ে দেখা-দেখি তোমায় আমায়।
দেহ যাহে ভাল থাকে যত্ন কর তায়॥
ধন জন দারা সুত গৃহ পরিবার।
সহায় সম্পদ আদি যত আর আর॥
এ সব বিভব ভাই হ'লে পরে ক্ষয়।
পুন হয় সমুদয় দেহ যদি রয়॥
যাবে যাহা তুমি তাহা পাবে বার বার।
পতন হইলে দেহ নাহি হয় আর॥
পেয়েছ অমূল্য এই শরীর রতন।
সুকার্য্য-সাধনে কর বিশেষ যতন॥
ব্যাধির মন্দির বটে শরীর তোমার।
জরা আসি করিয়াছে দেহ অধিকার॥
মহারোগ কর ভোগ তাহে নাহি খেদ।
তনু হতে নাহি হোক্ প্রাণের বিচ্ছেদ॥
চোক যাক্ কাণ যাক্ খোসে যাক্ নাসা।
তথাচ কর না মনে মরণের আশা॥
চরমে পরম পদ দেহ থাকে যদি।
অনায়াসে পার হবে ভীম ভবনদী॥
স্থির কথা যথাকালে য'বে যোগ্যধাম।
মন বুঝে জপ কর ঈশ্বরের নাম॥

প্রভাতে উঠিয়া করি হাস্য-পরিহাস।
সে দিন করিতে হয় যদি উপবাস॥
যায় যায় উপবাসে দিন যায় যাবে।
সাধু সহ সদালাপে কত সুধা খাবে॥
অমৃত ভোজন করি যদি যায় দাঁত।
হরিগুণ লিখিয়া যদ্যপি যায় হাত॥
যায় দাঁত যায় হাত কিছু ক্ষতি নাই।
লেখ লেখ হরিগুণ সুধা খাও ভাই॥
লক্ষ্মীছাড়া যদি হও খেয়ে আর দিয়ে।
কিছুমাত্র সুখ নাই হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥

যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে।
নিজে খাও খেতে দাও সাধ্য অনুসারে॥
ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে।
প্যাঁচা লয়ে যান মাতা কৃপণের ঘরে॥

ভাবী বিনা স্বভাবের ভাব কেবা ধরে।
জ্ঞানী বিনা জ্ঞানপথে কেবা আর চরে॥
বর্ষা বিনা সাগরের উদর কে ভরে।
মাতা বিনা সন্তানের আদর কে করে॥
রবি বিনা জগতের ধ্বান্ত কেবা হরে।
দাতা বিনা দরিদ্রের দুঃখে কেবা মরে॥

হায় হায় হাসি পায় তোমায় দেখিয়া।
কুশল কামনা কর কুসঙ্গ করিয়া॥
বিষ-বৃক্ষ সৃজিয়া কি পাবে সুধাফল।
অনল কি দিতে পারে জলের শীতল॥
জলনিধি রত্নাকর বিমল শরীর।
অপার বিস্তার যার স্বভাবে গভীর॥
অগাধ নীরধি সেই বহু গুণরাশি।
বাঁধা গেল রাবণের হয়ে-প্রতিবাসী॥

এসেছে অতিথি কাল কর তার সেবা।
অতিথি বিমুখ হ'লে যশ পায় কেবা॥
আপনার হিত দেখ বিহিত বুঝিয়া।
অতিথে বিদায় কর সুকর্ম্ম করিয়া॥
কাল যত গত তত গত হয় আয়ু।
তথাচ না দূর হয় মিছে আশা-বায়ু॥
নিরাশা পরমসুখ আশা ঘোর দুখ।
আশানদী-পারে গেলে পাবে কত সুখ॥
বিমল সন্তোষ-ধাম প্রাপ্ত হবে যদি।
পার হও মিছে আশা কল্পনাশা নদী॥

যৌবনের শোভা আর ফুলের সৌরভ।
করো না করো না এই দুয়ের গৌরব॥
যৌবনের রূপের ভাতি ফুল সম হয়।
কিছুকাল শোভামাত্র পরে নাহি রয়॥
সম্পদের অভিমান করো না রে মন।
পদে পদে বিপদের হয় আগমন॥
যে প্রকার বরষায় নদী আর নদ।
সেরূপ নিশ্চয় জেন জীবের সম্পদ॥
হিমাগমে জলের প্রবাহ হয় হ্রাস।
বিপদে তেমনি করে সম্পদ বিনাশ॥
যদিও তোমার এই সম্পদ রবে না।
বিপদের পদ ভজ বিপদ হবে না॥

রয়েছে পরম ধন নিকটে পড়িয়া।
এই বেলা লহ জীব যতন করিয়া॥
এখন না লও যদি পাবে না হে আর।
অবশেষে কেবল যাতনা হবে সার॥
সময়ে এ ধন যদি হাত ছেড়ে যায়।
শুধুই করিবে খেদ হায় হায় হায়॥
নির্ধনের ধন এই নিধনের ধন।
এ ধন সাধন কর ওরে বাছাধন॥
মহাধন এই ধন যদি নাহি রয়।
কি ধন পাইবে তবে নিধন-সময়?
এ ধন হৃদয়ে রাখ ঠেল না ঠেল না।
হাতে করে তুলে লও ফেল না ফেল না॥
হবে ধনী রবে ধ্বনি ওহে বাপধন।
নিধনে সধন হবে পাইলে এ ধন॥

বল দেখি এ জগতে ধার্ম্মিক কে হয়।
সর্ব্বজীবে দয়া যার ধার্ম্মিক সে হয়॥
বল দেখি এ জগতের সুখী বলি কারে।
সতত অরোগী যেই সুখী বলি তারে॥
বল দেখি এ জগতে প্রেমী বলি কারে।
স্বভাবে সদ্ভাব যার প্রেমী বলি তারে॥
বল দেখি এ জগতে বিজ্ঞ বলি কারে।
হিতাহিত-বোধ যার বিজ্ঞ বলি তারে॥
বল দেখি এ জগতে ধীর বলি কারে।
বিপদে যে স্থির থাকে ধীর বলি তারে॥
বল দেখি এ জগতে মূর্খ বলি কারে।
নিজ কার্য্য নষ্ট করে মূর্খ বলি তারে॥
বল দেখি এ জগতে খল বলি কারে।
পরের যে মন্দ করে খল বলি তারে॥
বল দেখি এ জগতে সাধু বলি কারে।
পরের যে ভাল করে সাধু বলি তারে॥
বল দেখি এ জগতে জ্ঞানী বলি কারে।
নিজবোধ আছে যার জ্ঞানী বলি তারে॥
বল দেখি এ জগতে সার বলি কারে।
ঈশ্বরের ভক্ত যেই সার বলি তারে॥

ফুলের স্তবক হয় যেরূপ প্রকার।
অবিকল সেইরূপ সন্তের ব্যভার॥
হয় গিয়া চড়ে ফুল মাথার উপর।
নতুবা বিলয় হয় বনের ভিতর॥
হয় নর নরশ্রেষ্ঠ মহৎ যে হয়।
নতুবা বিরলে বনে দেহ করে লয়॥

অনেকেই বক্তা হয় উপদেশ দেয়ে।
অনেকেই বিজ্ঞ হয় উপদেশ পেয়ে।
কেহ বা করিছে ব্যয় মুখের বচন।
কেহ বা শ্রবণে তাহা করিছে শ্রবণ॥
বলাবলি শুনাশুনি হয় পরস্পর।
কেহ না প্রবেশ করে ধর্ম্মের ভিতর।
নানারূপ শাস্ত্রকথা প্রকাশ করিয়া।
পরিচয় দেয় সবে পণ্ডিত বলিয়া॥
বিদ্যার সাগর বটে গুণের আধার।
ফলে দেখি কার নাই ধর্ম্মে অধিকার।
পরস্পর জয়লাভে সবাই ব্যাকুল।
বিচার-সাগরে ডুবে নাহি পায় কূল।
সে সাগরে খেলিতেছে অভিমান-ঢেউ।
ওপারে কি বস্তু আছে নাহি জানে কেউ॥
তরঙ্গ-সময়ে সেই তরঙ্গে পড়িয়া।
হাবুডুবু খায় শুধু ভাসিয়া ভাসিয়া॥
সকলেই চলিতেছে ভাসিতে ভাসিতে।
আপনার আয়ুধন নাশিতে নাশিতে॥
বিচার বিচার করি সকলেই মরে।
আপন বিচার আর কেহ নাহি করে॥
কতই কল্পনা করে কথায় কথায়।
কেবল কুতর্ক করি কুপথ দেখায়॥
দর্শন দর্শন করি ঘুরিছে সবাই।
সে দর্শন কোথা তার নিদর্শন নাই
করিছে বাদার্থ কত বিচারের বলে।
ন্যায় পড়ি ন্যায়-পথে কেহ নাহি চলে।
না করে সিদ্ধান্ত কিছু বেদান্ত পড়িয়া।
অবিশ্রান্ত ধ্বান্ত-কূপে রয়েছে পড়িয়া॥
শাস্ত্র পড়ি যিনি হন ধর্ম্মপরায়ণ।
প্রেমভরে আমি তাঁর পূজিব চরণ।
শাস্ত্র পড়ি নিজ তত্ত্ব যে করে বিচার।
দূর করে সকলের মনের আঁধার।
মনের সন্তাপ যত যে করে হরণ।
শিষ্য হয়ে আমি তাঁর পূজিব চরণ॥

একে লোভী তাহে মন পরিতুষ্ট নয়।
এ সংসারে তার সুখ কিছুতে না হয়।
সদা যেই পরিতুষ্ট সন্তোষিত মন।
ঘরে বসে পায় সেই ত্রিলোকের ধন॥
ক্ষণমাত্র তার মনে কিছু নাই দুখ।
সমভাবে কাটে কাল সতত্তই সুখ॥

চলে যেই পায়ে দিয়ে জুতা এক যোড়া।
তাবে সেই সকল পৃথিবী চামে মোড়া।
যারা যায় খালি পায় তারা পায় কাদা।
কিরূপে তাদের হবে পদতল শাদা॥
কিছুতেই পরিতোষ নহে যেই জনা।
তাহার সহিত এই জুতার তুলনা॥
প্রতিক্ষণ পোড়ে মন স্বভাবের দোষে।
সন্তোষ যাহার মনে থাকে সেই তোষে।
সুখে যেই পান করে সন্তোষের সুধা।
তার মনে নাহি থাকে লোভরূপ ক্ষুধা।
যথা তথা ঘুরে মরে লোভশীল যারা।
সন্তোষের সার সুখ কিসে পাবে তারা।
সাধু সাধু সাধু সেই সাধু বলি তারে।
ধনলোভে যে না যায় ধনীদের দ্বারে।
মরি মরি মরি কিবা সাধু সেই জন।
বিরহ-অনলে যার নাহি পোড়ে মন॥
সাধু সাধু সাধু সেই সাধুবাদ তার।
নপুংসক বলে খ্যাতি নাহি হয় যার॥
ধনলোভ-পিপাসায় যারে দেয় তাপ।
কতরূপে সেই পাপী ভোগ করে পাপ।
অনায়াসে হাত দেয় সাপের বদনে।
পর্ব্বতে প্রবেশ করি ভ্রমে বনে বনে।
প্রাণের উপরে মায়া নাহি থাকে আর।
পাতালে প্রবেশ করে সিন্ধু হয় পার॥
এইরূপে কত দূরে করিয়া গমন।
কোনরূপে করে কিছু অর্থ আহরণ॥
পরিতোষ নহে তায় নাহি মিটে ক্ষোভ।
ক্রমেই তাহার আর বেড়ে যায় লোভ॥
যাহার অন্তর থাকে তুষ্ট নিরন্তর।
করস্থিত ধনে সেই না করে আদর।
সে লোক ত্রিলোকজয়ী প্রিয় সবাকার।
তার চেয়ে পুণ্যশীল কেহ নাই আর।
মানসিক বলে সেই আশা করি নাশ।
নিরাশার নিকেতনে নিত্য করে বাস॥

তত্ত্ব-বোধ।

এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার।
অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর?
মিছে কাল হরিলাম, [illegible] ঘুরে মরিলাম,
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥

তোমার বিষয়ে লোক করে কত দ্বেষ।
কার কাছে নাহি পাই সার উপদেশ॥
বিরূপ কিরূপ তুমি না জেনে বিশেষ।
ভ্রমে প'ড়ে ভ্রমিলাম এ দেশ ও দেশ॥
বৃথা এই চর্ম্মচক্ষু চিনে মাত্র ছায়া।
আছে যার জ্ঞানচক্ষু সেই চেনে মায়া॥
মায়া তার মনে আর স্থান নাহি পায়।
যেখানে মায়ার ছায়া সেখানে না যায়॥
সাধু সাধু সাধু সেই সাধু বলি তারে।
মানসের অন্ধকার যে ঘুচাতে পারে॥
গুরুমুখে শুনিলাম পেলাম সন্ধান।
ভাবময় ভক্তাধীন তুমি ভগবান্॥
ভাবিলেই মনে হয় ভাবের উদয়।
স্বভাব অভাবে আর ভাবিতে না হয়॥
সদাই ভাবনা তার ভাব না যে লয়।
যে করে ভাবনা তার ভাবনা কি রয়॥
সভাবে ভাবিয়া হ'ল ভাবের সঞ্চার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥
অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর।
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥

আপনার কণ্ঠে হার দেখিতে না পায়।
ভ্রমে করে অন্বেষণ যথায় তথায়॥
আপনার নাভিপদ্ম হ'লে প্রস্ফুটিত।
কুরঙ্গ যেরূপ হয় গন্ধে আমোদিত॥
না জেনে কারণ তার ব্যাকুল হইয়া।
অবশেষে প্রাণে মরে ছুটিয়া ছুটিয়া॥
সেইরূপ ভ্রম-জালে হইয়া জড়িত।
কিছুমাত্র না হইল সময়ের হিত॥
হইলাম ঘোর অন্ধ থাকিতে নয়ন।
না হইল এত দিন বস্তু-দরশন॥
আপনার ঘরে ধন থাকিতে সঞ্চিত।
আপনি আপন ধনে হলেম বঞ্চিত॥
নাহি বসে বিকসিত শতদল দলে।
ভ্রমরার ভ্রম যথা [illegible] ॥
সে প্রকার [illegible] তোমারে।
কত লোক [illegible] ॥
এখন ঘুচিল সেই [illegible] ।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥

অন্তর অন্তর তবে কেন ভাবি আর।
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥

মৃগতৃষ্ণা মহারোগ জীব করে ভোগ।
কোনমতে নাহি হয় সুযোগের যোগ॥
ভোগী হয়ে ভোগ করে তারে বলি সুখ।
ভোগে শুধু কর্ম্মভোগ এই বড় দুখ॥
ভোগায় ভোগায় কত ভোগ কবে হয়।
অনুযোগ সারমাত্র যোগের সময়॥
মনের স্থিরতা নাই চালে মনোরথ।
আপনি সে অন্ধ নিজে যে দেখায় পথ॥
চলে অন্ধ অন্ধকারে দীপ করি করে।
সকলেই হেরে তারে উপহাস করে॥
দেখিয়া তাদের হাসি হাসি আমি মনে।
করি কত সাধুবাদ সেই অন্ধ জনে॥
আলো নিয়ে চলে কাণা কত যুক্তি ধরে।
অন্যেরে দেখায়ে পথ আত্মরক্ষা করে॥
সেই কাণা গুরু হয়ে এই কথা বলে।
কালোর ভিতরে আলো অন্ধকারে জ্বলে॥
দেখিলাম সত্য বটে করিয়া বিচার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥
অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর।
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥

এই ভব, এই সব, অভিনব নয়।
তোমার সৃজিত এই বস্তু সমুদয়॥
দেখিয়া ভূতের খেলা হই অদ্ভুত।
ভিতরে বাহিরে ভূত এ বড় অদ্ভুত॥
ভূতে ভূত জড়ীভূত ভূতময় সব।
ভূতে ভূতে দেখাতেছে নিজ অবয়ব॥
সর্ব্বগত সর্ব্বময় ব্যক্ত চরাচর।
সর্ব্বভূতে আবির্ভূত তুমি ভূতেশ্বর॥
ভূতাতীত ভূতনাথ ভূতছাড়া নও।
কখন ভূতের হাটে নিজে ভূত হও॥
খেলাতেছ কত [illegible] ভূতের খেলায়।
দেখাতেছ কত [illegible] ।
বাহিরে ভূতের খেলা [illegible] সংসার।
মনোময় ভূত খেলা মনেতে সঞ্চার॥

বাহিরে প্রকাশ যার মনের নয়ন।
তার কাছে কিসে তুমি হইবে গোপন ?
দেখিলাম রোধ করি নয়নের দ্বার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥
অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর।
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥

ধ্যানে নাই জ্ঞানযোগ ধারণা কে ধরে !
ভাবিতে ভাবিতে ভাবে ভাবান্তর করে ॥
দেখিতে দেখিতে চারু বিরূপের রূপ।
স্বরূপে বিরূপ করি ঘটায় বিরূপ ॥
কিরূপে সরূপে নাথ হেরিবে স্বরূপ।
বিকারী মনের ভাব নহে একরূপ ॥
এখন মোহিত মন রূপেতে তোমার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥

স্থিরভাবে জ্ঞানে যেই মুদিতে নয়ন।
মনোময় রূপ সেই করে দরশন ॥
নিরন্তর করে ধ্যান জ্ঞানের প্রভাবে।
আপনি সে গলে যায় আপনার ভাবে ॥
মন তার গলে গলে হয় এ প্রকার।
ঢলে ঢলে টোলে টোলে নাহি পড়ে আর।
সুধাস্বরে ভিতরে গোপনে করে গান।
স্বভাব সভাবে ধরে ত্যজে আর মান।
তখন সে আপনারে আপনি না জানে।
একেবারে মত্ত হয় তত্ত্ব মধু পানে ॥
সে ভাবের ভাব আর না যায় ভুলিয়া।
ভিতরে বাহিরে হেরে নয়ন খুলিয়া ॥
আঁখি বটে খোলা তার ভাবে ভোলা মন।
ভিতরে ভিতরে করে ধ্যানে দরশন ॥
এই জীব থাকে জীব মায়ার বন্ধনে।
এই জীব হয় শিব মায়ার মোচনে ॥
জেনে শুনে তবু কেন ভুলি বার বার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥
অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর ?
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥

এই মন, এই ভাবে, ভাবে এই ভাব।
ক্ষণ পরে ক'রে বসে সে ভাবে অভাব ॥
আবার সে ভাব ছেড়ে অন্য ভাব ধরে।
স্বভাবে অভাবে ভাবে কত ভাব করে ॥
এই সুখী এই দুখী এই হয় ধীর।
এই জ্ঞানী এই মূঢ় এই নয় স্থির ॥
একক্ষণে কোটি ভাগে ভাবান্তর হয়।
ক্ষণিক মনের গতি বুঝিবার নয় ॥
মনের এ ঘোর রোগ কিরূপেতে যাবে।
কি ভাবে ভাবুক হবে স্বভাবের ভাবে ॥
সুধীর অধীর মন হবে কত দিনে।
গতিহীন হয়ে রবে তোমার অধীনে ॥
মন যদি ছেড়ে দেয় আপনার গতি।
তবেই ত হয় তার সুগতি-সঙ্গতি ॥
যত দিন না ঘুচিবে মনের সে গতি।
তত দিন কিসে হবে অগতির গতি ॥
এখন মনের বেগ হয়েছে সংহার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥
অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর।
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥

হৃদয়পিঞ্জরে রাখি কপাট আঁটিয়া।
তবু কোথা উড়ে যাও শিকল কাটিয়া ॥
এক ভাবে স্থির হয়ে পারিনে থাকিতে।
এক ভাবে স্থির ক'রে পারিনে রাখিতে ॥
ভাবিতে তোমার ভাব ভাব হয় ভারি।
আপনি অস্থির আমি বুঝিতে না পারি ॥
চঞ্চল সহজে আমি স্থির হব কত।
তোমারে চঞ্চল হেরি চপলের মত ॥
প্রণিপাত করি নাথ চরণে তোমার।
মনের চাপল্য-রোগ কর প্রতীকার ॥

আবার কি সর্ব্বনাশ করে বা জানাই।
দেখিতে দেখিতে আর দেখিতে না পাই ॥
এইমাত্র ভক্তিরসে বশে ছিল মন।
আবার সে মন কোথা করিল গমন ॥
কিছু নাহি ভেবে পাই কিসে হবে হিত।
উড়ে গেল ভাব-পক্ষী মনের সহিত ॥
দীনহীনে দয়া কর দীনদয়াময়।
বার বার বিড়ম্বনা প্রাণে নাহি সয় ॥
কৃপণতা যদি কর কৃপা-বিতরণে।
এ মনে এমনে আমি শাসিব কেমনে ॥

এই মন হয় নাথ তোমার সন্তান।
মনেরে প্রবোধ তুমি নিজে কর দান॥
মনেরে যদ্যপি তুমি নিজে কর বুকে।
আমি তবে আমি আমি করিব না মুখে॥
স্বভাবে তোমার মন হইলে তোমার।
রবে না আমার মনে আমার আমার॥
আমার আমার তবে হইল তোমার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥
অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥

মহাকালীর স্তব।

পরাপরব্রহ্মময়ী পরা, পরামৃতপদাপরা,
পরমা-প্রকৃতি সর্ব্বসারা।
দুর্গা দুর্গহরা সদা, চিরজীবিপদপ্রদা,
পর্ব্বতেশ-প্রিয়পুত্রী পরা॥
নিখিল শরণ্যা ধন্যা, দেবারাধ্যা দক্ষকন্যা,
দয়াময়ী দৈত্যদর্পহরা॥
ত্রিপুরা ত্র্যম্বকদারা, ত্রাণ-হেতু নাম তারা,
ত্রিলোচনী ত্রিলোকতারিণী।
কার্য্য ধার্য্য যাহে হয়, কারণ তাহারে কয়,
কালী সেই কারণ কারিণী।
বিমলা কমলামলা, করালাক্ষী কামকলা,
কলুষ-কদম্ব-বিমোচনী।
কালী কালাকালদাত্রী, কালকান্তা কালরাত্রি,
কামরূপা করালবদনী॥
সোহং-তন্ত্রে, তত্ত্বধরা, জপাজপাশেষকরা,
সমাধি সাধিধস্বরূপিণী।
ককারে আকারভূতা, কলি-কালী-গুণযুতা,
গিরিসুতা গিরিশগৃহিণী॥
চতুর-বিংশতিতত্ত্ব, তম আর রজঃ সত্ত্ব,
ত্রিগুণে ত্রিবিন্দুরূপা তারা।
অনন্তা অনন্ত-লীলা, ক্ষেমঙ্করী ক্ষমাশীলা,
বিশ্বময়ী বিষধরহারা॥
নিয়মে লিখিত স্পষ্ট, অষ্টাদি মূর্ত্তি অষ্ট,
তারা নষ্ট তারা ছাড়া নয়।
নব গ্রহ দিক্ দশ, বায়ু পঞ্চ ছয় রস,
তারা তিথি তীর্থের আলয়॥
সর্ব্বসহা সর্ব্বক্ষণ, শর্ব্বের সর্ব্বস্ব-ধন,
সর্ব্বশক্তি সর্ব্বতত্ত্বাদেশে।
বিধিরূপে সৃষ্টিপর্ব্ব, হরিরূপে পাল সর্ব্ব,
শর্ব্বরূপে সর্ব্বনাশ শেষে।
নানারূপে রূপ ধর, নানারূপে মায়া কর,
কালীরূপে মহা রণমদে।
লীলা সব অসম্ভব, কত কব হে ভৈরব,
ভবধব শব হয় পদে॥
জলদে দামিনীঘটা, অপরূপ রূপছটা,
তিমিরে তিমির করে নাশ।
নীরদধর হতদিশা, সূর্য্য শশী, অমানিশা,
সমভাবে একত্র প্রকাশ।
গুণধরা ধরাধরা, শিশুশশধর-ধরা,
সুহাস-মধুরাধরধরা।
ক্ষণে সূক্ষ্মা ক্ষণে স্থূলা, প্রতিকূলা অনুকূলা,
হীনামূলা জ্যেষ্ঠামূলাশ্রয়া।
বিশ্বনাসবিধায়িনী, বাণী-ব্রহ্মসনাতনী,
ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মানন্দপ্রদা।
তব ভাবে মহাহ্লাদে, তত্ত্বজ্ঞান-রসাস্বাদে,
পরমাত্মা পরিতুষ্ট সদা।
নীলাচল আদি স্থল, গঙ্গাজল স্নানফল,
অবিকল শতদল-পায়।
শ্রীনাথ পরমগুরু, ভাবদাতা কল্পতরু,
গুরু বিনা সন্ধান কে পায়॥
সে মুখের উপদেশ, চর্ব্বিত চর্ব্বণ শেষ,
লেশমাত্র ক্লেশ উপশম।
তবে যে অবোধ নরে, অভিমানে তর্ক করে,
সে কেবল বুঝিবার ভ্রম।
শাস্ত্রে শাস্ত্রে তর্ক হয়, কত জনে কত কয়,
কিছু নয় সে সব বিচার।
জননী জনমভূমি, ঈশের ঈশত্ব তুমি,
এক বস্তু সকলের সার॥
তীর্থ-পর্য্যটন শ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
ব্যতিক্রম আপন জীবনে।
প্রত্যয় পরম-ধন, সকলের মূল মন,
সুখ দুখ পাপ পুণ্য মনে॥
এটা নয় ওটা নয়, কেহ কয় এই হয়,
এইরূপ দ্বন্দ্ব করে সব।
সুধীর সাধক যেই, সার মর্ম্ম পায় সেই,
ভাবে তার বদন নীরব॥
ব্রহ্মনিরূপণ-কথা, কুবিচার যথা তথা,
নিরাকার সাকার বিবাদ।

প্রেমে পূর্ণ কেহ নয়, চক্ষু থেকে অন্ধ হয়,
পরস্পর ঘটায় প্রমাদ ॥ ৯

যে যা ভাবে তাহে কিবা, আমি ভাবি রাত্রিদিবা,
শিবা শিতিকণ্ঠ-কুটুম্বিনী।

বিগত মনের ভ্রম, উদয় অন্তরে মম,
তারারূপ নব-কাদম্বিনী॥

উপ্পারের পাঁচ মত, ফলিতার্থ এক-পথ,
ভ্রান্তি শান্তি হ'লে যায় খেদ।

শিব রাধা তারা রাম, বীজ ঐক্য ভিন্ন নাম,
শ্যামা শ্যাম আকারের ভেদ॥

তুমি শ্যাম তুমি শ্যামা, আকার আকারে বামা,
একাকারে একাকার লয়।

যে পেয়েছে তত্ত্বমসি, সে কি দেখে বাঁশী অসি,
জীব নয় শিব সেই হয়॥

কে বুঝে বিষম রঙ্গ, মন্মথ তনুপঙ্ক,
গণপতি বিশ্বধাম্নচারী।

অংশে অংশী হংস হংসী, চণ্ড-দৈত্য-দর্পধ্বংসী,
খড়্গ শৃঙ্গ চূড়া-বংশীধারী॥

উপাসনা ভেদাভেদ, বিশেষ বলেছে বেদ,
মণিদ্বীপে একচিত্তে ধ্যান।

যথার্থ মনের ভাবে, সাধকে সাকার ভাবে,
দ্বেষ করে পামর অজ্ঞান॥

তবেচ্ছায় হতাদেশ, যত লোকে করে দ্বেষ,
তুমি তার কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া।

জীবেরে কাচাও কাচ, কুহকে নাচাও নাচ,
নানা জনে নানা ভাব দিয়া॥

কুমতি-সুমতি-দ্বয়, তোমা হতে হয় লয়,
মানুষের বৃথা করি দ্বেষ।

তুমি কৃপা কর যারে, সংসারে তরাও তারে,
ভব-আসা আশা কর শেষ॥

তোমার পরমতত্ত্ব, কে পারে কহিতে তত্ত্ব,
তারাতত্ত্ব জ্ঞানচক্ষু তারা।

আমি মা বিষয়ে মত্ত, নাহি জানি তব তত্ত্ব,
তব দত্ত তত্ত্বধর্ম্ম হারা॥

নিশ গতাগত দিবা, সুপথ দেখাও শিবা,
বিজ্ঞান-নির্ম্মলনেত্র দিয়া।

ক্ষম দোষ ছাড় রোষ, কর গো মা পরিতোষ,
আশুতোষ আশুতোষপ্রিয়া॥

দিয়েছ অস্থির চিত্ত, যার দায়ে মরি নিত্য
উপদেশ কথা নাহি মানে।

পাপে নত দোলহত, অবিরত সুখে রত,
পরকান্তাধরামৃত-পানে॥

এই হয় তত্ত্বজ্ঞান, একভাবে করি ধ্যান
ক্ষণ পরে বিপরীত ভাব।

সে ভাব কোথায় যায়, হৃদয়ে প্রকাশ পায়,
প্রেমিকের প্রেমের প্রভাব॥

একাদশ নহে বশ, লোকে করে অপযশ,
দিক্ দশ ডুবিল কলঙ্কে।

থরতর স্বরশর, থরথর কলেবর,
জরজর শঙ্কর আতঙ্কে॥

আসিয়াছি এক পথে, সুপাদ্ সম্পর্কমতে,
মন হয় সহোদর ভাই।

থাকি বটে এক ঘরে, এক দিবসের তরে,
তার সঙ্গে দেখা মাত্র নাই॥

প্রবৃত্তি প্রেয়সী সহ, থাকে মন অহরহ,
মায়ারূপ অন্ধকার ঘরে।

তার পুত্র রিপু ছয়, দুরাশয় অতিশয়,
সবে মিলে পুরী দগ্ধ করে॥

সাকার-প্রকৃতি ভাগে, অনুরাগে যোগে-যাগে,
যদি মন জাগে একবার।

তবে আর ভয় নাই, নিত্যানন্দধামে যাই,
বিষয়-বারিধি হই পার॥

মিছামিছি করি রোষ, মনের কি দিব দোষ,
সে যে নিজে দুখী নিজ দুখে।

ইচ্ছাবায়ু অনুসারে, যেমন নাচাও তারে,
তেমনি সে নৃত্য করে সুখে॥

দেহ যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, ক্রিয়া তন্ত্র তুমি তন্ত্রী,
মন রাজা তুমি মন্ত্রী তার।

যেমত বলাও বলে, যে পথে চালাও চলে,
তারে বাধ্য করে সাধ্য কার॥

ক্ষণেক সন্তাপ জীব, চিন্তা করে নিজ-শিব,
আশব ঘটাও তায় এসে।

মোহ দিয়ে নানারূপে, বিষয়-বিষের কূপে,
একেবারে ফেলে দেও শেষে॥

বিষম বিষয়ে ভাল, পাতিয়াছ মায়াজাল,
কার সাধ্য কাটিতে তা পারে।

মহাযোগী মহাকাল, পরাইয়া ব্যাঘ্রছাল,
গৃহধর্ম্ম করাইলে তাঁরে॥

দেবদেব বিভু যেই, তাঁহার দুর্দ্দশা এই,
ইহাতে মানব কোন ছার।

জলজজ স্মরহর মোহনমুরলীধর,
এড়াইতে গতি আছে কার॥

কি মায়া ধরেছ মায়া, আত্মারাম মুগ্ধমায়া,
মায়ানদী অকূল পাথার।

তবে পার হই নদী, তুমি মা শিখাও যদি,
যোগজ্ঞান-সাহস-সাঁতার।
পাশযুক্ত জন জীব, পাশমুক্ত সদাশিব,
শিববাক্য না হয় বিফল।
কর্ম্মপাশ করি ছেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ,
ভেদ কর কমলদ্বিদল॥
কটাক্ষে করুণা করি, ক্ষিতিচক্র পরিহরি,
বায়ুভরে ক্রমে উঠ পরে।
আসি দশশতদলে, হংসীরূপে কুতূহলে,
মিলহ পরমহংসবরে॥
তাপিত তনয়ে ত্রাহি, পতিতপাবনী পাহি,
পরেমেশী প্রপন্নপালিনী।
দুর্গে দুর্গে বলি দুর্গে, শুনিছি মা তুমি দুর্গে,
পাষাণের কুলে কমলিনী॥
পদতলে প'ড়ে থাকি, কেবল তোমায় ডাকি,
যমে যেন নাহি লয় প্রাণ।
ব'সে রব এ প্রকারে, ঢেলে দিয়া সহস্রারে,
পরম-অমৃত কর দান॥
দেহের না হ'বে নাশ, ভোগের না রবে আশ,
রব আমি আমি নাই জ্ঞান।
সে ভোগ ভোগের সার, সে যোগ না হয় যার,
মরা বাঁচা উভয় সমান।
মোরে জীব মুক্ত কয়, জলধিবিম্ব জলে লয়,
সুখোদয় কিছু নাহি তায়।
সশরীরে মুক্ত হব, দেহ রবে আমি রব,
কেন হব পাষাণের প্রায়।
এই ভাব অবয়ব, স্বভাবেই রবে সব,
শব কভু হইবে না দেহ।
ধরি পায় মা জননি, বিধিলিপিবিমোচনী,
চিরজীবী সেই পদ দেহ॥
অমর কাহারে কয়, দেবতা অমর নয়,
অমর কেমনে হবে প্রাণী।
একমাত্র তুমি পরা, মরণ-হরণ-করা,
মরণের মরণকারিণী।
শক্তি বিনা শবময়, শক্তি-যোগে শিব হয়,
মৃত্যুঞ্জয় পতি তব ভীমা।
শিবের কি আছে বল, জানি জানি সে কেবল,
মা তোমার শাঁখার মহিমা।
গায়েতে মেখেছে ছাই, চরণে পড়েছে তাই,
অমর হয়েছে তাই হর।
মহাদেব মহাভাগী, জ্যোতির্ম্ময় মহাযোগী,
পরমাত্মা ব্রহ্ম-পরাৎপর।

কুণ্ডলিনি জাগ জাগো, জাগ জাগ জাগ মা গো,
কত নিদ্রা যাবে তুমি আর।
অধোবায়ু গাঢ় হব, আছি জীব শিব কর,
সিদ্ধ হোক সাধনা আমার॥
ভবপিতা ভ্রষ্টা ভব, ভাবিলে চরণ তব,
কাল-পরাভব ভবরাণী।
নাহি ভাবি ভব ভাব, ভাবিদত্ত ভাবে ভাবি,
ভবভাঙা ভক্তের ভবানী॥
জেনে ব্রহ্ম গুপ্তমর্ম্ম, দুঃখ শর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম,
জন্মকর্ম্ম ইহ জন্মে যায়।
পুরাও মনের আশা, দক্ষিণে দক্ষিণে আসা,
দক্ষিণান্ত কবি তব পায়॥
ভাবময়ি প্রেমময়ি, দেহি দিন দীনময়ি,
দূর কর দাসের দুর্দ্দশা।
তুমি সর্ব্বসিদ্ধিকরী, পরমেশ-প্রাণেশ্বরী,
ঈশ্বরের ঈশ্বরী ভরসা।

নিবৃত্তি-কানন।

উঠ উঠ উঠ জীব চড় জ্ঞান-রথে।
ভ্রমণ করিতে চল নিবৃত্তির পথে॥
নিত্য-সুখানন্দময় বন আছে যথা।
"বিবেক" বসন্ত ঋতু বিরাজিত তথা॥
সে বনে অপর ঋতু না হয় উদয়।
সদাকাল সুখময় সুরভি সদয়।
ঈশ্বর-সাধন-কাম করিছে বিহার।
শ্রীমতী "সুমতি রতি" সতী প্রিয়া তার॥
এখনি দেখিতে পা'বে বিজ্ঞান-নয়নে।
ইন্দ্রিয়-শাখীর শোভা দেহ-উপবনে।
অপরূপ বৃত্তিরূপ শাখা শত শত।
অনুরাগ-নবপত্র শোভে তায় কত॥
মধুর মাধুরী কিবা আহা মরি মরি।
মাঝে মাঝে ঝুলিতেছে ভক্তির মুঞ্জরী॥
বিবেক-বসন্ত বলে বাড়িছে বিলাস।
ফুটেছে কুসুম কত ছুটেছে সুবাস।
সন্তোষ-মলয়-বায়ু প্রবাহিত হয়ে।
করিতেছে পুলকিত গন্ধ তার লয়ে॥
দয়া যুথী, ক্ষমা জাতি শান্তির সেঁউতী।
অহিংসা অপরাজিতা করুণা মালতী।
মুকুলিত হইয়াছে ধর্ম্ম তরু-লতা।
লজ্জা লজ্জাবতী ফুল মাধবীর লতা।

সত্যরূপ চম্পক সৌরভ কত তাতে।
প্রমোদিত করিয়াছে প্রেম-পারিজাতে॥
এ বনে বিহঙ্গ কত করি বিচরণ।
শ্রবণবিবরে করে সুধা বরিষণ॥
মরি কিবা "শ্রুতি-শুক" শ্রুতি-সুখকর।
"গীতা"-শারিকার সহ ডাকে নিরন্তর॥
মনোহর দ্বিজবর নিজ-স্বর ধরে।
সুরাগ সুরাগে লয়, প্রাণ মন হরে॥
সুললিত সুমধুর রবে ধরি তান।
"একমেবাদ্বিতীয়ম্" করে এই গান॥
তার গানে যার কর্ণে রস ঢুকিয়াছে।
একেবারে সেই জীব শিব হইয়াছে॥
"বেদান্ত"-কোকিল-কুল করিতেছে গান।
ধরিতেছে নিজ রাগ, হরিতেছে প্রাণ॥
"কালঘোষ *" কলরবে এই কথা কয়।
"জয় জয় জয় বিভো জগদীশ জয়॥
নির্ব্বিকার নিরাকার নিত্য নিরাময়।
জয় জয় জয় বিভো জগদীশ জয়॥
সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাধার সদানন্দময়।
জয় জয় জয় বিভো জগদীশ জয়॥
তৎ সৎ ওঁকার নির্গুণ নিরালয়।
জয় জয় জয় বিভো জগদীশ জয়॥
গুণাতীত গুণাকর সর্ব্বগুণময়।
জয় জয় জয় বিভো জগদীশ জয়॥
সৃজন পালন লয় কটাক্ষেতে হয়।
জয় জয় জয় বিভো জগদীশ জয়॥
কৃপালোকে ত্রৈকালিক তিমির কর ক্ষয়।
জয় জয় জয় বিভো জগদীশ জয়॥
দয়া কর দয়াময় দীন-দয়াময়।
জয় জয় জয় বিভো জগদীশ জয়॥"
কোকিলের সুস্বরে এই শুনিয়া সুরব।
"কাম্য-কর্ম্ম-কাকদল হয়েছে নীরব॥
ওরে জীব পাবে শিব দূরে যাবে জ্বালা।
হবে না কালের ডাকে কাণ ঝালাপালা॥
শুক পিক ছাড়া আর পাখী আছে যত।
শাখাপরে পাখা নেড়ে বেড়াতেছে কত॥
এক গাছে এক ডালে বসে নাক ছটা।
কলরব করে সব বাধায়েছে ঘটা॥
নানাদিকে উড়ে যায় নানা পথে চলে।
ক্রমশঃ সে ছয় পাখী এক বুলি বলে॥

"ছয় দরশন" পাখী হয় ছয়প্রকার।
সকলেই করিতেছে কুশল তোমার॥
"ন্যায়" নামে এক পাখী ন্যায়পথে রয়।
না করে অন্যায় কিছু ন্যায়কথা কয়॥
পাতঞ্জল সাংখ্য আদি আর আছে যত।
নানা কথা কয়ে দেয় এক মতে মত॥
এ কানন কি কহিব এ কানন-গুণ।
এ কানন-গুণে পাবে গুণেশ-নির্গুণ॥
হৃদি-সরোবরে ভাব-পদ্মে কত গুণ।
মধুকর মন তায় করে গুণ্ গুণ্॥
মকরন্দ আনন্দ ক্ষরিছে প্রতিক্ষণ।
পান করি পরিতোষ তৃপ্ত হয় মন॥
পরিহরি ভ্রম ভ্রম সুখে এই বনে।
পাইবে সমান সুখ বনে আর মনে॥
এই বনে আছে এক ভুবন-ভামিনী।
তার কাছে কোথা আছে কামের কামিনী॥
"বিদ্যা" নামে সুরূপসী সুপথগামিনী।
হাসে ভাসে তমো নাশে প্রকাশে দামিনী॥
স্বভাবে প্রসন্না বালা দিবস যামিনী।
পরিণয় করি তারে করহ স্বামিনী॥
সাধু-সঙ্গ "ঘটক" "বিরাগ" পুরোহিত।
তোমার বিবাহে দোঁহে করিবেন হিত॥
বরসজ্জা করাইবে "বিশ্বাস" আসিয়া।
"শ্রদ্ধা-নারী" ঘরে লবে বরণ করিয়া॥
পতিব্রতা সতী বিদ্যা অবিদ্যানাশিনী।
হইবে তোমার চির-হৃদয়বাসিনী॥
সে বিদ্যা সুন্দর নামে তায় কত সুখ।
একেবারে দূর হবে সমুদয় দুখ॥
এ বিদ্যাসুন্দর-লীলা পাঠ যেই করে।
সে কি বিদ্যাসুন্দর নাটকে আর ধরে?
ওহে জীব! বুঝ হে অসৎ কর গত।
বিদ্যা-নায়িকার প্রেমে হও অনুরত॥
তাহার অধরে পাবে বোধরূপ সুধা।
আর না রহিবে এই সংসারের ক্ষুধা॥
প্রগাঢ় প্রণয়ে তারে করিলে বিহার।
প্রসূত হইবে সুত "প্রবোধ" কুমার॥
হেরিলে পুত্রের মুখ সুখ কত পাবে।
সংসারী হইয়া শেষ সংসার ছাড়িবে॥
বপু উপবনে আর না রহিবে ভয়।
পলাইবে "মহামোহ" লয়ে শত্রুচয়॥
প্রবোধ প্রাণের পুত্র অতি হিতকর।
স্ববংশ-নির্ব্বংশকারী প্রিয় বংশধর॥

* কোকিল।

তোমার বিরহ-জ্বালা সকল নাশিবে।
কাটিয়া মাতার মাথা বিমাতা * আনিবে॥
সে নারী আসিয়া যদি করে আলিঙ্গন।
তখনি মোচন হবে ভবের বন্ধন॥
করিবে স্বরূপ পেয়ে স্বধামে বিহার।
আশা-বাসা ভেঙ্গে যাবে আসা নাই আর॥
অতএব শুন শুন বলি সুবিহিত।
বসন্ত সময়ে হয় ভ্রমণ উচিত॥
উঠ উঠ উঠ জীব চড় জ্ঞান-রথে।
ভ্রমণ করিতে চল নিবৃত্তির পথে॥

আত্মজ্ঞান।

নিবেদন করি প্রভু যে সব বচন।
ভাবী হয়ে ভাব লও স্থির করি মন॥
অদ্যাবধি পাও নাই আত্ম-পরিচয়।
বিষয়-বাসনা-বশে হয়েছ বিস্ময়॥
মায়াপাশে বদ্ধ আছ শরীর পিঞ্জরে।
কেবল করিছ বাস ঘরের ভিতরে॥
মশারিতে মুখ ঢাকা নিশ্বাস আকুল।
কাজেই স্বপন দেখে ঘটিয়েছে ভুল॥
বাহিরে দেখিতে যদি নয়ন মেলিয়া।
নিজে তবে নিজ রূপ যেতে না ভুলিয়া॥
জলনিধি ছাড়া হয়ে বদ্ধ আছ ঘটে।
এই হেতু এ প্রকার বিড়ম্বনা ঘটে॥
মোহে ভুলে তুমি বল আমি এই এই।
আমি বলি এই নও তুমি সেই সেই॥
তুমি বল "আমি জীব" সহজে নশ্বর।
তুমি ত নশ্বর নও তুমিই ঈশ্বর॥
তুমি বল "আমি হই স্বভাবে অধীন।"
অধীন ত নও তুমি স্বভাবে স্বাধীন॥
তুমি বল আমি ত সেই সর্ব্বব্যাপী নই।
তোমারেই আমি সেই সর্ব্বব্যাপী কই॥
তুমি বল ক্ষুদ্র আমি স্বভাবতঃ জড়।
আমি বলি জ্ঞানরূপ অতিশয় বড়॥
তুমি বল ক্ষীণ আমি বলে অপ্রধান।
আমি বলি তুমি সেই সর্ব্বশক্তিমান্॥
তুমি বল জরা মৃত্যু আমি করি ভোগ।
আমি বলি নাই তব জরা-মৃত্যু-রোগ॥
জরা মৃত্যু স্থূল কৃশ যত কিছু হয়।
শরীরের ধর্ম্ম তারা শরীরেই রয়॥
তুমি জীব আর তুমি যার চিদাভাস।
তোমাদের উভয়ের নাহি জন্ম নাশ॥
মৃত্যুর অধীন তুমি কে বলে তোমারে।
অবিনাশী আত্মার কি নাশ হতে পারে॥
জন্মে যেই মরে সেই অনিত্য সে হয়।
নিত্য হয়ে তুমি কেন করিছ সংশয়॥
বিকারের বাসা হয় শরীর-আগারে।
তোমার বিকার কিসে দেহের বিকারে॥
বিবেক করিয়া দেখ দেহের ব্যাপার।
এখনিই হবে সব ভ্রমের সংহার॥
ক্রিয়া নিয়া ফেলে দেও মায়ার আগারে।
আর যেন তোমারে সে ছুঁতে নাহি পারে॥
অমায়িক হয়ে কর বস্তুর বিচার।
দেহে আর আত্মবোধ রবে না তোমার॥
করিবে না আমি আমি আমার এ দেহ।
একেবারে দূর হবে দেহের সে স্নেহ॥
আপনি আপন জেনে নিজ ভাব ধর।
সদানন্দে সদানন্দ-সদনেতে চর॥
তুমি সেই জ্যোতির্ম্ময় সাক্ষাৎ তপন।
মেঘেতে মলিন করে তোমার কিরণ॥
তুমি সে উজ্জ্বলমণি জ্যোতির আধার।
ধূলায় ঢেকেছে ঢাকে প্রভা তোমার॥
মেঘ ফুঁড়ে দীপ্ত কর আপন কিরণ।
ধূলা ঝেড়ে কর নিজ প্রভা প্রকটন॥

যখন দাঁড়াও তুমি জল-যুক্ত স্থলে।
তোমার দেহের ছায়া পড়ে সেই জলে॥
জলের যখন যে যেমন প্রকার।
ধরিবে তোমার ছায়া সেরূপ আকার॥
ছায়াতেই সেই দোষ করয়ে স্বীকার।
ফলে ছায়া সহে না ক দেহের বিকার॥
কাজেই ছায়ার দোষ দেহের আভাস।
প্রতিবিম্বরূপে সে যে পেয়েছে প্রকাশ॥
যখন সে জল ছেড়ে দূরেতে আসিবে।
তখন তোমার ছায়া তোমাতে মিশিবে॥
যাহা ছিল তাই হবে গেল বিপরীত।
ঘুচিল সম্বন্ধ আর জলের সহিত॥
সেইরূপ মায়া এই সংসার-সাগর।
জীব তায় ছায়ারূপ আত্মা কলেবর॥

---

* বিমাতা—এ স্থলে মুক্তি।

যত দিন রবে এই জলের আধার।
তত দিন ছায়াদের প্রভেদ প্রকার।
ঘুচিলে জলের সঙ্গ নাহি এই এই।
তখনই হবে তুমি যে হও সে সেই॥

এখনি দর্পণ তুমি আন শত শত।
নিগূঢ় পদার্থ-গুণ হও অবগত॥
প্রবেশ করিয়া তায় ভাস্করের ভাস।
অনুরূপ প্রতিবিম্ব করিবে প্রকাশ।
দর্পণের দশা হবে যেরূপ যেরূপ।
অনুরূপ পাবে রূপ সেরূপ সেরূপ॥
রবির ছবির তায় বিরূপ না হবে।
তপন আপন ভাবে আপনিই রবে॥
বিকারের ধর্ম্ম সেটা প্রতিবিম্বে রয়।
বিম্বের বিকার কোথা বিকারী সে নয়।
সে সব "মুকুর" তুমি ভেঙ্গে কর চূর।
তখনিই দীপ্তি তার হয়ে যাবে দূর॥
আগেতে সে ছিল যাহা তাহাই হইবে।
যার কর তার করে কর মিশাইবে॥
পরমাত্মা বিম্ববৎ সূর্য্যের স্বরূপ।
তুমি তাঁর প্রতিবিম্ব দর্পণে বিরূপ।
চিদাভাসরূপে এই তোমার প্রকাশ।
মুকুরে মলিন দশা বিকৃত বিভাস।
"ঈশ্বর চৈতন্য সাক্ষী" বিকারবিহীন।
স্বরূপ স্ব রূপে তাই না হন মলিন॥
হতেছে এরূপ ভাব বদ্ধ আছ ব'লে।
যে তুমি সে তুমি হবে পাশ মুক্ত হ'লে।
মায়ার মুকুর ভেঙে কর চুরমার।
এ প্রকার বদ্ধদশা থাকিবে না আর।
পাইলে অভেদ ভাব ভেদ কোথা রবে।
যে তুমি যাহার তুমি, তাই তুমি হবে।
"নিজবোধ"-অস্ত্র করে এখনি-ই লও।
দড়ি কেটে জীব ঘুচে শিব হয়ে রও॥

কামের উক্তি।

এই দেখ মায়িক সংসার।
এ কেবল মনের বিকার।
মায়ায় মণ্ডিত ভব, মায়ায় মোহিত সব,
যত কিছু মায়ার ব্যাপার॥

অন্তরিক্ষ পরমাত্মা যিনি।
মায়ার প্রেরক হন তিনি।
প্রবীণা প্রকৃতি মায়া, হয়ে ঈশ্বরের জায়া,
প্রতিদিনে পতি-বিরহিণী॥

গোপনেতে দুজনের বাস।
কারো কাছে না হন প্রকাশ।
এক ঘরে একা একা, পরস্পর নাহি দেখা,
কেহ কারে না করে সম্ভাষ॥

বেদান্তের মতে এই কয়।
মায়াপতি নন মায়াময়॥
যার পাশে উপবাস, তার সহ সহবাস,
কখন কি সম্ভাবনা হয়॥

জনকসংহিতা-মত সার।
প্রকৃতির উক্তি এ প্রকার॥
নিগুর্ণ আমার পতি, আমি সতী গুণবতী,
পতি সহ নাহি ব্যবহার॥

হায় হায় কার বলি আর।
কে জানিবে প্রভাব আমার।
অরসিক সেই ভর্ত্তা, কেবল নামেতে কর্ত্তা,
ক্রিয়া কর্ম্ম কিছু নাই তার।

নির্গুণের কোন কিছু নয়।
নিজ গুণে করি সমুদয়॥
না লয় আমার নাম, তারে বলে গুণধাম,
পোড়া লোকে তার কর্ম্ম কয়॥

আমাতে পতির নাহি গতি।
সম্ভোগ না করে কভু রতি।
পতি-সঙ্গ পরিহরি, এ সব প্রসব করি,
কার সাধ্য কে বলে অসতী॥

প্রকৃতিই সর্ব্বমূলাধার।
প্রকৃতির পদে নমস্কার॥
প্রকৃতি প্রধানা সতী, শুন রতি রসবতি,
সবিশেষ বলি সমাচার॥

আত্মার আরোপ সংঘটন।
আসঙ্গের ভাল প্রকরণ॥

সেই মায়া বিশ্বময়ী, মূল নামে বিশ্বজয়ী,
কহিলেন সন্তান সৃজন॥

সে মনের মহিমা অপার।
কীর্ত্তি এই অখিল সংসার।
নিবৃত্তি প্রবৃত্তি নামা, দুই নারী গুণধামা,
করিলেন দুই পরিবার॥

প্রবৃত্তির আমরা সন্তান।
মহামোহ সবার প্রধান॥
বিবেকাদি ভ্রাতা-চয়, নিবৃত্তির পুত্র হয়,
কভু তারা নহে বলবান্॥

গীত।

জানা গেল যত করুণাময় করুণা তোমার হে।
নামের মহিমা যদি না ধরিবে,
কাতরে করুণা যদি না করিবে,
জীবের যাতনা যদি না হরিবে,
অনাথতবে হে কেমনে তরিবে,
তোমা বিনে আর কাহারে স্মরিবে,
বল না কে আছে আর হে,
ভবের ব্যাপারে হয়েছ ব্যাপারী,
বিষম ব্যাপার বুঝিতে না পারি,
মূল-ধন কোথা মনে না বিচারি,
লাভের ব্যাপারে মানিলাম হারি,
অসার সংসারে করেছ সংসারী,
কেমনে পাইব সার হে।
মলেম মজেম হলেম মাটী,
পায়ের বন্ধন কেমনে কাটি,
নিরত মারিছে মাথায় লাঠি,
কারাগারে পোড়ে কেবলি খাটি,
খাটাখাটি ক'রে খেটে মরি শুধু,
খাঁটি কব একবার হে,
গৃহস্থ করেছ দিয়ে গৃহঘর,
সকলি আপন সকলি পর,
নিজ নিজ ভাবে কহে পরস্পর,
কারে বলি নিজ কারে বলি পর,
জনক জননী সুত সহোদর,
শত শত পরিবার হে।
ভোগের সম্ভব থাকিতে ভবে,
বিষম ব্যাকুল কেন হে তবে,
কি হ'ল কি হ'ল কি হবে কি হবে,
কারে দিব ভার কে ভার লবে,
দেখ আহা সবে আহা হাহা রবে,
কত করে হাহাকার হে।
সকলেরি দেখি মলিন মুখ,
বিপুল বিষাদে বিদরে বুক,
ঐহিক সম্পদ ভোগের সুখ,
তাহাতে দিতেছ দারুণ দুখ,
ভোগেতে বাঞ্ছনা যোগেতে বাঞ্ছনা,
লাঞ্ছনা হইল সার হে।
বিষয়ী করিয়া দিলে না বিষয়,
তায় কি আছে বিশেষ বিষয়,
এ বড় নাথ দুখের বিষয়,
বুঝিতে পারিনে তোমার বিষয়,
ভারী হয়ে ভার না নিলে যদি,
কারে দিব তবে ভার হে।
দিলে না হলো না সুখের সুভোগ,
ভোগ করি শুধু আপন কুভোগ,
এখন রয়েছে যোগের সুযোগ
সে যোগে কেন হে না হয় সুযোগ,
ভোগে কর্ম্মভোগ যোগে অনুযোগ,
এ যোগাযোগ কার হে।
ভোগের সুভোগ আর ত ধরিনে,
যোগের সুযোগ আর ত করিনে,
আশায় আশায় আর ত মরিনে,
চরাচরে আমি আর ত চরিনে,
আমি ছাড়ি আমি তাই কর তুমি,
যা হয় সুবিচার হে।
আর কি হে আমি এ আমি রব,
আর কি করিব এ আমি রব,
আর কি তোমারে আমি হে কব,
একেবারে নাথ শেষ ক'রে সব,
মুখে আমি ভব-স্তব নাম লব,
সুখে হব ভব পার হে।

অলৌকিক বর্ষা।

অলৌকিক বরষার বিষম ব্যাপার।
মায়ামেঘে ঘেরিয়াছে অখিল সংসার॥

অজ্ঞান-তিমির-ঘোরে ঘোর অন্ধকার।
নয়নের জ্যোতি আর না হয় প্রচার॥
অন্ধকারে পরস্পর আছে অন্ধ প্রায়।
আপনারে আপনি দেখিতে নাহি পায়॥
আপনারে আপনই না দেখে নয়নে।
পদার্থ-নির্ণয় তবে হইবে কেমনে?
সততই সমভাবে মায়ারূপ ঘন।
সৃষ্টিরূপ বৃষ্টিধারা করে বরিষণ॥
ধারার বিশ্রাম নাই বহে এক ধারে।
সে ধারা কি ধারা তাহা কে কহিতে পারে?
বিদ্যারূপা ক্ষণপ্রভা ক্ষণপ্রভা ধরে।
তাহাতে চকিতে মাত্র অন্ধকার হরে॥
স্বভাবে অচিরপ্রভা চির কভু নয়।
এখনি উদয় হয়ে এখনই লয়॥
তাহাতে জীবের নাই কিছু উপকার।
চপলার আলোতে কি যায় অন্ধকার?
বরষায় শস্য হয় ক্ষেত্রে ফলে ফল।
জীবের জীবিকারূপে কৃষির কুশল?
এ বর্ষায় দেহ-ক্ষেত্র আর্দ্র নিরন্তর।
কোথা হতে কর্ম্মবীজ পড়ে বহুতর॥
বিবিধ বিষয়-শস্য হতেছে সঞ্চার।
ইন্দ্রিয়-কৃষকে তাহা করে অধিকার॥
বরষায় পথ নাহি পরিষ্কার রয়।
তৃণ আর কাঁটাবনে আচ্ছাদিত হয়॥
পথের গতিক দেখে পথিক সকল।
ভয়ে ভয়ে গতি করে হইয়া চঞ্চল॥
এ বর্ষায় সেইরূপ দেখ সর্ব্বজনে।
পাষণ্ডের হেতুবাদ তৃণময় বনে॥
পরমার্থ-পথ আছে এমন গোপন।
পথ ব'লে কখন না হয় নিরূপণ॥
সে পথের গুণ কেহ দেখে না চাহিয়া।
কুপথে ভ্রমণ করে সুপথ ছাড়িয়া॥
বরষায় থাকে বল কদিন দুর্দ্দিন?
এ বর্ষায় সমান দুর্দ্দিন চিরদিন॥
মেঘেতে আবৃত দিন চিরদিন রয়।
কোন কালে কোন দিন সুদিন না হয়॥
বরষায় সন্ধ্যাকালে খদ্যোতের ছটা।
এ বর্ষায় তার চেয়ে অতি ঘোরঘটা॥
বিষয়ের সুখরূপ জোনাকির ঝাঁক্।
ঝকমক্ করিয়া আঁধারে করে জাঁক্॥
মানস-চাতক হয়ে তৃষ্ণায় চঞ্চল।
মায়ামেঘে ডেকে বলে দে জল দে জল॥
নিরবধি নীর-পানে না হয় শীতল।
যত খায় তত হয় পিপাসা প্রবল॥
কামনা-ভেকের মুখে শুনিয়া কুরব।
বিবেক-কোকিল আছে হইয়া নীরব॥
বরষায় মেঘদল সজল হইয়া।
তারা তারাপতি রাখে গোপন করিয়া॥
অলৌকিক বরষায় সেরূপ প্রকার।
প্রবোধ-চাঁদের প্রভা না হয় প্রচার॥
দয়া, শান্ত, ক্ষমা আদি তারাগণ যারা।
তারাপতি-বিরহেতে লুকাইল তারা॥

ভবসিন্ধু।

ঘোরতর নাদ করি ডাকিতেছে দেয়া।
হাটে থেকে ঘাটে এসে নাহি পাই খেয়া॥
এ কূল ও কূল বুঝি হারাই দুকূল।
নামিয়া ভবের কূলে ভাবিয়া ব্যাকুল॥
আগেতে না ভাবিলাম নামিলাম ঘাটে।
অকূল পাথার হেথে সাঁতার কি খাটে?
বাতাসের হুতাশ না মনে করে কেউ।
কোথা হতে আচম্বিতে উঠিতেছে ঢেউ॥
খরতর স্রোত তায় ঘোরতর পাক।
না দেখি উজান্ ভাটি বিষম বিপাক॥
কত শত ভয়ঙ্কর জলচর জলে।
শত শত দুষ্টলোক ভ্রমিতেছে স্থলে॥
কিরূপে নিস্তার পাই কিছু নাই স্থির।
ডাঙ্গায় বাঘের ভয় জলেতে কুমীর॥
মিছে কেন ভ্রমিলাম মেলায় মেলায়।
মিছে দিন হারালেম খেলায় খেলায়॥
সম্বলার গেল সব হেলায় হেলায়।
কেন না হলেম পার বেলায় বেলায়॥
নিশা নিশাচরী প্রায় হতেছে বিস্তার।
একে আমি ঘোর অন্ধ তাহে অন্ধকার॥
নিরাকারে নিরাকার সব নীরময়।
কোনখানে চর নাই ভয় তাই হয়॥
ভাগর সাগর তাঁর তুমি মাত্র নেয়ে।
খেয়েছ চোখের মাথা নাহি দেখ চেয়ে॥
বার বার ডাকিতেছি দেখিয়া তুফান।
কর্ণহীন কর্ণধার হারায়েছে কাণ॥
হায় হায় এ কি দায় কি হইল জালা।
দেখে তুমি কাণা হলে শুনে হলে কালা॥

দেখিতে না পাও যদি বলি শুন তবে।
দিবে দিনে দীনে দেখে পার কর ভবে॥
বৃথায় কি হবে আর এখানেতে ববে।
দিনহারা দীন আমি দিন যায় বয়ে॥
কূলেতে উথলে জল ডুবে যায় ভূমি।
ওরে জেলে পারে ফেলে কোথা গেলে তুমি?
অপার সাগরে এনে অপারে রাখিলে।
ডুবিবে অপার গুণ অপার সলিলে॥
চাতুরী করিয়া তুমি হয়েছ পাতর।
আতর প্রদানে আমি হব না কাতর॥
এই বেলা চাল ভেলা সারাণির ভাঁটা।
পারাণির পণ দিব মূল বাহা আঁটা॥
ক'র না আঁটুনি আর পাছে উঠে কড়ি।
রাখিব না পাটুনির খাটুনির কড়ি॥
যদি না হইতে পার পারী এই ভবে।
হাঁ রে ও ধীবর তোর ধীবর কে কবে?
যা বলিবে তা করিব তাতে আছি রাজি।
পার কর পার কর পার কর মাঝি॥
পার হ'লে একেবারে হয়ে যাই পার।
আর না করিব পুনঃ এ পার ও পার॥
যে পারের যত সুখ সব জানিয়াছি।
কোনরূপে পারে পারে পারে গেলে বাঁচি॥
কিছুতেই পার নাই অপারে ভাসিয়া।
কে পারে পাইতে পার এ পারে আসিয়া?
যে পারে সে পারে থাক্ যে পারে সে পারে।
আমি কিন্তু কোনমতে রব না এ পারে॥
স্বদেশে বেড়াই গিয়ে এড়াই এ দায়।
প্রাণ আছে পণ দিব ভাবনা কি তায়?
কি স্বভাব কি অভাব তুমি কেন ভাব।
যার ধন তারে দিয়ে পার হয়ে যাব।
তোল তোল ধবজি তোল বাড়িতেছে জল।
যে পারের লোক আমি সেই পারে চল॥
পারে চল পারে চল দুটী পায়ে ধরি।
দেখো মাঝি মাঝামাঝি ডুবায়ো না তরী॥
তুমি তরী ডুবাইলে কে বাঁচাতে পারে?
কার সাধ্য এ অসাধ্য পায়ে যেতে পারে?
'পূর্ব্ব ঝড়' মনে হ'লে ভয় হয় মনে।
উত্তরে অনেক দুঃখ 'উত্তর-পবনে॥'
বাতাস দক্ষিণ বটে চালাও দক্ষিণে।
যাইবে পশ্চিম পারে পাইবে দক্ষিণে।
ছাড়িয়াছি যার ঘর যাব তার ঘরে।
তোমায় তোমায় দিব পার হ'লে পরে॥
তুমি আমি বলি শুধু এ পারেতে এলে।
তুমি আমি বলা নাই ও পারেতে গেলে॥
আমায় একলা ফেলে কোথা তুমি যাবে?
আমায় না ক'রে পার কিসে পার পাবে?
পার যাই পার তাই কর কর কই।
না পার না পার হব পার আছে কই?
বোঝাপড়া হবে শেষ ক্ষণকাল বই।
পেয়েছি ঘাটের ছাড় ছাড়িবার নই
যায় হরি হরি হরি করে হরি হরি।
হরিযুক্ত হরি-ভয় লহ হরি হরি॥
রব না এ কূলে আর খুলে দেহ তরী।
হরি হরি হরি বোল হরি বোল হরি॥

সামাজিক ও ব্যঙ্গ

ইংরাজী নববর্ষ।

চাঁদ ছিল বাণ ধরি দীপ্তি গেল তার।
বিনিময়ে হয় তথা পক্ষের সঞ্চার॥ *
এই অবনীর করি কত হিতাহিত।
একাল্প একান্নে ছিল সবার সহিত॥
নিয়ম বায়ায় দেব ধরিয়া বিক্রম।
বিলাতীয় শকে আসি করিল আশ্রম॥
খৃষ্টমতে নববর্ষ অতি মনোহর।
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ যত শ্বেত নর॥
চারু পরিচ্ছদযুক্ত রম্য কলেবর।
নানা দ্রব্যে সুশোভিত অট্টালিকা-ঘর॥
মানমদে বিবি সব হইলেন ফ্রেস।
ফেদরের ফোলোরিস্ ফুটিকাটা ড্রেস॥
শ্বেত-পদে শিলিপর শোভা তায় মাখা।
বিচিত্র বিনোদ বস্ত্রে গলদেশ ঢাকা
চিকন্ চিরুণি চারু চিকুরের জালে।
ফুলের ফোয়ারা আসি পড়িয়েছে গালে॥
বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে।
আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে॥
সুপ্রকাশ কিবা আস্য মৃদুহাস্য-ভরা।
অধরে অমৃত-সুধা প্রেমক্ষুধা-হরা॥
গোলাপের দলে বিবি গড়িয়াছে চিক্।
অনঙ্গ ভ্রমররূপে মাগে তথা ভিক্॥
মনোলোভা কিবা শোভা আহা মরি মরি।
রিবিণ্ উড়িছে কত ফর্ ফর্ করি॥
ঢল ঢল ঢল ঢল বাঁকা ভাব ধ'রে।
বিবিজান চ'লে যান লবেজান ক'রে॥
ধন্য ধন্য ক্ষুদ্র জীব ধন্য তুই মাছি।
তোর মত গুটী দুই পাখা পেলে বাঁচি॥
সুখে ভাসি শুভ্রকান্তি দম্পতী হেরিয়া।
ভন্ ভন্ ডাক ছাড়ি বদন ঘেরিয়া॥
উড়ে গিয়া ফুঁড়ে বসি বক্ষীর উপরে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই গিরিজার ঘরে॥

খানার টেবিলে বসি করি খুব তুল।
এঁটো করা সেরির গেলাসে দিই হুল॥
কখন গাউনে বসি কভু বসি মুখে।
মাঝে মাঝে ভিজে গায় পাখা নাড়ী সুখে॥
নববর্ষ মহাহর্ষ ইংরাজটোলায়।
দেখে আসি ওরে মন আয় আয় আয়॥
শিবের কৈলাসধাম আছে কত দূর।
কোথায় অমরাবতী কোথা স্বর্গপুর॥
সাহেবের ঘরে ঘরে কারিগুরি নানা।
ধরিয়াছে টেবিলেতে অপরূপ খানা॥
বেরিবেষ্ট সেরিটেষ্ট মেরিরেষ্ট যাতে।
আগে ভাগে দেন গিয়া শ্রীমতীর হাতে॥
কট্ কট্ কটাকট্ টক্ টক্ টক্।
ঠুন ঠুন ঠুন ঠুন ঢক্ ঢক্ ঢক্॥
চুপ্ চুপ্ চুপ্ চুপ্ চপ্ চপ্ চপ্।
সুপ্ সুপ্ সুপ্ সুপ্ সপ্ সপ্ সপ্॥
ঠকাস্ ঠকাস্ ঠক্ ফস্ ফস্ ফস্।
কস্ কস্ টস্ টস্ ঘস্ ঘস্ ঘস্॥
হিপ্ হিপ্ হুর্ রে ডাকে হোল ক্লাস।
ডিয়ার ম্যাডাম ইউ টেক্ দিস্ গ্লাস॥
সুখের সখের খানা হ'লে সমাধান।
তারা রারা রারা রারা সুমধুর গান॥
গুড়্ গুড়্ গুম গুম লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল॥
আয় লোভ চল যাই হোটেলের সপে।
এখনি দেখিতে পাবি কত মজা চপে॥
গড়াগড় ছড়াছড়ি কত শত কেক্।
যত পার ক'সে খাও টেক্ টেক্ টেক্॥
সেরি চেরি বীর ব্রাণ্ডি ওই দেখ ভরা।
একবিন্দু পেটে গেলে ধরা দেখি শরা॥
কবি ডিম আলুকিস ডিসপোরা কাছে।
পেট পুরে খাও লোভ যত সাধ আছে॥
গোরার দঙ্গলে গিয়া কথা কহ হেসে।
ঠেস্ মেরে ব'স গিয়া বিবিদের ঘেঁসে॥
রাঙামুখ দেখে বাবা টেনে লও হ্যাম।
ডোণ্ট ক্যার হিন্দুয়ানী ড্যাম ড্যাম ড্যাম॥

---

* চাঁদ ১, বাণ ৫, পক্ষ ২। ১৮৫১ সালের পর ১৮৫২ সালের নববর্ষ।

পিড়ি পেতে ঝুরো লুসে মিছে ধরি নেম।
মিসে নাহি মিস খায় কিসে হবে ক্ষেম?
সাড়ীপরা এলোচুল আমাদের মেম।
বেলাক নেটিভ লেডি শেম্ শেম্ শেম্॥
সিন্দুরের বিন্দু সহ কপালেতে উল্কি।
নসী, যশী, ক্ষেমী, বামী, রামী, শামী, গুল্কি॥
ঘরে থেকে চিরকাল পায় মহাদুখ।
কখন দেখে না পর-পুরুষের মুখ॥
এইরূপে হিন্দুবামা শুদ্ধাচার রেখে।
না পায় সুখের আলো অন্ধকারে থেকে॥
কোথায় নেটিব লেডী শুন শুন সবে।
পশুর স্বভাবে আর কত কাল রবে?
ধন্য রে বোতলবাসি ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতার বল॥
দিশী কৃষ্ণ মানিনেক ঋষিকৃষ্ণ জয়।
মেরিদাতা মেরিসুত বেরি গুড বয়॥
ঈশ্বর-পরম-প্রেম স্পর্শ করে যাকে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ভেদাভেদ জ্ঞান নাহি থাকে॥
যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব।
ডুবিয়া ডবের টবে চ্যাপেলেতে যাব॥
কাঁটা ছুরি কাজ নাই কেটে যাবে বাবা।
দুই হাতে পেট ভ'রে খাব থাবা থাবা॥
পাঁউরুটি খাব না ভাত গো টু হেল কাল।
হোটেলে টোটেল নাশ সে বরম্ ভাল॥
পূরিবে সকল আশা ভেব না রে লোভ।
এখনি সাহেব সেজে রাখিব না ক্ষোভ॥ *

পৌষ পার্ব্বণ।

সুখের শিশির কাল সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা॥
ধনুর তনুর শেষ মকরের যোগ।
সন্ধিক্ষণে তিন দিন মহা সুখভোগ॥
মকর-সংক্রান্তি স্নানে জন্মে মহাফল।
মকর সিতিন্ সই চল্ চল্ চল্॥
সারানিশি জাগিয়াছি দেখ সব বাসি।
গঙ্গাজলে গঙ্গাজল অঙ্গ ধুয়ে আসি॥
অতি ভোরে ফুল নিয়ে গিয়াছেন মাসীপ
একা আমি আসিয়াছি সঙ্গে লয়ে দাসী॥
এসেছি বাপের কাছে ছেলে মেয়ে ফেলে।
বাঁধাবাড়া হবে সব আমি নেয়ে এলে॥
ঘোর জাঁক বাজে শাঁক যত সব রামা।
কুটিছে তণ্ডুল সুখে করি ধামা ধামা॥
বাউনি আউনি ঝাড়া পোড়া আখ্যা আর।
মেয়েদের নব শাস্ত্র অশেষ প্রকার॥
তুক্ তাক্ মন্ত্র তন্ত্র কতরূপ খ্যাল্।
পাঁদাড়ে ফেলেচে শ্যাল্ শ্যাল্ শ্যাল্ শ্যাল্॥
খোলায় পিটুলি দেন হয়ে অতি শুচি।
ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ শব্দ হয় ঢাকা দেন মুচি॥
উনুনে ছাউনি করে বাউনি বাঁধিয়া।
চাউনি কর্ত্তার পানে কাঁদুনি কাঁদিয়া॥
'চেয়ে দেখ সংসারেতে কতগুলি ছেলে।
বল দেখি কি হইবে নয় রেক চেলে?
খুদকুঁড়া গুঁড়া করি কুটিলাম ঢেঁকি।
কেমনে চালাই সব তুমি হলে ঢেঁকি॥
আড় কার পাড় দিতে সাধ গেল পড়ে।
লেখা কার নাহি হয় সাধ্ পোয়া পড়ে॥
ছাঁই ক'রে রাখিলাম অর্দ্ধভাগ কেটে।
হাতে হাতে গেল তিল তিলাতিল বেটে॥
ঝোলাগুড় তোলা ছিল শিকের উপরে।
তোলা তোলা খেতে দিয়া ফুরাইল ঘরে
পোয়া কাচ্চা কি করিবে নহে এক মন।
বাড়ীর লোকের তাহে নহে এক মন॥
একমনে খায় যদি আদ মণে সারি।
একমনে না খাইলে দশ মণে হারি॥
ভাঙ্গামণে পূরোমণ মন যদি খুলে।
পূরোমণে কি হইবে ভাঙ্গামন হ'লে॥
তুমি ভাব ঘরে আছে কত মণ তোলা।
জান না কি ঘরে আছে কত মন তোলা?
কারে বা কহিব আর বোঝা হ'ল দায়।
খুলে দিলে মন কি হে ভুলে রাখা যায়?
বিষম দুরন্ত ওটা মেজোবোর ব্যাটা।
কোনমতে শুনেনাক ছোঁড়া বড় ঠ্যাঁটা॥
না দিলে ধমক্ দেয় দুই চক্ষু রেঙ্গে।
ঘটী বাটী হাঁড়-কুঁড়ি সব ফ্যালে ভেঙ্গে॥
পুলি সব উঠে গেল কিছু নাই ছাঁই।
নারিকেল তেল গুড় ক্ষের সব চাই॥
অদৃষ্টের দোষ সব মিছে দেই গালি।
চর্ব্বণে উঠিয়া গেল পার্ব্বণের ডালি॥

* এই কবিতার এবং পরবর্ত্তী কবিতার অনেকগুলি পদ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আমি লই মোটা চাল সরু চেলে চেলে।
বুঝিতে না পারি তুমি চল কোন্ চেলে।
ও বাড়ীর মেয়েদের বলিয়াছি খেতে।
নূতন জামাই আজ আসিবেন যেতে।
তোমার কি ঘর পানে কিছু নাই টান।
হাবাতের হাতে যায় অভাগীর প্রাণ।
কি বলিব বাপ মায় কেন দিলে বিয়ে।
একদিন সুখ নাই ঘরকন্না নিয়ে।
কোন দিন না করিলে সংসারের ক্রিয়ে।
দিবানিশি ফেরো শুধু গোঁপে তেল দিয়ে।
সবে মাত্র দুইগাছা খাড়ু ছিল হাতে।
তাহাও দিয়াছি বাঁধা মেয়েটীর ভাতে।
সুদে সুদে বেড়ে গেল কে করে খালাস?
বাঁচিবার সাধ নাই মলেই খালাস।
রাত্রিদিন খেটে মরি এক সন্ধ্যা খেয়ে।
এত জ্বালা সহ্য করি আমি বাই মেয়ে।'
এইরূপ প্রতি ঘরে দৃশ্য মনোহর।
গিন্নীর কাঁড়ুনী ডক্ক কর্ত্তার উপর।
মাগীদের নাহি আর তিন রাত্রি ঘুম।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি রন্ধনের ধূম।
সাবকাশ নাই মাত্র এলোচুল বাঁধে।
ডাল ঝোল মাছ ভাত রাশি রাশি রাঁধে।
কত থাকে তার কাঁচা কত যায় পুড়ে।
সাধে রাঁধে পরমান্ন নলেনের গুড়ে।
বধূর রন্ধনে যদি যায় তাড়া এঁকে।
শাশুড়ী ননদ কত কথা কয় বেঁকে।
"হ্যালো বউ কি করিলি দেখে মন চটে।
এই রান্না শিখেছিস্ মায়ের নিকটে?
সাতজন্ম ভাত বিনা যদি মরি দুখে।
তথাচ এমন রান্না নাহি দিই মুখে॥"
মধুর মধুর ধনি মুখ-শতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায় চক্ষু ছল ছল।
আহা তার হাহাকার বুঝিবার নয়।
ফুটিতে না পারে কিছু মনে মনে রয়।
ভাগ্যফলে রান্না সব ভাল হয় যাঁর।
ঠ্যাকারেতে মাটীতে পা নাহি পড়ে তাঁর।
হাসি হাসি মুখখানি অপরূপ আড়া।
বেঁকে বেঁকে যান গিন্নী দিয়ে নথ নাড়া।
'হ্যাগা দিদি এই শাক রাঁধিয়াছি যেতে।
মাথা খাও সত্যি বল ভাল লাগে খেতে।'
'দিদি দিদি কেন বোন্ হেন কথা কয়ে?
বাট্ বাই বেঁচে থাক্ জন্ম-এয়ো হয়ে।
পুরুষেরা ভাল সব বলিয়াছে খেয়ে
ভাল রান্না রেঁধেছিস্ ধন্য তুই মেয়ে॥'
এইরূপ ধুমধাম প্রতি ঘরে ঘরে।
নানামত অনুষ্ঠান আহারের তরে।
ভাজা ভাজা ভাজাপুলি ভেজে ভেজে তোলে।
সারি সারি হাঁড়ি হাঁড়ি কাঁড়ি ক'রে কোলে
কেহ বা পিটুলি মাখে কেহ কাঁই গোলে।

* * *

আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর।
গড়িতেছে পিটেপুলি অশেষ প্রকার।
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ কুটুম্বের মেলা।
হায় হায় দেশাচার ধন্য তোর খেলা।
কামিনী যামিনীযোগে শয়নের ঘরে।
স্বামীর খাবার দ্রব্য আয়োজন করে।
আদরে খাওয়াবে সব মনে সাধ আছে।
ঘেঁসে ঘেঁসে বসে গিয়া আপনের কাছে।
'মাথা খাও খাও' বলি পাতে দেয় পিটে।
না খাইলে বাঁকামুখে পিটে দেয় পিটে।
আকুলি বিকুলি কত চুকুলির লাগি।
চুকুলি গড়িয়া হন চুকুলির ভাগী।
'প্রাণে আর নাহি সয় ননদের জ্বালা।
বিষমাখা বাক্যবাণে কাণ হ'ল কালা।
মেজো বউ মন্দ নয় সেই পোড়ে গোড়।
কুমারের পোড়ে যেন পোড়ে পোড়ে পোড়।
মনোদুখে প্রাতে আজ কুটি নাই খোড়।
এখন রয়েছে তাই কোন্দলের তোড়।
শাশুড়ী আলাদা রেখে ছাই তিন হাঁড়ি।
চুপি চুপি পাঠালেন কন্যাটীর বাড়ী।
ঠাকুরঝির ছেলেগুলো খায় ঠেসে ঠেসে।
আমার গোপাল যেন আসিয়াছে ভেসে।
মরি মরি বাট্ বাট্ কেঁদেছিল যেতে।
বাছা মোর পেট পুরে নাহি পায় খেতে।'
শক্তিভক্তিপরায়ণ হন যেই নর।
তখনি এ সব বাক্যে ভেজে দেন ঘর।
উপাদেয় দ্রব্য সব গড়িয়াছে চেলে।
সদ্য হয় কর্ম্ম শেষ গোটা দুই খেলে।
কামিনী-কুহকে পড়ি খায় যেই হাবা।
নিজে সেই হাবা নয় হাবা তাঁর বাবা।
বুকে পিটে ভরপিটে ভরপিটে পড়ে।
হিন্দুর দেবতা সব ঠাট তাঁর ধরে।
ভিতরে পুরিয়া তাঁই আলু দেয় ঢাকা।

লোভ নাহি থেমে থাকে খাই তাই চোটে।
পিটে পুলি পেটে রেল ছিটে-গুলী ফোটে॥
পায়েসে পিটুলি দিয়া করিয়াছে চুরি।
গৃহিণীর অনুরাগে ভুক্ত তাই চুরি॥
যুবো সব সুবো প্রায় খুবো নাহি নড়ে।
কাছে ব'সে খায় ক'সে রোসে নাহি পড়ে॥
ধন্য ধন্য পল্লীগ্রাম ধন্য সব লোক।
কাহনের হিসাবেতে আহারের ঝোঁক॥
প্রবাসী পুরুষ যত পোষতার রবে।
ছুটি নিয়া ছুটাছুটি বাড়ী এসে সবে॥
সহরের কেনা দ্রব্যে বেড়ে যায় জাঁক।
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ মেয়েদের ডাক॥
কর্ত্তাদের গালগল্প গুড়ুক টানিয়া।
কাটালের গুঁড়ি প্রায় ভুঁড়ি এলাইয়া॥
দুই পার্শ্বে পরিজন মধ্যে বুড়া ব'সে।
চিটে গুড় ছিটে দিয়ে পিটে খান ক'সে॥
তরুণী রমণী যত একত্র হইয়া।
তামাসা করিছে সুখে জামাই লইয়া॥
আহারের দ্রব্য লয়ে কৌশল কৌতুক।
মাঝে মাঝে হাস্যরবে সুখের কৌতুক॥

বিধবা-বিবাহ।

বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল॥
কত বাদী প্রতিবাদী করে কত রব।
ছেলে বুড়া আদি করি মাতিয়াছে সব॥
কেহ উঠে শাখাপরে কেহ থাকে মূলে।
করিছে প্রমাণ জড়ো পাঁজি পুঁথি খুলে॥
একদলে যত বুড়ো আর দলে ছোঁড়া।
গোঁড়া হয়ে মাতে সব দেখে নাক গোড়া॥
লাফালাফি দাপাদাপি করিতেছে যত।
দুই দলে খাপাখাপি ছাপাছাপি কত॥
বচন রচন করি কত কথা বলে।
ধর্ম্মের বিচারপথে কেহ নাহি চলে॥
"পরাশর" প্রমাণেতে বিধি বলে কেউ।
কেহ বলে এ যে দেখি সাগরের ঢেউ॥
কোথা বা করিছে লোক শুধু হেউ হেউ।
কোথা বা বাঘের পিছে লাগিয়াছে ফেউ॥
অনেকেই এইমত লয়েছে বিধান।
"অক্ষতযোনির" বটে বিবাহ-বিধান॥
কেহ বলে ক্ষতাক্ষত কেবা আর বাছে?
একেবারে হবে যাক্ যত রাঁড়ী আছে॥
কেহ কহে এই বিধি কেমনে হইবে।
হিঁদুর ঘরের রাঁড়ী সিঁদুর পরিবে॥
বুকে ছেলে কাঁকে ছেলে ছেলে কোলে কোলে।
তার বিয়ে বিধি নয় উলু উলু ব'লে॥
গিলে গিলে ভাত খায় দাঁত নাই মুখে।
হইয়াছে আঁত খালি হাত চাপা বুকে॥
ঘাটে যারে নিয়ে যায় চড়াইয়া খাটে।
শাড়ীপরা চুড়ি হাতে তারে নাকি খাটে॥
শুনিয়া বিয়ের নাম "কোনে" সেজে বুড়ী।
কেমনে বলিবে মুখে "খুড়ী খুড়ী খুড়ী"॥
পোড়ামুখ পোড়াইয়া কোন্ পোড়ামুখী।
'দুখী' 'সুখী' মেয়ে ফেলে কেঁচে হবে খুকী॥
ব্যাটা আছে যার তার বেলগাছ এঁচে।
জুড়ী মেরে খুড়ী ব'লে সে বসিবে কেঁচে॥
গমনের আয়োজন শমনের ঘরে।
বিবাহের সাধ সে কি মনে আর করে॥
যেখানে সেখানে শুনি এই কলরব।
বালার বিবাহ দিতে রাজি আছে সব॥
সকলেই এইরূপ বলাবলি করে।
ছুঁড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ী নাহি তরে॥
শরীর পড়েছে ঝুলি চুলগুলি পাকা।
কে ধরাবে মাছ তারে কে পরাবে শাঁখা॥
জ্ঞানহারা হয়ে যাই নাহি পাই ধ্যানে।
কে পারিবে "সংবাদ" মায়ের কল্যাণে॥

বিধবা-বিবাহ আইন।

হিন্দু বিধবার বিয়া আছে অপ্রচার।
বহুকাল হ'তে যার নাহি ব্যবহার॥
সে বিষয়ে ক্ষতাক্ষত না করি বিশেষ।
করিলেন একেবারে নিয়ম নির্দ্দেশ॥
শত শত প্রজা তার ব্যথা পায় প্রাণে।
তাদের আর্ত্তনাদ নাহি শুনিলেন কাণে॥
গ্রাণ্ট করি গ্রাণ্টের সকল অভিলাষ।
কালবিল কাল বিল করিলেন পাস॥
না হইতে শাস্ত্রমতে বিচারের শেষ।
বল করি করিলেন আইন আদেশ॥
যাহাদের ধর্ম্ম এই আর দেশাচার।
পরস্পর তারা আগে করুক বিচার॥

বিধি কি অবিধি তাহা যত্নেতে বুঝিবে।
যা হয় উচিত তাই দেশেতে করিবে॥
করিছে আমার ধর্ম্ম আমাতে নির্ভর।
রাজা হয়ে পরধর্ম্মে কেন দেন কর॥
আগে ভাগে বাঙ্গাদেশ করিতে প্রচার।
এত কেন মাথা-ব্যথা হইল রাজার?
যগুপি বিধান হয় বিধবার বিয়ে।
আপনারা করুক আপন দল নিয়ে॥
যুক্তি আর বিচারেতে যে হয় নিশ্চিত।
দেশেতে চলিত করা তাই ত উচিত।
অনিয়মে করি এ কি নিয়মের ছল।
ভূপতি তাহাতে কেন প্রকাশেন বল॥
কোলে কাঁকে ছেলে ঝোলে যে সকল রাঁড়ী।
তাহারা সধবা হবে প'রে শাঁকা শাড়ী॥
এ বড় হাসির কথা শুনে লাগে ভব।
কেবল কেমন করে মনের ভিতর॥
শাস্ত্র নয় যুক্তি নয় হবে কি প্রকারে।
দেশাচারে ব্যবহারে বাধো বাধো করে॥
যুক্তি ব'লে বিচার করুন শত শত;
কোনমতে হইবে না শাস্ত্রের সম্মত॥
বিবাহ করিয়া তারা পুনর্ভবা হবে।
সতী ব'লে সম্বোধন কিসে করি তবে?
বিধবার গর্ভজাত যে হবে সন্তান।
বৈধ ব'লে কিসে তার করিবে প্রমাণ?
যে বিষয় সর্ব্ববাদি-সম্মত না হয়।
সে বিষয় সিদ্ধ করা শক্ত অতিশয়॥
কলে আর ছলে বলে যত পার কর।
ফলে সে কিছুই নয় মিছে ব'কে মর॥
শ্রীমান্ ধীমান্ নীতি-নির্ম্মাণকারক।
যাঁরা সবে হতে চান বিধবাতারক॥
নতভাবে নিবেদন প্রতি জনে জনে।
আইন-বৃক্ষের ফল ফলিবে কেমনে॥
বিধবার বিয়ে দিতে যাহারা উন্মত্ত।
তার মাঝে বড় বড় লোক আছে যত॥
যারে ইচ্ছা তারে হয় ডাকিয়া আনিয়া।
ঘরেতে বিধবা কত পরিচয় নিয়া॥
গোপনেতে এই কথা বলিবেন তারে।
জননীর বিয়ে দিতে পারে কি না পারে॥
যদি পারে তবে তারে বুঝি বাহাদুর।
এমনি করিলে সব দুঃখ হয় দূর॥
সহজে যগুপি হয় এরূপ ব্যাপার।
করিতে হবে না তবে আইন প্রচার॥
যদি কেহ নাহি পারে সাহস ধরিয়া।
বিফল কি ফল তবে আইন করিয়া॥
পরস্পর আড়ম্বর মুখে কত কয়।
কেহ আর মাথা তুলে অগ্রসর নয়॥
গোলেমালে হরিবোল গণ্ডগোল সার।
নাহি হয় ফলোদয় মিছে হাহাকার॥
বাক্যের অভাব নাই বদন-ভাণ্ডারে।
যত আসে তত বলে কে দূষিবে কারে॥
সাহস কোথায় বল প্রতিজ্ঞা কোথায়।
কিছুই না হতে পারে মুখের কথায়॥
মিছামিছি অনুষ্ঠানে মিছে কাল হরা।
মুখে বলা বলা নয় কাজে করা করা॥
সকলেই তুড়ি মারে বুঝে নাক কেউ।
সীমা ছেড়ে নাহি খেলে সাগরের ঢেউ॥
সাগর যগুপি করে সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হতে পারে বিবাহ-ঘটন॥
নচেৎ না দেখি কোন সম্ভাবনা আর।
অকারণে হই হই উপহাস সার॥
কেহ কিছু নাহি করে আপনার ঘরে।
যাবে যাবে যার শক্র যাক্ পরে পরে॥
তখন এরূপ করে হ'লে ব্যতিক্রম।
"কাটায় পড়েছে কলা গোবিন্দায় নম।"
রাজার কর্ত্তব্য কথা করিতে বর্ণন।
এরূপ লিখিতে আর নাহি প্রয়োজন॥
এইমাত্র শেষ কথা কহিব নিশ্চয়।
এ বিষয়ে বিধি দেয়া রাজধর্ম্ম নয়॥
মরুক্ মরুক যার প্রজায় প্রজায়।
কোন্ কালে রাজার কি হানি আছে তায়॥

ছদ্ম মিশনরি।

ভুজঙ্গ হিংস্রক বটে তাকে কিবা ভয়?
মণি মন্ত্র মহৌষধে প্রতীকার হয়॥
মিশনরি রাজা নাগ দংশে ভাই যারে।
একেবারে বিষদাঁতে সেরে ফেলে তারে॥
ব্যাঘ্রভয়ে ব্যস্ত হই যদি পায় বাগে।
লাঠি অস্ত্র থাকিলে কি ভয় করি বাঘে?
হেলো বলে * কেঁদো বাঘ রাজামুখ বাড়া।
বাপ, বাপ, বুক ফাটে নাম শুনে তার॥

---

* অর্থাৎ হেদুয়া পুষ্করিণীর পার্শ্বস্থ।

বাপ ভয়া বাব আছে হাত দিয়া শিরে।
ধরিয়া ধর্ম্মের গলা নখেতে চিরে।
ছেলেকালে ছেলেধরা শুনিয়াছি কাণে।
এখন হইল বোধ বিশেষ প্রমাণে॥
কহিতে মনের খেদ বুক ফেটে যায়।
মিশনরি ছেলেধরা ছেলে ধ'রে খায়॥
মাতৃমুখে জুজু কথা আছি অবগত।
এই বুঝি সেই জুজু রাঙ্গামুখ যত॥
চুপ চুপ ছেলে সব হও সাবধান।
কাণকাটা • • কেটে নেবে কাণ॥
ঘুমাও ঘুমাও বাপ থাক শান্ত ভাবে।
বাটা ভ'রে পান দেব গাল ভ'রে খাবে।
চিনি দিব ক্ষীর দিব দিব গুড়পিটে।
বাপধন বাছা মোর ছেড় না রে ভিটে।
কি জানি কি ঘটে পাছে বুদ্ধি তোর কাঁচা।
ওখানে জুজুর ভয় যেও না রে বাছা॥
মূর্খ হয়ে ঘরে থাক ধর্ম্মপথ ধ'রে।
কাজ নাই স্কুলেতে লেখা-পড়া ক'রে।
ভাবে হে ছেলের বাপ, মন্দ বড় কাল।
আপন আপন ছেলে সামাল সামাল॥
মিষ্টভাষী শুভ্রকায় মিশনরি যত।
আমাদের পক্ষে তারা দয়া-ধর্ম্মহত॥
পিতার সুখের নিধি তনয়-রতন।
কিছু নাহি বুঝে তার মনের মতন।
শূন্য করি জননীর হৃদয়ভাণ্ডার।
হরণ করিয়া লয় সাধের কুমার॥
বাক্যের কুহক-যোগে ঈশুমন্ত্র ছেড়ে।
যুবতীর বুক চিরে পতি লয় কেড়ে।
কামিনীর কোল শূন্য ক্ষুণ্ণ মন তার।
এ খেদ কহিব কারে হায় হায় হায়॥
বিদ্যাদান ছল করি মিশনরি ভব।
পাতিয়াছে ভাল এক বিধর্ম্মের টব॥
মধুর বচন ক্রমে জানাইয়া সব।
ঈশুমন্ত্রে অভিষিক্ত করে শিশু সব॥
শিশু সবে ত্রাণকর্ত্তা জ্ঞান করে ভবে।
বিপরীত লবে পরে ডুব দেয় টবে।

পাঁটা।

রসভরা রসময় রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল॥
ধর্ম্ম হেতু [illegible] জননী তোমার।
উদরে তোমারে ধরে ধন্য গুণ তাঁর।
তুমি যার পেটে যাও সেই পুণ্যবান।
সাধু সাধু সাধু তুমি ছাগীর সন্তান।
ত্রিতাপেতে তরে লোক তব নাম নিয়া।
বাঁচালে দক্ষের প্রাণ নিজ মুণ্ড দিয়া।
চাঁদমুখে চাপদাড়ি গালে নাই গোঁপ।
শৃঙ্গ খাড়া ছাড়া ছাড়া লোমে লোমে খোপ।
সে সময়ে অপরূপ মনোলোভা শোভা।
দুটি মাত্র নেড়ে গাত্র কথা কয় বোবা।
স্বর্গ এক উপসর্গ ফল তাহে কলা।
দিবানিশি প'ড়ে থাকি ধ'রে তোর গলা॥
চারি পায়ে ছাঁদ দিয়া তুলে রাখি বুকে।
হাতে হাতে স্বর্গ পাই বোকা গন্ধ শুঁকে॥
শুধু যার পেট ভ'রে পাঁটারাম দাদা।
ভোজনের কালে যদি কাছে থাক বাঁধা॥
শাদা কাল কটা রূপ বলি হারি গুণে।
সাত পত ভাত মারি ভ্যা ভ্যা রব শুনে।
মহিমায় নাম ধর শ্রীমহাপ্রসাদ।
তোমার প্রসাদে যায় সকল বিষাদ॥
ঝাল দিতে কাল যায় লাল পড়ে গালে।
ঘুঁটনা কামাই হয় বাটনায় কালে॥
ইচ্ছা করে কাঁচা খাই সমুদয় লয়ে।
হাড়শুদ্ধ গিলে ফেলি হাড়গিলে হয়ে॥
মজাদাতা অজা তোর কি লিখিব যশ?
যত চুষি তত খুসী হাড়ে হাড়ে রস।
গিলে গিলে ঝোল খায় অস্বাদন-হত।
তাদের জীবন বৃথা দাঁতপড়া যত॥
এমন পাঁটার মাস নাহি খায় যারা।
ম'রে যেন ছাগী-গর্ভে জন্ম লয় তারা॥
দেখিয়া ছাগের গুণ ক'রে অভিমান।
হইলেন বররূপ নিজে ভগবান্॥
তথাচ যবন হিন্দু করে অপমান।
ইংরাজে কেবল তাঁর রাখিয়াছে মান॥
হোটেলে বিক্রয় হয় নাম ধরে হাম্।
পচাগন্ধে প্রাণ যায় ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্
অদ্যাপি শ্রীহরি সেই অভিমান লয়ে।
লুকায়ে আছেন জলে কূর্ম্ম মীন হয়ে॥
কচ্ছপ রে জুজুবুড়ী তারে কেবা যাচে?
মাছের কিছু আছে মান বাঙ্গালীর কাছে।
কিন্তু মাছ পাঁটার নিকটে কোথা রয়?
দাসদাস তস্য দাস তস্য দাস নয়।

এক, দুই, তিন, চারি, ছেড়ে দেছু হয়।
পাঁচেরে কল্লিলে হাতে রিপু রিপু নয়॥
শুক ছাড়া পক সেই অতি পরিপাটী।
বাবু সেজে পাটির উপরে রাখি পাটী॥
পাত্র হয়ে পাত্র লয়ে ঢোলে মারি চাটি।
ঝোলমাখা মাস নিয়া চাটি ক'রে চাটি॥
টুকি টাকি টুক টুক মুখে দিই মেটে।
যত পাই তত খাই সাধ নাহি মেটে॥
ঝোলের সহিত দিলে গোটা গোটা আলু।
লক্ লক্ লোলো লোলো জিব হয় লালু॥
সারাস্ সাবাস্ রে সাবাসী তোরে অজা।
ত্রিভুবনে তোর কাছে কিছু নাই মজা॥
কোন অংশে বড় নয় কেহ তোর চেয়ে।
এত গুণ ধরিয়াছ পাতা ঘাস খেয়ে॥
মহত্ত্বের কার্য্য কর গরিবানা চেলে।
না জানি কি হ'ত আরো ঘৃত ক্ষীর খেলে॥
বিশেষ মহিমা তব কি কব অবানী।
জানেন কিঞ্চিৎ গুণ ভাঁড়ে মা ভবানী॥
বৃথায় তিলক ধরে ছাই ভষ্ম খেয়ে।
কসাই অনেক ভাল গোঁসায়ের চেয়ে॥
পরম বৈষ্ণবী যিনি দক্ষের দুহিতা।
ছাগ-মাংসি রক্তে তিনি সদাই মোহিতা॥
ছলে এক মন্ত্র বলি বলিদান লয়ে।
খান দেবী পিতৃ-মাথা বিশ্বমাতা হ'য়ে।
দক্ষযজ্ঞে প্রাণ ত্যজি খণ্ড খণ্ড হয়ে।
করিলেন তুষ্টিনাশ কালীঘাটে রয়ে॥
প্রতি কোপে যত পাঁটা বলিদান করে।
দেবী-বরে জন্মে তারা হালদারের ঘরে॥
এক জন্মে মাংস দিয়া আর জন্মে খায়।
কলির দেবল হয়ে কালীগুণ গায়॥
প্রণমামি • • তোমার চরণে।
পেট ভ'রে পাঁটা দিও যত যাত্রিগণে॥
প্রণমামি সুখদাত্রী ছাগপ্রসবিনী।
অদ্যাবধি না হইবা কভায় জননী॥
প্রণমামি কালীঘাট যথা মাতা কালী।
প্রণমামি মুণ্ডি-পদে বেচে যারা ডালি॥
ধন্য ধন্য কর্ম্মকার ধন্য তুমি খাঁড়া।
প্রণমামি তব পদে দিয়া গাত্র নাড়া॥
এমন সুখের ছাগে করে যেই দ্বেষ।
তাড়াইব তারে আমি ছাড়াইব দেশ॥
বাছিয়া পাঁটার হাড় গেঁথে তার মালা
বানাইব কুঁড়াজালি দিয়া ছাগ-ছালা॥
নামাবলী বহির্ব্বাস নিয়া করতলে
তাল ক'রে ছোপাইব রুধিরের জলে।
সাজাইব গোঁড়াগণে দিয়া রক্তম্বর।
পশু-সঙ্গে পশুদের যাবে পশুভাব॥
কের যদি করে দ্বেষ হয়ে প্রতিবাদী।
ঘুচাব গোঁড়ামী যোগ দিয়া ছাগ-নাদী॥
অনুমতি কর ছাগ উদরেতে গিয়া।
অন্তে যেন প্রাণ যায় তব নাম নিয়া॥
মুখে বলি গঙ্গা-নারায়ণ- ব্রহ্ম-হরি।
পাঁটামাস খেতে খেতে বিছানায় মরি॥
তাহাতেই মুক্তিলাভ মুক্তি নাই আর।
নিতান্ত কৃতান্ত হয় পদানত তার॥
হায় এ কি অপরূপ বিধাতার খেলা।
শুদ্ধ গাত্র কিছুমাত্র নাহি যায় ফেলা॥
লোম তুলি করি তুলি রঙ্গে রঙ্গ ভরি।
শ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণ-রূপ সুখে চিত্র করি॥
চিত্রকরে চিত্র করে দিয়া সূক্ষ্মরেখা।
দেবমূর্ত্তি অবয়ব সব যায় লেখা॥
নানারূপ যন্ত্র হয় ছাগলের ছালে।
শ্রীহরি-গৌরাঙ্গ-গুণ বাজে তালে তালে॥
ঢাক কাঁড়া নহবৎ মৃদঙ্গ মাদোল।
তবলা অবলাপ্রিয় ঢোল আর খোল॥
এক চর্ম্মে বহু যন্ত্র বাদ্য তার কল।
নেড়ানেড়ী গোঁড়াদের ভিক্ষার সম্বল॥
কোপ্নীধারী প্রেমদাস সেবাদাসী নিয়ে।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে খঞ্জনী বাজিয়ে॥
সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে॥
হাড়িকাঠে ফেলে দিই ধ'রে দুটী ঠ্যাং।
সে সময়ে বাদ্য করে ছ্যাডাঙ ছ্যাডাঙ॥
এমন পাঁটার নাম যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয় ঝাড়বংশে বোকা॥
ভ্রমণে যে ভাবোদয় নদ-নদী-পথে।
রচিলাম ছাগ-গুণ যথা সাধ্যমতে॥
প্রতিদিন প্রাতে উঠি ক'রে শুদ্ধ মন।
ভক্তিভাবে এই পদ্য পড়িবে যে জন॥
বিচিত্র পুষ্পের রথে পাঁটা পাঁটা ব'লে।
সাতায় পুরুষ তার স্বর্গে যাবে চ'লে॥

বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের খ্রীষ্টধর্ম্মানুরক্তি।

যেখানেতে বলকের বিপরীত মতি।
সেখানেই মিশনরি বলবান্ অতি॥
পাতিয়া কুহকী-ফাঁদ ফেলিয়াছে পেড়ে।
এমন মুখের গ্রাস কেন দেবে ছেড়ে?
গাছপাকা বর্ত্তমান বর্ত্তমান চোকে।
বুদ্ধিদোষে ছেড়ে দিয়ে কেন যাবে ফোকে?
তুমি ত সুবোধ চণ্ডী বৈষ্ণবের ছেলে।
কোথা যাও মনোহর মাল্‌সাভোগ ফেলে?
হিন্দু হয়ে কেন চল সাহেবের চেলে?
উদরে অসহ্য হবে মাংস মদ খেলে।
ক্ষীর সর ননী খেয়ে বৃদ্ধি কর কায়া।
বিধর্ম্ম-ডোবার জল খেও না হে ভায়া॥
যদ্যপি আহার হেতু ইচ্ছা তোর হয়।
আর ভাই ঘরে আর কিছু নাই ভয়॥
কত কারখানা ক'রে খেতে দিব খানা।
গো টু হেল ডোণ্ট ক্যার কে করিবে মানা?
সরপোটে ব'সে খাব খুসী যেবা খুসী।
যদি কেহ কিছু বলে ধ'রে দেগা ঘুসি॥
আহার-বিহারে ভাই ভয় কার কাছে?
ধর্ম্মসভা নাহি আর ব্রহ্মসভা আছে।
আপন বিক্রমে হব রুসিয়ার কিঙ।
টেবিলে বসিব খেতে হাতে দিয়ে রিঙ।
গায়ত্রী করিব পাঠ প্রতি বুধবারে।
পাব নিত্য চিত্তরূপ শরীর-আগারে।
জ্ঞান-অস্ত্রে কেটে দেহ মায়ারূপ গণ্ডী।
ভ্রমদণ্ডে দণ্ডী হয়ে কেন হও দণ্ডী?
পূর্ব্ববৎ হিন্দু হও বিভমত খণ্ডি।
হাড়িঝী চণ্ডীর আজ্ঞা ঘরে আয় চণ্ডী॥

কৌলীন্য।

মিছা কেন কুল নিয়া কর আঁটা-আঁটি।
এ যে কুল কুল নয় সার মাত্র আঁটি।
কুলের গৌরব কর কোন্ অভিমানে।
মূলের হইলে দোষ কেবা তারে মানে।
ঘটকের মুখে শুধু কুলীনের চোপা।
যশ নাই যশ কিসে কুল হ'ল টোপা॥
আদর হইত তবে ভাঙ্গিলে অরুচি।
পোকাধরা সোঁপা ভাব দেখে যায় রুচি॥
অতএব বৃথা এই কুলের আচার।
ইথে নাহি রক্ষা পায় কুলের আচার॥
কুলের সম্ভ্রম বল করিব কেমনে।
শতেক বিধবা হয় একের মরণে॥
বগলেতে বৃষকাষ্ঠ শক্তিহীন যেই।
কোলের কুমারী লয়ে বিয়ে করে সেই॥
মুখে দাঁত ভাঙ্গে নাই শিশু নাম যার।
পিতামহী সম নারী দারা হয় তার॥
নর নারী তুল্য বিনা কিসে মন তোষে।
ব্যভিচার হয় শুদ্ধ এই সব দোষে॥
কুলকরে নয় রূপ সুলক্ষণ যাহা।
অবশ্য প্রামাণ্য করি শিরোধার্য্য তাহা॥
নচেৎ যে কুল তাহা দোষের কারণ।
পাপের গৌরব কেন করিব ধারণ॥
হে বিভু করুণাময় বিনয় আমার।
এ দেশের কুলধর্ম্ম করহ সংহার॥

স্নান-যাত্রা।

গুণে বলি হারি যাই, সাধু সাধু সাধু ভাই,
ধরাবাসী যত ধুতি-পরা।
আমাদের এই বঙ্গ, কোন ক্রমে নহে ভঙ্গ,
নানা রাগ-রঙ্গ রসভরা॥
বৃষপূর্ণিমার দিবা, অপার আমন্দ কিবা,
মাহেশে সুখের মহামেলা।
স্নানযাত্রা প্রতি বর্ষে, এই দিন মহা হর্ষে,
মেলা পেয়ে করে সব খেলা॥
কিবা ধনী কিবা দীন, সবার সুখের দিন,
আয়োজন কত দিন আগে।
সবিশেষ দেখি বেশ, ইচ্ছামত করে বেশ,
যাহার যেমন মনে লাগে॥
বদ্ধ হয়ে আশা-ফাঁদে, কত ছাঁদে কত সাধে,
গত নিশি করিয়াছে গত।
মুখে আমোদের রব, অধিক আমোদী সব,
বিশেষতঃ ছোটলোক যত॥
চরণে বিলাতী জুতি, পরিলেন যোপ ধুতি,
হরিলেন পৈতৃক তসর।
চাঁপাতলা শূন্য করি, যান যত নরহরি,
বস্ বস্ বসর্ বসর্॥
ঘাটে গিয়ে কত চোট্, সুখেতে সাজান বোট্,
বাঁধে জোট্, তাহার ভিতর।

দলে দলে গালাগালি, দলে দলে দলাদলি,
বলাবলি হয় পরস্পর।
ধুতির কিনারা কালা, গলায় পরিয়া মালা,
ষোষেঃ খেকো ষোষো সব সাজে।
চুল করে প্যান্‌চিট্‌, হয় ফিট্‌ কত চিট্‌,
মাঝে মাঝে চিট তার মাঝে।
একমাত্র * *, জলধর প্রেমছাত্র,
শত শত আছে তাই ঘেরে।
রঙ্গিণীর ঘোর ঘটা, হেরিয়ে রূপের ছটা,
লক্ষ্মীপ্রিয়া পক্ষী যায় হেরে॥
চোপায় কে পারে আর, খোঁপায় ফুলের হার,
কোপায় কথায় যেন কাঠ।
কত হাসে কত ভাবে, ঘুরে ঘুরে চারি পাশে,
একা মাগী লাগায়েছে হাট।
রঙ্গরস ঠারে ঠারে, সাজায় সাজায় তারে,
পুড়ে মরে দৃষ্টি-পোড়া।
মনে এই দুখ লাগে, পড়িয়াছে নানা ভাগে,
গঙ্গালাভ হবে তার কিসে॥
যাবার কিঞ্চিৎ আগে, খাবার তল্লাস লাগে,
আবার কে ভূমে দেয় পদ।
আত্র তুলে কত গোণ্ডা, কেহ আনে লুচি মোণ্ডা,
যণ্ডা সব ভাবে গদগদ।
'মোচন্ গিয়াছে ঘর, নঙ্গোর হয়েছে জর,
নৈকা চড়ি আম্রা সবাই।
লিতাই লারাণ্ ওই, নৈতুন্ ইয়ার কই,
লল্ লিস্ লবীন্ লবাই॥'
এ ওরে ফর্মাস করে, এক জন রাগ ক'রে,
কহিতেছে করি খচো-মচো।
বোতলের করি নাম, 'লড়ওম মোড়্লাম,
লল বওয়া নৈবচো নৈবচো॥'
খুলে তরী কত ধুম, ধুম ক'রে উঠে ধুম,
দেখে ঘুম করিল শ্রীহরি।
কেহ বলে 'বাবা ভাই, আমি এক গীত গাই,
নাচ্ তোরা নাগর নাগরী॥'
আর আর নীচ জাতি, বাবু হবে রাতারাতি,
ঘাতামাতি করে কতরূপ।
ফুলায় বুকের ছাতি, যেন নবাবের নাতি,
হাত্রী কিনে হয়ে বসে ভূপ।
সঙ্গব যেমন যায়, ব্যয় করে সে প্রকার,
কেহ কেহ শুদ্ধ হন ধারে।
ধোবার আনন্দময়, পরধনে বাবু হয়,
ভাড়া দিয়া সব কর্ম সারে।

মাতুলনন্দন যারা, ধনের কুবের তারা,
জলে জলে জলে শোভা পায়।
জলে উপার্জন কত, সাহা নয় সাহা যত,
সাহানাম বাদশার প্রায়।
হাড়ি মুচি মুগী জোলা, কত বা সেখের পোলা,
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে চলে।
ঠেলাঠেলী চুলোচুল, কাঁকে কাঁকে খুলোখুলি,
লোকারণ্য জলে আর স্থলে।
স্থলে উঠে দেখি চেয়ে, কত মদ্দ কত মেয়ে,
পথ ছেয়ে গান গেয়ে যায়।
আগে পাছে পাকাপাকি, ঝাঁকাঝাঁকি তাকাতাকি,
ঝাঁকাঝাঁকি স্থান নাহি পায়॥
এসে বাড়ী যত রাঁড়ী, কাঁকে ক'রে কেলে হাঁড়ি,
হাতে পাখা কাঁটাল মাথায়।
কথা কয় ইলিবিলি, মুখেতে পানের খিলি,
গলা বেয়ে পিক পড়ে গায়।
ভদ্র যত মন শাদা, পরস্পর করি চাঁদা,
রুচির তরণী লয়ে ভাড়া।
যাহাতে আসক্তি যাঁর, সেই শক্তি সঙ্গে তাঁর,
গরবেতে গোঁপে দেয় চাড়া॥
যথা শক্তি শক্তি-সেবা, শক্তি বিনা আছে কেবা,
শক্তি-ভক্তি সকলের সার।
ভক্তিভাবে যত জীব, শক্তিযোগে হন শিব,
শিব শক্তি পূজে কেবা আর॥
সকলেই ঘোর শাক্ত, কোন ক্রমে নহে ভাক্ত,
সেইরূপ আচার ব্যাভার।
সহজে সুখের যোগ রিপুর পঞ্চম ভোগ,
আস্ত তার করে সহকার।
* * গায়ে বাটী, তবলায় মুখে চাটি,
পরিপাটী খান ক'সে ক'সে।
পূর্ণ হ'ল ইচ্ছা যেটা, স্নান আর দেখে কেটা,
স্নান পান এক ঠাঁই ব'সে।
যখন না হয় তার, অখিল তরিয়া যায়,
মনে মনে সাধ আছে খুব।
বিলাতীর শেষ হ'লে, দেন শেষ ভাবে গোলে,
যেনো গাঙ্গে যেণো জলে ডুব।
প্রথমেতে চুপি চুপি, শেষ হন বহুরূপী,
আর নাহি থাকে লজ্জা ভয়।
চালে উঠে লয় ছাব, হাঁসা মুর্ত্তি পান করি,
লোকে বলে জয় বাবু জয়।
লম্পট যুবক যারা, নাচ্ ক'রে ফেরে তারা,
ধীরে ধীরে তীরে চালে ডিঙ্গে

যেখানে • সেইখানে গায় সারি,
কাকের পশ্চাতে যেন ফিঙ্গে ॥
আমি যে অভাগা অতি, স্বভাবতঃ ক্ষীণমতি,
কোন কালে যাগেশে না যাই।
ইচ্ছা হেন থাকে জ্ঞান, করিয়া বিভুর ধ্যান,
ঘরে যেন মুক্তিস্নান পাই ॥

— —

এণ্ডাওয়ালা তপস্যামাছ।

কষিত-কনককান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপ-দাড়ি তপস্বীর প্রায়।
মানুষের দৃশ্য নও বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা ননীর শরীরে ॥
পাখী নও কিন্তু ধর মনোহর পাখা।
সুমধুর মিষ্ট রস স -অঙ্গে মাখা
একবার রসনায় যে পেয়েছে তার।
আর কিছু মুখে নাহি ভাল লাগে তার।
দৃষ্ট মাত্র সর্ব্বগাত্র প্রফুল্লিত হয়।
সৌরভে আমোদ করে ত্রিভুবনময় ॥
প্রাণে নাহি দেবি সব কাঁটা আঁশ বাছা।
ইচ্ছা করে একেবারে গালে তুলি কাঁচা ॥
অপরূপ হেরে রূপ পুত্রশোক হরে।
মুখে দেওয়া দূরে থাক গন্ধে পেট ভরে ॥
কুড়ি দরে কিনে লই দেখে তাজা তাজা।
টপাটপ্ খেয়ে ফেলি ছাঁকাতেলে ভাজা।
না করে উদরে যেই তোমায় গ্রহণ।
বৃথায় জীবন তার বৃথায় জীবন।
নগরের লোক সব এই কয় মাস।
তোমার কৃপায় করে মহাসুখে বাস ॥
গুণেতে সবাই কেনা কে না করে সব।
কেন কেন কেনা কেনা কে না করে রব?
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে হেন আর নেই।
যে দিলে তপস্যা নাম সাধু সাধু সেই।
সব গুণে বড় তব আছে সর্ব্বজনে।
লোণাজলে বাস কর এই দুঃখ মনে।
অমৃত থাকিতে কেন রুচি হয় বিষে।
লুণ-পেড়ো পোড়া জল ভাল লাগে কিসে ॥
উদ্ধুবেড়ে আলো ক'রে করিছ বিহার।
নগরের উত্তরেতে গতি নাই আর ॥
বেণোগাঙে জোর ভাটা তাতেই সন্তোষ।
সমুদ্রের জল খেয়ে বুঝি কর রোষ ॥
জলধি কোরেছে তব বহু উপকার।
নূণ খেয়ে গুণ গেয়ে কাছে থাকো তার ॥
ক্ষীরোদমথনকালে অপূর্ব্ব ঘটন।
দেবাসুরে ঘোর দ্বন্দ্ব সুধার কারণ ॥
সাগর-সলিলে হয় বিবাদ বিস্তার।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি সুধার সুধার।
সে সময়ে তুমি মীন অতি কুতূহলে।
খেয়েছিলে সেই জল তপস্যার ফলে ॥
অমৃত-ভক্ষণে তাই এরূপ প্রকার।
সুমধুর আস্বাদন হয়েছে তোমার।
এমত অমৃত-ফল ফলিয়াছে জলে।
সাহেবেরা সুখে তাই ম্যাঙ্গোফিস্ বলে।
ব্যয় হেতু কোন মতে না হয় কাতর।
খানায় আনায় কত করি সমাদর ॥
ডিস ভোরে কিস লয় মিস বাবা যত।
পিস করে মুখে দিয়ে কিস খায় কত ॥
তাদের পবিত্র পেটে তুমি কর বাস।
এই কয় মাস আর নাহি খায় মাস ॥
তোমার অধরে ধরি বাবুড় কত সুখ।
মাঝে মাঝে সেরির গেলাসে দেয় মুখ ॥
যেচিলয় যারা তারা প্রসাদের তরে।
রান্নাঘরে ধন্না দিয়ে আয়োজন করে।
হেসে হেসে ঘেঁসে ঘেঁসে কাছে গিয়ে বসে।
পেটে হারামের ছুরি মুখ ভরা রসে ॥
টেক্ কিস ব'লে ডিস কাছে দেয় ঠেলে।
সশরীরে স্বর্গভোগ এঁটো খেতে পেলে ॥
বাঙ্গালির মত তারা রন্ধন না জানে।
আদ সিদ্ধ করি শুধু টেবিলেতে আনে ॥
মসলার গন্ধ গায় কিছুমাত্র নাই।
সুখে করে আলিঙ্গন কমলিনী বাই।
হায় রে নিদয় বিধি ধিক্ ধিক্ তোরে।
কি হেতু বেলাক্ হিঁদু কোরেছিস্ মোরে ॥
গোরা হ'লে হোরা মেরে চড়ে মনোরথে।
টেবিলে প্লেতের খেতে ডেবিলের মতে ॥
প্রেমানন্দে পিস করি সুখে খায় মিস।
বলি হারি যাই তোরে ওরে ম্যাঙ্গোফিস ॥
কিন্তু এক মম মনে এই বড় শোক।
না জানে তোমার গুণ উত্তরের লোক ॥
তোমার চরণে করি এই নিবেদন।
কর সবে সমভাবে দয়া বিতরণ ॥
গোঁৎ করে সোঁৎ ঠেলে ভাটি গাঙ ছেড়ে।
উজানের পথে চল দাড়ি-গোঁপ নেড়ে ॥

শাঁক ঘণ্টা বাজাইবে যত মেয়ে ছেলে।
ভিটে বেচে পূজা দিব মিঠে জলে এলে॥
যথা ইচ্ছা তথা থাক মনোহর মীন।
পেট ভোরে খেতে যেন পাই এক দিন॥
তোমার তুলনা নহে কোটিকল্পতরু।
লঘু হয়ে হও তুমি সকলের গুরু॥
সব ঠাঁই আদর অমান্ত নাই কভু।
শুদ্ধ সত্ত্ব ঠিক যেন খড়দার প্রভু॥
নিরাকার নিত্যানন্দ মীন অবতার।
নিত্য খেলে নিত্যানন্দ লাভ হয় তার॥
খেতে যদি নহি পাই মুখে লই নাম।
প্রণাম তোমার পদে সহস্র প্রণাম॥
কত জলে থাক তুমি নাহি তার লেখা।
তোমায় আমায় হয় সহজে কি দেখা॥
কতরূপ ভাবসূত্র মানবের মনে।
পেয়েছি তোমায় আমি জেলের কল্যাণে॥
গাভীন হইলে তুমি রস তায় কত।
ষাঁড়া হ'লে বাড়া সুখ নাহি হয় তত॥
তোমার ডিমের স্বাদ সুধার সমান।
গণ্ডা গণ্ডা এণ্ডা খেয়ে ঠাণ্ডা করি প্রাণ॥
প্রসব করিবে যত তবু রবে তাজা।
আমাদের আশীর্ব্বাদে হবে নাক বাঁজা॥
জন্ম-এয়ো হও তুমি রসবতী সতী।
পোয়াতার গর্ভে থেকে হও গর্ভবতী॥
কোন মতে নাহি মেটে বাসনার ক্ষোভ।
যত খাই তত খাই তবু বাড়ে লোভ॥
ভেজে খাই ঝোলে দিই কিংবা দিই ঝালে।
উদর পবিত্র হয় দিবা মাত্র গালে॥
আচার ছাড়িয়া যদি আচার মিশাই।
সে আচারে কোনরূপে অনাচার নাই॥
কুলাচার কেবা ছাড়ে লয়ে কুলাচার।
আচারে আচার বাড়ে সকল আচার॥
যাতে পাই তাতে খাই করি বাজী ভোর।
হায় রে তপস্যা তোর তপস্যা কি জোর॥

বড়-দিন।

খৃষ্টের জনমদিন বড়দিন নাম।
বহু সুখে পরিপূর্ণ কলিকাতা-ধাম॥
কেরাণী দেয়ান আদি বড় বড় মেট।
সাহেবের ঘরে ঘরে পাঠাতেছে ভেট॥
ভেট কি কমলা আদি মিছরি বাদাম।
ভাল দেখে কিনে লয় দিয়ে ভাল দাম॥
এই পর্ব্বে গোরা সর্ব্বে সুখী অতিশয়।
বাঙ্গালীর বিদিতার্থ লিখি সমুদয়॥
"কেথলিক" দল সব প্রেমানন্দে দোলে।
শিশু ঈশু গড়ে দেয় মেরিমার কোলে॥
বিশ্বসারে চারুরূপ দৃশ্য মনোলোভা।
যশোদার কোলে যথা গোপালের শোভা॥
স্বপ্নযোগে হলো গর্ভ ব্যক্ত এই শেষে।
ঈশ্বরের পুত্র ব'লে পরিচয় দেশে॥
ও গড্ ও গড্ গড্ লেখে বাইবেলে।
ঈশু কি তোমার শিশু, ঔরসের ছেলে?
এ বড় গোপন ভাব আপন হারায়ে।
রোপন করেছে বীজ স্বপন দেখায়ে॥
নিজের বীজের ফল ঈশু যদি হয়।
যোষের ত নয় তবে যোষের তনয়॥
দিশী কৃষ্ণ বিসি কৃষ্ণ এ দেশ ও দেশ।
উভয়ের কার্য্য আছে বিশেষ বিশেষ॥
বিলাতের ব্রহ্ম যদি মেরিমার যাদু।
এ দেশের ব্রহ্ম তবে যশোদার যাদু॥
খুলিয়া পুরাণ গীতা ভাবে ঢ'লে ঢ'লে।
স্তব তার সব গুণ অবতার ব'লে॥
কুমারীর গর্ভে শিশু হয়ে অবতার।
করিলেন পৃথিবীর পাতকী উদ্ধার॥
বিভুরূপে খ্যাত হন নানারূপ কলে।
ভুলালেন রোম দেশ কুহকের বলে॥
ধর্ম্মের বিস্তার করি দেন উপদেশ।
ভূতরূপী ভগবান্ ঘুঘু আর মেষ॥
শিষ্যগণ সঙ্গে সদা যুগী জোলা জেলে।
সবে বলে এই প্রভু ঈশ্বরের ছেলে॥
নাম জারি করিলেক চেলা সব ঠাঁই।
শিষ্টবেশে দেশে দেশে ফেরেন গোঁসাই॥
পাপী-পরিত্রাণ হেতু করুণানিধান।
ক্রুশের ক্রুশের ঘায়ে ত্যজিলেন প্রাণ॥
তদবধি শিষ্যদের ভক্তির প্রভাব।
প্রভুপ্রেম প্রাপ্ত হয়ে কতরূপ ভাব॥
সেরূপ খৃষ্টানগণ ভাবে ঢল ঢল।
গোরাপ্রেমে মত্ত যথা নেড়ানেড়ী-দল॥
প্রভুর শোণিত মাংস কাল্পনিক করি।
আহারে আহ্লাদ পান যত মিশনরি॥
টেবিল সাজায়ে সব ভাবে গদগদ।
মাংস ব'লে রুটী খায় রক্ত ব'লে মদ।

ভুবন করেছে বশ কুহকের ডোরে।
হায় রে "কুমারীপুত্র" বলি হরি তোরে।
যে প্রকার খৃষ্টানের পূর্ব্ব-প্রকরণ।
কেথলিক চর্চ্চে গিয়া দেখে এসো মন॥
দেখিলে তাদের ভাব রাগে মন রোকে।
ধন্যবাদ দিতে হয় বঙ্গবাসী লোকে॥
ওল্ড এক টেষ্টমেণ্ট গোল্ড তার বাঁধা।
কোল্ড ক'রে মানুষেরে লাগাইয়া ধাঁধা।
রিফরম প্রটেষ্টাণ্ট বিশপের দল।
বড়দিন পেয়ে মুখে হাস্য খল খল॥
মিলিটরি সিবিল বণিক্ আদি যত।
ছুটী পেয়ে ছুটাছুটি আস্ফালন কত॥
জম্‌কে পোষাক করি গাড়ী আরোহণে।
চর্চ্চে যান সুরূপসী শ্রীমতীর সনে॥
বিশপের অগ্রভাগে ঘাড় হেঁট করি।
ক্ষণমাত্র অবস্থান টেষ্টমেণ্ট ধরি।
ভজনা হইলে পর উঠে দেন ছুট্।
সহিস বোলাও বগী ড্যাম ড্যাম হুট্॥
আলয়েতে আগমন মনের খুসীতে।
অঙ্গুলির অগ্রভাগ চুষিতে চুষিতে॥
পরস্পর নিমন্ত্রণ কতরূপ খানা।
টেবিলের উপরেতে কারিগুরি নানা॥
বেষ্টিত সাহেব সব বিবিরূপ জালে।
আনন্দের আলাপন আহারের কালে॥
শক্তি সহ ভক্তিভাবে খেয়ে মাংস মদ।
হাতে হাতে স্বর্গলাভ প্রাপ্ত ব্রহ্মপদ॥
রসে মত্ত ছেড়ে তত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব লাভে।
হয়ে প্রীত নৃত্য গীত বিপরীত ভাবে॥
রণবেশী মিলিটরি যত সব গোরা।
মাটে ঘাটে হাটে বাটে মারিতেছে ঘোরা॥
হুকুম জাহির করে দাঁড়িয়া দাঁড়িয়া।
বিবির লিবির জাঁক শিবির গাড়িয়া॥
চোট পাট জোট পাট আয়োজন করে।
শ্রীমতীর শ্রীমুখেতে আগে দেন ধ'রে॥
বড় বড় সাহেবেরা এইরূপ ভোগে।
পেয়েছেন বড় সুখ বড়দিনযোগে॥
ইচ্ছা করে ধন্না পাড়ি রান্নাঘরে ঢুকে।
কুক্ হয়ে মুখখানি লুক্ করি সুখে।
বিধাতা যগুপি করে গাড়ীর সহিস।
আগে ভাগে ছুটে যাই পহিস্ পহিস্॥
সাজিয়া কউচম্যান উপরে উঠিয়া।
ঘোড়া জুড়ে উড়ে যাই জুড়ি হাঁকাইয়া॥

আন্দ্রুস্, পিদ্রুস্ আদি আক্রুস্ মেণ্ডিস্।
ডিকোষ্টা ডিরোজা জোনা ডিসোজা গমিস॥
জেসু নেসু কেসু আর টেসুগণ যত।
ঝাঁকে ঝাঁকে যথা জাঁকে চলে শত শত॥
পোষে ডেস হন ক্রেস দেখা যায় বেড়ে।
বাঁকাভাবে কথা কম কালামুখ নেড়ে॥
পঁইখাড়া চিংড়ির ক'রে ভুষ্টিনাশ।
মেম্ সঙ্গে নানা রঙ্গে গরিমা প্রকাশ॥
চুণাগলি অধিবাস খোদার আলয়।
তাহাতেই কতরূপ আড়ম্বর হয়॥
ছাড়েন বাঙালী দেখি বিলাতের বুলি।
'লিছু যাও কেল্লাম্যান্ নেটিব বেঙালি॥'
জুতা গড়ে প্রাণ যায় করে হেই ঢেই।
রূপী বিনা রূপীভাব কথামাত্র নেই॥
বড়দিনে বাবু সেজে কতরূপ খেই।
জাহাজ হইতে যেন নামিলেন এই॥
তেঁতুলে-বাগদী যেন ফিরিঙ্গীর ঝাঁক।
বাঁচিনেক দেখিয়া তাদের ফোক্তো জাঁক॥
আনাক্যাষ্ট কনবর্ট গৃহত্যাগী যারা।
কত সুখ যাচিতেছে নাচিতেছে তারা॥
নীলু, বুলু, কালু, লালু, দলু, চিলু, চিরু।
গমু, খমু, হমু, তমু, হারু আর ছিরু॥
এ দিকে দুঃখের দায় মনে ঝোলে ফাঁসী।
বাহিরে প্রকাশ করে চড়কীর হাসি॥
ছেঁড়া পচা কামেজ তাহার নাই চাক্তা।
তাই প'রে বাবু হন খালি ক'রে মাথা॥
ভাঙা এক টেবিলেতে ডিস্ সাজাইয়া।
ঈশু ভাবে খানা খান বাদ্য বাজাইয়া॥
মনে মনে খেদ বড় কান্না হয় যেতে।
গুরুমায় পিটাপুলি নাহি পান খেতে॥
যে সকল বাঙালীর ইংলিস ফ্যাসন্।
বড়দিনে তাঁহাদের সাহেব ধরণ॥
পরস্পর নিমন্ত্রণে সুখের সঞ্চার।
ইচ্ছাধীন বাগানেতে আহার-বিহার॥
বাবুগণ কাবু নন নাহি যায় ফ্যালা।
চুপি চুপি বহুরূপী লুকাচুরি খ্যালা॥
দিশী সহ বিলাতীর যোগাযোগ নানা।
কত শত আয়োজন ইয়ারের খানা॥
ক্রেস্-ক্রিস্ ভরা ডিস্ মধ্যে ভাতে ভাত।
সে পাত্র সুপাত্র নয় নিপাতের পাত॥
অখিল ভরিয়া সুখে করে জলসেবা।
যেতে যেতে যেতে উঠে খেতে পারে কেবা?

উরি মধ্যে দুঃখীতর বাঙ্গী সব জেরে।
অবহত মস্ত যত বড়দিন পেয়ে॥
তেড়া হয়ে তুড়ি মারে টপ্পা গীত গেয়ে।
গোচে পাচে বাবু হয় পচা শাল চেয়ে॥
কোনরূপে পিত্তি রক্ষা এঁটো কাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙে বেণোজলে নেয়ে॥
"এ, বি" পড়া ভবি ছেলে প্রতি ঘরে ঘরে।
সাজায়েছে গাঁদা-গাদা ডেক্‌সের উপরে॥
পড়েনি'ক উচ্চ পাঠ অল্পে মারে তুড়ি।
তাকায় ওদিকে বটে পাকায় খিচুড়ী॥
শাসনের ভয়ে নাহি যায় উপবনে।
পায়েসে আয়েস রাখি তুষ্ট হয় মনে॥
ধনের অভাবে যেই বড় দীন হয়।
বড়দিন পেয়ে আজ বড় দীন নয়॥
সাহেবের হুড়াহুড়ি জাহ্নবীর জলে।
করিতেছে বোটরেস্ সেলর সকলে॥
হায় রে সুখের দিন শোভা কব কায়?
ইংরাজটোলায় গেলে নয়ন জুড়ায়॥
প্রতি গেটে গাঁদা-হার কারিগুরি তাতে।
বিরচিত ছটা চারু দেবদারু-পাতে॥
হোটেল-মন্দিরে ঢুকে দেখিয়া বাহার।
ইচ্ছা হয় হিন্দুয়ানী রাখিব না আর॥
যেতে আর কাজ নাই ঈশু-গুণ গাই।
খানা সহ নানা সুখে বিবি যদি পাই॥
চারিদিকে দেখ মন অতি বেড়ে বেড়ে।
তোতে মোতে থাকি আর হিঁদুয়ানী ছেড়ে॥
ছেড়ো না ছেড়ো না আর বিপরীত বাণী।
থাকো থাকো থাকো বাপু রাখ হিঁদুয়ানী॥
এবার কি বড়দিন বড় দিন আছে?
আমোদের কাব্য পাঠ করি কার কাছে?
কালভেদে কত ভেদ খেদ করি তাই।
পূর্ব্বকার লেখা ছেপে সকলে দেখাই॥
পরিহাস-ছলে দুখে কাব্য আছে যত।
সে কেবল ব্যঙ্গমাত্র নহে মনোগত॥
অতএব কেহ তার ধরিবে না দোষ।
কবিরে করিয়া কৃপা হও আশুতোষ॥

আনারস।

বন হতে এলো এক টিয়ে মনোহর।
সোণার টোপর শোভে মাথার উপর॥
এমন মোহন মূর্ত্তি দেখিতে না পাই।
অপরূপ চারুরূপ অনুরূপ নাই॥
ঈষৎ শ্যামল রূপ চক্ষু সব গায়।
নীলকান্ত মণিহার চাঁদের গলায়॥
সকল নয়ন-মাঝে রক্ত-আভা আছে।
বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে॥
ভাবুক স্বভাবে ভাবে করে অনুরাগ।
বলে ও যে রাঙা নয় নয়নের রাগ॥
রূপের সহিত গুণ সমতুল হয়।
সুবাসে আমোদ করে ত্রিভুবনময়॥
নাহি করে মুখভঙ্গী কথা নাহি কয়।
সৌরভ গৌরবে দেয় নিজ পরিচয়॥
চপলা রূপের কাছে হয় চমকিত।
দৃষ্টিমাত্র ফুল্ল গাত্র নেত্র পুলকিত
সংশয় হয়েছে দেখ সকলের মনে।
কে কামিনী একাকিনী বাস করে বনে॥
লোকে বলে আনারস আনারস নয়।
আনা রস হলে কেন জানা রস হয়?
তারে তার জানা যায় রস ষোল আনা।
অরসিক লোক তবু বলে তারে আনা॥
কেলিয়া পোনের আনা এক আনা রাখে।
এই হেতু আনা রস বলে লোক তাকে॥
অরসিকে নাহি করে রসেতে প্রবেশ।
আনাতেই ষোল আনা না জানে বিশেষ॥
কোথা বা আনার রস এ আনার কাছে।
ক্ষুদ্র দামে খেতে পাই এতটুকি গাছে॥
বেদানা তাহার নাম দানা যায় ভরা।
কেমনে হইবে সেই সর্ব্বমনোহরা॥
মূল্য তার যত তত বেদানায় আছে।
আমাদের কাছে নয় ধনীদের কাছে॥
এক আধ সের থায় আছে যার ধন।
গরিবের হ'লে মন নাহি পায় মণ॥
মনে মনে কত মণে আশার উদয়।
ফলে ফলে কোন কালে মণ নাহি হয়॥
প্রয়োজন নাহি তার এখানেতে এসে।
মজন করুন্ তিনি মজলের দেশে॥
আমাদের আনারসে ষোল আনা সুখ।
দরিদ্রের প্রতি তিনি না হন বিমুখ॥

আনা দরে আনা যায় কত আনারস।
অনায়াসে করি রসে ত্রিভুবন বশ।

ক্ষীরোদ নহে ত তুমি নহ সুধাকর।
তবে কিসে সুধাভরা তব কলেবর?

পুণ্যবতী কেবা আছে তোমার সমান?
মৃত হয়ে লোকেরে অমৃত কর দান॥

পঞ্চানন পঞ্চমুখে নাহি করে সীমা।
এক মুখে কি কহিব তোমার মহিমা॥

সে বড় দূরের কথা সুখ যত খেলে।
হাতে হাতে স্বর্গফল হাতে ফল পেলে॥

কৃপণের কর্ম্ম নয় তোমায় আহার।
ছাড়াবার দোষে সেই নাহি পায় তার॥

ভাঁটা বোঁটা নাহি বাছে মনে লোভ ঝোঁকে।
চোক্ শুদ্ধ খেয়ে ক্যাশে চোক্‌খেকো লোকে।

কলে আমি মিছা কেন নিন্দা করি তায়।
সাধ পূরে বাদ দিতে বুক ফেটে যায়॥

ছাল্ ফেলে কাটি কিন্তু চক্ষু ভাসে জলে।
ভয় আছে লোকে পাছে চোক্‌খেকো বলে॥

লুণ মেখে নেবুরস-রসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা চিনি তায় ভরি॥

টুকি টুকি খেলে পরে রসে ভরে গাল।
নেচে উঠে নন্দলাল মুখে পড়ে লাল।

একবার যে জন না পায় তার তার।
সে জন মানুষ নয় বৃথা জন্ম তার

দু ভাই প্রেমের প্রেমী ভ্রাতৃস্নিগ্ধ যারা।
তোমার নিগূঢ় রস নাহি পায় তারা।

আস্বাদন নাহি জানে পেটভরা খোঁজে।
দুই হাতে খাবা মেরে নাকে মুখ গোঁজে॥

রসে রত যেই সেই রস করে পান।
রসিক রসনা তার বশ করে প্রাণ।

বর্ণশ্রেষ্ঠ পঞ্চবিংশ তাহে অষ্টাদশ।
দুই হ'লে এক যোগ ধরা করে বশ॥

তার সহ আনারস তোর আনা রস।
রসে রসে মিশে গিয়ে সুখে পায় বশ॥

বুঝহ রসিক জন রসবোধ যার।
সে রসে যে অরসিক রস কোথা তার?

সে রসে রস পেয়ে রসে মন রসে।
নাহি জেনে মিছামিছি দোষ দেয় দশে।

চিরকাল খেয়ে শুধু ছোলা আর আদা।
শাদাচোখো বত সব হয়ে যাক্ গাধা।

নন্দন-বনেতে ছিলি দেবরাজ-প্রিয়ে।
শচী ছেড়ে সুখে ইন্দ্র ছিল তোরে নিয়ে

বাসবের অঙ্গে সদা করি আলিঙ্গন।
পাইয়াছ সেইরূপ সহস্র লোচন।

নানারূপ নবরূপ রসালাপযোগে।
দেবগণে ফাঁকি দিয়া ছিলে ইন্দ্রভোগে।

দেবতার ইচ্ছা মনে করে সুখভোগ।
কোন মতে না হইল সেই যোগাযোগ॥

সুরকুল প্রতিকূল পেয়ে পরিতাপ।
ক্রোধাকুল হয়ে শেষ দিলে অভিশাপ॥

সেই উপসর্গে তুমি ছেড়ে স্বর্গবাস।
অভিমানে ম্রিয়মাণ বনে কর বাস॥

আনারস নাম তাই এসে এই ক্ষিতি।
লজ্জায় মলিন মুখ বনে কর স্থিতি॥

সাধু সাধু সাধু বটে দেব পুরন্দর।
তোমার শাপেতে হ'ল আমাদের বর॥

গোপন হইবে কিসে বনে করি বাস।
লুকাবে কেমন করি শরীরের বাস।

বাস পেয়ে পূর্ব্বকার বাস গেল জানা।
রস পেয়ে জানা গেল স্বর্গ থেকে আনা॥

নানা রস-শ্রেষ্ঠা তুমি তোমায় প্রণাম।
জানা রস হয়ে পেলে আনারস নাম॥

শচীর সপত্নী হয়ে সদা থাক শুচি।
চোখে দেখা দূরে থাক্ গন্ধে হয় রুচি

অরুচির রুচি হয় মুখে দিলে পর।
সাধ ক'রে নিয়া যায় বেচে বড়ো ঘর॥

তিন লোক জয় করে তব আস্বাদন।
বালকের কাছে তুমি জননীর স্তন।

তোমার সমান কোথা আর নাহি আছে।
যুবতী-অধরামৃত যুবকের কাছে॥

হরিনাম-সুধা তুমি বৃদ্ধের নিকট।
প্রকট বদনে হাসি দেখিতে বিকট॥

ত্রিজগতে তব গুণে বাধ্য আছে সব।
বিন্দুরস পান করি প্রাণ পায় শব॥

অন্তে যেন এই হয় আমার কপালে।
গালে এসে বাস কোরো মরণের কালে॥

নীলকর।

(গীত)

(১)

কাব্যর সুর।

মহড়া।

কোথা রৈলে মা, বিক্টোরিয়া মাগো মা,
কাতরে কর করুণা।
মা তোমার ভারতবর্ষে, সুখ আর নাহি স্পর্শে,
প্রজারা নহে হর্ষে, সবাই বিমর্ষে।
এমন সোণার বর্ষে, খাসের বর্ষে,
কেবল বর্ষে যাতনা।
"আসিয়া" আসিয়া মাগো করুণাময়ী,
করুণাচক্ষে দেখ না॥
নামেতে নীলের কুঠী, হ'তেছে কুটি কুটি,
দুখীলোক প্রাণে মারা যায়।
পেটে খেতে নাহি পায়।
কুঠেল সব শাহেবজাদা, ধপ ধপে বাইরে শাদা,
ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি,
পেঁকো গন্ধ তায়।
ও মা একে মনসায় ফোঁস-ফুঁসনি,
ধুনোর গন্ধ তায়।
হ'লে চোরের কাছে ধর্ম্ম-কথা,
মর্ম্ম কভু বোঝে না॥

চিতেন।

হলো নীলকরদের অনরবি
মেজেষ্টার ভার।
কুইন মা, মা, মা গো।
হলো নীলকরদের অনরারি
মেজেষ্টরি ভার।
পড়েছে সব পাতর বকে, অভাগা প্রজার পক্ষে,
বিচারে রক্ষে নাইক আর।
নীলকরের হদ্দ নীলে, নীলে নীলে সকল নিলে,
দেশে উঠেছে এই তার।
যত প্রজার সর্ব্বনাশ।
কুঠিয়াল বিচারকারী, লাঠিয়াল সহকারী,
বানরের হাতে হ'ল কালের খোন্তা,
লোম্ভাজলে চাষ।
হ'ল ডাইনের কোলে ছেলে স'পা,
চীলের বাসায় মাছ।
হবে বাঘের হাতে ছাগের রক্ষে,
শুনেনি কেউ শুনবে না।

অন্তরা।

প্রজা ধচ্ছে আর সাচ্ছে তারা একুকালে,
পিটেছে মাচ্ছে খুব কোঁড়া।
কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে, পোড়ার উপর পোড়া,
যেন গোদের উপর বিষফোড়া॥

চিতেন।

হ'লে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্ত্তা ঘটে সর্ব্বনাশ।
কালসাপ কি কোন কালে, দয়াতে ভেকে পালে,
টপাটপ অমনি করে গ্রাস।
বাঙ্গালী তোমার কেনা, এ কথা জানে কে না?
হয়েছি চিরকেলে দাস॥
কার শুভ অভিলাষ।
মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু,
শিখিনি শিং বাঁকানো,
কেবল খাবো খোল, বিচিলি ঘাস।
যেন রাঙ্গা আমলা, তুলে মামলা,
গামলা ভাঙ্গে না,
আমরা ভুসি পেলেই খুসী হব,
ঘুসি খেলে বাঁচ্‌ব না॥

অন্তরা।

জমি চুষ্‌চে, দিন গুণ্‌চে, কেবল বুন্‌চে বীজ,
দোহাই না শুন্‌চে একটীবার।
নীলের দাদন, ঠেঙ্গার গাদন, বাঁধন চমৎকার,
করে ভিটে মাটী চাটি সার।

চিতেন।

তোমার সাধের বাঙলা, হ'ল কাঙলা,
সয় না অত্যাচার।
বেগারে হয় বেয়োৎ সারা, জমীদার পড়ে মারা,
লাটের দিন খাজনা হয় না আর।
কাঙালী বাঙালী যত, চিরদিন অনুগত,
জানিনে মন্দ আচরণ।
পূজি তোমার শ্রীচরণ।
আমাদের বাইরে কালো, ভিতরে বড় ভালো,
মনেতে রাঙা আলো,
টুকটুকে টুক্‌ সিঁদূরে বরণ।
রাজবিদ্রোহিতা কারে বলে, স্বপ্নে জানিনে,
কেবল ঈশ্বরের নিকটে করি,
তোমার জয়ের বাসনা॥

(২)

কবির সুর।

মহড়া।

ভাল কার্য্যটী ধার্য্য করে যদি গো,
এই রাজ্যটী করেছ মা খাস্।
এসে এ দেশেতে বসত কর, অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি ধর,
অন্নদানে বাঁচাও প্রজার প্রাণ।
সব অন্নভূমি কর তুমি, তুলে নিয়ে নীলের চাষ।
কোথা মা পায়ে ধরি, হয়ে রাজ-রাজেশ্বরী,
সন্তানের পূর্ণ কর অভিলাষ॥
হ'ল রান্নাঘরে কান্নাহাটি, ধন্না পড়ে লাঠালাঠি,
উদরে অন্ন কার নাই।
দোহাই মা তোমার দোহাই।
কেহ রয় নীরাহারে, কেহ রয় নিরাহারে,
য" বিপদে শ্রীপদে রাখ, ওগো মা,
তবেই রক্ষা পাই।
নাই উনুন জ্বাল, এ কি জ্বালা,
য় নাইক জল।
আবার পোড়া ভাগ্যি, সকল মাগ্যি,
উপবাসে উপবাস॥

চিতেন।

তুমি বিশ্বমাতা ভিক্টোরিয়া থাক বিলাতে।
আমরা মা সব তোমার অধীন, দীন চিরদিন,
শুভদিন দিন মা ভারতে॥
কোম্পানীর রাজ উঠিয়ে নিলে,
কে বুঝে তোমার লীলে?
নিলে মা এই ভারতের ভার।
পেয়ে শুভ সমাচার।
মা তোমার হবে ভালো, আশাতে দিলেণ আলো,
সুখে রোক সমভাবে, শাদা কালো,
ভেদ রবে না আর॥
যত নীলের শাদা, মুলুকচাদা, শাদা কেহ নয়,
করে নীলের কর্ম্ম, কি অধর্ম্ম,
মনের কালী হয় প্রকাশ।

অন্তরা।

না বুঝলে নীল, মেরে কিল,
"কিল" করে, নীলকরে।
দেশের হোটকর্ত্তা, দিলেন তাদের,
হর্ত্তা-কর্ত্তা ক'রে।
জোরে বেঁধে আনে ধ'রে॥

চিতেন।

যেমন কাজীরে সুধালে পরে হিঁদুর পরব নাই,
তেমনি সব নীলকরের আচার, বিষম বিচার,
গোস্বামী ভক্ষণের গোঁসাই।
একে ত মাগ্যি গণ্ডা, লুটেল তায় জুটেল যণ্ডা,
তারা ত ঠাণ্ডা কেহ নয়।
লুঠে এণ্ডা বাচ্ছা লয়।
গিয়েছে পুঁজিপাটা, ভিটেতে ভ্যাকুল-কাঁটা,
আমার ধন গিয়েছে, মান গিয়েছে,
এখন মা প্রাণ নিয়ে সংশয়।
গেল গরু জরু তৃণ তরু, কিছু নাহি আর।
ক'রে হাকিম হয়ে সাকিম নষ্ট,
সমান কষ্ট বারোমাস॥

(৩)

রাগিণী পরজ—তাল কাওয়ালী।
"বেঁচে থাকুক্ বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে"—সুর।
ও মা কুইন্ তোমার, ইণ্ডিয়া ধাম,
কুইন কোরো নাক।
যদি সোণার ভারত, খাস্ করেছ,
বাস ক'রে মা, থাক থাক।
শাস্ত্র বলে পরামর্শে,
আপন চক্ষে সোণা বর্ষে,
তুমি এলে ভারতবর্ষে,
হবে রবে সব।
চারিদিকে উঠ্ছে শুধু, হয় জয় জয় রব।
প্রজাগণে কোলে টেনে,
ছেলে ব'লে ডাক ডাক।
বঙ্গবাসী আমরা যত,
অনুরত অনুগত,
অবিরত কল্পি কত,
শুভ বাসনা।
জয় জয় জয় বিক্টোরিয়া, মুখে ঘোষণা।
"চোরে খেকো দোয়া গরু"
এমন কোথাও পাবে নাক॥
অন্ন বিনে ঘরে ঘরে,
অনাহারে প্রাণে মরে,
পরস্পরে উচ্চস্বরে,
করে হাহাকার।
দিনান্তরে উদর পুরে অন্ন মেলা ভার।
দুখী যারা, পড়ে মারা,
প্রাণে কেহ বাঁচে নাক॥

যে আগুন লেগেছে চেলে,
চলে না কেউ নিজ চেলে,
চেলে চেলে জাহাজ ঠেলে,
ভাসায়ে দিচ্ছে চাল।
কপাল নষ্ট, তাতেই কষ্ট,
কারে দিব গাল?
কিছু দিন মা! দয়া করি,
রপ্তানীটি বন্ধ রাখ॥
বঙ্গবাসী শত শত,
বিদ্রোহেতে হ'ল হত,
পরিবার ছিল যত,
ধনে-প্রাণে হ'ল কাঙ্গালী,
ভাত বিনে বাঁচিনে, আমরা ভেতো বাঙ্গালী।
চাল দিয়ে মা বাঁচাও প্রাণে,
চেলের জাহাজ চেলো নাক॥
নূতন চেলে হবে শস্তা,
ঘটিল তার কি অবস্থা,
রাজব্যবস্থা-দোষে চেলের,
কাটা গেল না রোষ।
চার মণের দাম এক মণে লয়,
মণের মনে ক্রোধ।
মনের চেলে মন ভেঙ্গেছে,
ভাঙ্গা মন আর গড়ে নাক॥
পেয়ে নব রাজাদেশ,
নীলকরেতে শাসে দেশ,
নাহি মানে উপদেশ,
না করে উদ্দেশ।
বিদেশ ভেবে এ দেশেতে করে সদা দ্বেষ।
ভাল দেখ্‌তে পারে নাক॥
যেখানেতে বাঘের ভয়,
সেইখানেতে সন্ধ্যা হয়,
নীলকরের করেতে হোল,
মেজিষ্টরি ভার।
এর বাড়া মা প্রজা-লোকের বিপদ নাইক আর।
খোদাইনে ষোর্ উঠান চষি,
বাস্তবৃক্ষ রাখে নাক॥
কতক নীলের কর্ম্মকার,
কাজে যেন চর্ম্মকার,
নাহি ধারে ধর্ম্মধার,
মর্ম্ম বোঝা ভার।
ঠিক ধর্ম্মহীন ধর্ম্মতলার ধর্ম্ম-অবতার।
কটু কথায় কল্পতরু, বামুন গরু বাছে নাক।

চাষার হাতে খোলা দিলে,
নীলে সকল জমি নিলে,
জমিদার সব কাছা ঢিলে,
চীলের মুখে মাছ।
ঘণ্টাগরুড় খাড়া থাকেন, কাচেন কাপের কাচ।
সাপের কাছে কেঁচো যেন,
দাঁত চড়ে রা ফোটে নাক॥
তুমি সর্ব্ব-শুভকরী,
বিলাত—ভারতেশ্বরী,
বিপদে শ্রীপদে ধরি,
কর করুণা।
রই না দিন প্রজার, তোমার সয় না যাতনা।
কৃপাকরী কৃপা কর, শ্রীচরণে রাখ রাখ॥
কি পাপেতে এমন হ'ল,
অকালে অকালে ম'ল,
বৃষ্টি বিনে সৃষ্টি পুড়ে,
গেল ছারেখার।
বর্ষাকালে ফর্সা আকাশ, ভরসা কিসে আর?
এ দেশের দুর্দ্দশা এমন,
হয়নিক আর হবে নাক॥
কুঠীয়ালের মেজেষ্টরি,
লাঠিয়ালের রেজেষ্টরি,
এ আইন হয়েছে জারি,
মার্ত্তে আমাদের।
আইনকর্ত্তার পেটের বার্ত্তা, পেয়েছি মা টের,
যাতে অবিচারে প্রজা মরে,
এমন আইন রেখো নাক॥

(৪)

মহড়া।

চার টাকা মণ দর্ উঠেছে, নূতন চেলে।
কত আর চল্‌বো নূতন চেলে?
যাদের নাড়ি পুঁজিপাটা, গিয়ে বেলেঘাটা,
বাড়ীর পাটা বেচে, পেটে খেলে॥

অন্তরা।

ও মা বিক্টোরিয়া, "আসিয়া" আসিয়া,
দেখ না বসিয়া, নয়ন মেলে।
বল কে করে পালন, কে করে শাসন,
একেবারে সব মোরে গেলে॥
দুঃখে থেকে অনাহার, দেখে অন্ধকার,
করে হাহাকার, মেয়ে ছেলে।
ঘরে গিন্নী পাড়ে গাল, ফুরাইলে চাল,
কিসে রাখি হাল, চেলে চেলে?

যারা খেতো সরু চাল, চালে মোটা চাল,
সিদ্ধ পক্ক ক'রে, আড়ে গেলে।
আমরা পাই শুধু মোটা, নাহি ঘর কোটা,
বেঁচে যাই মোটা খেতে পেলে॥
শুধু চাল ব'লে নয়, দ্রব্য সমুদয়,
বিকাতেছে সব অগ্নিমূল্যে।
দর বেড়েছে চার গুণ, বিধাতা বিগুণ,
খাবার দ্রব্যে দিলে আগুন জেলে॥
তেল, ঘৃত, দুগ্ধ, চিনি, কেমনেতে কিনি,
সস্তা দরে নাহি কিছুই মেলে।
যত পেটের দরকারি, মাছ তরকারি,
কিনে খাই টাকা হাতে এলে॥
শুনে জিনিসের দর, গায়ে আসে জ্বর,
ছুটে যাই ঘর-বাড়ী ফেলে।
ভয়ে কথা নাহি কই, অবাক্ হয়ে রই,
কাঠের মুরোদ বনি হাটে গেলে॥
ঘরে না থাকিলে কাঠ, করি কাঠ কাঠ,
নিজে হই কাঠ চক্ষু তুলে।
ছেলের বস্ত্র নাহি গায়, শীতে মারা যায়,
চাপড় মারি বুকে, কাপড় চেলে।
বেড়াই যেখানে সেখানে, কেবা কারে মানে,
মেলে না বাতনা একলা হ'লে।
দেখে দুখের বাড়াবাড়ি, ফিরি বাড়ী বাড়ী,
মাথায় পড়ে বাড়ি, কুটুম্ব এলে।
দুরে হ'ল গঙ্গাজল, জলন্ত অনল,
দুপয়সাতে ভার নাহি মেলে।
কিসে খাব তাতে পোড়া, পোড়া কপাল পোড়া,
টাকায় আড়াই সের দর সর্ষে তেলে।
যারা ছিল মুটে মজুর, তারা হ'ল হজুর,
চ'লে যায় পথে পায়ে ঠেলে॥
যত ঘাটের দাঁড়ী মাঝি, কারে নহে রাজি,
কাজির মেজাজ ধরে ধরণী ঠেলে।
থেকে নদীনদে, বিল বিল ডুবে,
মাছ ধরে খায় যারা জেলে।
তাদের কাছে গেলে পর, কাঁপে কলেবর,
ভলো দরে বেচে, চুণো বেলে॥
কি চাইনে রঘুয়ানা, গরিবানা খানা,
ধরি প্রাণ শুধু চেলে ভেলে।
শুনে ঢেলের বুকে কাঁটা, বুকে বেঁধে কাঁটা,
জাহাজেতে চাল দিচ্ছে ঢেলে॥
ও মা এত দুখে মরি, তবু রাজেশ্বরি!
পলাটনেক ঠে তুমি রাজ্য ফেলে।

হ'ল গোড়ার সর্ব্বনাশ, ঘোড়ার সঙ্গে বাস,
কেমনেতে বাঁচে, ঢোঁড়া ছেলে?
যত নীলের কর্ম্মকার, করে অত্যাচার,
মেজেষ্টরি ভার তারাই পেলে।
বাঘের গোবধে কি ভয়? প্রজা নাহি রয়,
তারা খেলে খেলে, সব ধ'রে খেলে॥
শুন ওগো কৃপাময়ি, মনের দুখ কই,
ও মা আমরা কি কেউ নই, তোমার ছেলে?
জপি দিবস-রজনী, জননী জননী,
ঠেলো না চরণে, কেলে ব'লে॥
মা গো, করি সুবিচার, সুত সবাকার,
ঘুচাও হাহাকার, করে ব'লে।
দেশে বড় ডামাডোল, উঠেছে এই বোল,
নিলে, নীলে নিলে, সকল নিলে।

(৫)

রামপ্রসাদী সুর।

সেথা ঢের আছে তোর রাঙা ছেলে।
আছে আছে গো, সেই বিলাতে মা!
ঢের আছে তোর রাঙা ছেলে।
হেথা আসিবিনি কি তাদের ফেলে?
এই জগৎ শুদ্ধ সবাই তোমার,
দেখতে হয় মা নয়ন মেলে।

অন্তরা।

থাকো থাকো থাকো তুমি,
রাঙা ছেলে ক'রে কোলে।
ও মা, আমাদের মুখ দেখ্‌বিনে কি,
কালামুখো কাঙ্গাল বলে?
কালো ছেলে যত আছে,
"কেলেসোণা" তোমার কাছে মা গো!
এই কালোর ভিতর আলো আছে,
ভালো ক'রে দেখ জেলে।
দেহ কালো, কলো নই,
ভিতরেতে কালো কই?—মা গো!
যারা কালোমনের মানুষ তারা,
হিংসে ক'রে কালো বলে।
কুপুত্র যদ্যপি হই,
তোমা ছাড়া কার নই, মা গো!
তবু দয়া করি দয়াময়ি,
রাখ্‌তে হবে চরণতলে।
কুপুত্র অনেকে হয়,
কুমাতা ত কেহ নয়, মা গো!

তুমি জগতের মা আমাদের মা,
ডাকবো জগদম্বা ব'লে।
"ইণ্ডিয়া" করেছ খাস,
পুরাও গো মা অভিলাষ, মা গো!
ও মা নষ্ট করি কষ্ট-পাশ,
রক্ষা কর ভাতে জলে।
অন্নপূর্ণা নাম ধর,
অন্নদৃষ্টি বৃষ্টি কর, মা গো,
যেন আকালেতে অকালে মা!
কাল-কুটীরে যাইনে চ'লে।
যাতনা সহে না আর,
ঘুচাও প্রজার হাহাকার, মা গো,
যেন নামের নৌকা ডোবে না মা!
কলঙ্ক সাগরের জলে।

ভারতের কর্ত্তা ব্যাস,
ভাবত ছাড়া নাহি চলে,
তোমার এই ভারতের এমন দশা,
ভারতে না খুঁজে মেলে।
সেকালে অবাধ্য হ'য়ে, যুদ্ধ করে বাহুবলে,
দিয়ে উদোর পিণ্ড, বুধোর ঘাড়ে,
বাঙালীকে কাটতে বলে।
রাজভক্ত অনুরক্ত,
তোমার সব বাঙালী ছেলে,
এরা ধর্ম্ম পথে সদাই রত,
অধর্ম্ম করে না যোগে।

বাজে সাহেব দ্বেষী যারা,
কত কটু কহে তারা, মা গো!
কেবল তোমার চরণ, ক'রে স্মরণ,
ভাসতে থাকি নয়নজলে।
বলে যত গো-বানর,
গবর্ণরে গবানর, মা গো!
ও মা "কেনিং" কভু "কনিং" নন,
বলী তিনি ধর্ম্মবলে।
"হ্যালিডে" আর, "বিডন" আদি,
ধর্ম্মবাদী সত্যবাদী, মা গো!
ও মা, আমরা কেবল বেঁচে আছি,
এরা দেশে আছে ব'লে।
দয়াদানে বাঁচায়েছেন সব,
পাপের কথা পায়ে ঠেলে।
আমরা তা নৈলে পর এত দিনে,
কোথায় যেতাম রসাতলে।

এঁদের গুণে আছে রাজ্য,
এঁদের গুণে চল্‌ছে কার্য্য, মা গো!
এখন এমন বিধি কর ধার্য্য,
রাজ্যে যেন সোণা ফলে।
সম্প্রতি এক বিষম বিধি,
পাশ হয়েছে ছলে কলে,
এক কলসী দুধে ঘোলের ছিটে,
নীলকরে রাজত্ব পেলে।
মরে প্রজা, মরে চাষা,
বোল্লার গর্ত্তে সাপের বাসা, মা গো!
থেকে বনের মাঝে বাঘের সঙ্গে
বাস ক'রে মা! কদিন চলে?
বলে যারা অবমন্ত,
তাদের ঘরে লাভের গন্ত, মা গো!
যেন মস্ত পদের মানুষ হয়ে,
হ্যালিডের পদ নাড়ি টলে।
বাঙ্‌লা দেশের কর্ত্তা যিনি,
কুঠী কুঠী ফেরেন তিনি মা গো!
তাই দে'খে শুনে ভয় পেয়ে মা!
কত লোকে কত বলে।
কেহ বলে অংশধারী,
কেহ বলে ধ্বংসকারী, মা গো!
নিতে অত্যাচারের গূঢ়তত্ত্ব,
চক্র ক'রে বেড়ান ছলে।
যার মনে যা উদয় হয়,
সেই কথাটী সেই ত কয়, মা গো!
আমি জানি তিনি ধর্ম্মময়,
ধর্ম্ম আছে করতলে।
দাঁতে কুটো ক'রে, মা গো!
বলি বস্ত্র দিয়ে গলে।
দিয়ে দয়াদৃষ্টি-বৃষ্টিধারা,
দৃষ্টি রাখ সুমঙ্গলে!
মা! তোমার শুভ হোক্,
শত্রু সব ক্ষয় হোক্, মা গো!
তারা একেবারে হবে ধ্বংস,
বংশ না রয় ধরাতলে।
ভারতের ভার দিবে যারে,
এই কথাটী বলো তারে মাগো!
যেন ঈশ্বরেতে দৃষ্টি রেখে,
কার্য্যে করে কুতূহলে।

দুর্ভিক্ষ।

গীত (১)

বাউলচাঙ্গী সুর।

রাগিণী দেশমল্লার—তাল আড়খেম্‌টা।

হয় দুনিয়া ওলট্‌-পালট্‌,
আর কিসে ভাই! রক্ষে হবে?
আর কিসে ভাই! রক্ষে হবে?
পোড়া আকালেতে নাকাল করে,
ডামাডোল পড়েছে ভবে।
আমরা হাটের নেড়া, শিকে ধ'রে,
ভিক্ষে ক'রে বেড়াই সবে।
হ'ল সকল ঘরে ভিক্ষে মা গো,
কে এখন্‌ আর ভিক্ষে দেবে?
যত কালের যুবো, যেন সুবো,
ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে।
ধোরে গুরু পুরুত মারে জুতো,
ভিখারী কি অন্ন পাবে?
যদি অনাথ বামুন হাত পেতে চায়,
ঘুসী ধ'রে-ওঠেন তবে।
বলে, গতোর আছে, খেটে খেগে,
তোর পেটের ভার কেটা ববে?
যাদের পেটে হেড়া, মেজাজ টেড়া,
তাদের কাছে কেটা চাবে?
বলে, জো বাঙাল, ড্যাম গো টু হেল,
কাছে এলেই কোৎকা খাবে।
আমি স্বপনে জানিনে বাবা,
অধঃপাতে সবাই যাবে।
হয়ে হিঁদুর ছেলে, ট্যাঁসের চেলে,
টেবিল পেতে খানা খাবে।
এরা বেদ কোরাণের ভেদ মানে না,
খেদ ক'রে আর কে বোঝাবে।
চুকে ঠাকুর-ঘরে কুকুর নিয়ে,
জুতো পায়ে দেখ্‌তে পাবে।
হ'ল কর্ম্মকাণ্ড, লণ্ড-ভণ্ড,
হিঁদুয়ানী কিসে রবে।
যত ছুবে শিশু, ভ'জে ঈশু,
ডুবে ম'ল ভবের টবে।
আগে মেয়েগুলো, ছিল ভালো,
ব্রত-ধর্ম্ম কোর্ত্তো সবে।
একা "বেথুন" এসে, শেষ করেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে।

যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ি মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্চে যবে।
তখন "এ, বি," শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে
এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে,
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে।
সব কাঁটা চাম্‌চে ধোর্‌বে শেষে,
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে।
ও ভাই! আর কিছু দিন বেঁচে থাক্‌লে,
পাবেই পাবেই দেখ্‌তে পাবে,
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।
আছে গোটাকতক বুড়ো যদিন,
তদিন কিছু রক্ষা পাবে।
ও ভাই! তারা মলেই দফা রক্ষা,
এক্‌কালে সব ফুরয়ে যাবে।
যখন আস্‌বে শমন, কোর্‌বে দমন,
কি ব'লে তায় বুঝাইবে।
বুঝি "হুট" বলে, "বুট্‌" পায়ে দিয়ে,
"চুরুট" ফুঁকে স্বর্গে যাবে।
ঘোর পাপে ভরা হ'ল ধরা,
ষাঁড়ের বিয়ের হুকুম হবে।
তায় নীলকরদের মেজেষ্টরি,
কেমন ক'রে ধর্ম্মে সবে।
ও ভাই! ওত দিন ত খেতে হবে,
যত দিন এ দেহ রবে।
এখন কেমন ক'রে পেট চালাব,
ম'রে গেলেম ভেবে ভেবে।
রোজ অষ্ট প্রহর কষ্ট ভুগে,
ভাতে পোড়া জোড়ে সবে।
তায় তেল জোটে ত নুণ জোটে না,
কেঁদে মরি হাহারবে।
যে চিরটাকাল মাছ খেয়েছে,
কেমনে সে শুকনো খাবে?
মরি মেগে মেগে, * *
মাছ বিনে প্রাণ বেরিয়ে যাবে।
এই সবে কলির সন্ধ্যা যে ভাই!
কতক্ষণে রাত পোয়াবে?
হ'ল নিরামিষে শরীর শুষ্ক,
আমিষের মুখ দেখ্‌ব কবে?
ওরে "উড়ে খই গোবিন্দায় নম"
এই ব্যবস্থা ধরি সবে।

এস "অক্ষয় দত্তে" গুরু কেড়ে,
"বাহ্য-বস্তু" পড়ি তবে।
যত জ্ঞাত-কুটুম্ব বেয়রা হ'য়ে,
খাটে ক'রে ঘাটে লবে।
দেশের কর্ত্তা যত কালা হলেন,
কাণ পাবেন না কান্না-রবে।
গিয়ে মায়ের কাছে নালিশ করি,
বিলাতধামে চল সবে॥

(২)

বাউলের সুর।

রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্তা।

ওগো মা, বিক্টোরিয়া কর গো মানা,
কর গো মানা॥
যত তোর রাঙা ছেলে আর যেন মা!
চোক রাঙে না চোক রাঙে না॥
প্রজা লোকের জাতি-ধর্ম্মে,
কেহ যেন জোর করে না।
যেন সেই প্রতিজ্ঞা বজায় থাকে,
দিয়েছ মা, যে ঘোষণা।
ও মা, জাতিভেদে ভজন সাধন,
ধর্ম্মমতে আরাধনা॥
মহা অমূল্য ধন ধর্ম্মরতন,
এমন ধন ত আর পাবো না।
যত মিশনরি এ দেশেতে,
এসে করে কি কারখানা।
তারা ঈশুমন্ত্র কাণে ফুঁকে,
শিশুকে দেয় কুমন্ত্রণা।
ফেরে হাটে ঘাটে বাটে মাঠে,
নানা ঠাটে ফন্দী নানা।
বলে দিশী কৃষ্ণ ছেড়ে তোরা,
ঈশুখৃষ্ট কর ভজনা!
ও মা হেদো বনে কেঁদো চরে,
তার ভয়েতে প্রাণ বাঁচে না।
তার পাশে "হমো" হতুম্‌থমো,
ঘুমো ছেলের জাত রাখে না।
যত শাদা জুজু জোটেবুড়ী;
"ছেলেধরা" প্রভৃতি জনা।
এরা জননীর কোল শূন্য ক'রে,
কেড়ে নিচ্ছে দুধের ছানা।
সদা ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে মরে,
ধর্ম্ম-মর্ম্ম কেউ বোঝে না।
হ'রে পরের ধর্ম্ম ধর্ম্ম হবে,
এইটী মনে বিবেচনা।
যেন আপন ধর্ম্ম আপনি পালে,
পরের ধর্ম্ম নাশ করে না।
এদের ধর্ম্ম-পথের স্বাধীনতা,
রেখো না মা, আর রেখো না।
কেমন কুহক জানে এরা,
উপদেশে করে কাণা।
ও মা বংশ পিণ্ড ধ্বংস ক'রে,
কত ছেলে খেলে খানা।
নয় তোমার অধীন, স্বাধীন এরা,
কেমন ক'রে কর্ব্বে মানা?
ও মা, আমরা সেটা বুঝ্‌তে পারি,
খোট্টা লোকে তা বোঝে না।
তুমি সর্ব্বেশ্বরী যদি তাদের,
চোক রাঙায়ে কর মানা।
তবে টুপী খুলে, আড্ডা তুলে,
পালিয়ে যাবার পথ পাবে না।
নগর কমিশনার যারা,
তাঁদের এ কি বিবেচনা।
এ কি প্রাণে সহে ষাঁড় দিয়ে মা,
ময়লা-ফেলার গাড়ী টানা।
ও মা, দুগ্ধ বিনে মরি প্রাণে,
হিঁদু লোকের প্রাণ বাঁচে না।
যত শাদা লোকের অত্যাচারে,
গরু-বাছুর আর বাঁচে না।
যত দেশের গরু ভূট্ করেছে,
টেবিল পেতে খেয়ে খানা।
এরা ধাড়ী শুদ্ধ দিচ্ছে পেয়ে,
আস্ত ভগবতীর ছানা।
একে রামে রক্ষে নাইক,
সুগ্রীব তার হ'ল সেনা।
যত দিশী ছেলে, কোপ্‌চে উঠে,
চাল চেলেছে সাহেবানা।
কারে কব দুঃখের কথা,
কাণ পেতে মা কেউ শোনে না।
যারে দেবতা ব'লে পূজা করি,
তাতেই হ'ল বিড়ম্বনা।
যারা লাঙল চষে, গাড়ী টানে,
করে কত হিত সাধনা।
আর দুগ্ধ দিয়ে জীবন বাঁচায়,
তৃণ খেয়ে প্রাণধারণা।

"গরু তরু" কল্পতরু,
এমন তরু আর হবে না।
ফলে "গরুগাছে" দধি দুগ্ধ,
সর নবনী ঘৃত ছানা।
মনের দুঃখে বুক ফাটে মা,
বোল্‌তে গেলে মুখ ফোটে না।
যে গাছের ফলে সৃষ্টি চলে,
এমন গাছে দিচ্ছে হানা।
ও মা, গোহত্যাটী উঠ্‌য়ে দেহ,
অভয় পদে এই বাসনা।
মা গো, সকল গরু ফুরিয়ে গেলে
দুগ্ধ খেতে আর পাব না॥
খাবার দ্রব্য অনেক আছে,
তাই নিয়ে মা চলুক খানা।
ও মা, এমন ত নয় গরুর মাংস
না খেলে পর প্রাণ বাঁচে না॥
সোণার বাঙাল করে কাঙাল,
ইয়ং বাঙাল যত জনা।
সদা কর্ত্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে,
কাণে লাগায় ফোঁস-ফোঁসনা।
এরা না "হিঁদু," না "মোছোলমান,"
ধর্ম্মধনের ধার ধারে না।
নয় "মগ" "ফারঙ্গী," বিষম "খিঙ্গী",
ভিতর বাহির যায় না জানা॥
ঘরের ঢেঁকি, কুমীর হয়ে,
ঘটায় কত অঘটনা।
এরা লোণা জল ঢোকালে ঘরে,
আপন হাতে কেটে খানা।
অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর,
তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা।
তাতে বিধবাদের "কুলতরী"
অকূলেতে কূল পেলে না।
কূলের তরী থাকলে কূলে,
কূলের ভাবনা আর থাকে না।
সে যে অকূল সাগর, দারুণ ডাগর,
কালা পাণি বড় লোণা।
যখন সাগরে ঢেউ উঠেছিল,
তখনি গিয়েছে জানা।
এর দফ্‌রা খেয়ে নফ্‌রা যত,
ক'রে বসেছে কি একখানা।
তখন কর্ত্তারা কেউ শুনলেন না! ত,
লক্ষ লক্ষ

এরা বাঘেরে করিলেন শীকার,
কাঁধে করি ইষ্টুর-ছানা।
তদবধি রাজ্যে তোমার,
উঠেছে এক কুরটনা।
ও মা, আমরা বুঝি মিছে সেটা
অবোধে প্রবোধ মানে না॥
"কালবিল" * কাল্ বিল্ করেছেন,
হিঁদুর তাতে ঘোর যাতনা।
তুমি ষাঁড়ের বিয়ে তুলে দিয়ে,
ছিঁড়ে ফেলো আইনখানা॥
ও মা, যে পাপে হোক্ প্রজা মরে,
চার্ টাকা দর, চাল মেলে না।
দেখ অনাহারে, প্রজা মরে,
না খেয়ে আর প্রাণ বাঁচে না॥
ও মা, যত বাবু, হ'ল কাবু,
আর চলে না বাবুয়ানা।
যারা আঙুর পেস্তা দিত ফেলে,
তারা এখন চিবোয় চানা।
বড়মানষী দূরে থাকুক,
ভাল ক'রে পেট চলে না।
এখন্ কেমন ক'রে চড়্‌বে গাড়,
জোটে নাক ঘোড়ার দানা॥
শাসন পালন করেন যাঁরা,
হলেন তাঁরা কালা কাণা।
ও মা, না খেয়ে সব প্রজা মরে,
নাইক সেটা দেখা শোনা।
কতবার মা পড়েছিল,
দরখাস্ত কতখানা।
বলেন "ফিরি টেরেড" বন্দ করে,
কোন কালে কেউ পারে না।
চেলের বাজার শস্তা কর,
পূরাও গো মা সব বাসনা।
তবে দুঃখী লোকের আশীর্ব্বাদে
আপদ বিপদ আর রবে না॥
শিব-সচ্চেন, কচ্ছি তোমায়,
মহামন্ত্র আরাধনা।
আছে মহারথী সেনাপতি,
ভগবতীর উপাসনা।

---

* Sir J. W Colvill

দুর্গানামের দুর্গ গেঁথে,
রেখেছি মা "সেনেখানা"।
তাতে গুলী গোলা সকল তোলা,
ভক্তি-অস্ত্র আছে শাণা।
আছে মন-শিবিরে সজ্জা ক'রে,
সংখ্যা হয় না, কত সেনা।
আছে জোড়া ঘোড়া সত্য ধর্ম,
উড়ে যাবে র'য়ে ডেনা।
এই ভারত কিসে রক্ষা হবে,
ভেব না মা, সে ভাবনা।
সেই "তাঁতিয়া তোপিদ" মাথা কেটে,
আমরা ক'রে দেব "নানা।"

আচার-ভ্রংশ।

কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব।
দেখে শুনে মুখে আর নাহি সরে রব।
এক দিকে দ্বিজ তুষ্ট গোল্লাভোগ দিয়া।
আর দিকে মোল্লা ব'সে মুর্গি মাস নিয়া।
এক দিকে কোশাকুশী আয়োজন নানা।
আর দিকে টেবিলে ডেবিলে খায় খানা।
ভূতের সংসারে এই হয়েছে অদ্ভুত।
বুড়া পূজে ভূতনাথ ছোঁড়া পূজে ভূত।
পিতা দেয় গলে সূত্র পুত্র ফেলে কেটে।
বাপ পূজে ভগবতী বেটা দেয় পেটে।
বৃদ্ধ ধরে পশু-ভাব অশু-ভাব শিশু।
বুড়া বলে রাধাকৃষ্ণ ছোঁড়া বলে যীশু।
হাসি পায় কান্না আসে কব আর কাকে?
যায় যায় হিঁদুয়ানী আর নাহি থাকে।
ওহে কাল কালরূপ করালবদন।
তোমার বদনযুক্ত মরালবাহন।
দেব দেবী কত তুমি করিয়া সংহার।
ভারতের স্বাধীনতা করিলে আহার।
কিছু বুঝি নাহি পাও চারি দিক চেয়ে।
এখন ভরাবে পেট হিন্দুধর্ম খেয়ে।
দোহাই দোহাই কাল শান্তিগুণ ধর।
উঠ উঠ পান লও আচমন কর।

হেমন্তে বিবিধ খাদ্য।

শরতের রাজ্য লয়ে হিম মহাশয়।
কু আশার ধ্বজা তুলে করিলেন জয়।
উত্তরীয় বায়ু অশ্বে করি আরোহণ।
অধিকার করিল গগন-সিংহাসন।
রজনীর পরিমাণ বৃদ্ধি করে অতি।
দিন দিন দীন দিন দীন দিনপতি।
বৃশ্চিকের দন্তাঘাতে হয়ে জরজর।
শীতভয়ে অগ্নিকোণে গেল দিবাকর।
হিমের প্রভায় হেরি ভাস্করের দুঃখ।
নলিনী মলিনী হয়ে লুকাইল মুখ।
তুষারে তুষারকর কর গুপ্ত করে।
কুমুদিনী সরোবরে অভিমানে মরে।
স্বজাতীয় বিজাতীয় শব্দ করি কাক।
শিশিরের শুভ হেতু বাজাতেছে ঢাক।
কিছুমাত্র দুঃখ নাই মগ্ন সদা সুখে।
খাদ্যসুখে সুখী হয়ে বাদ্য করে মুখে।

বিহঙ্গুল নিজদলে পক্ষ পক্ষ ধরি।
লক্ষ্য করি বসে এসে বৃক্ষ পরিহরি।
শূন্যচর সহচর সহ চরে চরে।
নানা সুরে গান গায় স্বভাবের স্বরে।
রাজদণ্ডে ভয় নাই লয়ে সহচরী।
চঞ্চুপুরে শস্য খায় দস্যুবৃত্তি করি।
কিছুমাত্র চিন্তা নাই আশা পূরে খায়।
ভালবাসা ভাল বাসা আশামাত্র তায়।
স্বভাবে অভাব নাই পূর্ণ ফুলে ফলে।
পুলকে পূরিত সব নিজ নিজ দলে।
পেয়ে শীত বিকসিত বাকসের ফুল।
মধুপানে হরষিত বিহঙ্গের কুল।
পরস্পর লাগে যদি বিবাদের চোট।
শালিক মধ্যস্থ হয়ে ভেঙ্গে দেয় ঘোঁট।
দেখ দেখ বিহঙ্গম কিরূপ প্রকার।
শিশিরে কি সুখে করে আহার-বিহার।
ক্ষেতে পোড়ে খেতে পায় কত তার সুখ।
সদাই স্বাধীন হয়ে করে দূর দুখ।
অভিমানে অহঙ্কারে না হয় পতন।
প্রকৃতির গুণে করে সুকৃতি-সাধন।
পাখী পশু কীট আদি যত যত প্রাণী।
মানুষের চেয়ে সবে ভাল ব'লে জানি।
বড় ব'লে অভিমান কিসে করে নর।
নানারূপ দুঃখ যায় মনের ভিতর।

একে ত অভাব তায় রিপু বলবান্।
কেমনে হইবে তারা প্রাণীর প্রধান॥

স্বভাবে শোভিত সব অনুকূল ধাতা।
নানা শস্যপরিপূর্ণ বসুমতী মাতা॥
ব্রীহিব্যূহ পরিপক্ক হরিৎ আকার।
হেঁটমুখে অবনীরে করে নমস্কার॥
সকল শরীরে শোভে নিশির শিশির।
ঋষির জটায় যেন মন্দাকিনী-নীর॥
প্রভাতে পবন চারু চামর ঢুলায়।
প্রকৃতির ভাবভরে মস্তক দুলায়॥
ঝুম্ ঝুম্ বাজে বাদ্য বুঝি অনুভবে।
ঈশ্বরের গুণ গায় ঝুম্ ঝুম্ রবে॥
কৃষকের মহানন্দ আশার সুসার।
শস্য-শিরে দৃশ্য ভাল উষার তুষার॥
বর্ষ যায় হর্ষ তায় পরিপূর্ণ আশা।
ক্ষেত্র প্রতি নেত্রপাত সুখে করে চাষা
জীবের জীবিকা দিয়া রক্ষা করে অসু।
রত্নগর্ভা বসুমতী শস্য তার বসু॥
যে করিল ধরণীরে ধনের ভাণ্ডার।
ফল মূল শাক আদি শস্যের আধার॥
ধরার ধারণা গুণ কত ভাব তায়।
ধরাধরে ধরা ধরে যাহার কৃপায়॥
হায় এই ধরাধামে যে দিয়েছে ধান।
তার পদে নত হয়ে কর গুণ গান॥
অন্ন * যদি না করিত অন্নের সৃজন।
কিরূপে বাঁচিত তবে জীবের জীবন॥
অন্নেতে হয়েছে এই শরীর-ধারণ।
যত কিছু করিতেছি অন্নের কারণ॥
জগতে অন্নের দাস হয়েছে সকল।
ছেলে বুড়া আদি সবে অন্নের পাগল॥
ওরে ভাই অন্ন বিনা বল এ সংসারে।
কঠোর জঠর-জ্বালা কে জুড়াতে পারে?
অন্ন ব্রহ্ম অন্ন ব্রহ্ম এই জেনো সার।
স্বভাবে করেন বিষ্ণু অন্নেতে বিহার॥
অন্নের যে কত গুণ নাহি তার সীমা।
একমুখে কত কব অন্নের মহিমা?
আমি নাই তুমি নাই উনি আর ইনি।
তারে তুমি ব্রহ্ম বল অন্নদাতা যিনি॥

অন্নের দায়েতে দেখ হইয়া কাতর।
অগাধ-জলধি-জলে ডুবিতেছে নর॥
বাঘের মুখেতে যায় ভয় নাই মনে।
অনায়াসে হাত দেয় সাপের বদনে॥
সকল ধনের সার অন্ন মহামণি।
ভূমির ভিতরে ঢুকে প্রকাশিছে খনি॥
অন্নের যে অনুরাগ মনে মনে রাখ।
ভাল চেলে ভোগ পেয়ে ভাল চেলে থাক॥

গোধূম পেকেছে মাঠে নাম যার গম।
তুলনায় তণ্ডুলের কাছে নন কম॥
অতিশয় গুণময় শস্যের প্রধান।
"বহুদুগ্ধ'রসাল" হয়েছে অভিধান॥
হিন্দু ম্লেচ্ছ যবনাদি যত জাতি আছে।
এ যবন * প্রিয়তম সকলের কাছে॥
দেবতার প্রিয় খাদ্য সকলের আগে।
ময়দার কাছে আর কিছুই না লাগে
দুধে গমে ঘিয়ে ভাজা নাম যার লুচি।
ছেলে বুড়া সকলেরি লোভনেতে রুচি॥
মনোহর রুচিকর দ্রব্য এই বটে।
শুচি নাই মুচি নাই লুচির নিকটে॥
যত খায় তত মন থাকে আরো ক্ষোভে।
গন্ধ পেয়ে নেচে ওঠে অন্ধ হয় লোভে॥
পেটুক যদ্যপি শুনে লুচির ফলার।
দড়ি ছিঁড়ে ছুটে যায় রাখে সাধ্য কার॥
এই লুচি ব্রাহ্মণের পেটের সম্বল।
বিশেষতঃ রাঢ়পুরে বৈদিকের দল॥
যত পারে তত খায় তত লয় তুলে।
কশ্মীর কুলায় কিসে তাবে নাক ফুলে॥
আচার-বিচার আর কিছুই না করে।
দই-মাখা লুচিগুলা নিয়া যায় ঘরে॥
দেও দেও গোল করি ওঠে পাত ছেড়ে।
কোঁচড় পূরণ করে হাঁড়ি থেকে কেড়ে॥
রবাহূত যেও ভাট শত শত জন।
লুচির কৃপায় করে উদর পালন॥
গালি মেরে নাহি হয় মানের লাঘব।
কে দিলে "রাঘব" নাম রাঘব রাঘব॥
খাজা গজা আদি করি সুখের মেঠাই।
এই গমে জন্ম লাভ করেছে সবাই॥
সুমধুর মিষ্ট অন্ন ভোজনের সার।
যে না পায় তার তায় বৃথা জন্ম তার॥

* অন্ন—সূর্য।

যবন—গম

ময়দার মহিমা কেমনে দিব গেয়ে।
খোট্টায়া কেবল বাঁচে পুরি রুটী খেয়ে॥
শেঠ আর বসাক তাঁতির শ্রেষ্ঠ যাঁরা।
রুটী ঘণ্টে কত সুখ জেনেছেন তাঁরা॥
রুটী আর বিস্কুট সাহেবের খানা।
কেক্ আদি সৃজিতে মেঠাই করে নানা॥
ভূমিতলে না হইলে যবনের চায়া।
যবনের দেশে নরে প্রাণে যেত মারা॥
একবার দেখে এসো পৃথিবী ঘুরিয়া।
কত লোক বেঁচে আছে গোধূম খাইয়া॥
শস্যরূপে যে বাঁচায় জীবের জীবন।
ব্রহ্ম ব'লে সম্বোধন কর তারে মন॥
হিমকরে প্রভাকরে প্রেমভাব ধর।
অবনীরে একবার প্রণিপাত কর॥
গুণ দেখে বুঝে লও গোধূমের গোড়া।
নিদানে লিখেছে দেখ ভাঙ্গা হাড় যোড়া॥
বল-বীর্য্য-রুচিকর দেহ-হিতকর।
স্বভাবে সারক বাত-পিত্ত-দাহহর॥
শীতল অথচ স্বাদু মন স্থির করে।
গুরু হয়ে পাকভেদে লঘু গুণ ধরে॥
ভোগীর ভোগের ধন সুখের আহার।
রোগীর সুপথ্য হয়ে করে উপকার॥

শিশিরে যবের শীষ কিবা মনোহর।
ধান্যরাজ নাম তার দেখিতে সুন্দর॥
বাতাসে দুলিছে ডগা করি ঝর ঝর।
মরি কত অপরূপ শোভা মনোহর॥
চুমকি-জড়িত চারু পীতাম্বরী চেলি।
কেলি * যেন তাই পরে করিতেছে কেলি॥
এ যব দোষের নয় গুণের কেবল।
মেহ-পিত্ত-কফ হরে মধুর শীতল॥
নানা কর্ম্মে হিতকর নানা গুণনিধি।
নানারূপ রোগে হয় যবমণ্ড বিধি॥
যব-ছাতু খেয়ে বাঁচে পশ্চিমের দীনে।
বঙ্গদেশে বাড়ে মান চড়কের দিনে॥
দেখহ যবের গুণ কেমন প্রধান।
যে তারে পেষণ করে রাখে তার প্রাণ॥
এখন তখন নাই বুঝে যদি খায়।
যবে বল যবে বল চিরকাল পায়॥

সুখের শিশির-কালে কৃষীর কৃপায়।
অড়হির তরু চারু কিবা শোভা পায়॥
শাখা নেড়ে দুলিতেছে বায়ুর বিক্রমে।
জটাধারী যোগী যেন চলেছে আশ্রমে॥
আহারেতে পূর্ণ হয় প্রাণীর উদর।
কতরূপ ঘোর ঘটা জটার ভিতর॥
মনোহর "অড়হর" বীর-প্রিয়তম।
সবলের বলদাতা অবলের যম॥
কাছে যেন নাহি আনে পেট-রোগা দলে।
খেতে সুখ কিন্তু দুখ বুক বড় জ্বলে॥
এ প্রকার মুখপ্রিয় ডা'ল নাই আর।
নিত্য যেন খায় সেই অগ্নি আছে যার॥
পশ্চিমের পালোয়ান লোক সমুদায়।
অড়হর বিনা তারা কিছুই না খায়॥
ভীমের সমান তারা বলে ও আহারে।
ডা'ল রুটী যত পারে ক'সে ক'সে মারে॥
কফ পিত্ত বাত শ্লেষ্মা যে করে সংহার।
বায়ু বৃদ্ধি করে সেই এই দোষ তার॥
এ দোষ দোষের মাঝে করিনে গ্রহণ।
আপনার দেহ বুঝে করিব ভোজন॥
যার স্বাদে শত শত মানব মোহিত।
অবশ্যই তাতে আছে নানারূপ হিত॥

ক্ষেৎ ভরা খেঁসারী পেকেছে এই শীতে।
কাটিছে ছাঁটিছে সব হাসিতে হাসিতে॥
মাড়িছে ঝাড়িছে ধূলা কাড়িছে গোলায়।
কত বা ছাড়িছে কত নাড়িছে তলায়॥
গরিবের গুণনিধি অশেষ-বিশেষে।
অতিশয় সমাদর বাঙালের দেশে॥
পূর্ব্বদেশী বড় বড় যত জমিদার।
কেবল খেঁসার ডা'ল করেন আহার॥
ইহাতে বিশেষ গুণ যদি নাহি রবে।
সে দেশেতে এত প্রিয় কেন হবে তবে॥
আস্বাদ উত্তম বটে দেখিয়াছি খেয়ে।
এই হেতু মোটামুটি গুণ যাই গেয়ে॥

মাঠে এসে শোভায় সকল যাই ভুলে।
কনকের নিন্দা হয়ে চণকের ফুলে॥
ফুলেতে ধরেছে ফল গুটি গুটি সুঁটি।
ইচ্ছা করে দিবানিশি নখ দিয়া খুঁটি॥
ছাল খুলে মুখে তুলে কচি কচি খাই।
এমন সুখের স্বাদ আর নাহি পাই॥
কাঁচার খিচুড়ি তার সুধার অধিক।
প্রতি গ্রাসে গ্রাসে হয় রসনা রসিক॥

---

* পৃথিবী।

পাকাছোলা গুণ ধরে অশেষ প্রকার।
বিশেষ করিয়া সব লিখে উঠা ভার॥
অগ্নির দীপন করে ভিজে হ'লে পর।
বল-বর্ণ-রুচিকর বাত-পিত্ত হর॥
সে ছোলার জল হয় অতি উপকারী।
চন্দ্রকরবৎ শীত-পিত্তরোগহারী॥
ভিজে ছোলা ভেজে খেলে কত উপকার।
পিত্ত কফ হরে করে বলের সঞ্চার॥
শুষ্ক ছোলা ভাজা অতি সুখের আহার।
সেই জানে তার মজা দাঁত আছে যার॥
খোট্টারা এ ছোলা লয় পরম আদরে।
ভাজা খেয়ে ছাতু খেয়ে দিনপাত করে॥
স্বভাবে গরম বীর্য্য বহুগুণ ধরে।
অগ্নিজোর না থাকিলে বিপরীত করে॥
অগ্নিবল না বুঝিয়া যে করে আহার।
সে ছোলা আছোলা হয় পেটে ঢুকে তার॥
বিধবার পক্ষে ইনি অতি গুণময়।
সকল ব্যঞ্জনে মিশে করেন প্রণয়॥
ছোলার ডেলের রস অতি গুণকর
পাকে মধু বাত-কফ-শ্বাসকাসহর॥
বল বৃদ্ধি করে কবি উদরে প্রবেশ।
মহারোগে পথ্য বিধি পীনসে বিশেষ॥
শাক অতি মুখপ্রিয় দন্তশোথ হরে।
ফলের আদর ভারি ঠাকুরের ঘরে॥
চণকের খোসা খুলে দেখ দেখ নর।
কিরূপ পদার্থ আছে তাহার ভিতর॥
আত্মা আর জ্যোতি দেহে চণকের প্রায়।
নিয়ত রয়েছে ঢাকা মায়ার খোসায়॥
আর কেন? সার লও ছাড় নিদ্রাযোগ।
খোসা খুলে কর কর বস্তু কর ভোগ॥

'রাজমাষ' নাম তাঁর বরবটি যিনি।
ছোলা আর মটরের গোষ্ঠীপতি তিনি॥
সারক সে রুচিকর অতি মনোহর।
কফ শুক্র আম পিত্ত চেরের আকর
পূজার নৈবিদ্যে তাঁর আগে আগমন।
কাঁচা পাকা দুই চলে সুখের ভোজন॥
ইথে যদি না হইত কুশল-সাধন।
কখনই হইত না বীজের সৃজন॥

মাঠে গিয়া দেখ সব মুগের আকার।
শরীর হয়েছে কিবা শোভার ভাণ্ডার।
জটিল সে তরু বটে কুটিল ত নয়।
এমন সরল বীজ আর নাহি হয়॥
"সূপশ্রেষ্ঠ" ভুক্তিপ্রদ রসোত্তম" আর।
"সুফল" বলিয়া নাম হয়েছে প্রচার॥
দেবতার প্রিয় খাদ্য মুগের অঙ্কুর।
জলপানে প্রকাশিত প্রতিষ্ঠা প্রচুর॥
ঔষধ পথ্যের স্থলে সবার প্রধান।
জ্বরহর শুভকর রস করে দান॥
সকলেরি সোনা আছে সোনামুগ ভাই।
এ সোনার নিকটেতে সোনা হয় ছাই॥
মুগের ডেলের গুণ কি লিখিব আর।
সর্ব্বরোগ হরে করে রক্ত পরিষ্কার॥
স্বভাবে সারক মুগ পিত্ত করে ক্ষয়।
সদাকাল সমভাবে রুচিকর হয়॥
লাউ দেও মুলা দেও থোড় দেও ফেলে।
সকলি অমৃত হয় মিশে এই ডেলে॥
এই শীতে মুগের খিচুড়ি যেই খায়।
সে জন ভোজনে আর কিছুই না চায়॥
মুগের 'মগধ লাড়ু' মেঠায়ের রাজা।
সেই জানে তার তার যে খেয়েছে তাজা॥
এ মুগের ভাজাগুলি মুগ্ধ করে মুখ।
বাসি খাও তাজা খাও কত তায় সুখ॥
ইহার কনিষ্ঠ যিনি কৃষ্ণমুগ নাম।
দ্রব্যগুণে শ্রেষ্ঠ তিনি বহুগুণধাম॥
যুগে যুগে আছে এই মুগের গৌরব।
মনে জ্ঞানে যোগ কর ভোগ কর সব॥

কড়াই ভাই করে নিজ অনুরাগে।
তার কাছে কেবা আছে কেবা কোথা লাগে॥
চাষার আশার ধন তেমন কি আছে।
অপরূপ কিবা ফল ফলিয়াছে গাছে॥
সুচারু শ্যামল রূপ ধরিয়া কলাই।
দূর করে উদরের সকল বালাই॥
আদা দিয়া হিং দিয়া রাঁধো যদি ঝোল।
থাবা থাবা মেরে দেও কিছু নাই গোল॥
গরিবের গুণনিধি মধুর ভোজন।
মুখে দিতে উলে যায় খুলে যায় মন॥
দীন লোক যারা তারা এই ভাবে সার।
কলাই থাকিলে ঘরে বালাই কি আর॥
কাঁচা খায় ভাজা খায় রুচি যার যাতে।
কোৎ কোৎ গেলে ভাত যত দেও পাতে॥

গঙ্গার পশ্চিম পারে যত সব মেড়ো।
সমভাবে সকলেই কলায়ের ভেড়ো॥
অতিশয় দুখ সয় বায়ু বাড়ে টানে।
কলাই না খেলে তারা মারা যায় প্রাণে॥
কলাই মালায়ে কত কচুরি মেঠাই।
পাকে লঘু সমুদয় পেট ভ'রে খাই॥
সকলের মুখপ্রিয় কলায়ের বড়ি।
কুমড়া যাহার পায় যায় গড়াগড়ি॥
সহজে ধরেছে গুণ কিঞ্চিৎ শীতল।
বায়ু হরে মেহ হ'রে বৃদ্ধি করে বল॥
কলায়ের দেহ দেখে নাহি যায় জানা।
বাহিরেতে খোসা ভরা ভিতরেতে দানা॥
সেইরূপ ভাব ধ'রে সমুদয় নরে।
ভিতরে সুন্দর হও বাহিরে কি করে॥

মসূর অসুরভোগী সুর-প্রিয়তম।
রূপে গুণে দুই দিকে নাহি তার সম॥
গুড়বীজ নাম ধরে গেলে পরে ভাঙ্গা।
তরুণ অরুণ তনু টুক্ টুক্ রাঙ্গা॥
ভাতে দেও ডাল রাঁধে ব্যয়ের সুসার।
খাঁড়ির খিচুড়ি খেলে ভুলিব না আর॥
যূষের গুণেতে হয় মেহের সংহার।
কফ পিত্ত জ্বর নাশে নাশে অতিসার॥
কর ভাই মসূরির গুণের বিচার।
অসারের মাঝে দেখ কত আছে সার॥

সরু সরু তরু সব চারু কলেবর।
নবঘন-শ্যামরূপ দৃশ্য মনোহর॥
জটিল রামের আর শিরে শোভে জটা।
মোক্ষপদ দেয় তারা ঘেটে যায় বটা॥
নিজে বটে ছোট কিন্তু দানাদার ছেলে।
কণ্ঠ হয় স্বর্গ সম মষ্ট করে খেলে॥
আনাজেতে তুল্য আর জুটি নাই জুটি।
বলিহারি যাই তোরে মটরের শুঁটি॥
শুঁটির খিচুড়ি করি খেয়েছে যে জন।
ভুলিতে না পারে আর তার আস্বাদন॥
কাঁচার নিকটে নয় পাকার আদর।
বৈদ্যকে 'হরেণু' নাম পেয়েছে মটর॥
ভাজা যেন খাজা খায় তাজা বীর যারা।
পেটরোগা যারা তারা প্রাণে যায় মারা॥
মেঠো গাঁয়ে চলে যারা কাঙালের ছেলে।
অনেকেই পেট পালে মটরের ডেলে॥

কষা আর রুক্ষ বটে ফলত মধুর।
পাকে গুরু বটে করে পিত্ত কফ দূর॥
পীড়িতের পক্ষে যদি শুভকর নয়।
তথাপিও অনেকের উপকারী হয়॥

শিশির-সময়ে দেখ কৃষীর কুশল।
তিসির তরুতে কিবা ফলেছে ফসল॥
অতসীর ফুল-শোভা যাই বলি হারি।
হেরিলে নয়ন আর ফিরাতে না পারি॥
ফুলের ভিতরে বীজসমুদয় সার।
চেয়ে হয় সুখোদয় আলোর আধার॥
বীজের নিজের গুণ উষ্ণভাব ধরে।
কফ-পিত্তকারী বটে বায়ু নাশ করে॥
মদ-গন্ধী মধু স্বাদু পাকে কটু খেলে।
বায়ু কফ কাস-দোষ নাশে এর তেলে॥
কতমতে বিলাতে হতেছে প্রয়োজন।
যেখানে সেখানে দেখি তিসির ওজন॥
আগুন হয়েছে দর বিলাতের খাঁই।
দিশী হয়ে তিসি আর আমরা না পাই॥
মসিনার ক্ষুদ্রবীজে যে দিয়েছে রস।
একবার মুক্তমুখে গাও তার যশ॥
যে বীজের তরু এই অখিল সংসার।
মনে কর সেই বীজ কিরূপ প্রকার॥
বসুমতী রসবতী যাঁহার কৃপায়।
হায় হায় কি কহিব কত রস তায়॥
সে বীজের তেল গুণ কহে সাধ্য কার।
রবি শশী তারা আদি আলো হয় যার॥

নয়ন প্রফুল্ল হয় গেলে পরে মাঠে।
পরিপূর্ণ নানা শোভা স্বভাবের হাটে॥
শরৎ পড়িল সরি সারফুল ছেড়ে।
সরিষার ফুল তার শোভা নিল কেড়ে॥
মনোলোভা কিবা শোভা ছটা তার জ্বলে।
দামিনীর হার যেন জলদের গলে॥
ফুল ফল অতি ক্ষুদ্র তার মধ্যে রস।
আলোকে পুলক কিবা রাখিয়াছে যশ॥
সরিষার সার অংশে ব্যঞ্জনের তার।
অসারে গাভীর স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার॥
যার গুণে রজনীর অন্ধকার যায়।
কৃষকের ক্ষেত্রে তাহা শীতের কৃপায়॥
শাদা কালো আদি করি নানা রঙ ধরে।
কতরূপে মানবের উপকার করে॥

খাজের অশেষ গুণ নিদানে প্রকাশ।
কফ বাত ক্রিমি কুষ্ঠ ব্রণ করে নাশ।
গুল্ম আর কণ্ডুরোগ দুই করে শেষ।
বচনেতে গুণ সব কি কব বিশেষ॥
বীচির ভিতরে রস আলোর আঁধার।
"তেল" নামে নাম যার হয়েছে প্রচার
শরীর হতেছে রক্ষা খেয়ে আর মেখে।
অন্ধকারে আলো দেয় প্রদীপেতে থেকে॥
অবিকল গুণ ধরে ঘৃতের সমান।
সমভাবে বাঁচাতেছে সকলের প্রাণ।
যোগী ভোগী রোগী রাজা দীন হীন জন।
সকলেরি করিতেছে মঙ্গল-সাধন।
বীজের ভিতরে রস নাম যার স্নেহ।
এ স্নেহের গূঢ় ভাব নাহি বুঝে কেহ॥
ওরে নর! পাইয়াছ মনোহর দেহ।
মনেরে পেষণ করি বা'র কর স্নেহ॥
সরিষার স্নেহ দেখে দ্রব হও সবে।
স্নেহ যদি না থাকিল মিছে দেহ তবে।
কর কর প্রণিধান মানব সকল।
দেখ কিবা ঈশ্বরের স্নেহের কৌশল॥
পরস্পর স্নেহরসে সবে রবে বশ।
সর্ষপে দিলেন তাই স্নেহরূপ রস॥

ফুলে ফুলে সুশোভিত হইয়াছে তিল।
দেখে আঁখি ফিরাতে না পারি এক তিল॥
অতি ছোট বীজগুলি রসের সদন।
বাত অর্শ হরে করে বলবিতরণ॥
সৌরভের মুলোল ফুলোল নাম যার।
তিলের তেলেতে হয় জনম তাহার।
বায়ু হয় হিতকর ঘকে আরচুলে।
ফুলে যে ফুলোল মাখে মরে সেই ফুলে॥
তিলফুল রূপের আভাস দেহে ধরি।
তিলোত্তমা নাম পেলে স্বর্গ-বিদ্যাধরী॥
এ ফুলের শোভা যে দেখেছে একবার।
রূপের গরব যেন সে করে না আর।

হায় রে শিশির তোর কি লিখিব যশ।
কালগুণে অপরূপ কাঠে হয় রস॥
পরিপূর্ণ সুধাসিন্ধু খেজুরের কাঠে।
কাট কেটে উঠে রস যত কাট কাঠে॥
দেবের দুর্লভ ধন জীবনের যড়া।
এক বিন্দু পান করি বেঁচে উঠে মড়া॥

না থাকে বিরস ভাব রস পেটে প'ড়ে।
বিন্দু পান যদি পান প্রাণ পান ধড়ে॥
সে জলের ভাল ধর্ম্ম মর্ম্ম তার গূঢ়।
স্বভাবের ক্রিয়াজালে জালে হয় গুড়॥
আমাদের ভাগ্যদোষ মিছে করি খেদ।
বিজাতীয় রাজা হয়ে নষ্ট করে দেশ॥
লোভ ভারী আবকারী যুক্ত করি কর।
এমন খেজুর-রসে বসাইল কর।
মাশুল উশুল করে রসে আর গুড়ে।
পরে বুঝি গঙ্গাজলে কর দেবে যুড়ে॥
মূল্য দিয়া তবু খাই কম-পরিমাণে।
এক্‌চেটে না করিলে তবে বাঁচি প্রাণে॥
মাদকতা শক্তি নাই পেট ভরে খেলে।
বিবাদী হইল তায় কলনার ছেলে।
গুণ দে'খে অভিধান কর্ত্তা গুণধাম।
খেজুর গাছের দিলে হরিপ্রিয়া নাম॥
রসের যশের কথা না হয় প্রকাশ।
দেহ করে বলবান্ মেহ করে নাশ॥
বায়ু হরে মল-মূত্র করে পরিষ্কার।
রসনা পবিত্র করে সুধার সুতার।
গুড়ের নিগূঢ় গুণ কি কহিব আর।
সুবাসে আমোদ করে মধুর আগার॥
নূতন খেজুরে গুড়ে দেবতার সখ।
নাম শুনে জল সরে লোলা লক্ লক্।
এ প্রকার সুখ সেব্য আর নাহি আছে।
নলিনীর মধু কোথা নলেনের কাছে॥
মাতে মন সুখদ পয়ড়া-গুড় পেলে।
অরুচির রুচি হয় লুচি দিয়ে খেলে॥
ভোজালের পাটালি যে খায় একবার।
কখন সে ভুলিতে পারে না তার তার॥
নূতন নলেন গুড়ে মণ্ডা মনোহর।
পায়স পীযূষ সম অতি প্রেমকর॥
এ গুড়ে পিষ্টক হয় বিবিধ প্রকার।
কাঁচা পাকা দুই চলে সুখের আহার॥
বায়ু পিত্ত হরে করে মূত্রের শোধন।
চিনি আর মিছরির করিছে সৃজন॥
মিছরি চিনির গুণ সবাই বিদিত।
বিশেষেতে লেখা তাই না হয় উচিত॥
দেখহ খেজুর-গাছ কত গুণ ধরে।
গলা কেটে রক্ত দিয়া উপকার করে।
যে তাহার মাথা কাটে তারে দেয় প্রাণ।
খেজরের মাথি নানা গুণের নিধান॥

কাঠের ভিতরে রেখে সুমধুর জল।
মানবে শেখান প্রভু করুণা-কৌশল॥

শিবা সহ সদাশিব ছাড়িয়া কৈলাস।
অবনীতে অধিষ্ঠিত এই কয় মাস॥
ফল মূল রস খান সাধ যত আছে।
নিশাযোগে নিদ্রা যান শ্রীফলের গাছে॥
ঘন ঘন হিমবৃষ্টি তাহে স্নান করি।
উলঙ্গ হইল ইক্ষু বস্ত্র পরিহরি।
স্বভাবে হইল তায় মধুর সঞ্চার।
পাপে পাপে রস ভরা মিষ্ট তার তার॥
খণ্ডে পাপ যায় যেই খণ্ড এক পাপ।
বাহু তুলে স্বর্গপুরে নাচে তার বাপ॥
অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর মনে ভালবাসি।
আকেরে দিলেন স্থান পুণ্যধাম কাশী॥
কি বুঝিবে মর্ম্ম গূঢ় যত সব মূঢ়।
যানে ঢ়কে বৃষারূঢ় আল দেন গুড়॥
শিব-অঙ্গ-আভা পেয়ে শোভা বাড়ে তার।
কাশী নামে নাম খ্যাত ধবল আকার
শিবের সৃজিত বস্তু নাম হ'ল চিনি।
সাহেবেরা শিরে ধরে ভার্গরূপে চিনি॥
মহৎ কে আছে আর আকের মতন।
তাহারে অমৃত দেয় যে করে পীড়ন
যত পার তত খাও দেও দেও পেটে।
সুখেতে ভোজন কর পাপ কেটে কেটে॥
গেঁটে গেঁটে রস ভরা রসের আধার।
মধুতৃণমহারস নাম হ'ল তার॥
গোড়া আর মাঝখানে সুধা আস্বাদন।
গেঁটেতে লবণ-রস মাথায় লবণ॥
ত্রিদোষ বিনাশে এই মধুময় বাসে।
বপু-বাসে বল দেয় লাবণ্য প্রকাশে॥
গুড়ের বিশেষ লয়ে গুণের সন্ধান।
শিশুপ্রিয় অভিধান দিলে অভিধান॥
কি চিনি কি চিনি আমি কি কব বিশেষ।
সবাই মোহিত খেয়ে মেঠাই সন্দেশ॥
ভাতে খাও বাতে খাও দুধে আর জলে।
চিনি বিনা মানুষের আহার না চলে॥
সব দেশে প্রিয় ইনি সকল সময়।
ছেলে বুড়া সকলের সমান প্রণয়॥
আহার ঔষধ চিনি অতি হিতকর।
চিনিতে শোধিত হয় দ্রব্য বহুতর॥
রোগী ভোগী উভয়ের সম উপকার।
সুখের সামগ্রী হেন কোথা পাব আর?
আকের মিছরি হয় অমৃতের কোষ।
সকল গুণের নিধি কিছু নাই দোষ॥
আখে রস রসে গুড় গুড়ে চিনি হয়।
চিনির শরীর পায় মিছরিতে লয়॥
সকল অসার গিয়ে সার থাকে শেষ।
অতএব লহ জীব সার উপদেশ॥
কর্ম্ম হতে ধর্ম্ম হয় ধর্ম্ম হতে জ্ঞান।
নিত্যধাম-প্রবেশের সে জ্ঞান সোপান॥
কামনার রস গুড় দিও নাক মুখে।
পরম পীযূষ-রস পান কর সুখে॥

চারু তরু ক্ষুদ্রাকার ফল তার বুকে।
বেগুণের গুণ নাহি ব্যাখ্যা হয় মুখে॥
শাদা কাল নানারূপ ত্রিভঙ্গ সুঠাম।
দোলায় দুলিছে যেন কৃষ্ণ-বলরাম॥
বোঁটারূপ চারু চূড়া কাঁটা পুচ্ছ তাতে।
রাত্রিদিন আলাপন রাখালের সাতে॥
পতিতপাবন নাম মহিমার গুণে।
সমভাবে যুক্ত হন সকল ব্যঞ্জনে॥
চড়চড়ি সড়সড়ি পোড়া আর ভাজা।
আদরে উদরে দেন কত কত রাজা॥
অনাদরে বহু মিলে গোষ্ঠীশুদ্ধ বাঁচে।
গরিব নেয়াজ নাম গরিবের কাছে॥
তাহার অরুচি যায় আহার যে করে।
রোচক পাচক হয়ে বাত কফ হরে॥
বেগুণ সগুণ ইথে অগুণ ত নাই।
গুণ দেখে গুণ গেয়ে পেট ভরে খাই॥
যে করেছে বেগুণে এ গুণের নিধান;
নিতে নিতে তার তার গুণকর গান॥

গোড়া সরু আগা গুরু শিরে শোভে টোপ।
শ্বেতকান্তি শঙ্খাকার ভিন্ন ভিন্ন ঝোপ॥
মূলে তার মূল নাই নাম ধরে মূলো।
রোগাপেটে খেতে হ'লে যেতে হয় চুলো॥
একদিন বাবাজীরে করিলে আহার।
ছমাস নির্গত হয় সমান উদ্গার॥
খোট্টাদের কাছে তার সমাদর বাড়ে।
বাড়ন্ত পেটে দেয় কিছু নাহি ছাড়ে।
দুই মাস সাহেবেরা সুখে পেট পালে
নিরত হাজির করে হাজিরের কালে॥

জলপানে সমাদর সকলের স্থানে।
কচুরির সহ প্রেম খোট্টার দোকানে॥
গোষ্ঠীপোষা গ্রন্থনেতে বড় মান বাড়ে।
বাবাজীরে বেগুণের সঙ্গে সঙ্গে ছাড়ে॥
কচি মূলা রুচিকর ত্রিদোষ-নাশক।
পাকিলে বিনাশে বায়ু পিত্তের জনক॥
শোথ বাত শ্লেষ্মা নাশে শুকাইলে পরে।
অথচ শীতল গুণ আপনি সে ধরে॥
মূলাতে হিঙ্গের গুণ আছে অবিকল।
কাঁচা খেয়ে নেচে উঠে সরস সকল॥
মূলক মূলক বটে অমূলক নয়।
ব্যাভারে পেয়েছি তার মূল পরিচয়॥
মূলে কোন দোষ নাই ভাল বটে মূল।
মূলে যে নিপাত করে তারে দেয় মূল॥
মূলকের কাছে কিছু অমূলক নাই।
মূলকের মূল বুঝে মূল রাখ ভাই॥

প্রাচীনার স্তন সম অঙ্গের ধরণ।
বোঁটা সরু মোটা মুখ বিমল বরণ॥
কখন মাচায় বাস কভু বাস চালে।
বৃক্ষের উপরে উঠে যুক্ত হয়ে ডালে॥
বড় বড় ধনীলোক জন্ম দিয়া হাতে।
যত্ন করি স্থান দেন তেতালার ছাতে॥
পড়িয়া চাষার হাতে তুষ্ট নহে মন।
অভিমানে করে তহি মাটীতে শয়ন॥
সীতার শ্বশুর যিনি দশরথ ভূপ।
তার সঙ্গে গলাগলি ভাব অপরূপ॥
চিঙ্গড়ির সহ যোগ লাউ যদি করে।
হাতে হাতে স্বর্গে যাই মুখে দিলে পরে॥
মহাফলা তুম্বী এই যদি হয় কচি।
সুধা ফেলে ছুটে আসে বাসবের সচী॥
কতই আনন্দ বাড়ে আহারের বেলা।
ডাঁটা খোসা আদি কিছু নাহি যায় ফেলা॥
ভাতে কিংবা ঝোলে ডাঁটা যুক্ত [illegible] মাছে।
তেমন সুখাদ্য আর জগতে কি আছে?
নিরামিষ লাউ লাগে সুধার সমান।
অম্বলে গুড়ের সহ অতিশয় মান॥
তেকদর কফকর হিম কিছু বটে।
পিত্তহর কেহ নাই ইহার নিকটে॥
এক মুখে কি কহিব কত গুণ ধরে।
শুকাইয়া বচ হয়ে কাস নাশ করে॥

যোগী ঋষি সকলের অন্নের আধার।
যেখানে সেখানে যান তুম্ব করি সার॥
জেলে মালা যতনেতে করিয়া গ্রহণ।
জালে জুড়ে সুখে করে জীবিকা-সাধন॥
তানপূরা বীণাযন্ত্র মধুর সেতার।
এই লাউ হইয়াছে সর্ব্বমূলাধার॥
শিব হইলেন সিদ্ধ গীত-আলাপনে।
নারদ ত্রিলোকপূজ্য বীণার সাধনে॥
দেখ দেখ কেমন মহৎ এই ফল।
এ ফল যে ধরে তার সকলি সফল॥

মনোহর ফুলকপি পাতা যুক্ত তায়।
সাটিনের কাবা যেন বাবুদের গায়॥
শ্রেণীবদ্ধ চারু শোভা এসো আর বাঁধা।
সাহেবেরা প্রেমডোরে চিরকাল বাঁধা॥
বন্ধনেতে তার সঙ্গে যুক্ত হ'লে কই।
যত পাই তত খাই আরো বলি কই॥
ঘৃণার স্বভাবে যেই নাহি খায় কপি।
তারে কি মানুষ বলি নিজে সেই কপি॥
কপির সকলি গুণ দোষ কিছু নাই।
তাতেই আমোদ বাড়ে একপেতে খাই॥

বহুবিধ শাকবৃক্ষে শোভা করে পাতা।
ইন্দ্রের সভায় যেন মছলন্দ পাতা॥
পেটে দেয়া দূরে থাক্ দেখে তুষ্ট আঁখি।
ইচ্ছা হয় পালঙেরে পালঙেতে রাখি॥
অম্লভাগ কটু আর মধুর সকল।
রক্তপিত্ত নাশ করে সুপথ্য শীতল॥
বিট নামে পালঙ কি মহাদ্রব্য তিনি।
বিলাতে তাহার রসে হইতেছে চিনি॥
চুখায় চুখায় মুখ সুখ কব কত।
হাতে হাতে উঠে যায় পাতে পড়ে যত॥
অতি অম্ল উষ্ণ করে অগ্নির প্রকাশ।
শূল, গুল্ম, আম, বাত, শ্লেষ্মা করে নাশ॥

অপরূপ বস্তু এক মৃত্তিকার নীচে।
গাছ দেখে বোধ হয় সমুদয় মিছে॥
কাহার সমাজে তার অতিশয় মান।
গুণ দেখে রসিকেতে নাম দিলে মান॥
মানদাস বাবাজীর অভিমান নাই।
পরিণামে বাড়ে মান মানে দিলে ঢাই॥

মাছের সহিত প্রেম যুক্ত হ'লে ঝোলে।
একবার যে খেয়েছে সে কি আর ভোলে॥
ঝোলের সহিত দেখে মনের এ [illegible]ন।
পটল পটল তুলে করিল প্রয়াণ॥
মানের মানের কথা কি কহিব আর।
আনাজের রাজা ইনি শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
শোথহর পিত্তহর পাকে স্বাদু লঘু।
এ মানে যে নিন্দা করে তারে বলি "রঘু।
মানের কেমন মান দেখ দেখ ভাই।
ছাই দিলে মান বাড়ে মানে দেও ছাই॥
দেখিয়া মানের মূল মান রাখ মূলে।
মানের মূলের মত উঠনাক ফুলে॥
এই মান, মানে করে, আপন ব্যাঘাত।
যখন ফুলিয়া উঠে তখনি নিপাত॥

শিমের হইল জন্ম হিমের কৃপায়।
শ্যামল ধবলকান্তি শোভিত লতায়॥
শরীরে সংলগ্ন শির অসির আকার।
ভক্তরসে যুক্ত হ'লে সমাদর তাঁর॥
শীতল অথচ রুক্ষ পাকে গুরু হয়।
অধিক খাইলে পরে বল করে ক্ষয়॥

ভুঁই ফুঁড়ে পুঁই-গাছ হইয়াছে খাড়া।
অধম-তারণ নাম ধরে তার খাড়া॥
ক্ষুদে ক্ষুদে চিঙড়ির সহ হ'লে যোগ।
সুধার আস্বাদ হয় সুখের সুভোগ॥
ভেদকর শুক্রকর কফ বদ্ধ করে।
পাকেতে মধুর হয় সিদ্ধ গুণ ধরে॥

পলাণ্ডুর শ্রেণী যেন যুদ্ধের লস্কর।
মুকুটের পর উড়ে মাথার উপর॥
ফুলে যুক্ত মূলে যুক্ত মনোহর কলি।
তিন যুগ জয় করি ধ্বজা তুলে কলি॥
যবনে তবনে আনে যত্ন করি নানা।
তাঁহার সংযোগ বিনা রাঁধে না খানা॥
লুকাচুরি খেলা তাঁর হিন্দুর নিকটে।
গোপনে করেন বাস বাবুদের পেটে॥
পাকে আর রসে প্যাজ উষ্ণ নাহি হয়।
বল বীর্য্য করে আর বায়ু করে ক্ষয়॥
মাংসভোজী জনের বিশেষ উপকার।
একবার যে খেয়েছে সেই জানে তার

প্যাজখোর যারা তারা আহারে সন্তোষ।
লোম ফুঁড়ে গন্ধ ছুটে এই বড় দোষ॥

শ্বেতকান্তি শাঁক-আলু অতি সুশীতল।
পৃথিবীতে ভোগ করে নিজ কর্ম্মফল॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী ভগবান্।
মনোহর বৈকুণ্ঠ-ভবন যাঁর স্থান॥
বিষ্ণুর করেতে থাকি না বুঝিয়া হিত।
কলহ করিল শঙ্খ চক্রের সহিত॥
চক্র করি চক্র তার কেটে দিলে নাক।
অভিমানে ভূতলে পড়িল তাই শাঁক
স্বর্গ ছাড়া হয়ে তার দুঃখিত অন্তর।
লজ্জায় লুকায় মুখ মাটীর ভিতর॥
সুধাময় রসে করে ত্রিদোষ হরণ।
মুখের জড়তাহারী কে আর এমন

বাহিরে গৌরাঙ্গ তার ভিতরেতে শাদা।
শাঁক-আলু হন্ যাঁর সহোদর দাদা
বয়সে কনিষ্ঠ বটে জ্যেষ্ঠগুণ তায়।
কাঁচা পাকা দিই মুখে সুখের আহার
ভাজা পোড়া ভাতে আর ব্যঞ্জনে নিয়োগ।
যাতে খাব তাতে পাব সুখের সুভোগ॥
পাকে লঘু গুণকর দোষ বড় নাই।
গুণ দেখে চিনিকন্দ নাম দিলে তাই॥

কমলা কমলারূপে অবনীতে এসে।
শুভদাত্রী অধিষ্ঠাত্রী বাঙ্গালের দেশে॥
শ্রীমতীর আবির্ভাবে সুখ অবিশ্রাম।
শ্রীহট্ট হইল তাই ছিলেটের নাম॥
শ্বেতকান্তি রাঙামুখ টুপীধারী যাঁরা।
টেবিলেতে রেষ্ট নিয়া টেষ্ট পান তাঁরা
একবার তুষ্ট যেই কমলার তারে।
অন্য ফল আর নাহি ভাল লাগে তারে॥
বায়ু পিত্ত নাশ করে মধুর অম্বল।
অরুচির রুচিকর মুখের সম্বল॥

আমড়ার চামড়ার সুবর্ণের শোভা।
সৌরভে আমোদ পেয়ে কথা কয় বোবা॥
সুমধুর মিষ্ট তার গুণ কব কত।
রসনা রসিক হয় রস পায় যত॥
ইচ্ছা হয় স্বভাবেরে ছাই পেড়ে কাটি।
এমন আমড়া ফলে কেন দিলে আঁটি

কিঞ্চিৎ অজীর্ণ দোষ আক্রান্তক ধরে।
বল করে তৃপ্ত করে পিত্ত কফ হরে।

চালিতা পেকেছে গাছে হইয়া সরস।
রূপে আর গন্ধে করে মোহিত মানস।
আমাদের নিকটে আদর অতিশয়।
পূর্ব্বদেশী লোকে করে যম ব'লে ভয়।
কাঁচা বেলা মুখপ্রিয় নাহি হয় তত।
পাকার আস্বাদ-সুখ মুখে কব কত।
নূতন নোলেন্ গুড়ে অম্বল যে খায়।
রসের সাগরে তার মুখ ভেসে যায়।
তারে তারে ঢোক গিলে লাগে তার খাজা।
রসনা রসিক হয় গঁন্ধে মাতে নাসা॥
টক বটে কষ বটে অথচ মধুর।
স্বভাবে শীতল করে পিত্ত কফ দূর।
কিঞ্চিৎ অজীর্ণকারী পাকে হয় গুরু।
মুখশুদ্ধি-কর অতি স্বাদু কল্পতরু॥
চালিতার অম্বল যে জন নাহি খায়।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তার ধিক্ রসনায়॥

পেকে হ'ল কৎবেল সুগন্ধের ধাম।
চিরপাকী দধিফল গন্ধফল নাম॥
কাঁচা বেলা বড় কিছু হিতকর নয়।
মধুর অম্বল হয় পাকার সময়।
কতই আমোদ বাড়ে করিতে ভোজন।
শ্বাস বমি হরে করে ত্রিদোষ হরণ।
শ্রমজাত-তৃষা ক্ষুধা হয় এই বেলে।
বদন পবিত্র হয় তারে তারে খেলে।
ইহার পাতার গুণ কি লিখিব আর।
পাতা-পোঁড়া-রসে নাশে রক্ত-অতিসার।

বৃক্ষের উপরে হেরে নানা কুল কুল।
লোভাকুল হয়ে মন নাহি পায় কূল॥
পাকালোভী পাকা খায় কাঁচা খায় কাঁচা।
কুলেতে অকূল লোভ বীচি নাই বাছা।
পবনের পুত্র প্রায় অভিলাষ ভোগে।
উদর-ভবনে ছাড়ে লবণের যোগে।
রিপুর পকমে যার নারীকুলে কুল।
সমাদরে খায় সেই নারিকুলে কুল॥
বিশেষ সময়ে পেলে কুলের আচার।
কোনক্রমে নাহি থাকে কুলের আচার।

গুণেতে বদর বায়ু-পিত্তের নাশক।
মধুর শীতল আর মলের ভেদক।
কুলের মহিমা-কথা কহিবার নয়।
আচারে অরুচি হরে বায়ু করে ক্ষয়।
যেখে কুল খাও কুল যত সাধ লয়।
কুলাচারে কুলাচার ধর্ম্ম যেন রয়।
এ কুলের কর্ত্তা যিনি তাঁর নাই কূল।
অথচ দিলেন তিনি সকলের কুল।
কুল দিয়ে কুল দিয়ে যে ধরে না কূল।
অকূল-সাগরে কর তারে অনুকূল॥
অকূলে যে কুল দিলে সেই দেবে কূল।
কুল কুল ক'রে কেন হতেছ ব্যাকুল।
যাহার কৃপায় তুমি খেতেছ এ কুল।
তার কাছে নাহি আর এ কুল ও কুল।
প্রতিকূলে প্রীতি তার নহে প্রতিকূল।
সকল কুলের পতি স্বভাব অকুল।
মনে যেন অভিমান আর নাহি রয়।
কুল শীল যত কিছু তাহে কর লয়।

সকলের সার মেয়া ফল অতি খাসা।
বিশেষতঃ শীতকালে যদি হয় ডাঁসা।
কেবা জানে ডাঁসা পাকা কেবা জানে কচি।
পেয়ারার গন্ধে হয় অরুচির রুচি।
শাঁস বীচি দূরে থাক্ পেলে পরে ছাল।
একেবারে পরিতোষ তৃপ্ত হয় গাল।
পাকা ফল পেলে পরে বৃদ্ধ লোক যত।
ব'সে ব'সে রস খায় যশ গায় কত।
বালকেতে যাহা পায় তাহা খায় কেড়ে
আগে ভাগে হাতে লয় মাতৃ-স্তন ছেড়ে।
ডাঁসার আদর অতি যুবকের কাছে।
ইচ্ছা হয় দিবানিশি ব'সে থাকে কাছে।
দন্তের আহ্লাদ অতি চর্ব্বণের কালে।
ক'রে অতি মন্দগতি রস ঢোকে গালে॥
কিন্তু পায় তার তার বদন বদন।
আপনার অন্তহীন হইলে মদন।
এ বড় আশ্চর্য্য ভাব ভেবে জ্ঞান লোপ।
মদন হারায়ে অস্ত্র প্রকাশে প্রকোপ।
নপাঠ নপাঠ হ'লে মদন আছাড়ে।
অঙ্গহীনে অঙ্গরাগ কত রঙ্গ বাড়ে॥
এই বড় মনে খেদ দগ্ধ হই খেদে।
পেয়ারা পেয়ারা হ'ল বেয়ারার দেশে।

সে দেশের খোট্টালোক খেতে নাহি জানে।
কি সুখে বিরাজ তুমি করিছ সেখানে?
ছাতু খায় চানা খায় ভুট্টা খায় যারা।
তোমার আদর বল কি জানিবে তারা।
বাঙালী আছেন যাঁরা তাঁরা সেইরূপ।
সঙ্গদোষে অঙ্গহীন হয়েছে বিরূপ।
স্বদেশের প্রতি আর স্নেহ কিছু নাই।
তিনি বড় বাবু হন বাই বাই।
মোহিত হয়েছে মন মিঠেনের জলে।
আধা ভেরি মেরি বাৎ খোট্টাচেলে চলে।
মাছ ভাত খায় যারা তারা চলে বেঁকে।
কাজ কি তোমার আর সেখানেতে থেকে।
এ দেশে বাঙালী বাবু ব্যয়কল্পে দড়।
বাড়িবে আদর অতি দর পাবে বড়
সেখানে তোমায় কেহ জিজ্ঞাসা না করে।
উঠিবে সোণার থালে খানাখানা-ঘরে।
আমরা গরিব অতি সোণা-রূপা নাই।
ফলতঃ সুফল তুমি তোমারেই চাই।
আস্বাদন একরূপ সম সুখ খেতে।
তোমায় ধরিব বুকে ছোঁড়া চট্ পেতে।
নিরত হাজির আমি আঁাজির-তলায়।
ইচ্ছা করে ক'সে খাই গলায় গলায়।
ভাঁসা খেতে খাসা লাগে কত তায় সুখ।
এখন পড়েছে দাঁত এই বড় দুখ।
চর্ব্বণের সুখ যত করিলে সংহার।
হায় বিধি কোথা গেল সে কাল আমার।
যে মুখে পাথর কেটে করিয়াছি চুর।
এখন হইল তার অহঙ্কার দূর।
বদন বৃথায় হয় রদন বিহনে।
অদনের সুখ আর হইবে কেমনে॥
এখন পড়েনি সব সবে গেছে ছটা।
উপরে রয়েছে সব নীচে আছে কটা॥
এ দাঁতে বিশ্বাস ভাই কিছু নাহি আর।
ভাঙ্গন ধরিলে গাঙে রাখে সাধ্য কার॥
এ কটা যদিন আছে যেরূপেতে পারি।
কত চেবা কত গেলা গোলেমালে সারি॥
একেবারে হইব না এট সুখ-হত।
আদ্‌বুড়া কালে খায় আদ্‌পোকা যত॥
শীতল সুস্বাদু অতি বল অগ্নিকর।
মুখের বৈরস্য হরে বহুগুণধর॥
নাশে বায়ু পিত্ত কফ রক্তক্রিমি শূল।
হৃদয়ের পীড়া নাশে হয়ে অনুকূল॥
যে করিল পেয়ারায় এত গুণধাম।
তার নামে তার পায় করহ প্রণাম॥

তুই কন্যা অপরূপ রূপের মাধুরী।
কাবেলে বিরাজ করে বেদানা সুন্দরী।
মঙ্গল করেন তিনি মঙ্গলের দেশে।
কনিষ্ঠা দালিম নাম পাটনায় এসে।
স্থির-চক্ষে চেয়ে দেখি উদ্যানের গাছে।
এমন মধুর ফল আর নাহি আছে।
যত পাই তত খাই নাহি মিটে সাধ।
কিন্তু মনে দুঃখ এই বীচি বায় বাদ।
কে বলে রসিক বিধি অতি রসময়।
রসময় হ'লে পরে হেন কেন হয়?
রসবোধ নাই তোর তাই বলি ছি ছি।
বিধাতা এমন ফলে কেন দিলে বীচি?
উদর পবিত্র হয় যার রস খেলে।
খেতে খেতে তার বীচি দিতে হয় ফেলে।
স্বভাবের অনুযোগে অপরূপ ছটা।
চারু বর্ণে বিভূষিত চৌউচির কাটা।
দৃষ্ট মাত্র বোধ হয় কে দিয়েছে কেটে।
এমন অমৃত ফল কেন যায় ফেটে।
সুরসিক লোক সব করে অনুমান।
দেশ-দোষে দাড়িমের নাহি থাকে মান।
দানাদার নহে যত খোট্টা তাল-কাণা।
অভিমানে ফেটে তাই দেখাতেছে দানা।
পুনর্ব্বার ভাবি আর এ প্রকার নয়।
বিধাতার অবিচার দেখি সমুদয়।
যুবতীর হৃদয়েতে পয়োধর রয়।
দাড়িমের বাসস্থান বৃক্ষ কাঁটাময়॥
মানিনী রূপসী রামা আপনার দুখে।
অভিমানে ফেটে তাই থাকে অধোমুখে।
দান করি ভাণ্ডারের সকল রতন।
একেবারে করিতেছে শরীরপতন।
ফাটিবার আর এক আছে অভিপ্রায়।
ইঙ্গিতে বালকগণে করে আয় আয়?
আমার নিকটে আয় ওরে শিশুগণ।
মিছে কেন পান কর প্রসূতির স্তন?
চুষিলে আমার বীচি বুড়া থাকে বশে।
কোথা ইন্দু সুধাসিন্ধু এক বিন্দু রসে।
আমার মধুর রস একবার খেলে।
আর তোরা হবিনেক জননীর ছেলে।

শুন রে দাড়িম এই করি নিবেদন।
আমাদের প্রতি কর প্রীতিবিতরণ॥
স্বভাবে মহৎ তুমি উপাদেয় ফল।
সেখানে তোমার থেকে নাহি কোন ফল॥
বড় বড় বাঙালীরা যত বাবু ভেয়ে।
পাহিবে তোমার যশ গাছ-পাকা খেয়ে॥
সেই ত শেষেতে তুমি স্বদেশে না রও।
পোস্তার বাজারে এসে বস্তাপচা হও॥
অন্তরে তোমার প্রতি অতিশয় স্নেহ।
পচা ব'লে ঘৃণা ক'রে নাহি খায় কেহ॥
'মধুবীজ সুফল রোচন কুচফল।'
'মণিবীজ রক্তবীজ' আর বৃত্তফল॥'
নিদানে লিখিত আছে এই সব নাম।
গুণভেদে নাম দিলে বৈদ্য গুণধাম॥
সকল রোগের পথ্য পাকা হ'লে পর।
ত্রিদোষ বিনাশে করে হরে দাহ জ্বর॥
শুক্র বল বৃদ্ধি করে তারে সুমধুর।
হৃৎকণ্ঠ-মুখরোগ সব করে দূর॥
শীতল অথচ উষ্ণ পাকে লঘু হয়।
কাস কফ পিত্ত বাত তৃষ্ণা করে ক্ষয়॥
শ্রম হরে রুচি করে অগ্নি করে পাকে।
দাড়িমের মহিমা জানাব আর কাকে?
কেবল মধুর হ'লে হিত করে নিছু।
হইলে অম্লমধু পিত্ত করে কিছু॥
পিত্তের জনক হয় হ'লে পরে টক।
ফলতঃ সে ফল বাত কফের নাশক॥
ডালিমের ক্ষেতে গেলে সফল নয়ন।
তাকায় সে দিকে কেটা পাকায় যখন॥
ইচ্ছা করে শুয়ে থাকি গাছের তলায়।
কেবল আহার করি গলায় গলায়॥
দিশীতেই খুসী কত দেখি যথা তথা।
পাপ মুখে কি কহিব বেদানার কথা॥
সাধুরে 'কাবেল' তোর সদাই মঙ্গল।
মঙ্গলের দেশে এই জঙ্গলের ফল॥
বেদানার দানারস পেটে যায় যায়।
সাধু সাধু সাধু তারে করি নমস্কার॥
দেখ এর গাছ কত হিতের কারণ।
পাতা ছাল শিকড় ঔষধে প্রয়োজন॥
গাছ দেখ ফল দেখ ছাল দেখ তার।
ফলভোগ করি কর ফলের বিচার॥
চাক চাক রস লও ফল হাতে লয়ে।
ফলে আর বেড়াও না ফল-চাকা হয়ে॥
তবেই সফল সব যদি হয় ফল।
ফলেই ফলাই ফল না হয় বিফল॥
যদি বল যে গাছেতে ফল ফলিয়াছে।
দেখিতে না পাই গাছ কত দূরে আছে॥
কি ফল বিফল ভাই গিয়ে তার কাছে।
ফল ধ'রে ফল পাবে ফল নাই গাছে॥

অনেক যতনে তোরে রসময় আতা।
বিশেষ বিরলে বসি গড়েছেন ধাতা॥
সুচারু শ্যামল বর্ণে সুশোভিত পাতা।
মনোহর কলেবর অতি দক্ষদাতা॥
হৃদয়ে ধরেছে তোরে বসুমতী মাতা।
প্রণাম করিছ তাঁরে ক'রে হেঁট মাথা॥
থোপ থোপ টোপ গাঁথা সকল শরীরে।
কেমকের ছাতা যেন প্রকৃতির শিরে॥
থাকে না রসের লেশ নব অনুরাগে।
ফুটিফাটা হ'য়ে যাও পাকিবার আগে॥
তখন বিচিত্র এক রূপ যায় দেখা।
নীরদ ধ'রেছে যেন পারদের রেখা॥
যার বাড়ী বাস কর সিদ্ধি তার ভিটে।
ত্রিজগতে কিছু নাই তোর মত মিঠে॥
কোথায় পায়স ক্ষীর কোথা গুড়পিটে।
ছোট ছোট কুষি চুষি মুখে দিয়ে ছিটে॥
যত খাই তত আরো সাধ নাহি মিটে।
বীচি-ভরা সমুদয় কত পাব সিটে?
মনে মনে অতিশয় খেদ আছে ভাই।
পাখীর দৌরাত্ম্যে নাহি গাছ-পাকা পাই॥
এমন বজ্জাৎ চোর আর নাকি আছে।
উড়ে এসে জুড়ে বসে সমুদয় গাছে॥
কিচিমিচি ডাক ছাড়ে বিষম বিকট।
ভোজপুরে কোথা আছে তাদের নিকট॥
গাছেতে পাকিলে তুমি মানুষে না পায়।
যোগেযাগে জাগ দিয়া তোমায় পাকায়॥
যেরূপেতে পাকে তুমি ক্ষতি তাহে নাই।
আশায় সময়ে তোরে খেতে যেন পাই॥
বায়ু পিত্ত উভয়ে তোমাতে হয় হত।
কিঞ্চিৎ বিরাগ করে কোফোখেতো যত॥
দেখিলে তোমার মুখ লোভ অতি বাড়ে।
বিকার স্বীকার তবু তোমায় না ছাড়ে॥
পবনের প্রবলতা আমাদের বেড়ে।
কোনরূপে ভয় নাই কত সুখ খেতে॥

শিশিরে ধোকলা তুমি অতি সুমধুর।
মুখে দিয়ে অরুচির রুচি করে দূর॥

এসেছে কাবেল হতে সুধার আঙুর।
মানস মোহিত হেরে রূপের ভাঙুর॥
সমাদরে রাখে তারে কৌটার ভিতর।
তুলার তোষক গদী করে থর থর।
তথাচ গলিয়া যায় এমন কোমল।
রুচির রজত-রূপ করে ঝলমল॥
বহুমূল্য ফল এই তুল্য যার নেই।
সাধ পূরে স্বাদ লয় ভাগ্যধর যেই॥
গরিবে জানে না নাম দূরে থাক্ মুট্।
দাম শুনে বাম ব'লে উঠে দেয় ছুট্॥
বধূর অধরে এত মধুর কি আছে?
সুরসের উপমেয় হবে এর কাছে॥
মৃতকে অমৃত করে অমৃতের কোষ।
সমুদয় গুণময় কিছু নাই দোষ॥
রোগভেদে পথ্য নয় করিব স্বীকার।
দেহ যায় সুস্থ তার সুখের আহার॥
গালে দিয়ে স্থির হয়ে যে লইবে তার।
সে জন জানিবে শুধু কত গুণ তার॥
স্মরিবে বিভুর গুণ মন করি স্থির।
গলিবে প্রেমের রসে টলিবে শরীর॥

সুখের সুফল পেস্তা বীচি নাই যাহা।
কুট কুট দাঁতে কেটে খেয়ে ফেল কাঁচা॥
ভাজিলে সুস্বাদ আরো সোঁদা গন্ধ ছোটে।
ভোজনের কালে মনে কত সুখ ওঠে॥
পেস্তার মেঠাই অতি উপাদেয় হয়।
আস্বাদনে তার সম আর কিছু নয়॥
পাকে গুরু গুণেতে গরম অতিশয়।
বল-বীর্য্য বৃদ্ধি করে পিত্ত করে ক্ষয়॥
আর আর যত মেয়া পেকেছে এ শীতে।
সকলেরি জন্মলাভ আমাদের হিতে॥
কত তার সুখভোগ যে করে আহার।
পণ পেয়ে বিক্রেতার কত উপকার॥
কতরূপে কৃষকের হতেছে কুশল।
বণিকের বাণিজ্যেতে মানস সফল॥

তামকূট রুক্ষ চারু দৃশ্য সুখ তায়।
সারি সারি বাতাসের সুরে সারি গায়॥
এক পত্রে কত গুণ পত্রে লেখা তায়।
সেই জানে যে পেয়েছে তামাকের তার॥
শুকাইলে পত্র তায় গুড় মিশাইয়া।
ফুড়ুক্ ফুড়ুক্ টানি গুড়ুক্ করিয়া॥
কত কত মহীপাল উজীর নবাব।
তামাকে আদর করে ফেলিয়া কাবাব॥
শ্রম চিন্তা উভয়ের বিশ্রামের বাটী।
বুদ্ধির প্রদীপে ইনি উস্কিবার কাটী॥
বড় বড় সাহেবেরা করেতে ধরিয়া।
মধুর অধরে ধরে চুরুট করিয়া॥
ধূম্রপান আস্বাদন যে জন না পান।
জন-সদনে দেন মুক্ত করি পান॥
সর্ব্ব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অধ্যাপক যাঁরা।
সদাকাল সঙ্গী করি সঙ্গে লন তাঁরা॥
না লইলে সর্ব্বনাশ নাম তার নাশ।
বিচারের স্থানে হয় বুদ্ধি-শুদ্ধি নাশ॥
পণ্ডিতেরা আছে শুদ্ধ নস্যগুণে বেঁচে।
নাকে দিয়া রাখে প্রাণ হ্যাঁচ হ্যাঁচ হেঁচে॥
বিশেষতঃ ধনীলোকে সার গুণ জানে।
পেঁচাও কৌশল আসে পেঁচোয়ার টানে॥
আলবোলা বোলবোলা বুদ্ধি খুব পায়।
শীতকালে বন্ধু তার তাম্রকূট ভায়া॥
মোটাবুদ্ধি মোটা টান দুঃখ নিকহাবা।
আমাদের ত্রাণকর্ত্তা খেলো আর ডাবা॥
এ শীতে শীতল হয়ে ধনের অভাবে।
কড়া টেনে কড়া হই কড়ার হিসাবে॥
শিশিরে তামাক টান যে জন না লয়।
ভাবি তার কিরূপেতে দিনপাত হয়॥
ক্ষণমাত্র মুক্ত নহে ধূম্র আর জলে।
বুদ্ধির জাহাজ তার কিরূপেতে চলে॥
নাশে নাশে পিত্ত কফ বায়ু রাখে স্থির।
ধূম্রপানে সুখি হন সকল সুধীর॥
মুখ-রোগ হরে করে দাঁতের কুশল।
দন্ত-রোগে রোগী নয় চুরুটে সকল॥
দিবানিশি পিকা* খায় জ্বালিয়া অনলে।
দাঁতপড়া বুড়া নাই উড়ের মহলে॥
যত সব নারী নর দোক্তা খায় পানে।
দন্ত-সুখ মুখ-সুখ তারা ভাল জানে॥
রসে তিক্ত ক্রিমি কাস রোগের নাশক।
সততই রুচিকর অগ্নির দীপক॥

তামকূট।

গুড়ুকের গুণ মুখে ব্যাখ্যা নাহি হয়।
শোকহর প্রেমকর প্রিয় অতিশয়॥
পুলকে পূরিত করে কবিবর হৃদয়।
টানিতে টানিতে ভাবে ভাবের উদয়॥
তায় হয় অনুকূল বচন-রচনে।
যত টানি টানাটানি নাহি হয় মনে॥
বল করে বুদ্ধি করে করে পরিপাক।
কেমনে ভুলিব আমি এমন তামাক॥
যে করে লেখক হয়ে ভাবের প্রয়াস।
মন খুলে হ'ক্ সেই গুড়ুকের দাস॥
কফ আমজর হরে শুদ্ধ করে মুখ।
কোনরূপে দুখ নাই সব দিকে সুখ॥
গীত বাদ্য নৃত্য যারা করে আলোচন।
তামাক তাদের পক্ষে পরম রতন॥
এ তামাকে যে করিল এত গুণময়।
তার প্রেমে মন আর প্রাণ কর লয়॥

রজনী বেড়েছে শীতে ভোগের কারণে।
অভয়ে আমিষ খাও হরষিত-মনে॥
কর মাস খাও মাস উদর ভরিয়া।
যত পার খাও মাছ যতন করিয়া॥
পরিপাক পাবে সব করিলে আহার।
অনল হয়েছে জল ভাবনা কি আর॥
নিশিতে নিদ্রার আর কে করে ব্যাঘাত।
ঘুমে চোখ পচে তবু না হয় প্রভাত॥
প্রাতে উঠে ঘুরে ফিরে ফিরে এলে ঘর
তখনি হইতে হয় ক্ষুধায় কাতর॥
মাস মাছ ডিম খাও রুচি যার যাতে।
সকলি কুশলকর রুটী আর ভাতে॥

এই শীতে হংসবীজ অতি মনোহর।
পাকে লঘু বাতহর বল-বীর্য্যকর॥
রূপেতে মোহিত করে মহিমা অসীম।
সর্ব্বদোষ নাশ করে এ হাঁসের ডিম॥
সিদ্ধ খাও ভাজো খাও সব দিকে হিত।
ব্যঞ্জন করিয়া খাও আলুর সহিত॥
অতিশয় রুচিকর এ বীজের দম।
গোটাকত খেতে হ'লে নিতে হয় দম॥
ঘৃণায় যে নাহি খায় এ হাঁসের ডিম।
মরুক সে চিরকাল খেয়ে তেতো নিম॥
বৃথায় রসনা তার বৃথা তার মুখ।
কোন কালে নাহি পায় আহারের সুখ॥

ডিমভরা কাঁকড়া এ শিশির সময়।
আহারেতে উপাদেয় অতি সুধাময়॥
সে ডিমের গুণ আমি কি কব বদনে।
মোহিত হয়েছে মন লোহিত বরণে॥
ডিম খাও শাঁস খাও খোলা রেও ফেলে।
বল করে বায়ু হরে পিত্ত হরে খেলে॥
বিশেষ রয়েছে গুণ কাঁকড়ার মাসে।
হাড়েতে জন্মিলে দোষ সেই দোষ নাশে॥
যেরূপে রাঁধিয়া খাও উপকার হয়।
অলাবুর সহ তাঁর অধিক প্রণয়॥
ভাগ্য যার ভাল সেই খেয়ে গায় যশ।
মর্কটে জানিবে কিসে কর্কটের রস॥

জলের ভিতরে মাছ কত রসভরা।
দাড়ি-গোঁপ জটাধারী জামাযোড়া পরা॥
শিরে অসি কাঁটাহীন গন্ধ নাই গায়।
আগা-গোড়া মধুমাখা মধু তার পায়॥
বিশেষতঃ শীতকালে অমৃতের খনি।
আমিষের সভাপতি মীন-শিরোমণি॥
গলদা চিঙড়ি মাছ নাম যার মোচা।
পড়েছে চরণতলে এলাইয়া কোঁচা॥
কালিয়ে পোলাও রাঁধো রাঁধো লাউ দিয়া।
ভাতেপোড়া ভেজে খাও হবে মুখপ্রিয়া॥
ভিতরে থাকিলে ডিম কি কহিব আর।
ত্রিভুবনে নাহি হেন সুধার আহার॥
স্বভাবে রোচক হয়ে বলবৃদ্ধি করে।
স্বাদে সুধা পাকে গুরু মেদ পিত্ত হরে॥
দীনের তারণকারী চিঙড়ির ঘুষো।
সুমধুর বাতহর পয়সায় দুশো॥
মূলক বেগুণ শাক যাতে তাতে লয়।
সমভাবে সদালাপ সকলের সহ॥
অধম পুঁয়ের ডাঁটা তারে নিয়া তারে।
ব্যঞ্জন মজাতে আর এমন কে পারে

শুকায়েছে খিল বিল খানা সরোবর।
বাজারে বিক্রয় হয় চুনা বহুতর॥
টেঙরা মৌরলা পুঁটি বেলে আর চাঁদা।
পাঁকাল প্রভৃতি কত রাঙা কালো সাদা॥
এই শীতে তারা অতি উপকারী হয়।
গ্রহণীরোগের পথ্য নাশে দোষত্রয়॥
বাতহরা লঘুপাকা রুচিকর আর।
বল শুক্র করে বৃদ্ধি বাতের সংহার॥

স্নানে অম্বল কোল কেবা জানে ভাজা।
যাতে খাও তাতে সুখ যদি হয় তাজা॥

মীনরাজ রোহিত অহিতকর নয়।
সমভাবে সমাদর সকল সময়॥
বিশেষে বেড়েছে গুণ শীতকাল পেয়ে।
হয়েছে সে অতি মিঠে মিঠে জল খেয়ে।
কাতলা মৃগেল আদি বড় মাছ যত।
রুয়ের শ্রীপদতলে সবাই প্রণত।
কতরূপে সুখোদয় ভোজনের বেলা।
তেল কাঁটা আদি করি নাহি যায় ফেলা॥
কামুকের কত সুখ কুলটার কোলে।
রসনা যে সুখ পায় এ মাছের ঝোলে॥
পলায়ের রাজা মাছ না হয় এমন।
সুধার আধার এই রুয়ের ব্যঞ্জন॥
বল দেয় বুদ্ধি দেয় বাত নাশ করে।
নয়নের জ্যোতি বাড়ে মুড়া খেলে পরে॥
চক্ষুরোগা যারা তারা গুণ জানে ভাল।
মুড়া খেয়ে সুখে দেখে অন্ধকারে আলো॥
যার জলাশয়ে রুই করেন বিহার।
সাধু সাধু সাধু সেই মানবের সার॥

লাউ আলু বেগুণ বাজারে দেখে ভাই।
কই কই কই কই? করিছে সবাই।
কেহ যদি কহে ওই আসিয়াছে কই।
দেখিতে দেখিতে শেষ করে কই কই॥
কেহ কয় কাঁটাময় শাঁস তাতে কই।
এই হেতু এই কই নাম পেলে কই॥
আমি কই এর সম ত্রিজগতে কই।
কই নামে নাম দিয়া কই কই কই॥
সকল গুণের নিধি দোষ ইথে কই।
যত পার পেট ভোরে সুখে খাও কই॥
এমন মধুর মাছ নাহি হয় আর।
যোগী ভোগী উভয়ের সম উপকার॥

যুবকের কত সুখ যুবতীর কোলে?
কত বা অমৃত আছে বালকের বোলে?
কত বা আমোদ হয় পূর্ণিমার দোলে।
সকল আমোদ এই মাগুরের ঝোলে॥
বায়ু নাশ করে হরে অর্শ অতিসার।
অথচ করে না কফ-পিত্তের সঞ্চার॥
মাগুরের ছোট ভাই সিঙ্গি নাম যার।
হিন্দুর নিকটে নাই সমাদর তার॥

ফলে হয় গুণময় ইহার সমান।
যবনে মহিমা জানি রাখিয়াছে মান॥

ভেটকী ভাগুন বাটা পারিসার ঝাঁক।
আমলেট আদি করি মাছের কি জাঁক॥
বাজারে বাজারে দেখ সবার আদর।
সকলেই কিনিতেছে দিয়া দুনা দর॥
লোণা গাঙে জন্ম লয়ে এ সকল মীন।
হইতেছে আমাদের পেটের অধীন॥
সকলে সুখাদ্য হয় অতি উপকারী।
পৃথকের গুণে আমি যাই বলি হারি॥
শীতকালে সুখী সেই কড়ি আছে যার।
ধনের যোগেতে হয় ভোগের আহার॥
ভবন যাহার ভরা ধানে আর ধনে।
অনায়াসে কিনে খায় যাহা লয় মনে॥

পাড়াগাঁয়ে গঙ্গাতীরে যারা করে বাস।
ভালরূপে খায় তারা এই কয় মাস॥
উঠিয়াছে নেটোবেগে বেলে গুড় গুড়ি।
এক আনা পণে পাই মাছ এক ঝুড়ি॥
বেগুণেতে মজে ভাল চড় চড়ি তার।
ভুলিতে কে পারে কভু যে পেয়েছে তার॥
হলুদের জলে গুলে এক ফোঁটা ঝাল।
শুধু চড় চড়ি কর কাঠে দিয়া জ্বাল॥
এমন মধুর আর পাবে না পাবে না।
হেন সুখসেব্য আর খাবে না খাবে না॥
নগরের ধনীলোক খেতে নাহি পান।
উত্তরে মিঠেন জলে বসতির স্থান॥
ভাগ্যধর দূরে থাক্ সে দেশের দীন।
এ শীতে আহারে দুখী নহে কোন দিন
ভাজা ভাজা তরকারি তাহে নেটোবেলে।
অমৃতের স্বাদ পেয়ে পেটে দেয় হে[illegible]ল॥
মিছে মরি গুণ লিখে খেতে নাহি প[illegible]।
ইচ্ছা করে এখনি নগর ছেড়ে যাই॥
সে দেশে আমার বাস যে দেশে এ মাছ।
মেছুনীর কাছে গিয়া কিনি বাছে বাছ॥
বুকে ক'রে নিয়ে আসি নিজে রাঁধি ভাই।
সাধ পূরে একদিন পেট ভ'রে খাই॥
মনে মনে আশা তাই এই বেলা যেতে।
শীতকাল গেলে আর পাব নাক খেতে॥
আহারের কালে হয় অতিশয় তোষ।
প্রতি গ্রাসে মুড়া খাই কিছু নাই দোষ॥

[illegible] গেলে অতি তোষকর।
খয়রা [illegible] পেট যেন ময়রার ঘর।
অড়রের ভেজে তার তার বার যেতে।
তাজা তাজা খয় ভাজা মজা বড় খেতে।

মানবের উপাদের আহার-কারণ।
জলে করিলেন বিভু মীনের সৃজন।
সব দিকে উপকারী এই জলচর।
আহার ঔষধ মীন পথ্য শুভকর॥
সলিল-শায়ীর এই কর্ম [illegible]ধামর।
দেবের দুর্ল্লভ ধন এমন কি হয়?
যে দেশেতে যে প্রকার খাদ্য হয় বিধি।
সে দেশে প্রচুর-তাই দিয়াছেন বিধি॥
ভাত মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙালী সকল।
ধান-ভরা ভূমি তাই মাছভরা জল॥
এ দেশের খাদ্য এই যদি নাহি হবে।
এত ধান্য এত মাছ কেন বল তবে?
যে করিছে শস্য আর মাছ বিতরণ।
কৃতজ্ঞতা-রসে তার ডুবে রও মন।

মৃগ মেষ ছাগ কূর্ম্ম পাখী জলচর।
কয় মাস কয় মাস অতি শিবকর॥
মাংসের বিশেষ গুণ নিদানে প্রকাশে।
বল করে রুচি করে কফ হরে মাসে॥
শ্রমী আর অগ্নি বলী এই তুল্যনাশ।
ঔরস (১) ভোজনে হয় কত উপকার।
অজীর্ণ গ্রহণী অর্শ আর যক্ষ্মাকাশ।
এ সব বিনাশ করে প্রসহের (২) মাস॥
সকল প্রসহ মৃগ ভাল কিছু নয়।
তাই খাবে শুভ আর প্রেম যাতে হয়॥

ছাগল ভোজনে হয় পালন সবাই।
যার চেয়ে প্রেমকর রক্তকর নাই।
অতিশয় সুশীতল পাকে হয় ভার।
নহে বায়ু পিত্ত কফ দোষের আধার॥

মেষমাস তার বটে শীতল মধুর।
আহারে আহ্লাদ বাড়ে দুঃখ হয় দূর॥

---

(১) মাংস।
(২) হিংস্রক পশু পক্ষী বিশেষ।

[illegible] অতি [illegible] (১)।
তার কাছে কোথা আছে [illegible]মাখা ক্ষীর

বনচর বনচর পাখী আছে যত।
হরিয়াল চকা ডাক আদি শত শত।
এ সব আহারে হয় দেহের কুশল।
ক্ষীণতা বিনাশ করে বৃদ্ধি করে বল॥

কত মতে শুভ হয় কচ্ছপের মাসে।
বল মেধা-স্মৃতিকর শোথ দোষ নাশে।
সহজে কোমল অতি নানা গুণধর।
বাতহর শুক্রকর নেত্র-হিতকর॥

শিশিরে মৃগের মাস প্রিয় অতিশয়।
বাত হরে অগ্নি করে পাকে [illegible]
সন্নিপাত হরে করে শরীর [illegible]
হয় রসে অম্লকুল মধুর শীতল।
কফ পিত্ত হরে করে ত্রিদোষ খণ্ডন।
আহা মরি কত [illegible]ণ ধরে সুলোচন (২)॥
কৈলাস শিখরে থেকে হয়ে হৃষ্টমন।
হরিণ (৩) করেন সুখে হরিণ ভোজন॥
অতিশয় প্রিয় ভেবে এই কৃষ্ণসার। (৪)
কতবার খেয়েছেন কৃষ্ণ তাঁর তার॥
মৃগয়ার ছলে বধি কাননে হরিণ।
আনন্দে দিলেন তাই উদরে হরিণ॥ (৫)
এ হরিণ বাসি হ'লে মন্দ নাহি লাগে।
[illegible] বচালির সহ জলে সিদ্ধ কর আগে॥
পরে সেই জল আ[illegible] [illegible] ফেলে।
ভাল কোরে ভেজে লও সরিষার তেলে॥
মেটে আর পচা গন্ধ দূর হয়ে যায়।
রীতিমত রাঁধো শেষ ঘৃত মসলায়॥
পচা মাসে পুঁই-খাড়া সুধার সমান।
সেই জন সুখে খায় যে জানে সন্ধান।
কাননের নিকটেতে বাস করে যারা।
তাজা তাজা মৃগমাংস খেতে পায় তারা॥
পোকাপড়া পচাসড়া দেখা আসে যত।
পচা খেয়ে গুণ আর বচা যাবে কত?

---

(১) মাংস।
(২) হরিণ।
(৩) শিব।
(৪) হরিণ।
(৫) বিষ্ণু।

মাংসভোগ রাজভোগ ভোগের প্রধান।
আহারেতে নাহি কিছু ইহার সমান॥
বলকর বুদ্ধিকর সর্ব্বগুণধর।
হৃদয়-প্রফুল্লকর সদা সুখকর॥
যে মাসে যাহার রুচি তাই খাও সুখে।
কোন কালে নিন্দা কথা এনো নাক মুখে॥
ছাগ, মেষ, মৃগ, শূকর খাবে প্রেমভরে।
আহারের পাঠ যেন না উঠে উপরে॥
তাহাতে যে সব দোষ জানেন প্রবীণ।
সাবধান-পথে চল সকল নবীন॥
জীবন হয়েছে রক্ষা যার দুগ্ধ খেয়ে।
কল্যাণধারিণী সেই জননীর চেয়ে॥
শাস্ত্রে যাহা মানা করে যুক্তি তায় নানা।
বিচার করিলে যায় সহজেই জানা॥
নিত্য যারা মাংস খায় হয়ে প্রেমাধীন।
বলী তারা জ্ঞানী তারা সদাই স্বাধীন॥
যে নর না মাস খায় পেয়ে কলেবর।
বৃথায় শরীর তার বৃথায় উদর॥
আমিষ-আহারী দলে কোন দুঃখ নাই।
মাংসভোজী পশু পাখী সবল সবাই॥
ইউরোপ আদি করি ব্রহ্ম আর চীন।
মাংসবলে বাহুবলে সবাই স্বাধীন॥
ভারতে যখন ছিল ব্যবহার কীর।
যোদ্ধা ছিল যোদ্ধা ছিল সবে ছিল বীর॥
ধন মান যশ ভাগ্য স্বাধীনতা সুখ।
সমুদয় ছিল নাহি ছিল কোন দুখ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চতুষ্টয়।
ছিলেন আমিষভোজী হিন্দু সমুদয়॥
প্রচুর প্রমাণ তার নানা গ্রন্থে আছে।
সকলেই প্রিয় ছিল মাসে আর মাছে॥
মাংস মাছ হিতকর যদ্যপি না হবে।
বৈদ্য-শাস্ত্রে এত গুণ কেন লেখে তবে?
সব দেশে সব শাস্ত্রে ভিষক নিপুণ।
লিখেছে বিশেষ ক'রে আমিষের গুণ॥
আমিষ-ভোজনে যদি না হইত শিব।
বিস্তারিয়া গুণ কেন লিখিবেন শিব॥
যে মানব ঘৃণা করে আমিষ আহারে।
পশু ব'লে সম্বোধন করেছেন তারে॥
জীবের কারণে হ'ল জীব বহুতর।
খাদ্য আর খাদক সম্বন্ধ পরস্পর॥
প্রকৃতির শাস্ত্র দেখ শাস্ত্র বটে এই।
যুক্তির বিচারে কোন ব্যতিক্রম নেই॥

ঈশ্বরের অভিপ্রায় মাংস খাবে নর।
সুন্দর কৌশল তাই মুখের ভিতর॥
বদনে অদন-সুখ বদনে প্রকাশে।
"পশুরাজ-দন্ত" সম দন্ত দুই পাশে॥
প্রমাণ প্রত্যক্ষ দেখে ভ্রান্ত হবু জীব।
হায় হায়! নাহি বুঝে নিজ নিজ শিব॥
এ মতের বিপরীত কথা যারা কয়।
তাদের সে নীচ উক্তি গ্রহণীয় নয়॥
সে যে মত মত নহে মন্দ অতিশয়।
কে বলে অক্ষয় মত কে বলে অক্ষয়॥
প্রণিধান কর সবে গুণের বিচারে।
সে মত অক্ষয় হ'লে ক্ষয় বলি কারে॥
অক্ষয় অক্ষয় মত ভেবে ভ্রমে রয়।
ক্ষয় যাতে ক্ষয় পায় সে নয় অক্ষয়॥
আমিষ অবিধি বোলে যে করেছে গোল।
সে এখন নিত্য খায় শামুকের ঝোল॥
নোদে শান্তিপুর ফিরে ফিরিয়া হুগলী।
শেষ করিয়াছে যত দেশের গুগলি॥
নিরামিষ আহারেতে ঠেকেছেন শিখে।
ঘুরিতেছে মাথামুণ্ড মাথামুণ্ড লিখে॥
কোথা তার "বাহ্যবস্তু" মানব-প্রকৃতি।
এখন ঘটেছে তায় বিষম বিকৃতি॥
উদরের রোগে আর অর্শে পায় দুখ।
দিবানিশি মাথা ঘোরে সদাই অসুখ॥
মত চালাবার তরে লিখিলেন বই।
এখন সে লিখিবার শক্তি তাঁর কই॥
কলম ধরিলে হাতে মাথা যায় ঘুরে।
রচনার কালে আর কথা নাহি স্ফুরে॥
মাস মাছ বিনা আগে ছিল না আহার।
কিছু দিন করিলেন বিপরীত তার॥
শেষেতে পেলেন তার সমুচিত ফল।
ভাসালেন বল বুদ্ধি হাসালেন দল॥
সমাজ হাসিছে তাঁর ভাব এঁচে এঁচে।
ঘরে তুলে পাকা ঘুঁটি বসিলেন কেঁচে॥
দায়ে পোড়ে পূর্ব্বভাব ধরিলেন পিছু।
শুধু মাছ মাস নয় আরো আছে কিছু॥
সমুদয় ফুটে লেখা না হয় বিহিত।
মসলা চলেছে কত পানের সহিত॥
ছেড়ে দেও ছেকেগেলা ফেলে দেও 'কুম"।
মাস মাছ ভাত খেয়ে সুখে দেও ঘুম॥
করো নাক ধুম্‌ধাম টুম্‌টাম আঁর।
ছিঁড়ে ফেল "বাহ্যবস্তু" সে মত অসার॥

মাখিতেছ "বিষ্ণুতৈল" তাই মাখ গায়।
আর যেন ভেবে ভেবে নাহি ঘটে দায়॥
পাকতেল মাখ আর নিত্য কর স্নান।
সেরূপ আহার কর যা হয় বিধান॥
কোটি কোটি গ্রন্থকার লিখেছেন যাহা।
"কুম" ধোরে একা কেন কাটো তুমি তাহা?
মনে কর যত দিন প্রকৃতির বয়েস।
তত দিন আছে এই মতের আদেশ॥
দ্রব্যের যে গুণ হয় সব যায় জানা।
যাহে যার রুচি কেন তুমি কর মানা?
দেশ দেহ রোগভেদে খাদ্যের বিধান।
কেমনে বধিবে তুমি বিরূপ প্রমাণ?
গুরু হয়ে উপদেশে করিয়াছ গোড়া।
মিছা মতে আনিয়াছ যে টাকতক ছোঁড়া।
তোমার হইয়া চেলা গুরু যারা বলে।
তারা যেন এই মতে আর নাহি চলে॥
ওহে ভাই যদি চাও নিজ উপকার।
অক্ষয়ের মতে তবে চলোনাক আর॥
শেষে তুমি চেলা হও মন করি কথা।
আগে গিয়ে দেখে এসো গুরুজীর দশা॥
সেই গুরু গুরু হয় গুরু বোধ যার।
গুরু নিজে লঘু হলে কিসে হবে ভার॥
"রাজসিক" এই ভোগ দিয়াছেন যিনি।
নানারূপে জ্ঞানময় দয়াময় তিনি॥
ইথে যদি না হইবে মঙ্গল তোমার।
জ্ঞানী লোকে করিত না বিধান প্রচার॥
যিনি সর্ব্বশিবময় সর্ব্বমূলাধার।
ভোগ পেয়ে কর তাঁর মহিমা প্রচার॥

কোন দিকে নাহি দেখি কিছুর অভাব।
সমুদয় সম্পাদন করিছে স্বভাব॥
সর্ব্বকালে ভবধব দীন-দয়াময়।
সমভাবে আমাদের আছেন সদয়॥
বিশেষে এ শীতকালে দয়া দেখ তাঁর।
করিলেন ধরণীরে শস্যের ভাণ্ডার॥
ফল মূল শস্য কত আমাদের দেশে।
আগে খাও পরমান্ন পরমান্ন শেষে॥
আস্বাদনে রসময়ী হইবে রসনা।
মন খুলে কর তাঁর মহিমা ঘোষণা॥
প্রণয়-পীযূষ তাঁর সুখে কর পান।
ভাবভরে উচ্চ স্বরে কর গুণগান॥

ডাকো তাঁরে কৃপাময় প্রাণনাথ বোলে।
কৃতজ্ঞতা-রসে যাও একেবারে গোলে॥

পৌষড়ার গীত।

রাগিণী আড়ানাবাহার,—তাল আড়খেম্‌টা।

এবারে বছরকার দিন কপালে ভাই,
জুটলো নাক পুলি পিটে।
যে মাগ্‌গির বাজার, হাজার হাজার,
মোরেছে লোক কপাল পিটে।
ভাত না পেয়ে উদর ভোরে,
কত দুঃখী গেল মোরে,
চেলের বাজার সস্তা ক'রে,
দেয় না রাজা চেঁড়া পিটে॥
ঘরে হাঁড়ি ঠনঠনাস্তি,
মশা মাছি ভনভনাস্তি,
শীতে শরীর কনকনাস্তি,
একটু কাপড় নাইক পিটে।
দারা পুত্র হনহনাস্তি,
অস্তি নাস্তি ন জানাস্তি,
দিবে রাত্রি খেতে চাস্তি,
আমি ব্যাটা মরি খেটে।
আদ্‌পেটা ভাত কাদিন খাবো,
দুদিনেই ত ম'রে যাবো,
পেটের জ্বালায় জ্বোলে বুঝি,
বেচ্‌তে হলো কোটা-ভিটে।
ভিটে গেলে যথা তথা,
'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা',
রামপ্রসাদী গীত গেয়ে শেষ,
কাঁদতে হবে ব'সে ঘাটে॥
ফস্কে গেলো 'আস্কে' খাওয়া,
চেকের পানে যায় না চাওয়া,
তিল নারকেল তেলের দাওয়া,
টাকায় দুখান নাগরী চিটে॥
গিন্নী মাগীর বদন বাঁকা,
হাতে মাত্র দুগাছ শাঁকা,
সময়ে না পেলে টাকা,
কপাল ভাঙে আস্ত ইটে।
রুক্ষ হাতে গিয়ে ঘরে,
কাছেতে দাঁড়ালে পরে,
'ড্যাক্‌রা বুড়ো ন্যাক্‌রা কারস্',
ব'লে দেবে খ্যাংরা পিটে।

পৌষপার্ব্বণ গেলো শাদা,
হলো নাক বাউনি বাঁধা,
ঘরে বসে মিছে কাঁদা,
মলেই যাবে সকল মিটে।
যার কাছে যাই মাথা খোঁড়ে,
দুটো পয়সা নাহি জোড়ে,
পায়ে গেল জামড়ো পোড়ে,
বাড়ী বাড়ী হেঁটে হেঁটে॥
জ্ঞাৎকুটুম্ব দুঃখে মরে,
চাল্ কোট নাই কার ঘরে,
ঢেঁকির পাড়ে ঢেঁকি হয়ে,
মরে কেবল মাথা কুটে॥
মেয়েগুলো বেঁধে খোঁপা,
তবু মুখে করে চোপা,
পুরুষগুলো তাদের কাছে,
পারে নাক কথায় এঁটে॥
রান্নাঘরে কান্না হাঁটি,
তথাচ না বাক্যে আঁটি,
একেবারে হলেম মাটী,
কাঁদিয়ে দিলে কথার চোটে।
ভিক্ষে করি চুরি করি,
ঘাড়ে বোঝা বোয়ে মরি,
খাবার কুমীর কেবল হারা,
তাদের তো মা * *॥
কাঁসারী পসারী কত,
ছুতোর ধোব নামা যত,
ধোপা খাচ্ছে রাজার মত,
দিয়ে নূতন গুড়ের সিটে॥
নিত্যি আনে নূতন কড়ি,
ভেট্‌কি মাছে কুমড়োবড়ি,
জ্ঞাৎকুটুম্ব ছড়াছড়ি,
গড়াগড়ি দিচ্ছে পেটে।
তাজা ভাজাপুলি দিয়ে,
আয়েস পুরে পায়েস খেয়ে,
হেঁকুর হেঁকুর ঢেঁকুর তুলে,
শুচ্ছে সুখে ছাপর-খাটে।
লজ্জা পেয়ে ভদ্রলোকে,
কার কাছে না পারি যেতে,
বিষ হারাণো ঢোঁড়ার মত,
অভিমানে মরি ফেটে।
পেট পুড়ে যায় অনাহারে,
ফুটে নাহ বলি কারে,

ধ্যান ক'রে সেই বিধাতারে,
লুকিয়ে কাঁদি এসে মাঠে।
মাঝে মাঝে উপবাসী,
পোড়ার মুখে তবু হাসি,
বেড়াই যেন খোদার খাসী,
দিবানিশি হাটে বাটে॥
হাসিও পায় কান্না ধরে,
এবার ভাই অনেক ঘরে,
বৌ শাশুড়ী ননদ্ ভেজের,
চুকলি করা গেল উঠে।
পুবের বাড়ীর মেজোদাদা,
দুখান গয়না দিয়ে বাঁধা,
এনে দিলেন কিছু কিছু,
ধামা নিয়ে গিয়ে হাটে।
তাই দেখে "বৌ" রেগে মরে,
কোন কিছু থাক্‌লে পরে,
বেচে খেতেম বাঁধা দিতেম,
শোধ যেতো শেষ খেটে খুটে।
যাদের ঘরে লক্ষ্মী আছে,
বেড়িয়ে এলেম তাদের কাছে,
নানা মত গোড়ে তারা,
খাচ্ছে সবাই বেঁটে চেটে।
মুখের পানে ছিলাম চেয়ে,
দুখান একখান যাও না খেয়ে,
একটিবারো এমন কথা,
বল্লে না কেউ মুখটি ফুটে।
হ'লে পরে মুচ ঝাড়,
গিয়ে বড়বাবুর বাড়ী,
সাপুর সুপুর জুবড়ে দাড়ি
মেরে দিলাম পাৎড়া চেটে।
বামুনবাড়ী গেলে পরে,
ডেকে না জিজ্ঞাসা করে,
সহর শুদ্ধ ঘরে ঘরে,
বেড়িয়ে এলাম ঘুঁটে ঘেঁটে।
প্যাতের এঁটো যাহা ছিল,
একটী বামুন দিয়েছিল,
ঘাঁটা ঘেঁটা কাঁটা চাটা,
খেয়ে গেল বাম উঠে।
ডেকে নিয়ে সমাদরে,
শ্রদ্ধা করে দিলে পরে,
এঁটে উঠে খেবড়ে বোসে,
পেটে পুরি সেঁটে সুঁটে

যদি আনি মেগে পেতে,
পেট ভোরে পাবো না খেতে,
মিছে কেবল গন্ধ করা,
মুখে দিয়ে একটু ছিটে।
দেখ্‌তে পেলে চৌকীদারে,
ধ'রে দিবে কারাগারে,
নৈলে ঢুকে ওদের ঘরে,
আন্‌কে যেতেন লুটে পুটে।
শাস্ত্রী খাড়া রাজার বাড়ী,
গেলে পরে মারে বাড়ি,
ধাক্কা খেয়ে অক্কা পেয়ে,
যেতে হবে কলের ঘাটে॥
এ পাড়ার কর্ত্তা বুড়ো,
নিত্যি মারেন পাঁটার মুড়ো,
খুড়ো আমার ভাইপো ব'লে,
একটি দিন না দিলেন বেঁটে॥
দয়াল বাবু কোথায় আছে,
পুরে আশা গেলে কাছে,
দয়াল নয় সব কয়াল বাবু,
তাড়ে টোকো মুখে মিঠে॥
গোরাচাঁদের মেলায় যাব,
মেলায় গেলেই ভেলায় পাব,
দুঃখী দেখে দয়া ক'রে
অম্নি দেবে চিঠি কেটে।
পূজা করে ভক্তি ভরে,
পূজা করায় ঘরে ঘরে,
দুশো পাঁশো সাৎশো হাজার,
কত দিলে লিখে চিঠে॥
এমন দাতা আছে কেবা,
সুখে করায় উদর-সেবা,
পিটে-পুলির ছিটে গুলি,
মার্‌বে ক'সে আমার পেটে।
ভাল ঘরে জন্ম লয়ে,
একেবারে গেলাম বয়ে,
দিন-মজুরি খেটে খেতেম,
হ'লে পরে নগদা মুটে॥
শুনে চেঁকচেঁকানি শব্দ কাণে,
তবু কতক বাঁচি প্রাণে,
কেবল ভেক্‌ভেকানি সার হয়েছে,
কার কাছে বল্‌ব ফুটে॥
নিমন্ত্রণে যাচ্ছে যারা,
আমার হয়ে খাবে তারা,
মনকে আমি প্রবোধ দেবো,
হাত বুলায়ে তাদের পেটে।

বর্ষবিদায়।

ওরে ও চৌষট্টি সাল।* সাল নস্ তুই সাল্॥
তোরে কেটা বলে কাল্? কাল নস্ তুই কাল॥
দেখ্ দেখ্ এই বর্ষে। কি হয়েছে এই বর্ষে।
রাজা প্রজা তোর পর্শে। কেহ আর নাহি হর্ষে।
সম দশা সবাকার। ঘরে ঘরে হাহাকার॥
হয়ে গেল ছারখার। সবে দেখে অন্ধকার॥
যত সব দুরাচার। করে যত অত্যাচার।
কাট্ কাট্ মার্ মার্। মুখে রব যার তার।
বন্ধহীন পরিবার। কারো নাই ঘর-দ্বার।
বুকতলা করি সার। চক্ষে ফেলে শতধার॥
শত শত সধবার। শাঁকা খাড় নাহি আর।
পতিহীন হয়ে সবে। কাঁদিতেছে হাহারবে।
অন্ন নাই বস্ত্র নাই। কিসে বাঁচি ভাবি তাই।
বিদ্যাসাগর নাহি তথা। কে কবে বিয়ের কথা?
বিয়ে হ'লে বেঁচে যেত। সাধ পূরে খেতে পেত।
গহনা উঠিত গায়। এড়াতো সকল দায়।
কি করে কপাল পোড়া। বিধাতা নষ্টের গোড়া।
যায় সব যমপুরে। সাগর অনেক দূরে॥
উজানেতে থাকে তারা। সে জলের ভাঁটি-ধারা।
সাগরের লোণা জল। বাণ ডাকে কল কল।
তত দূর নাহি যায়। ত্রিবেণীতে লয় পায়।
মুক্ত বেণী এ ত্রিধারা। যুক্তবেণী-পারে তারা।†
ভবিষ্যতে হতো ভালো। জ্বলিত ভাগ্যের আলো।
সদুপায়ে হ'লে গতি। পুনরায় পেত পতি।
দুষ্ট লোকে করে পাপ। শিষ্ট লোকে পায় তাপ।
কার ঘাড়ে কার বোঝা। কিছু নাহি যায় বোঝা॥
বিধবায় পতি পায়। আবার কি শুনি তায়।
অনুকূলা নন কালী। সে গুড়ে বা পড়ে বালি॥
বিলাতের অভিপ্রায়। আইন বা উঠে যায়।
ওরে কাল দুরাচার। তোর এই অত্যাচার।

---

* সন ১২৬৪ সালে সিপাহী যুদ্ধের সময় যে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী হয়, তদুপলক্ষে রচিত।

† যুক্তবেণী—প্রয়াগ। সিপাহীযুদ্ধে পশ্চিমাঞ্চলের অনেক হিন্দুরমণী বিধবা হয়, এখানে তাঁহারাই কবির লক্ষ্য।

প্রথমে আইন খুলে। ফের তাহা দিস্ তুলে॥
সাগর ডাগর হয়ে। নাগর নাগরী লয়ে॥
দেখায়ে নূতন ক্রিয়ে। যে কটা দিলেন বিয়ে॥
সে বিয়ে কি সিদ্ধ নয়। ফিরে যাবে সমুদয়॥
শক্র লোক হাসালি। আঁখি-জলে ভাসালি॥
রাগ ক'রে যত ষাঁড়ে। সাপ দেবে হাড়ে হাড়ে॥
জান না সতীর সাপে। ত্রিভুবন ভয়ে কাঁপে॥
পেয়ে সাবিত্রীর সাপ। যম বলে বাপ্ বাপ্॥
সব দিকে নষ্ট তুই। ঘাড় ভেঙ্গে পুঁতে থুই॥
তোর দৃষ্টে শনি ওড়ে। রাহু আর কেতু পোড়ে॥
চিরজীবী জীব যারা। এখনিই মরে তারা॥
তোরে দেখে পেয়ে ভয়। যম ছাড়ে যমালয়॥
ভাগ ভাগ ভাগ পর। সৃষ্টি আর নাহি রয়॥
লক্ষ্মী গিয়াছেন উড়ে। অমঙ্গল দেশ জুড়ে॥
অলক্ষ্মীর আগমনে। সবাই প্রমাদ গণে॥
জিনিসের অগ্নিদর। বাঁচে কিসে দুঃখী নর॥
কি হইল হায় হায়! অনাহারে মারা যায়॥
অকাল হইল শেষে। মহামারী দেশে দেশে॥
বিদ্রোহীরা করে পাপ। ভূপতির মনস্তাপ॥
বারে বারে মর মর। নরকে প্রবেশ কর॥
মহাপোড়ে ভস্ম ছাই। তোমার বিদায় গাই॥

জড় ক'রে পৃথিবীর যত ছেঁড়াচুল।
জড় ক'রে পৃথিবীর যত কেশেকুল॥
তাহাতে মাখান গেল ছাই আর কাদা।
ঠাঁই ঠাঁই ডাঁই ডাঁই গোবরের গাদা॥
কড়ি পেয়ে নাপিত ফিরিয়া বাড়ী বাড়ী।
কাটিয়া পায়ের নখ করিয়াছে কাঁড়ি॥
পুকুরের পানা আছে কুকুরের লোম।
শূকরের ল্যাজ কেটে আনিয়াছে ডোম॥
ছেলে বুড়ো আদি করি আয় সবে আয়।
লক্ষ্মীছাড়া বছরের হয়ে গেল সায়॥
রাম বল বাঁচিলাম ঘাম এলো গায়।
কুলোর বাতাস্ দিয়ে কর রে বিদায়॥

হাবাতে বছর ওই যায় যায় যায়।
অলক্ষ্মীপিশাচী তার পাছে পাছে যায়॥
ছুঁও না ছুঁও না ওরে পালাও পালাও।
পাকাটির আঁটি সব জ্বালাও জ্বালাও॥
উড়ায়ে তুষের ধূম নৃত্য কর সুখে।
আলাই বালাই দূর মন্ত্র পড় মুখে॥
কাপাসে তুলার বীচি দেও ছড়াইয়া।
শতমুখী-রত্নে দেও হার গড়াইয়া॥
কাণাকড়ি যত দেও মানা নাই তায়।
লক্ষ্মীছাড়া বছরের হয়ে গেল সায়।
কুলোর বাতাস দিয়ে কর রে বিদায়॥

ও পাড়াতে গাধা আছে মরে চেঁচাইয়া।
এক পাশে দেও তারে নজর ধরিয়া॥
সে গাধার ডাক আর শুনা নাহি যায়।
জ্বালাতন সব লোক গাধার জ্বালায়॥
মস্তক মুড়ায়ে দেও কিছু নাই গোল।
আন আন ছেঁদামালা ঢাল ঢাক ঢোল॥
বিদায়ি-দানেতে ভাই হও না কাতর।
রাস্তায় নালায় আছে গোলাপ আতর॥
বগল বাজাও সবে হোগলকুঁড়ায়।
লক্ষ্মীছাড়া বছরের হয়ে গেল সায়॥
রাম বল বাঁচিলাম ঘাম এলো গায়।
কুলোর বাতাস দিয়ে কর রে বিদায়॥

নিন্দুকের দাঁতঘষা জিবঘষা জল।
খলের খলতারূপ আধারীয় স্থল॥
বিছুটির খেৎ দেও বিছানা করিয়া।
আলকুশি দেও তায় বালিস ধরিয়া॥
মশারি খাটাতে আর হবে না জঞ্জাল।
বাঁশের ঝালর দেয়া মাকড়সার জাল॥
বস্ত্র দেও জুতো দেও দেও অলঙ্কার।
আঁস্তাকুড় ধ'রে দেও করুক আহার॥
পরিয়ে এ ড্রেসখানি ফেলে দেয় পায়।
লক্ষ্মীছাড়া বছরের হয়ে গেল সায়॥
রাম বল বাঁচিলাম ঘাম এলো গায়।
কুলোর বাতাস দিয়ে কর রে বিদায়॥

ঠোঁটকাটা।

ভদ্রকুলে জন্ম লই ভদ্র নই নিজে।
যবনের সম সদা জ্ঞান করি দ্বিজে॥
ভদ্র কর্ম্ম কারে কহে কিছু নাহি জানি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্য-পাপ কিছু নাহি মানি॥
যেখানেতে বাস করি নিজ-আড্ডা গেড়ে।
লজ্জা ভয়ে লজ্জা যায় সেই দেশ ছেড়ে॥
বিচার না করি কভু মান অপমান।
সমাদর অনাদর সকল সমান॥

পিপে শুদ্ধ পার করে শুষে খাই রম।
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম॥
বাবা কিসে আমি কম্‌?
বাজে ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ বাজে ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌।
এই দেখ বাজে বাবা ঝম ঝম ঝম্‌॥

ক্ষণমাত্র বিবাদ কলহ নাহি ছাড়ি।
করিয়াছি কারাগার শ্বশুরের বাড়ী॥
ইয়ারের ভাবে যদি তুষ্ট রহে দেল।
তুল্যরূপে জ্ঞান করি স্বর্গ আর জেল॥
কিছুকাল সাঁচাভাবে খাঁচায় রহিয়া।
জাহির করিব গুণ বাহির হইয়া॥
আমার প্রতাপে ধরা হইবে অস্থির।
দেখা যাবে বীর হয় কত বড় বীর॥
প্রকাশিব নিজ বিদ্যা মেরে এক দম।
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম?
বাবা কিসে আমি কম?
বাজে ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ বাজে ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌।
এই দেখ বাজে বাবা ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌॥

বয়স বাড়িছে যত পাকিতেছে কেশ।
ততই ধারণ করি নটবর বেশ॥
ভোঁড়িম ভাঙ্গেনি সবে উঠে নাই গোপ।
তখন করেছি আমি পিতৃপিণ্ড লোপ॥
শালগ্রাম ফেলে দিয়া বেশ্যা আনি ঘরে।
ভাষ্যা তারে বেঁধে দিয়া পদসেবা করে॥
চক্ষে দেখে চুপ মেরে কাষ্ঠ হন বাবা।
গোটু হেল ওল্ড ফকস ড্যাম ড্যাম হাবা॥
আমার বুদ্ধির কেউ নাহি পায় ফম্‌।
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম?
বাবা কিসে আমি কম?
বাজে ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ বাজে ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌।
এই দেখ বাজে বাবা ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌॥

একে তো মোহনমূর্ত্তি মুখে মিষ্ট মধু।
দম দিয়া বার করি কত কুলবধূ॥
দেশে দেশে মারিয়াছি বাহাদুরী ঢাক।
পরযাত্রা ভঙ্গ করি কেটে নিজ নাক॥
তটস্থ সকল লোক দেখে মম ক্রিয়া।
গ্রামের ভিতরে চলি মধ্যভাগ দিয়া॥
লাগে লাগে লাগে ফের লাগ লাগে লাগে।
শ্বশুরের বাড়ী থেকে ফিরে আসি আগে।
কত মিত্র ধরে মিত্র সব হবে গম।
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম?
বাবা কিসে আমি কম?
বাজে ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ বাজে ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌।
এই দেখ বাজে বাবা ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম॥

কাণকাটা।

বীরভাবে স্থিরচিত্ত নৃত্য করে বীর।
প্রেমভরে যুগল নয়নে ঝরে নীর॥
বীরাসনে করে বীর মহিমা প্রকাশ।
টল টল ঢল ঢল খল খল হাস॥
হেরিয়া ভক্তের ভঙ্গি ভয়ে কাঁপে যম।
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম্‌?
বাবা কিসে তুমি কম্‌?
ফাইট লড়েগা ফের কম্‌ কম্‌ কম।
বাবা কম কম কম্‌॥

জাহির করে দিলে তুমি যত পরিচয়।
সে দফাতে কোন অংশে আমি কম নয়॥
কত শত হাতী ঘোড়া গেল রসাতল।
ল্যাজ নেড়ে বলে ভ্যাড়া দেখ মোর বল!
আমার নিকটে তুই নাহি পাস্‌ ফম্‌।
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম?
বাবা কিসে তুমি কম্‌?
ফাইট্‌ লড়েগা ফের কম্‌ কম্‌ কম্‌।
বাবা কম্‌ কম্‌ কম্‌॥

বাহাদুরি দেখালাম এক চাল চেলে।
আমি আছি ঠিক ব'সে তুই গেল জেলে॥
উপলব্ধি-প্রসাদেতে উপলব্ধি ধার।
শক্তরূপে রক্ত খেয়ে নাশ করি অরি॥
বিপ্রের রুধির ভাব ব্রাণ্ডী আর রম।
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম্‌?
বাবা কিসে তুমি কম?
ফাইট লড়েগা ফের কম্‌ কম্‌ কম্‌।
বাবা কম্‌ কম্‌ কম্‌॥

হাসাইলি সব লোক ডুবাইলি নাম।
জীবন বৃথায় তার বামা যারে বাম॥
নিরুপমা মনোরমা গুণধামা বামা।
হৃদয়ে বিরাজ করে তুল্য কেবা আমা?

জয় শব্দে বাজে ভেরী ভম্ ভম্ ভম্।
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম?
বাবা কিসে তুমি কম।
কাইট লড়েগা ফের কম্ কম্ কম্।
বাবা কম্ কম্ কম্।

তোষামুদে।

তোষামুদে যারা তারা সবাই অসার।
কেবল বেড়ায় খুঁজে আপন সুসার॥
তুড়ি মারে টপ্পা গায় টাকা ভেবে সার।
বয়ে মরে রাশি রাশি 'যে আজ্ঞার' ভার॥
মূলেতে নিপাত করে পেলে পরে চারা।
বাবুরূপ বৃক্ষের বাঁদরে গাছ তারা॥
কিসে ভাল কিসে মন্দ নাহি জানে কিছু।
জেলের হাঁড়ির মত ফেরে পিছু পিছু॥
বাগানেতে গেলে কোলে পাড়ে পিচ নীচু।
কথায় কথায় কহে জল উঁচু নীচু॥
তখন সেরূপ করে বুঝে অভিপ্রায়।
বাবুজী বলেন যাহা তাহে দেয় সায়॥
যদ্যপি বলেন বাবু 'কেমন গোবিন।
মানুষটা ভাল নয় বামুন নবীন?'
গোবিন বলেন 'বাবু তাই বটে বটে।
গুণজ্ঞান কিছু নাই সে বেটার ঘটে॥
ফোতোজারী করে সেটা মিছে ঘুরে মরে।
বাহিরেতে কোচা লম্বা অষ্টরম্ভা ঘরে॥
আপনি আসিতে দেন কে করিবে মানা।
চিরকেলে পাজি তারা সব আছে জানা॥'
গোবিনের কথা শুনি শ্রীযুত তখন।
ভঙ্গিমা করিয়া যদি বলেন এমন॥
'গোবিন্দ কি গুণ নাই এরূপ প্রকার।
নবীন বনেদী লোক বিদ্যা আছে তার॥
কহিতে বলিতে ভাল অতি সুচাজন।
আচার-ব্যাভার সব হিন্দুর মতন॥'
গোবিন কহেন শুনে 'হাঁ হাঁ মহাশয়।
বাবু যাহা কহিলেন সত্য সমুদয়॥
চিরকাল মান্য তারা সকলের কাছে।
পাকা ঘর পাকা বাড়ী ধন ভাল আছে॥
যেমন সুরূপ নিজে গুণ সেইমত।
পারসী ইংরাজী জানে শাস্ত্র জানে কত॥
গোষ্ঠীপতি বটে তারা গাঁয়ের প্রধান।
অকাতরে বারে তারে অন্ন করে দান॥
নবীনের বাড়ী আমি যে সময়ে যাই।
ননী ক্ষীর ছানা কত পেট ভোরে খাই॥'
বাবু কন 'গোবিন এসেছে এক ঘোঁড়া।
দুই হাত উঁচু তার সঙ্গে এক ঘোড়া॥'
গোবিন কহেন 'বটে দেখিয়াছি তারে।
সে ঘোড়া আকাশে নাকি উড়ে যেতে পারে॥
পাছে যাহি দরা হয় হয়েছে ভাবনা।
আমি কি তাহাতে বাবু চড়িতে পাব না?'
এইরূপ যত আছে তোষামুদে-দল।
বাবু কাবু করিবারে করে যত ছল॥
সাক্ষাৎ না করে কেহ সত্যের সহিত।
অধর্ম্মের চর হয়ে করয়ে অহিত॥

বুড়াশিবের স্তুতি।

(মার্শম্যান সাহেবকে বিদায়)

বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্।
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥
শ্রীধাম শ্রীরামপুর কৈলাস-শিখর।
বিশ্বমাঝে অপরূপ দৃশ্য মনোহর॥
কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত তুমি বুড়া-শিব।
তথায় বিরাজ করি তরাতেছ জীব॥
শুভ্রদেহ ভূতনাথ ভোলা মহেশ্বর।
গঙ্গার তরঙ্গ তব মাথার উপর॥
কখনো প্রখর বেগ কভু থম্ থম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বৃষভে আরোহণ।
অহঙ্কার-অলঙ্কার ভুজঙ্গ-ভূষণ॥
পক্ষপাত-হাড়মালা সদা সুশোভন।
মিথ্যা ছল তোষামোদী ত্রিশূল ধারণ॥
ধূমপান ছল তব কাগজের কল।
ঊর্দ্ধভাগে ধক্ ধক্ জ্বলিছে অনল॥
দমে দমে দমবাজী নাহি থাকে দম।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?

বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥

টাউন্সেণ্ড রবার্ট্সন নন্দী ভৃঙ্গী দুটো।
নিয়ত নিকটে আছে দাঁতে করি কুটো॥
ছাই-ভস্ম-বিভূষিত এঁটোকাঁটা খায়।
গালবাদ্য করি সদা বগল বাজায়॥
ডেবিল দুপাশে তারা টেবিল ধরিয়া।
এবিল হতেছে সুখে তোমারে স্মরিয়া॥
কাজ ভাল লাঙ্গুলে নাঙ্গ-প্রিয়তম।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥

লাঞ্ছনার বাঘছাল বঞ্চনার ঝুলী।
একমুখে পঞ্চানন সাধে বলি শূলী॥
তিরস্কার পুরস্কার অতুল বিভব।
নিজ নিন্দা শ্রবণেতে হয়ে থাক শব॥
কালারূপে কালী তব হৃদয়ে বিহরে।
সৃষ্টির মড়ার কি গা জমা আছে ঘরে॥
ত্রিভুবন জয় করে তব পরাক্রম।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥

কাউন্সিল কাচের গৃহে বড় সমাদর।
অনুরক্ত ভক্ত তার যত গদাধর॥
সিবিল শৈবের দল স্তব পাঠ করে।
হরে হরে বাবাজান বাবাজান হরে॥
ষোড়শোপচারে পূজা ভক্তে করে যোগ।
মন্দিরে বসিয়ে সুখে খাও রাজভোগ॥
তোমার গুণের কেহ নাহি পায় ক্ষম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥

ধর্ম্মতলা ধর্ম্মহীন গোহত্যার ধাম।
ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সেরূপ তব নাম।
বিশেষ মহিমা আমি কি কহিব আর।
ফ্রেণ্ড হয়ে ফ্রেণ্ডের খেয়েছ তুমি আর॥
কত ভাব ধর তুমি কত ভাব ধর।
প্রজায় করিলে খুন গুণ গান কর॥
ভ্রমিতে অন্যায় পথে কিছু নাহি ভয়।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥

কালো তুমি শাদা কর শাদা কর কালো।
আলো কর অন্ধকারে অন্ধকারে আলো॥
স্থলের আকাশ কর আকাশেরে স্থল।
জলেরে অনল কর অনলেরে জল॥
কাঁচারে বানাও পাকা পাকা কর কাঁচা।
সাঁচারে বানাও ঝুটো ঝুটো কর সাঁচা॥
কাঙ্গালীর দুঃখদাতা বাঙ্গালীর যম।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥

শুনিতেছি বাবাজান এই তব পণ।
সাক্ষ্য দিতে করিতেছ বিলাতে গমন॥
যোড়-করে পশুপতি করি নিবেদন।
সেখানে করো না গিয়া প্রজার পীড়ন॥
ভূত প্রেত সঙ্গীগুলি সঙ্গে লয়ে যাও।
এখানে বসিয়া কেন মাথা আর খাও?
বাজাই বিদায়ী বাদ্য টম্ টম্ টম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে বম্ বম্ বম্ বম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥

অনাচার।

কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব।
দেখে শুনে মুখে আর নাহি সরে রব॥
এক দিকে দ্বিজ তুষ্ট গোল্লাভোগ দিয়া।
আর দিকে মোল্লা বসে মুর্গী মাস নিয়া॥
একদিকে কোশাকুশী আয়োজন নানা।
আর দিকে টেবিলে ডেবিল খায় খানা॥

ভূতের সংসারে এই হয়েছে অদ্ভুত।
বুড়া পূজে ভূতনাথ ছোঁড়া পূজে ভূত॥
পিতা দেয় গলে সূত্র পুত্র ফেলে কেটে।
বাপ পূজে ভগবতী বেটা দেয় পেটে॥
বৃদ্ধ হরে পশুভাব অদ্ভুভাব শিশু।
বুড়া বলে রাধাকৃষ্ণ ছোঁড়া বলে যিশু॥
হাসি পায় কান্না আসে কব আর কাকে?
যায় যায় হিঁদুয়ানী আর নাহি থাকে॥

ওহে কাল কালরূপ করালবদন।
তোমার বদনযুক্ত মরালবাহন॥
দেব দেবী কত তুমি করিয়া সংহার।
ভারতের স্বাধীনতা করিলে আহার॥
কিছু বুঝি নাহি পাও চারিদিক্ চেয়ে।
এখন ভরাবে পেট হিন্দুধর্ম্ম খেয়ে?
দোহাই দোহাই কাল শান্তগুণ ধর।
উঠ উঠ পান লও আচমন কর॥

রসাত্মক কবিতা।

প্রেম-নৈরাশ্য।

যার তরে আকিঞ্চন, করিয়া কাতর মন,
এ অবধি না হইল স্থির।
তাহারে এখনো আর, আশা আছে পাইবার,
আরে মুগ্ধ মানস অধীর॥
পূর্ব্বে যদি দৈবাধীন, দেখা হতো কোন দিন,
উভয়ের হাসিত নয়ন।
এখন হইলে দেখা, নাহি পূর্ব্ব-প্রেমরেখা,
হেঁট করি বিনোদ বদন॥
হেরে সে বিমল মুখ, নয়নে উপজে সুখ,
যথা নিশা-চাঁদের উদয়ে।
সে সুখদ শশধর, সংশ্লিষ্ট নিরন্তর,
গুরুপরিবাদ-রাহুভয়ে॥
হবে না হবার নয়, মনেতে নিশ্চয় হয়,
তবে কেন মিছে আশা-ভ্রম।
অধীর মানস মম, হয়েছে বধির সম,
প্রবোধ মানে না কোন ক্রমে॥

প্রেম।

যথার্থ প্রেমের পথে পথিক যে জন।
নির্ম্মল জলের প্রায় স্নিগ্ধ তার মন॥
শুদ্ধভাবে থাকে শুদ্ধ আপনার ভাবে।
প্রিয়জনে প্রিয় ভাবে আপনার ভাবে॥
সরল স্বভাবে পায় সন্তোষের সুখ।
ভ্রমে কভু নাহি দেখে ছলনার মুখ॥
রসের বৃক্ষের সেই পরিপূর্ণ রসে।
ভুবন ভুলায় নিজ প্রণয়ের বশে॥
ভাব-তুলি স্নেহে তুলি রঙ্গে রঙ্গ ঘটে।
চিত্ররূপ চিত্র করে হৃদয়ের পটে॥
সুখময় শুকপক্ষী ভাল ভালবাসা।
মানস-বৃক্ষেতে তার মনোহর বাসা॥
প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ অনুরাগ ফলে।
পড়া-পাখী না পড়াতে কত বুলি বলে॥
আঁখির উপরে পাখী পালক নাচায়।
প্রতিপক্ষ প্রতি পক্ষ বিপক্ষ নাচায়॥
প্রেমের বিহঙ্গ সেই ভালবাসি মনে।
আদরে পুষেছি তারে হৃদয়-সদনে॥
পোষমানা পড়া-পাখী দরিদ্রের ধন।
সাবধানে রাখি কত করিয়া যতন॥
পোড়া লোকে পাপচক্ষে দৃষ্টি করে তারে।
আর আমি কোনমতে দেখাব না কারে॥

প্রণয়ের প্রথম চুম্বন।

প্রণয়-সুখের সার প্রথম চুম্বন।
অপার আনন্দপ্রদ প্রেমিকের ধন॥
আছে বটে অমৃত অমরাবতী-পুরে।
প্রমোদিত করে যাতে যত সব সুরে॥
উথলয় সুখসিন্ধু পানে এক বিন্দু।
যার আশে গ্রাসে রাহু পূর্ণিমার ইন্দু॥
সে সুধার ক্ষুধামাত্র নাহি এক ক্ষণ।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন॥

অসুরের প্রিয় পেয় সুধারসমাত্র।
রসনা সরস যাতে পরশিলে পাত্র॥
যার লাগি হলো ধ্বংস যদুবংশগণ।
স্বভাবে অভাব সদা বেদজ্ঞবিপ্রগণ॥
অদ্যাবধি মদ্যপাত্র পানীয়-প্রধান।
বিরজ্জন-খাদ্যমাঝে সদা বিদ্যমান॥
এমন মধুরা সুরা নাহি চায় মন।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন॥

অমল কমল সম কবিতার শোভা।
ভাবুকের মন তাহে মত্ত মধুলোভা॥
দুগ্ধপানে মুগ্ধ যথা ভাবুকের মন।
কবিতায় তৃপ্ত তথা হয় সর্ব্বজন॥
যাহার প্রসাদে পরিহত পুত্রশোক।
পুলক-আলোক পায় ভাগ্যহীন লোক॥

হেন কবিতার শক্তি নাহি প্রয়োজন।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন॥

গলকুণ্ড দেশে আছে হীরক-আকর।
রজত-কাঞ্চনময় সুমেরু-শেখর॥
নানা-রত্ন-পরিপূর্ণ রত্নাকর জলে।
গজমুক্তা মুক্তাযুক্তা অনেক সিংহলে॥
কুবের লইয়া যদি এই সমুদয়।
আমারে প্রদান করে হইয়া সদয়॥
ক্ষেপণ করিব দূরে প্রসারি চরণ।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন॥

তন্ত্র মন্ত্র পুরাণাদি সর্বশাস্ত্রে শুনি।
পুনঃ পুনঃ এই বাক্য কহে যত মুনি॥
ইহধরা দুখভরা অসার সংসার।
নহেক নিমেষ সুখ সুধার সঞ্চার॥
মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম এই স্থলে ঘটে।
নতুবা অযুক্ত হেন কি কারণ ঘটে॥
দেখাইব কত সুখ এ তিন ভুবন।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন॥

নয়নে নিরখি প্রকটিত পদ্মবন।
সুমধুর গীতশ্রুতি করয়ে শ্রবণ॥
হৃদয়ে আনন্দ প্রভা হয় সন্দীপন।
সহস্র সহস্র সুখ প্রাপ্ত হয় মন॥
রসনায় রসবারি রসস্রোতে বয়।
শিহরে সর্ব্বাঙ্গ অঙ্গ দেয় লজ্জাভয়॥
এইরূপ স্বর্গভোগ করি সর্ব্বক্ষণ।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন।

প্রণয়।

বহুদিন যার লাগি, হয়ে প্রেম অনুরাগী,
আশাপথে আশা ছিল একা।
সদয় হইয়া বিধি, দিয়াছেন সেই নিধি,
গোপনে পেয়েছি তার দেখা॥
নটবর নবরঙ্গী, মনোহর ভাব-ভঙ্গী,
সঙ্গে তার সঙ্গী নাই কেহ।
স্বভাবে স্বভাববশে, যশোযুক্ত নিজ যশে,
স্নেহরসে পরিপূর্ণ দেহ॥
ভাবের কবিতা সৃষ্টি, প্রতিবাক্যে প্রীতি-বৃষ্টি,
দৃষ্টিমেঘে দামিনী ঝলকে।
কিছু তার নহে বাঁকা, লজ্জার বসনে ঢাকা,
নয়নের পলকে পলকে॥
বিম্বাধরে সুধা ক্ষরে, প্রেমিকের ক্ষুধা হরে,
বাক্য শুনি ভ্রান্ত হয়ে মনে।
পিকবর মধুকর, শুনে স্বর জরজর,
নিরন্তর ভ্রমে বনে বনে॥
মনে মনে এই চাই, কোনখানে নাহি যাই,
ক্ষণমাত্র তার সঙ্গ ছেড়ে।
প্রেমভাবে কাছে এসে, ঈষৎ কটাক্ষে হেসে,
একেবারে প্রাণ নিলে কেড়ে॥
থেকে থেকে আড়ে আড়ে, আড়চক্ষে দৃষ্টি ছাড়ে,
ভাব দেখি ত্রিভুবন ভোলে।
চক্ষে শোভা নাহি তুল, অর্দ্ধফোটা পদ্ম-ফুল,
পবনহিল্লোলে যেন দোলে॥
তুলনা তুল না তার, তুলনা কি আছে আর,
সে রূপের নাহি অনুরূপ।
হাস্যভরা আস্যখানি, গলিত অমৃতবাণী,
ললিত লাবণ্য অপরূপ॥
কলেবর কমনীয়, নহে ভাল গণনীয়,
রতির সে রমণীয় নয়।
ভাবে সব ভাবে স্বীয়, স্বভাবে স্বভাবপ্রিয়,
প্রিয় হেরে প্রিয়মাণ রয়॥
অনুরাগ অভিপ্রায়, স্থিররূপে দীপ্তি পায়,
আশা চায় উভয়ের আশা।
দয়া প্রেম সরলতা, এক ঠাঁই যুক্ত তথা,
হৃদয়েতে মাধুর্য্যের বাসা॥
বুঝে সব অভিমত, মনোমত কত মত,
মনোভাব ব্যক্ত করি মুখে।
বিপক্ষেরে দূষিয়াছে, শোকসিন্ধু শুষিয়াছে,
তুষিয়াছে সন্তোষের সুখে।
আগে মন ছলিয়াছে, শেষে সত্য বলিয়াছে,
গলিয়াছে স্নেহ-রস নিয়া।
মম ভাবে কাঁদিয়াছে, কত ছাঁদ ছাঁদিয়াছে,
বাঁধিয়াছে প্রেম-ডুরি দিয়া॥
দেখিয়াছি যতক্ষণ, কত সুখ ততক্ষণ,
প্রণয়ের নানা ফাঁদ ফেঁদে।
এখন নাহিক দেখে, কি ফল জীবন রেখে,
থেকে থেকে প্রাণ উঠে কেঁদে।
আমারে বিনয় করি, দুটী হাতে হাতে ধরি,
দেখা যায় ওই যায় চলে।
রাহু তার বাক্য আসি, ধৈর্য্যশশী গেল গ্রাসি,
হাসি হাসি আসি আসি বলে।

হাসি-হাসি আসি কোলে, শুনে ভাসি আঁখি-জলে,
এসো এসো কোন্ মুখে বলি।
নিষেধ করিব উঠে, দেখে নাহি মুখ ফোটে,
মনের আগুনে শুষ্ক জ্বলি ॥

তদবধি আমি নই, আমি আর কারে কই,
আমি আমি কব আর কারে ?
সে যদি আমার হয়, আমারে আমার কয়,
আমার কহিব আমি তারে ॥

সে দিন পাইব কবে, কবে বা মঙ্গল হবে,
অমঙ্গল কপালে আমার।
উদ্দেশে উদাস্য লয়ে, চাতকের মত হয়ে,
আশাপথ চেয়ে আছি তার ॥

সে যখন মনে জাগে, কিছু নাহি ভাল লাগে,
ভাবি শুদ্ধ বিরলেতে বসি।
স্থির নাহি ক্ষণমাত্র, চিন্তাপূর্ণ চিত্ত-পাত্র,
গাত্র হতে অস্থি পড়ে খসি ॥

সে যদি প্রেমিক হয়, প্রেমের দরদ লয়,
দেখে যাবে কিরূপেতে থাকি।
এবার পাইলে দেখা, সুখের না হবে লেখা,
দেখা দিয়া এক কোরে রাখি ॥

প্রণয়ের আশা।

কত আর রব তার আসা আশা লয়ে ?
দিন দিন তনু ক্ষীণ প্রেমাধীন হয়ে।
সদা যার স্নেহভার [illegible] বয়ে।
আমারে কি ভুলিবে সে মিছে কথা কয়ে ?
একাকী রোদন করি এক স্থানে রয়ে।
বিরহ-যাতনা আর রব কত সয়ে ?
বুঝি তার আশাপথে পরিপূর্ণ সুখ।
কখনো জানে না মনে নিরাশার দুখ ॥
এমন না হ'লে পরে দেখা দিত ফিরে।
আমারে ভাসাবে কেন নিরাশার নীরে ?
প্রণয়ের লক্ষ্য সেই করে যার আশা।
সে বুঝি দিয়েছে তারে হৃদয়েতে বাসা ॥
আশা দিয়ে বাসা দিয়ে রাখিয়াছে বেঁধে।
আমার ভাবিয়া এবে বৃথা মরি কেঁদে ॥
বুঝে না অবোধ মন প্রবোধ না মানে।
আমার বলিয়া তারে নিতান্ত সে জানে।
সবে তাঁর এক মন এক ঠাঁই বাঁধা।
ভ্রমেতে আমার মনে লাগিয়াছে ধাঁধা।
হোক্ হোক্ তার হোক্ সুখী আমি তাতে।
আমারে ফেলিল কেন নিরাশার হাতে।
যদি না আসিবে সেই বাঁধা প্রেম ছেড়ে।
ছলেতে আমার মন কেন নিলে কেড়ে ?
যখন বিরলে সেই ব'সে রবে একা।
এই কথা বলো তারে হ'লে পরে দেখা ॥
বিধিমতে তোমার মঙ্গল যেন হয়।
মঙ্গল তোমার পক্ষে এ পক্ষে তো নয় ॥
ইঙ্গিতে বলিবে সব যে দুখেতে আছি।
ছাড়া হয়ে কাঙাল ফিরে পেলে বাঁচি ॥
বুঝায়ে বলিও তারে অতি ধীরে ধীরে।
একবার দেখা দিয়ে মন দেয় ফিরে ॥

যৌবন।

সিঞ্চিয়া অমৃত-নিধি, জীবে দান দিল বিধি,
নিরুপম যৌবন যৌতুক।
যে রতন হারাইলে, কোটি কল্পে নাহি মিলে,
কালকৃট কালের কৌতুক ॥

জিনিয়া স্যমন্তক-মণি, যৌবন রতন গণি,
তরণী তুলিতে তেজ যার।
খরতর কর ভরে, হৃদয় রাজীবদরে,
ফুল্লকরে হরে অন্ধকার ॥

আনন্দ সুন্দর গন্ধ, রস পায় মকরন্দ,
টলটল করে নিরন্তর।
বিবিধ প্রবন্ধে হায়, কেলি করে ফুল্লকায়
রস পায় মন-মধুকর।

নৃত্য নবরস-রঙ্গে, নিত্য নবরসে মজে,
নৃত্য করে পাশরিয়া নিষেধে।
কভু পরিহাস লাস্য, হাস্যে বিকসিত আস্য,
প্রতি অঙ্গে আনন্দ উথলে ॥

কখন করুণ-রসে, নয়নে নীরদ বসে,
ভাসিয়ে বহিয়ে বারিধারা।
সেই ধারা জাবাকারা, শীতল যাহার ধারা,
ধরা তাপহরা যেন ধারা ॥

কখন ঘৃণাস্ত্র বশে বিফল বীভৎস রসে,
মানসের শশ প্রায় গতি
দাবানলে দগ্ধ বন, কুসঙ্গে কুরঙ্গ মন,
চপল চপলা সম অতি।

প্রণয় পরম রঙ্গ, তাহে হ'লে আশা ভঙ্গ,
প্রবৃত্তি পিপাসা পরিশেষে।

ভালবাসা বালবাসা তাকে পেয়ে ভালবাসা,
আনন্দের নাহি থাকে শেষ ॥
তরুণে হতাশ বাড়ে, বিলাপে প্রলাপ পাড়ে,
শোচনা সঙ্গে সক-মন ভেবে ।
শান্তি নাহি হয় হয়, ভ্রান্তিভাবে অবিরত,
সদা সে স্বপনে মন হরে ॥
অবোধে প্রবোধ দিয়ে, প্রণয়ে বিয়োগী হয়ে,
অনুক্ষণ ভাব-পথে ধায় ।
প্রণয় প্রভেদ, নিরখিয়া নিরন্তর,
ক্রমে ক্রমে যৌবন প্রলয় ।
হেরিয়া যৌবন অস্ত, মন সদা দুঃখগ্রস্ত,
নিরন্তর আনন্দ-বিহীন ।
ক্ষুধায় ভ্রমরা ক্ষুব্ধ, শতদল শোভাশূন্য,
প্রদোষের প্রমাদে মলিন ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন ।

বৃন্দাবন হরি হরি দ্বারকায় আসি ।
সুখের সম্ভোগ ভোগে সিংহাসনবাসী ॥
শর্ব্বরীতে স্বপ্নযোগে সুখদ শয়নে ।
ব্রজের মধুর ভাব পড়িয়াছে মনে ॥
বিষম ব্যাকুল মন করেন রোদন ।
কোথা গিরি গোবর্দ্ধন কোথা কুঞ্জবন ॥
কোথা কদম্বের তরু কোথা বংশীবট ।
কোথা শ্রীগোকুল কোথা কালিন্দীর তট ॥
কোথায় এখন সেই মোহন মুরলী ।
হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী ॥

কদম্ব-কুসুম-অঙ্গ তনু অনুরাগে ।
পূর্ব্বভাবে নব ভাব ভাল নাহি লাগে ॥
কেন বা এলেম আমি যমুনার পার ।
সম্পদ হইল সব বিপদ আমার ॥
পিয়ালী শ্যামলী আদি কাছে কাছে রাখি ।
আবা আবা ধবলী ধবলী বোলে ডাকি ॥
ধীরি ধীরি ফিরি গিরি-গহনের গোঠে ।
বেণু-রবে ধেনু সবে পাছে পাছে ছোটে ॥
তৃণ পত্র খেয়ে সদা নাচে কুতূহলী ।
হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী ॥

কত দিন বিনোদ বিরলবনে যাই ।
পিয়ালী শ্যামলী আদি দেখিতে না পাই ॥
সঙ্কেতে না বাজাবে মধুর মুরলী ।
তথাচ আসিত ছুটে সাধের ধবলী ॥
নিয়ম ওদের সহ সুখের অদন ॥
নাচিয়া গাইত কত নাড়িয়া বদন ॥
নিরবধি নীরদ নয়নে নীরধারা ।
এমন ধবলী আমি হলাম হারা ॥
ব্রজের রাখাল আমি গোপদের দাস ।
কোন্ কার্য্যে কোন্ বাক্যে ভ্রমে করি নাশ
কোথায় প্রাণের ভাই শ্রীদাম সুবল ।
ক্ষুধায় সুধায় বনে দেয় অন্ন জল ॥
হারে রে রে রব শুনে হই জ্ঞানহত ।
মুখের উচ্ছিষ্ট খেতে মিষ্ট লাগে কত ॥
পরস্পর সদ্ভাব সরস অন্তরে ।
দিবানিশি সুখে ভাসি রস-রত্নাকরে ॥
ভুলিতে কি পারি কভু ব্রজের রাখালী ।
হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী ॥

বিষাদে বিদরে বুক খেদে প্রাণ কাঁদে ।
কোথা মম প্রেমময়ী প্রাণেশ্বরী রাধে ॥
এখন সে চারুচূড়া নাহি আর মাথে ।
সুধামাখা রাধা নাম লেখা আছে যাতে ॥
ব্রজে যার প্রেমডোরে সদা হয়ে বাঁধা ।
বয়েছি মস্তকে সুখে শ্রীনন্দের বাধা ॥
যার নামে শরীরে মাখিয়া ভস্মরাশি ।
হইলাম কাশীবাসী ভিখারী সন্ন্যাসী ॥
পদে লিখে কৃষ্ণ নাম করেছি কোটালী ।
হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী ॥

মধুর শ্রীবৃন্দাবনে সুখ অহরহ ।
কতই মধুর ভাব গোপিকার সহ ॥
বাজাইয়া বাঁশী হাসি আসি কুঞ্জবনে ।
নিত্য রস-রাসলীলা রস-আলাপনে ॥
কোথা রাসময়ী রাধা রসিকা রমণী ।
মানসী মহিষী শশী মম শিরোমণি ॥
কোথায় বিশাখা বৃন্দা কোথা চন্দ্রাবলী ।
হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী ॥

কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা ।

হে নটবর সর হে সর ।
ছি ছি কি কর বসন ধর ॥

আমি অবলা গোপের বালা।
হলেই কি আমা ছুঁয়ো না কালা ॥
করিলে ভারী বিষম জ্বালা।
নয়ন ঠারি বাঞ্ছ নারী ॥
তুমি হে শঠ লম্পট নট।
কুবর বট বাঁকা বট ॥
কি হাস হাস কি ভাষ ভাষ।
লাজ না বাস ভাব প্রকাশ।
গোপী-সমাজে ব্রজের মাঝে।
এমন কাজে মরি হে লাজে ॥
আসিয়া জলে অন্য ছলে।
কপাল-ফলে কি ফল ফলে ॥
চল হে চল লইব জল।
কি ছল ছল কি বল বল ॥
আমি হে সতী নব যুবতী।
আয়ান পতি দুর্জ্জন অতি ॥
না জানে প্রেম মনের ভ্রম।
ননদী মম সাপিনী সম ॥
ননদী-ডরে শরীর জরে।
থাকিতে ঘরে পাগল করে ॥
সরল নহে স্বভাবে রহে।
কুকথা কহে জীবন দহে ॥
আপন বশে কুপথে চলে।
কথার ছল অসতী বলে ॥
বাঁকা ত্রিভঙ্গ কর কি রঙ্গ।
ছাড় হে সঙ্গ ধরো না অঙ্গ ॥
তব বচনে প্রেম-রচনে।
গোপিনীগণে হাসিছে মনে ॥
মিনতি করি চরণে ধরি।
কি কর হরি সরমে মরি ॥
পাপ আয়ানে শুনিলে কাণে।
গঞ্জনা-বাণে বধিবে প্রাণে ॥
তুমি গোপাল পাল গোপাল।
প্রণয় জাল কেন হে জ্বাল ॥
গোকুলে থাক গোধন রাখ।
কি হাঁক হাঁক কেন হে ডাক ॥
সুখ-আধার প্রেম ব্যাভার।
কি ধার ধার কি জান তার ?
বংশীর ধ্বনি যেন হে ফণী।
আমি রমণী প্রমাদ গণি ॥
নিদয় বাঁশী হৃদয়-ফাঁসী।
করে উদাসী ছুটিয়া আসি ॥

সখার প্রতি রাধিকা।

নিরুপম অপরূপ, নিবিড় নীরদ রূপ,
নিয়ত নিরখি সখি নয়ন নিকটে গো।
লোকে বলে কালো, আমি বলি ভালো,
করিয়া অন্তর আলো পীরিতি প্রকটে গো ॥
সখি যবে যাই জলে, শ্রীকৃষ্ণ কদম্বতলে,
কত ছলে কত বলে যমুনারি তটে গো।
শ্যামচাঁদ নবঘন, আমার চাতক মন,
যদি করে বরিষণ তবে সুখ বটে গো ॥
এ কি জ্বালা আমি বালা, ভাবিলে চিকণকালা,
কুটিলে কণ্টকমালা বদন বিকটে গো।
ভয় করি প্রতিক্ষণ প্রতিকূল পরিজন,
শ্যামের সরল-মন ভাঙ্গে পাছে শঠে গো ॥
পড়েছি প্রণয়ফাঁদে দিবানিশি প্রাণ কাঁদে,
না হেরিলে কালাচাঁদে কত জ্বালা ঘটে গো ॥
মরি কিবা ভঙ্গী বাঁকা, চূড়াতে ময়ূরপাখা,
বাঁশীতে অমৃতমাখা রাধানাম রটে গো ॥
আমি হে গোপের বধূ, বচনে নাহিক মধু,
রসিক নাগর বঁধু পাছে সই চটে গো।
ফলে এই অনুপম, পুরুষ পরশ সম,
পরশে হইবে সোণা বটে কি না বটে গো ॥
ভালবাসে যেবা যাকে, যতনে গোপনে রাখে,
মহাদেব মন্দাকিনী ধরিয়াছে জটে গো।
আর কি শ্যামেরে ভুলি, তুলিয়া প্রণয়-তুলী,
লিখিয়াছি কালোরূপ মম মনপটে গো ॥

মানভঞ্জন।

মাধবী-নিশীথকালে যুবক যুবতী।
উপবনে উপনীত হরষিত অতি ॥
পবিত্র গগনক্ষেত্রে শোভা সুবিমল।
সুচারু শশীর কর করে ঝলমল ॥
হইয়াছে সরোবর শোভার ভাণ্ডার।
গন্ধবহ কুমুদের বহে গন্ধভার ॥
বনে বনে করিতেছে বাস বিতরণ।
রজনীগন্ধের গন্ধে আমোদিত মন ॥
কামিনীর সুবাসে কামিনীমন হরে।
কামিনী কামিনী আশা আপনিই করে ॥
উভয়ে উভয় কর করি প্রসারণ।
হরিছে মনের দুখ করিছে ভ্রমণ ॥

ইচ্ছামতে করে গতি যথায় তথায়।
রজনী হইল শেষ কথায় কথায়॥
উঠিয়াছে শুকতারা তারার মণ্ডলে।
বিধু করি মৃদুকর অস্তাচলে চলে॥
পাখীতে প্রভাতী গায় সুললিত রবে।
সে রবে কে রবে স্থির ব্যাকুলিত সবে॥
প্রিয় কহে প্রেয়সি কি কব হায় হায়।
এমন সুখের নিশি বিফলে পোহায়॥
নিশি কিছু হয় নাই একেবারে শেষ।
এখনো পুরাতে পারি মনের আবেশ॥
কুলবান্ কহে চল চারু তরুমূলে।
কুলবতী বলে বসি কুলবতী-কূলে॥
উভয় বিবাদে নাই শালিসী তথায়।
দম্পতি-কলহ বাড়ে কথায় কথায়॥
কুলবতী কুলবতী-কূলেতে বসিয়া।
বিহগ পতির প্রতি মানিনী হইয়া॥
বসনে বদন ঢাকি হেঁট হয়ে রয়।
কত সাধে সাধে তারে কথা নাহি কয়॥
কান্তার দারুণ মান কান্তারে আসিয়া।
কাতরে কহিছে কান্ত কথা কও প্রিয়া॥
একান্তে এ কান্তে কহে পরিহর রোষ।
ক'রে থাকি অপরাধ ক্ষমা কর দোষ॥
কত কহে কত সাধে নাহি হয় ভঙ্গ।
ক্রমে আরো বাড়িতেছে মানের তরঙ্গ॥
প্রণয়ী প্রণয়ভাবে নাহি পেয়ে মান।
বিবিধ কৌশল ছলে ভাঙ্গিতেছে মান॥

দম্পতী দেখিয়া বনে, সম্প্রীতি পাইয়া মনে,
বিহঙ্গ কি রঙ্গরস করে।
গুন গুন গুন ধ্বনি, কেমন সুখের ধ্বনি,
ডাকিতেছে সুমধুর স্বরে॥
মধু পেয়ে মধুফুলে, মধু খেয়ে মন খুলে,
মধুব্রতে করে এই গান।
মধুর মধুর কাল, মধুর প্রণয় জাল,
বধু মুখে মধু কর পান॥
বধু নিজবধূ লও, মধুরসে কথা কও,
বঁধু-মুখে মধু কর পান।
দুই দেহ এক হলে, এক ভাবে ভাবে রয়ে,
এক প্রাণে রাখ দুই প্রাণ॥
তোমায় আমায় দেখে, গাছের উপরে থেকে,
সঙ্কেত করিছে কত ছলে।
"গৃহস্থের খোকা হোক্, গৃহস্থের খোকা হোক্,
গৃহস্থের খোকা হোক্" বলে॥

মান কর তুমি যত, কান্তের হতেছে তত,
তার মনে বিলম্ব না সয়।
"গৃহস্থের খোকা হোক্, গৃহস্থের খোকা হোক্,
গৃহস্থের খোকা হোক্" কয়॥
বসনে বদন ঢাকি, মুদিয়াছ দুই আঁখি,
পাখীর মনেতে তাই ধোঁকা।
মানে হয়ে হেঁটমুখী, তুমি যদি হও খুকী,
কেমনে হইবে তবে খোকা॥
কেমনে পাখীর বোধ, ছাড় ছাড় ছাড় ক্রোধ,
অনুরোধ রাখ তুমি তার।
বলে পাখী "খোকা হোক্, খোকা হোক্ খোকা হোক্"
তুমি তো সে খোকার আধার॥
তুমি লো গৃহিণী হয়ে, গৃহস্থের গৃহে রয়ে,
কুলকয়ে প্রতিকূল ভাব।
কুলবতী নাম লও, কুলে অনুকূল নও,
সমুদয় স্বভাবে অভাব॥
অদূরে উদয় রবি, এখনি উঠিবে ছবি,
শশী করে স্বস্থানে প্রয়াণ।
উপবনে উপবাসে, প্রাণ যায় উপহাসে,
প্রেমাসুধা না করিলে দান॥
যামিনী থাকিতে হায়, যামিনী বিফলে যায়,
কামিনী কোমল কেবা কহে।
নিদয় হৃদয় যার, কোমলতা কোথা তার,
বিপুল বিষাদে বপু দহে॥
অতি কান্ত কান্ত কাল, তুমি তার কান্ত কাল,
কি করি কপাল ভাল নহে।
নিশাকান্ত কান্ত কয়, কান্ত-মুক্ত হাসে পায়,
পুরুষের প্রাণে এ কি সহে॥
একান্ত কি মনে লয়, এ কান্ত তোমার নয়,
তবে বল কি করিব আর।
প্রণিপাতে প্রাণকান্তে, ত্যজিছ মনের ভ্রান্তে,
আমি যাই ধর ধর স্বামী॥
দেখিয়া আমার দুখ, কারো মনে নাহি সুখ,
বনচর অসুখী সবাই।
ব্যাকুল হইয়া অতি, বায়ু করে দুইগতি,
খেদ-ছলে বহে সাঁই সাঁই॥
আমার নয়নতারা, তারাকারা কেঁদে সারা,
হেরি যত গগনের তারা।
আর না প্রকাশে জ্যোতি, করে স্থির তারাপতি,
একে একে লুকাল তারা॥
দেখিয়া তোমার মান, জোড়ে কর কম্পমান,
একোথেকো কেতকীর পাত॥

বুকের বসন হরি, বদন বিকট করি,
বিস্তার করিছে নিজ দাঁত ॥
গুণ্ গুণ্ করে অলি, সে গুণের গুণাবলি,
কহিতেছে করি গুণ গুণ।
মধুগুণে হর দুখ, প্রকাশিয়া পদ্মমুখ,
গুণবতী ধর নিজ গুণ ॥
অথবা এ মধুকর, শুনিয়া তোমার স্বর,
মধুস্বর শুনিতে বাসনা।
সঙ্গে করি মধুকরী, গুণ গুণ গান করি,
করিছে তোমার উপাসনা ॥
কোকিল কোকিলা যত, সকলেই স্বরহত,
ছট্‌ফট্ করে সবে মরে।
তোমার মানিনী দেখে, মনোদুঃখে থেকে থেকে,
কুহু ছলে উহু উহু করে ॥
লোকে কহে কলরব, করিতেছে কলরব,
কলরব কলরব ভাণ।
কুহু কুহু কুহু নয়, উহু উহু মুখে কয়,
হুহু করে কোকিলের প্রাণ ॥
পিকবর করে কুহু, প্রথমে কু শেষেতে হু,
কি কু কি হু সু কিছুই নয়।
এই হেতু প্রাণধনি, শিখিতে তোমার ধ্বনি,
তার মনে আশা অতিশয়।
সুভাসে ভাষিয়া ভাষা, এখনি পুরাও আশা,
সুখী হোক ভ্রমর কোকিল।
শুনিয়া মধুর ভাষ, দেখিয়া মধুর হাস,
প্রেমরসে জুড়াক অখিল ॥
তোমার ছাড়িছে শিটি, ভাব কি বুঝেছ সিটী,
খিটিমিটী কত কথা কয়।
শুনিতে তোমার বোল, চেঁচায়ে করিছে গোল,
না শুনিলে ছাড়িবার নয় ॥
তার পাশে বুলবুল, করিতেছে চুলবুল,
ডালে বোসে যায় লুটালুটি।
ডাক পাড়ে হাঁক ছাড়ে, পাখা ঝাড়ে ঝুঁটি নাড়ে,
করে কত মাথা কুটাকুটি।
পাপিয়া কাঁপিয়া পড়ে, কাঁপিয়া শরীর নাড়ে,
হাঁপিয়া হাঁপিয়া ছাড়ে ডাক্।
"প্রিয় কহ প্রিয় কহ" কহে শুধু 'প্রিয় কহ,'
মুখে তার নাহি আর বাক্।
এ সব পাখীর হয়ে, এক পাখী কথা কয়ে,
হয়েছে তোমার উমেদার।
যরি মরি কিবা রঙ্গী, দেখ তার ভাব ভঙ্গী,
প্রকাশিয়া নয়নের ধার।

শ্রবণে তাহার রব, মহীতে মোহিত সব,
আমার নয়নে শতধার।
পাখী 'বউ কথা কও' কহে 'বউ কথা কও,'
'বউ কথা কও, একবার।'
বলে 'বউ কথা কও,' কাঁদে বউ কথা কও,'
'ওলো বউ কথা কও' মুখে।
নারীর কি এই কর্ম্ম, নাহি দয়া নাহি ধর্ম্ম,
পাষাণ বেঁধেছ বুঝি বুকে ॥
বারে বারে 'বউ কথা' কহে 'বউ কও কথা,'
বউ কথা তবু নাহি কও।
কে বলে তোমার শীলা, আমার কপালে শিলা,
শিলা বটে শীল কভু নও ॥
মানময়ি, ওলো প্রিয়া, মান নিয়া গৃহে গিয়া,
বাস কর হরষিত মনে।
দুঃখে ভাসি আঁখিজলে, বসে সেই শিলাতলে,
পাখী সহ থাকি আমি বনে ॥
দারুণ মানের ভরে, নেত্র নীল-ইন্দীবরে,
অরুণেরে করেছ অধীন।
কর্ম্ম এ কি মিত্রতার, মিত্র নহে মিত্র তার,
কুমুদের শত্রু চিরদিন।
শীতল শীতল করে, যাহারে শীতলকরে,
তারে করে অনলে পূরিত।
কেমনী মানের ভাব, শত্রু সহ মিত্রভাব,
সমুদয় দেখি বিপরীত ॥
নয়ন-কুমুদ পরে, রাগ-রবি কোপ ধরে,
খরতর করযোগে দহে।
তাই পাখী চোক গেল, চোক গেল চোক গেল,
চোক গেল চোক গেল কহে।
কাতরে কহিছে পাখী, বিনোদি বাঁচাও আঁখি,
চোক গেল চোক গেল তোর।
মানে এক খেলা খেলে, চোকের মাথাটী খেলে,
দশা দেখে বুক ফাটে মোর।
এত মান মলো মলো, ওলো ওলো চোক খোলো,
তোলা তোলা কমল-বদন।
নিকটে দাঁড়িয়ে নাথ, ধর ধর ধর হাত,
কর তার দুঃখ নিবারণ ॥
চোক গেল চোক গেল চোক গেল কয়।
এ রব শুনিয়া পুন পাখী সমুদয়।
একে একে হেসে কয় প্রিয় সম্ভাষণে।
কি হলো কি হলো ছি লো এত ছিল মনে?
শারী- মুখে মুখ দিয়া শুক করে পান।
মানিনী কামিনী তোর কত দূর মান।

করি মান পরিমাণ না রাখিলে তায়।
মানে হরি মান মান রাখ আপনায়॥
অতিশয় ভাল নয় শুন শুন সতি।
অতীত করেছ কাল পতিত কি পতি?
শারী কয় নারী নয় ও যে নিশাচরী।
মরে কেন দুঃখ দেবে যদি হবে নারী॥
এ কথা শুনিয়া পাখী দেশের হলো।
কাতর হইয়া কহে দেশের কি হলো?
রমণী রমণ ছাড়ে দোলো দোলো দোলো।
দেশের কি হলো হায়! দেশের কি হলো?
পুনরায় ডেকে কয় বউ কথা কও।
বার বার এইবার বউ কথা কও॥
বউ কথা রবে বউ কথা নাহি কোলো।
দেশের কি হলো কয় দেশের কি হলো॥
গৃহস্থের খোকা হোক স্থির নাহি রয়।
গৃহস্থের খোকা হোক্ পুনঃ পুনঃ কয়॥
মানিনী মানিনী থাকে খোকা নাহি হলো।
দেশের কি হলো কয় দেশের কি হলো॥
কঠোরতা দেখে তব কোটরে ঢুকিয়া।
পেঁচায় চেঁচায় কত গালাগালি দিয়া॥
কাক্কা কাকা কাকা ভাব ভাবিতেছে কাকে।
এ ভাবের আভাব কহিব আমি কাকে॥
কাকা কয় কতক্ষণ দিবে আর ফাঁকি।
কাকা কাকা মার কাকা কথা কও কাকি॥
আমার ছলেতে কাকা কাকা কাকা বলে।
তোমায় বলিছে কাকী কাকী রব ছলে॥
বক বকী করিতেছে যত বকা বকী।
বকী বলে বকা বৃথা বকা বলে বকি॥
বলে বকী বকি তবে বকা বকা মোরে।
বকা-বকী বকাবকি করিতেছে জোরে॥
আমি যত বকি বকা বলে মিছে বকা।
ওলো বকি হলো এ কি সখী ছাড়ে সখা॥
হায় হায় প্রাণ যায় কি কহিব প্রিয়া।
ধার্ম্মিক হয়েছে বক আমায় দেখিয়া॥
তথাচ-নিদয়া তুমি ওলো প্রাণসখি।
খেদে তাই বকাবকি করে বকাবকী॥
মানেতে তোমার প্রাণ দেখিয়া নীরব।
কুঁকুড়ায় কুকু ছলে করিছে কুরব॥
চিটি চিটি চুঁচি চুঁচি চড়া-চড়ী বলে।
প্রেমরস শিক্ষা দেয় চড়াচড়ি ছলে॥
চড়া বলে চড়া চড়া চড় বলে চড়ী।
এইরূপ চড়াচড়ি করে চড়াচড়ী॥

নদীর এ পারে চকা ওপারেতে চকী।
চকা বলে পারে এসো চকি প্রাণসখি॥
নর নারী ছাড়াছাড়ি থেকে এক ঠাঁই।
এসো এসো দম্পতীরে মিলন শিখাই॥
চকী বলে আমাদের বিধাতা বিমুখ।
কখনই নাহি জানি রজনীর সুখ॥
এমন সুখের নিশি পেয়ে ভাগ্যফলে।
যে রমণী মান ক'রে কাটায় বিফলে॥
তার মুখ-পানে আমি চাব না চাব না।
তাহার নিকটে আমি যাব না যাব না॥
কোন পাখী স্তব করে কেহ করে ক্রোধ।
সুমধুর রবে কেহ করে অনুরোধ॥
কাহারো স্বভাব দেখি কাহারো ভেঙ্গানী।
মান ভাঙ্গিবারে করে সবাই যেঙ্গানী॥
অপরূপ এতরূপে না ভাঙ্গিল মান।
জানিলাম প্রাণ তব হৃদয় পাষাণ॥
এ মানের পরিমাণ বুঝিতে না পারি।
কিছুই না জানিলাম মানিলাম হারি॥
এত সাধা এত কাঁদা বিফল হইল।
বৃথায় সাধনা করি সাধ না পূরিল॥
মনে ছিল বনে এসে জুড়াইব প্রাণ।
অমৃতে উঠিল বিষ কিসে বাঁচে প্রাণ॥
অকারণ মিছা এক অভিমান লয়ে।
সুখরসে ভঙ্গ দিলে রসবতী হয়ে॥
কমলিনী তুমি ধনি ফুল্ল মধুভরে।
বঞ্চিত করেছ কেন ক্ষুধিত ভ্রমরে?
কখনো দেখিনি তব এমন প্রকৃতি
পুরুষে বঞ্চনা কর হইয়া প্রকৃতি॥
আমায় সুকৃতিহীন ভাবিয়া অকৃতী।
প্রকৃতি প্রকৃতি তাই করেছে বিকৃতি।
প্রকৃতি বিকৃতি করি ঢেকেছে আকৃতি।
তোমার প্রকৃতি দেখে হাসিছে প্রকৃতি॥
চেয়ে দেখ স্থল জল অনিল আকাশ।
স্বভাব কি ভাবে করে স্বভাব প্রকাশ॥
চরাচরে চরে যত ভূচর খেচর।
তরু ফুল ফল আদি বস্তু বহুতর॥
বংশে বংশে যত দেখি অচল সচল।
সবাই আমার লাগি হয়েছে চঞ্চল॥
মানভরে প্রাণ তব ফিরেছে স্বভাব।
তাই দেখে একে একে দেখায় স্বভাব॥
বেশ করি বেশ করি বেষ করি শেষ।
বেশ করি দেশ ছাড়া এলাইলে কেশ।

কিরীটার দিলাম গেঁথে বিহার কারণ।
নীহার সে হার পরে করে আরোহণ ॥
হেলে দোলে হেলেহার করেছিল শোভা।
কি কব তাহার দ্যুতি মুনি-মনোলোভা ॥
চন্দ্রহারে চন্দ্র হারে কিবা তার ছটা।
কোথা নাগকেশর বেশর চারু ঘটা ॥
বিনোদ বেশর চারু নাসিকায় দোলে।
চকোর শোভিত যেন পূর্ণশশী-কোলে ॥
অপরূপ বালা বালা ধরেছিলে করে।
হীরকের বাজু পোরেছিলে তার পরে ॥
সহজে কনককান্তি কমনীয় কর।
হয়েছিল সার ভাতি অতি মনোহর ॥
উষাসময়ে যেন হরিৎ আকাশে।
আধখানি চাঁদখানি তাহাতে প্রকাশে ॥
যোধরা মুকুতা-হার পোরেছিলে ভালে।
পেলেম কতই সুখ দরশনকালে ॥
নয়নে নিরখি শোভা জুড়ালো হৃদয়।
চাঁদ-বেড়া তারা যেন ভূতলে উদয় ॥
মরি সে মনের সুখে হরিবে বিষাদ।
প্রেম দে প্রমোদে কেন করিলে প্রমাদ ॥
খোঁপায় বিরাজে চাঁপা কোথা সেই কেশ।
কোথা সেই ভাবভঙ্গী কোথা সেই বেশ ॥
কোথা সেই ফুলের মালা কোথা সেই হেলে।
নিকট দেখিয়া উষা ভূষা দিলে ফেলে ॥
কোথায় মধুর হাস কোথা সেই ভাষা।
এখন কোথায় গেল সেই ভালবাসা ॥
কোথা সে মধুর ভাব প্রেম-আলাপন।
এখন লুকালে কোথা নলিন-নয়ন ॥
কোথা সে সুধার খনি বিমল-বদন।
মদন যাহাতে এসে করেছে সদন ॥
এখন কি আমি আর সেই আমি আছি।
রসালাপ দূরে থাক কথা কোলে বাঁচি ॥
দ্বিজরাজে দয়া কর দ্বিজরাজমুখী।
একবার মুখ তুলে কর প্রাণ সুখী ॥
না কও না কও কথা তাহে নাহি খেদ।
লোকেতে না জানে যেন ঘটেছে বিচ্ছেদ ॥
দিলে ব্যথা খাও মাথা এই কথা রাখ।
প্রাণপ্রিয়া গৃহে গিয়া মান নিয়া থাক ॥
অন্তরে গোপন কর অভিমান-নিধি।
এখন এখানে আর থাকা নয় বিধি ॥
বাড়ায়ে মানের মান বাসে গিয়া রহ।
[illegible] ॥

প্রভাতে করিত স্নান কুলবতী কূলে।
এখনি আসিবে এই কূলবতী-কূলে ॥
সুরতরঙ্গিণী-তীরে তোমারে দেখিয়া।
সুরত-রঙ্গিণী সব উঠিবে হাসিয়া ॥
আমিও পাইব লাজ তুমি পাবে লাজ।
অতএব মানের মাথায় হানো বাজ ॥
পতির বচনে সতী না করে উত্তর।
অন্তরে বাড়ায় মান উত্তর উত্তর ॥
মজিয়া দুর্জ্জয় মানে না মানে প্রবোধ।
নিশি হয় অবসান কিছু নাই বোধ ॥
নীল অম্বরেতে ধনী ঢেকেছে বদন।
তাহার ভিতরে আছে মুদিয়া নয়ন ॥
লোচন মোচন করি আর নাহি চায়।
নিশা কৃশা দিবাগম দেখিতে না পায় ॥
কিরূপে ভাঙ্গিব মান ভাবিছে নাগর।
আধার অপেক্ষা হলো আধের আগর ॥
পুন কয় সরসে রসিক রসময়।
রসিকা এমন কেন হ'লে রসময় ॥
প্রেমিকে পণ্ডিত তুমি কর অবিচার।
খণ্ডিতে না পারি মান খণ্ডিতে তোমার ॥
এখনি খণ্ডিতে পারি মনে ভয় আছে।
তোমার মানের মান খণ্ডে প্রাণ পাছে ॥
যে হয় উচিত মনে সুবিহিত কর।
নিজে রেখে নিজ মান মান পরিহর ॥
মানিনি জানিনি এ মান কিসে।
আমারে দহিছ বিরহ-বিষে ॥
ইহার উপায় বল কি করি।
সম্মুখে থাকিয়া বিরহে মরি ॥
প্রণয় কারণে কাননে আসা।
এসে না পূরিল মনের আশা ॥
পুলকে তোমাকে রাখিয়া বুকে।
অধর-অমৃত খাইব সুখে ॥
বসন কষণ তোমার মুখে।
যামিনী যাপন দারুণ দুখে ॥
ভূতলে পোড়েছ কনকলতা।
কাতর দেখিয়া না কহ কথা ॥
বল না ললনা ছলনা ছেড়ে।
মধুর বচনা কে নিলে কেড়ে ॥
এ ভাব দেখিয়া সকলে হাসে।
আভাসে কুভাব সুভাব ভাবে ॥
বিফল হইবে কহিব যত।
[illegible] ॥

এ ভাবে কতই রবে নীরবে।
শুন লো শুন লো কি কহে সবে॥
সকলে গরবী তোমার মানে।
তাদের গরব সহে না প্রাণে॥
গরবিণী নিজ গরব ধর।
বিপক্ষ-গরব বিনাশ কর॥
তথাচ মানিনী রহিল মানে।
মানের নিষেধ মানে না মানে॥
রসের সাগর নাগর পরে।
ললনা ছলিতে ছলনা করে॥
"মানময়ি, তোলো মুখ" কহিছে খঞ্জন।
"দেখিব কেমন তোর নয়ন-রঞ্জন॥
এখনি করিব সব বিবাদ-ভঞ্জন।
কালো কোরে রাখিয়াছ মাখিয়া অঞ্জন॥"
খঞ্জন হইয়া পাখী এত বল ধরে।
দূষিয়া তোমার আঁখি অহঙ্কার করে॥
একবার খোলো প্রাণ রঞ্জন নয়ন।
খঞ্জন গঞ্জন পেয়ে করুক্ গমন॥
কুরঙ্গের কুরঙ্গ দেখিয়া হাসি পায়।
তোমার কেমন আঁখি দেখিতে সে চায়॥
মান-রঙ্গে কুরঙ্গিণী তোমায় সে বলে।
কি কব দুঃখের কথা শুনে প্রাণ জলে॥
দূষিয়া তোমার আঁখি হয়ে অভিমানী।
কুরঙ্গ কুরঙ্গ করি বলে কুরঙ্গিণী॥
আপনার কুরঙ্গ করিয়া পরিহার।
কুরঙ্গ কুরঙ্গ কর সুরঙ্গে সংহার॥
বুক ফাটে গৃধিনীর বচন শ্রবণে।
ডাক ছেড়ে দূষিতেছে তোমার শ্রবণে॥
কাণ পেতে কথা শুনে দেখাইবা কাণ।
তার কাণ কেটে নিয়ে ভাঙ্গ অভিমান॥
আর এক পাখী এসে নেড়ে নেড়ে ঠোঁট।
তোমার নাসার প্রতি করিতেছে চোট॥
বার বার ভাষিতেছে বিষম কুভাষা।
কহিছে "কাপড় খোলো দেখি তোর নাসা॥"
পাখা ঝেড়ে গলা ছেড়ে বলে থেকে থেকে।
"নাসা যদি খাসা হবে কেন রাখ ঢেকে?"
ঠোঁট নাক কাটো তার দেখাইয়া নাক।
নাকে খত দিয়া পাখী দূর হয়ে যাক্॥
নিকটে আসিয়া কহে নাচিয়া চমরী।
"কেমন তোমার কেশ দেখাও সুন্দরী॥"
তার রবে ঘন দিয়া ঘন ঘন সায়।
গর্জ্জন করিছে কত চড়িয়া মাথায়॥
ঘোরতর নাদে বলে "দেখাও চিকুর।"
"চিকুর দেখাও" ব'লে হানিছে চিকুর॥
হায় হায় কব কায় আ মরি আ মরি।
চুলের গৌরব করে পাপিনী চমরী॥
বিজলী চমকে কত যদি তুল চাই।
ত্রিভুবনে তোমার তুলনা দিতে নাই॥
জিনি রতি রূপবতী আমার ঘরণী॥
লম্বিত চিকুর চারু চুম্বিত ধরণী॥
এখন করিছে ঘন ঘন ঘন নাদ।
এখনি হইবে তার হরিষে বিষাদ॥
দেখিলে তোমার কেশ দর্প যাবে সব।
ডাক ছেড়ে কেঁদে শেষে হইবে নীরব॥
মাথা খুলে হাত দেও চাঁচর চিকুরে।
যক্ যাক্ জলদের জাঁক যাক্ দূরে॥
তোমার মধুর হাসি দেখিবে বলিয়া।
চঞ্চলা কাঁপিয়া উঠে চঞ্চলা হইয়া॥
ভামিনি কামিনি মম হৃদয়-আগারে।
হাসিয়া সুধার হাসি দাসী কর তারে॥
ডালিম জিনিতে কুচ অভিমান করে।
অহঙ্কারে দেখ প্রাণ ফেটে ওই মরে॥
তার সহ যোগ দিয়া হইয়া ব্যাকুল।
শিহরে শিহরে উঠে কদম্বের ফুল॥
একবার কুচযুগ দেখাইয়া প্রাণ।
নাশ কর উভয়ের ঘোর অভিমান॥
উভয়ে মিলন করি এই কথা কয়।
"ওলো ধনি দেখাও দেখাও স্তনদ্বয়॥"
দাড়িম্ব ছাড়িয়া বীচি প্রাণে যক্ করে।
কদম্বের শোভা যের ঝুরি যাক্ ঝোরে॥
তব ক্ষীণ কটির গরিমা কয়ে হরি।
কোটি করী অদূরে দাঁড়ায়ে আছে হরি॥
হরি লও হরি-দর্প কটি দেখাইয়া।
লুকুক্ সে হরি হরি বিবরে ঢুকিয়া॥
ভয়ানক যত পশু এই বনে আছে।
করিয়া রূপের দ্বেষ দেশ ছাড়িয়াছে॥
হায় হায় হাসি পায় কব আর কারে।
হরি-বাছে করী নাচে গতি জিনিবারে॥
কহিছে করাল ভাবে মরাল আসিয়া।
"ওলো সতি কর গতি হাসিয়া হাসিয়া॥
গমনের গরিমা হারাবে তুমি জানি।
কেমন চলিতে জান দেখিব এখনি॥"
তাই বলি হেমলতা হাঁটো একবার।
হাঁস হাঁসী দাস দাসী হইবে তোমার॥

পুন আর লোকালয়ে আসিবে না প্রিয়া।
পলাইবে হস্তী মূর্খ শুঁড় গুঁড়াইয়া॥
যে চাঁপার ফুল তব অঙ্গুলী দেখিয়া।
কটু গন্ধ সার করে নীরস হইয়া॥
চোপা ক'রে সেই চাঁপা করে অহঙ্কার।
অঙ্গুলীর শোভা প্রাণ হরিবে তোমার॥
হর তার অহঙ্কার অঙ্গুল নাড়িয়া।
মরুক্ বরুক দল পড়ুক খসিয়া॥
রম্ভাতরু উরুশোভা হরিব'রে চায়।
আপনার গুরুভার ভাবেতে জানায়॥
একবার সুনয়নে চাহ মুখ তুলে।
হর তার গুরুত্বের উরুদেশ খুলে॥
খোলা উরু দেখে তার সার হবে খোলা।
বাসনা রহিবে তার বাসনায় তোলা॥
দেখে তব মুখরূপ অমল কমল।
কমলে লুকায়েছিল সকল কমল॥
এক দিন ওঠেনিকো ফোটেনিকো মুখ।
কাঁটা সার করেছিল পেয়ে ঘোর দুখ॥
তোমার বদন আজ দেখিয়া গোপন।
জল ফুড়ে বল করি তুলিছে তখন।
মুখ তোলো মুখ তোলো মুখ তোলো ব'লে।
আপন গৌরব করে সৌরভের ছলে॥
কেন গো হারাও মান ম'জে ছার মানে।
কমলের অহঙ্কার নাহি সয় প্রাণে॥
তোলো তোলো তোলো মুখ খোলো খোলো বাস।
কমলে দেখাও প্রাণ মধুর সুহাস॥
নলিনী মলিনী হয়ে আর না ফুটিবে।
নিশাযোগে কৃশা হয়ে মুখ লুকাইবে॥
বলিতেছে প্রাণ তব অধর অধর।
ফাটিতেছে বিম্বফল রাগে করি ভর॥
অধরের রাগ তারে দেখাও এখনি।
রাগে রাগে গোলে খসে পড়িবে অমনি॥
প্রাণেশ্বরি পায়ে ধরি ছাড় ছাড় মান।
অপমান হয়ে কেন কর অপমান॥
মনের কুভাব যত অভাব করিয়া।
এখন প্রকাশ কর স্বভাব ধরিয়া॥
শিষ্টজনে তুষ্ট কর মিষ্ট আলাপনে।
দুষ্টজনে কষ্ট দেহ বিহিত শাসনে॥
এখানেতে অনুগত যত আছে বনে।
সন্তোষ প্রদান কর সকলের মনে॥
এই বনে হয় যারা তোমার বিরূপ।
তাদের হতাশ কর দেখাইয়া রূপ॥

দেখাইয়া শরীরের বাহু অবয়ব।
একে একে বিপক্ষেরে কর পরাভব॥
ভাঙ্গিতে তোমার মান শুনিতে বচন।
সুনীতে রয়েছে কাছে যত পক্ষিগণ॥
অমৃত-পূরিত ভাল করিয়া ঘোষণা।
বচনে পূরাও প্রাণ তাদের বাসনা॥
যে জন যে ভাবে প্রাণ আছে উমেদার।
সেরূপ করিয়া তার কর উপকার॥
কৌশল করিল ভাল রমণীরমণ।
গোপনে গলিয়া গেল রমণীর মন॥

পতির সুভাষে, সতী মনে হাসে,
ভাব না প্রকাশে মুখে।
ভাবিয়া নাগরে, প্রণয়-সাগরে,
ভাসিছে অশেষ সুখে।
আপনা আপনি, কহিছে কামিনী,
সুখের ভাগিনী আমি।
কপালেরি ফলে, এসে ধরাতলে,
পেয়েছি এমন স্বামী॥
এ ভাব স্মরণে, নাথের চরণে,
বিনা মূলে দাসী হব।
সুধাকর গুনে, গুণের এ গুণে,
চিরকাল বাঁধা রব॥
ভাবুক-প্রেমিক, সুরসে রসিক,
চতুর সুজন বটে।
করিলে যতন, এমন রতন,
আর কি কাহারো ঘটে?
এরূপ আধারে, শোভার আগারে,
পড়িবে যাহার আঁখি।
জীবন যৌবন, করি সমর্পণ,
আমারে সে দিবে ফাঁকি॥
গিয়ে লোকালয়, থাকা বিধি নয়,
গোপনে গহনে থাকি।
বিপক্ষে দুষিব, প্রণয়ে তুষিব,
পুষিব প্রেমিক-পাখী।
রূপের রঞ্জন, করিয়া অঞ্জন,
নিয়ত নয়নে মাখি!
হৃদয় চিরিয়া, যতন করিয়া,
ভিতরে লুকায়ে রাখি॥
মনে মনে কয়, ওহে রসময়,
থাক থাক চুপে চুপে।
আমারে ছাড়িয়া, কপূর হইয়া,
যেও হে বেয়ো না উপে॥

রেখে পরিমাণ, ছলে করি মান,
স্থির নহি কোনরূপে।
ভাবেকে ভজেছি, রসেতে মজেছি,
ডুবেছি পীরিতি-কূপে।
করি জাগরণ, যামিনী-যাপন,
কাতর হয়েছ ঘুমে।
স্বভাবে অমল, শ্রীপদ-কমল,
ও পদ রেখ না ভূমে।
পেতেছি হৃদয়, হইয়া সদয়,
বসো হে তাহার পরে।
লয়েছি শরণ, চাপাও চরণ,
যেমন বাসনা ধরে॥
পুরুষ প্রেমিক, তুমি হে রসিক,
কি কব অধিক মুখে॥
হইয়া বণিক, চরণ মাণিক,
খানিক রাখহ বুকে।
তুমি মহাজন, প্রেম-মহাধন,
সুজন সুধীর বট।
ব্যাপারী হইয়া, হাটেতে বসিয়া,
লাভে কেন প্রাণ হট॥
শরীর আমার, বিভব তোমার,
যৌবন সঁপেছি হাতে।
বুঝিয়া ব্যাপার, কর হে ব্যাপার,
লাভ হয় ভাল যাতে॥
তুমি প্রাণপতি, আমি কুলবতী,
সহজে অবলা নারী।
বাঁচি যত দিন, প্রাণ তব ঋণ,
আমি কি শুধিতে পারি॥
তোমারে চিনেছি, ত্রিলোক জিনেছি,
আপনি কিনেছি আমি।
কোথাও যাব না, কোথাও পাব না,
তোমার সমান স্বামী।
তুমি প্রাণধন, মাথার ভূষণ,
হয়ে কেন পায় ধর?
এ কি দেখি সাধ, তুমি কেন সাধ,
অপরাধ ক্ষমা কর।
ওহে গুণরাশি, চরণের দাসী,
চিরদিন আছি বাঁধা।
বলিবে যেরূপ, করিব সেরূপ,
সাধ ক'রে কেন সাধা।
শয়নে স্বপনে, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
তোমার ভজনা করি।

তুমি ধ্যানজ্ঞান, তুমি ধন প্রাণ,
তোমারি ধারণা করি।
তোমা বিনা আর, কে আছে আমার,
আর কার আমি হব।
আমি বিনা আর, এরূপ প্রকার,
শত শত আছে তব।
ওহে রসময়, ত্যজিয়া আমায়,
শত শত পাবে নারী।
সেরূপ প্রকারে, সখা হে তোমারে,
আমি কি ত্যজিতে পারি?
বঁধু তোমা বই, আমি কারো নই,
কেনা আমি কে না জানে।
বিধি বিধিমতে, সতী পূজে সতে,
সুখ দুখ নাহি মানে
বিশেষ কি কব, জান তুমি সব,
জগতে যে নারী সতী।
পতি বিনা তার, গতি নাই আর,
যেমন কামের রতি॥
দক্ষের তনয়া, অম্বিকা অভয়া,
প্রধানা প্রকৃতি সতী॥
শিব শিবকর, হর দুখহর,
পশুপতি যার পতি॥
সেই মহামায়া, মহাদেব-জায়া,
জীবনে না করি স্নেহ।
পতি-নিন্দা শুনে, জলে কোপাগুনে
ত্যজিলেন নিজ দেহ॥
এক সুধাকর, অতি মনোহর,
শোভা করে নভোপরে।
সুধার আধার, ভবের আঁধার,
নাশ করে চারু করে॥
চকোরীর মত, কত শত শত,
নিয়ত ভজিছে তাঁরে।
বিনা এক চাঁদ, চকোরীর সাধ,
আর কে পূরাতে পারে?
তাই প্রাণনাথ, ধরি দুটী হাত,
প্রণিপাত করি পদে।
অধীনী বলিয়া, করুণা করিয়া,
আমারে রাখ হে পদে॥
আমি হই সতী, তুমি হও পতি,
তোমা বিনা গতি নাই।
কপালে কি আছে, দুখ ঘটে পাছে,
সদা মনে ভাবি তাই।

সুরসিকবর, দেহ দেহ বর,
এই অভিলাষ করি।
তোমারে রাখিয়া, ও মুখ দেখিয়া,
আমি যেন আগে মরি॥
আমার অভাবে, স্বরূপ স্বভাবে,
মিশাইয়া পাঁচ পাঁচে।
তব উপকারে, হিত ব্যবহারে,
থাকে যেন তারা কাছে।
যেই জলে প্রাণ, তুমি কর স্নান,
সেই জলে মিশিবে জল।
এই মনে আশ, যথা কর বাস,
স্থল পাবে তথা স্থল॥
বাতাসে বাতাস, হইয়া প্রকাশ,
লাগে যেন তব গায়।
রূপের যে ভাগ, করি অনুরাগ,
আঁখি-পথে যেন ধায়।
গগনে গগন, হইয়া মগন,
চারিদিক্ রবে ছেয়ে।
চালিয়া চরণ, করিবে গমন,
সতত দেখিব চেয়ে॥

তখন রমণীমণি ব্যাকুল হইয়া।
না পারে রাখিতে ভাব গোপন করিয়া।
হরিয়া মানের মান অপমান করে।
রাখিতে পতির মান চারু ভাব ধরে।
ধীরে ধীরে পাশ ফিরে উঠিয়া বসিল।
ক্রমে ক্রমে বদনের বসন খুলিল॥
ভাবুকের মনে তায় ভাব এই স্থির।
ঘন হতে শশী যেন হতেছে বাহির।
থেকে থেকে আড়ে আড়ে করে বিলোকন।
পূর্ণ নহে প্রকটিত নলিনী-নয়ন।
নয়নের ভাব দে'খে বোধ হয় হেন।
অর্দ্ধ-ফোটা পদ্মফুল দুলিতেছে যেন॥
সমুদয় মুখখানি হইলে প্রকাশ।
হলো তায় অপরূপ রূপের বিভাস।
তরুণী একপ ভাব ধরিল তরুণ।
ঘনাম্বর প্রান্তে যেন উদয় অরুণ।
মুখচাঁদে বিন্দু বিন্দু ঘামবারি ঝরে।
যেন বিধু মৃদু মৃদু সুধাবৃষ্টি করে।
অধরেতে মৃদু হাসি কিবা শোভা তায়।
সিঁদূরে মেঘেতে যেন তড়িত খেলায়॥
কপোলের কনকীয় কমনীয় ভাসে।
নিরখিয়া গোলাপের হলো সর্ব্বনাশ॥

গোলাপ বিলাপ করি ভেবে ভেবে মনে।
কাঁঠ হয়ে কাঁটা নিয়ে বাস করে বনে।
স্মেরমুখী সুমধুর হাসিতে হাসিতে।
মধুর বিনয়-ভাব ভাবিতে ভাবিতে।
নীলবাস গলে দিয়া পোড়ে ধরাসনে।
প্রণয়িনী প্রণমিল পতির চরণে।
দেখিয়া স্বরূপ গুণ শুনিয়া সুস্বর।
যেন শব শত্রু সব মানে পরাভব।
অনুকূল যারা তারা ভাবেতেই সুখী।
কেবল পেচক বেটা ঘোরতর দুখী।
প্রাণেশ্বরী প্রাণেশ্বরে করি সম্ভাষণ।
প্রকাশ করিছে সব মনের বচন॥
শ্রুতিমূলে তার তার এমনি মধুর।
সুধা-মাখা বচনেতে ক্ষুধা হয় দূর।
শিখিতে না পেরে পিক মধুর সে স্বর।
বরষায় থকে দুখে হইয়া নীরব।
হয় নি অলির গলা সেরূপ মধুর।
অদ্যাপিও ভোঁ ভোঁ ক'রে সাধিতেছে সুর॥
জামায় কি দিবে সিটি সিটি তার স্বরে।
না শিখিয়া মিছামিছি কিচিমিচি করে।
মানিনী ত্যজিয়া মান হেসে কথা কয়।
"গৃহস্থের খোকা হোক" শুনে সুখী হয়॥
তদবধি তার মুখে কিছু নাই আর।
"গৃহস্থের খোকা হোক্" এই স্বর সার॥
তার পরে "চোক গেল" বলে থেকে থেকে।
চোক গেল চোক গেল রূপ দে'খে দে'খে।
তদবধি আর কিছু না করে প্রয়োগ।
চোক গেল চোক গেল হলো এই যোগ।
মানিনীর গেল মান নিরখিয়া কাকে।
মাতিল আমোদ করি আহারের জাঁকে।
মু'কে বলিয়া কাকা মান ভাঙ্গিবারে।
অদ্যাবধি কাকা স্বর ভুলিতে না পারে।
ছলেতে ভাঙ্গিতে মান বউ কথা কও।
ডালে ব'সে বলেছিলে বউ কথা কও।
শুনিয়া মধুর কথা মধু-রস পেয়ে।
"বউ কথা কও" এই গীত দিল গেয়ে।
তদবধি পেলে নাম "বউ কথা কও।"
অদ্যাবধি বলে তাই "বউ কথা কও।"
বকা বকী করেছিল বকাবকি সার।
"বকা বকী" নাম তাই হইল প্রচার॥
মানিনীর মানেতে মিলন-ভাব ঘোরে।
'চড়াচড়ী' পেলে নাম চড়াচড়ি জোরে।

নাগরের কোলে বসে রসিকা নাগরী।
বলে প্রাণ কি ভাবিছ আহা মরি-মরি।
ছিলেম বাড়াতে মান দিছে মান নিয়া।
বাড়িল তোমার মান সে মান ভাঙ্গিয়া॥
ছলেছি বলেছি কত কথায় জলেছি।
অন্তরে প্রেমের রসে কেবল গলেছি॥
চঞ্চল হয়েছে আঁখি তোমার না হেরে।
মনেতে কেঁদেছি শুধু ফুটিতে না পেরে॥
তুমি হে প্রাণের প্রাণ প্রাণের ঈশ্বর।
আমার কে আছে আর তোমার উপর॥
তোমার আদরে আমি আদরিণী হই।
মনেতে গরব করি প্রেমাদরে রই॥
তোমার সুখেতে সুখ দুখে দুখ পাই।
তোমা ছাড়া দুখিনীর কেহ আর নাই॥
তুমি হে বাড়াও মান তাই মান করি।
রাখিতে তোমার মান মানে মান করি॥
প্রাণ তব গুপ্তভাব জানিব বলিয়া।
ছিলাম মানের ভাব গোপন করিয়া॥
জানিলাম সমুদয় মানিলাম হারি।
চাতুরী করিব কত আমি নিজে নারী॥
ভাবের ভাণ্ডারে তুমি প্রধান প্রেমেশ।
চতুরের চূড়ামণি রসিকের শেষ॥
দোষ যদি ক'রে থাকি ছার অভিমানে।
করুণ-কটাক্ষে চাও অধীনীর পানে॥
ছাড় ছাড় ছাড় রোষ কর পরিতোষ।
নিজ গুণে ক্ষমা কর সমুদয় দোষ॥
বেশ করি বেশ করি দেহ পুনর্ব্বার।
খোঁপায় চাঁপার কলি পরাও আমার॥
যেরূপ মনের ভাব বনের ভিতর।
সেইরূপ নাট কর নব নটবর॥
সাজিব তোমার সাজে কি করে হে লাজে।
আপনি সাজায়ে দাও যেখানে যা সাজে॥
তোমার মনের সাধে সাজাও আমারে।
তোমার সাজাব শুধু প্রেম-হেমহারে॥
অপমান অঙ্গের পরালে অলঙ্কার।
উপমের কিছু নাই রূপের তোমার॥
যে দেহে ফুলের ভার সহনীয় নয়।
রতনের আভরণ সে দেহে কি সয়?
ক্ষণকাল প্রাণনাথ স্থির হও হও।
আমার নয়নপথে স্থিরভাবে রও॥
কিছুকাল তোমারে হে হৃদয়ে ধরিয়া।
দেখি আজ নয়নেতে নিমেষ হেরিয়া॥

কোনখানে যেয়ো না হে আমায় ছাড়িয়া।
যদি যাও লওসাথে সঙ্গিনী করিয়া॥
এই অভিলাষ নাথ আমার অন্তরে।
বাস কর অধীনীর নয়ন নগরে॥
যথা যাবে তথা যাব ওহে রসরায়।
মাগী হয়ে মেগে মেগে খাবার তোমায়॥
পান-খয়েরের প্রায় তোমার আমার।
উভয়ে একত্র যোগ কত ভোগ তায়॥
কোটি ভাগে কুটি কুটি যদি করে তারে।
তথাচ প্রভেদ কেহ করিতে না পারে॥
কেমন প্রেমের ভাব ভেদ নাহি হয়।
রঙ্গে রঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে মিশাইয়া রয়॥
তুমি আমি সেইরূপ প্রেমনিধি নিয়া।
রঙ্গে রঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে আছি মিশাইয়া॥
মানের নিগূঢ় ভাব কিছু নাহি লয়ে।
তুমি বল রব আমি তোমা ছাড়া হয়ে॥
তোমা ছাড়া আমি হব ভেবো নাকো মনে।
যুগের মিলন ছেড়ে বাঁচিব কেমনে?
এখনি প্রমাণ দেখ রঙ্গে খেলে পাশা।
তুমি তো পণ্ডিত বট প্রেমে নও চাষা॥
দেখ হে কাঠের বল যুগে যদি রয়।
কোটি যুগে তার আর নাশ নাহি হয়॥
প্রণয়ের কার্য্য করে যুগে যুগে রয়ে।
ক্ষণকাল নাহি বাঁচে যুগছাড়া হয়ে॥
যুগ ছেড়ে কাঠ যদি মরে এইরূপে।
প্রেমের বিচ্ছেদে আমি বাঁচব কিরূপে?
অতএব হৃদয়েশ আর কেন ছল?
রজনী প্রভাত হয় গৃহে চল চল॥
আঁখি দুটি ঢুলু ঢুলু নিদ্রার আবেশ।
তোমারে ঘুমায়ে আগে ঘুমাইব শেষ॥
গৃহকার্য্য পূজা স্নান করি সমাপন।
তোমারে মনের সাধে করাব ভোজন॥
নায়িকার মুখে শুনি পীযূষবচন।
সন্তোষ পাইয়া সুখী নায়কের মন॥
আদরে প্রিয়ার গায়ে হাত দিতে যায়।
রমণী অমনি হেসে ঢ'লে পড়ে গায়॥
উভয়েই টল টল ঢল ঢল কায়।
টলাটলি ঢলাঢলি হইল তথায়॥
কবি কহে প্রণয়ের গলাগলি যথা।
টলাটলি ঢলাঢলি বাকী নাহি তথা॥
হাত মুখ ধুয়ে দোঁহে তটিনীর জলে।
সত্বরে বসন পরি নিকেতনে চলে॥

করিতে করিতে জপ মহেশী মহেশ।
অচলার আলয় ত্যজে আলয়ে প্রবেশ॥
গৃহিণী আসিয়া দিল গৃহকাজে মন।
গৃহী আসি করিলেন সুখেতে শয়ন॥
এইরূপে প্রেমালাপে প্রেমিকা প্রেমিক
হরিষে হরিল কাল কি কব অধিক॥
মাধবী মানের পালা অন্ত হ'ল সায়।
বরষায় লেখনী ধরিব পুনরায়॥
সকলি রহিল গুপ্ত গুপ্তের ভবনে।
হবে তাহা আছে যাহা ঈশ্বরের মনে॥
এ রসে যদ্যপি শুনি বিরসের ধ্বনি।
শোব না এ ভাব-গৃহে ছোঁব না লেখনী॥

ভালবাসা।

(বহুদিন পরে নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ।

প্রথমে যখন হয় প্রেমের মিলন।
মনে কর কি বলিয়া তুষিয়াছ মন॥
সেই তুমি সেই আমি সেই এই স্থান।
সুখ যথা করিয়াছে সুখে অবস্থান॥
সেই, সেই, এই সেই, সব বর্ত্তমান।
সেই প্রেম কোথা তবে বল দেখি প্রাণ?
একদিন আশাহীন হয় নাই আশা।
পুরাতে আশার আশা সদা ছিল আসা॥
জানায়েছ ভালবাসা মুখের বচনে।
আমি সেই ভালবাসা ভালবাসি মনে॥
আমার বচন মন উভয় সমান।
পরীক্ষায় পাইয়াছ প্রচুর প্রমাণ॥
ভঙ্গীভাবে নাহি দেখে বিশেষ বিরাগ।
আমি তাই ভাবিতাম সুখের সোহাগ॥
কোথা সে ভাব-ভঙ্গী কোথা অনুরাগ।
বল না তাদের প্রতি এত কেন রাগ?
ভিন্নভাব-ভাবি প্রাণ প্রেমাধীনী জনে।
রাগ ক'রে ভাগ কেন বসায়েছ মনে?
ভাল ভাল সেও ভাল আমি পড়ি রাগে।
প্রেমের মাথায় বাজ কাজ নাহি ভাগে॥
যেমন মনের সাধ কর সেই ক্রিয়া।
মিছে কেন রাগারাগি ভাগাভাগি প্রিয়া॥
প্রলাপের উদয় অন্তরে অহরহ।
আলাপ কেবল করি বিলাপের সহ॥

দুঃখভোগে শ্রান্ত হয়ে ঘুমায়েছে মন।
আর প্রাণ আলাপের নাহি প্রয়োজন॥
বিচ্ছেদেরে বুকে রেখে সুখে প্রাণ আছি।
চোকে মাত্র দেখি শুধু যত দিন বাঁচি।
বিনিময় বিনা তুমি প্রাণ মন দিয়া।
ভ্রমে আর নাহি হাঁটো এই পথ দিয়া॥
কেমনে হইবে দৃষ্টি আমার উপর।
দণ্ডীরূপে বাঁধা আছ গণ্ডীর ভিতর॥
সাক্ষাৎ পাইব কিসে নাহি পূর্ব্বমত।
আমি কোথা দূরে আছি ভুলিয়াছ পথ॥
বিরহে বিরলে বসি কাঁদি আমি একা।
স্বপনে তোমার সহ শুধু হয় দেখা॥
তাহাতে যেরূপ হয় জানে মাত্র মন।
তুমিও জানিতে পার দেখিলে স্বপন॥
সেরূপ তোমার নয় প্রণয় কপট।
স্বপন গোপন তাই তোমার নিকট॥
স্বভাবে আমার ভাবে দেখিলে স্বপন।
প্রেম-সুধাদানে কেন হইবে কৃপণ?
ভাল ভাল থাক ভাল আমি তাই চাই।
ভাল ভাল দেখা হলো বেঁচে আছি ভাই॥
দুখের উপরে দুখ সুখ পুন দুখে।
কি ব'লে আদর করি বাক্য নাহি মুখে॥
অকস্মাৎ এ কি ভাব চারু দরশন।
বল দেখি এখানেতে কেন আগমন?
বিপরীত দেখি আজ মোহিত হৃদয়।
অপরূপ দিনমণি পশ্চিমে উদয়॥
ক্ষণে ক্ষণে মুখ দেখে হতেছে বিস্ময়।
তুমি কি হে সেই তুমি সেই তুমি নয়॥
ক্ষণে ভাবি আমি বুঝি সেই আমি নই।
ভাবি হে তোমায় তাই সেই তুমি কই॥
এসো এসো এসো প্রাণ যে হও সে হও।
আমি কিন্তু সেই আমি তুমি সেই নও॥
এ ভাবে কি হবে আর মিছে মন ভোলে।
গোলে যেতো মম মন সেই তুমি হ'লে॥
হও যদি সেই তুমি তুমি বটে সেই।
ফলতঃ তোমাতে আর সেই তুমি নেই॥
সেই মুখ সেই চোক সেই অবয়ব।
পূর্ব্বকার আকার রয়েছে বটে সব॥
স্বরূপে স্বভাবে আছে সমুদয় ভাগ।
আকৃতির অঙ্গে শুধু আছে এক দাগ॥
এখন তোমায় প্রাণ দে'খে মরি রেগে।
সত্য করি বল প্রাণ কে দিয়েছে দেগে?

আছে সব পূর্ব্ববৎ আকার-প্রকার।
একমাত্র ভাবান্তর হয়েছে তোমার॥
গেলে গেলে যাও যাও একেবারে গেলে।
পুনরায় কেন প্রাণ দাগা হয়ে এলে?
বেঁধেছি মনের হাতে প্রতিজ্ঞার তাগা।
করিয়াছি এই পণ পুষিব না দাগা॥
এখন কি অন্ধকারে জলে আর আলো?
কাড়াকাড়ি ভালো নয় ছাড়াছাড়ি ভালো॥

প্রীতিবিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন।

বল না বল না প্রাণ ললিত-নয়নি।
নলিনী মলিনী কেন করে সে রজনী?

উত্তর।

যেরূপ স্বভাব যার সে চায় সেরূপ।
শক্তির বিস্তার করে করিতে স্বরূপ॥
তিমিরে ত্রিলোক পূর্ণ পূর্ণ করয় যেই।
তামরসে তমোরাশি ম্লান করে সেই॥

প্রশ্ন।

অবনী অসিতবর্ণা নিশা যদি করে।
তবে যে কুমুদী রাজে রজত নিকরে?

উত্তর।

সময়েতে হয় যারে বন্ধু অনুকূল।
কি করিতে পারে তারে শত্রু প্রতিকূল॥
কুমুদ-বান্ধব ইন্দু পূর্ণালোকময়।
তিমিরারি আশ্রিত তিমিরে নাহি ভয়॥

প্রশ্ন।

কোথা সেই ইন্দু-বন্ধু দিবা আগমনে?
মুদিত কুমুদী-ছবি রবির কিরণে?

উত্তর।

উপযুক্ত প্রতিযোগী মান যদি হরে।
মানী তাহে মনে মনে ক্ষোভ নাহি করে॥
শশী সূর্য্যে ভেদ বহু ভাবি মনে মনে।
কুমুদী মুদিত হয়ে দুখ নাহি গণে॥

প্রশ্ন।

কুমুদিনী কমলিনী নায়ক বিপক্ষ।
এর মধ্যে বল দেখি শ্রেষ্ঠ কার সখ্য?

উত্তর।

শ্রেষ্ঠ গুণ তার যার স্বভাব সরল।
সে নহে উত্তম যার হৃদয়ে গরল॥

সুশীতল সুধাকর নায়ক-প্রধান।
কৃশানু-পূরিত ভানু কৃতান্ত সমান॥

প্রশ্ন।

নলিনীনায়ক যদি নায়ক অধম।
পদ্ম তবে কেন তারে ভাবে প্রিয়তম?

উত্তর।

সমানে সমানে যদি মিলন উপজে।
উভয়ের মন তবে প্রেমরসে মজে॥
লজ্জাহীনা কমলিনী পূর্ণ অহঙ্কারে।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কর ভাল লাগে তারে॥

প্রশ্ন।

নলিনীর লজ্জা তাই কিরূপে জানিলে?
রূপগর্ব্বে গর্ব্বিত সে কিরূপে মানিলে?

উত্তর।

মুখের ভঙ্গিমা দেখি মন জানা যায়।
কে ভাল কে মন্দ লোক পরিচিত তায়॥
বিশেষ পদ্মিনী ফুটে প্রভাত-প্রহরে।
পতি-চক্ষে ধূলি দিয়া উপপতি করে॥

প্রশ্ন।

কলানাথ-কুমুদের প্রেম কি কারণ।
উত্তম নামেতে খ্যাত বল কি কারণ?

উত্তর।

উত্তম প্রণয়ী বলি ব্যাখ্যা করি তারে।
বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ-ক্লেশ নাহি হয় যারে।
অমা-আগমনে সুধাকর না প্রকাশে।
তথাপিও কুমুদিনী সুখরসে ভাসে॥

প্রশ্ন।

শশী অনুদয়ে বল নিশি কি কারণ।
কুমুদীর ক্লেশকরী না হয় কখন?

উত্তর।

প্রবল বিপক্ষ যদি স্থানান্তর হয়।
কার সাধ্য তাহার অধীনে করে জয়?
বয়ান্তর কলানাথ হইলে অন্তর।
নিত্য কুমুদীর হবে প্রফুল্ল অন্তর॥

প্রশ্ন।

বল দেখি প্রিয়তমে করিয়া বিচার।
নায়িকার শ্রেষ্ঠগুণ কাহাতে সঞ্চার?

উত্তর।

লজ্জাবতী যে যুবতী উত্তমা সে হয়।
সেই মাত্র জানে সত্য কিরূপ প্রণয়॥
লজ্জিতা প্রেমদা সহ কুমুদী উপমা।
লজ্জাহীনা পঙ্কজিনী নায়িকা-অধমা॥

প্রণয়গর্ভ মান।

এসো এসো এসো প্রাণ বসো এইখানে।
ভাল আছি বল মুখে শুনি তাই কাণে॥
ভাল ভাল ভালবাসো না বাসো আমায়।
তুমি যদি ভাল থাক ভাল থাকি তায়॥
ভাবেতে জানাও যেন ভালবাস কত।
কেমনে সে ভাব তব হব অবগত?
ফলেতে কিরূপে তুমি লুকাবে স্বভাব?
ভাবেতেই বুঝা যায় ভিতরের ভাব॥
অন্তর হয়েছ তুমি অন্তরেতে থেকে।
সকলি বুঝিতে পারি মুখখানি দে'খে॥
হাসি হাসি মুখখানি তাহে কত ঠাট।
হাসির ভিতরে আছে ফাঁকির কপাট॥
আছ তুমি যদি সেই প্রেমছাঁদ ছেঁদে।
থেকে থেকে দেখে কেন প্রাণ উঠে কেঁদে॥
রাখিব তোমায় আর কেমন করিয়া?
বোধ হয় উড়ে যাবে শিকল কাটিয়া॥
এত ক'রে পুষিলাম না মানিলে পোষ।
জানিলাম সে আমার কপালের দোষ॥

———

হাসি হাসি মুখ?

(নায়িকার উক্তি)

আপন মনের ভাব গোপন করিয়া।
প্রতিদিন থাক তুমি মলিন হইয়া॥
একবার মুখখানি না হয় সরস।
যখন চাহিয়া দেখি তখনি বিরস॥
এইরূপ ভাবভরে থাক প্রতিক্ষণ।
কে যেন সর্ব্বস্ব ধন করেছে হরণ॥
সুধাইলে কোন কথা সদয় না হও।
আপনার ভাবে তুমি নীরবেই রও॥
অকস্মাৎ এ কি দেখি সবিশেষ কও।
আর যেন সেই তুমি সেই তুমি নও।
এই ছিলে অধোমুখে পেয়ে ঘোর দুখ।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?

কি ভাব কি ভাব মনে ভেবে বোঝা ভার।
ছিল না স্বভাব তব স্বভাবে সঞ্চার॥
দেখিয়া তোমার ভাব ভাবিতাম মনে।
এ ভাবের ভাবান্তর হইবে কেমনে?
আচম্বিতে দেখি প্রাণ সে ভাবে অভাব।
আর এক অপরূপ ভাবের প্রভাব॥
তব ভাব নব ভাব ভাবিবার নয়।
অনুভাব করে ভাব সাধ্য কার হয়?
ভাবের ভাবুক তুমি বুঝিয়াছি ভাবে।
যে ভাবে এ ভাব তব সে ভাব কে পাবে॥
কি ভাব উঠেছে মনে কি সে এত সুখ?
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?

ছিলাম চক্ষের বালি আমি হে তোমার।
আমায় দেখিলে হতো মুখ ভার ভার॥
একবার সুনয়নে দেখনি আমায়।
ফুলিয়া উঠিতে রাগে আমার কথায়॥
কহিতাম যত কথা হইয়া সরল।
গুমুরে গুমুরে তুমি কাঁপিতে কেবল॥
বিষ বিষ বোধ হতো হাত দিতে কাণে।
ফুটে কিছু বলিতে না জ্বলিতে হে প্রাণে॥
হঠাৎ যে সে ভাবে কেন হলো ভাবান্তর?
গদগদ ভাব যেন মনের ভিতর॥
কিসে মন খুলিয়াছে ফুলিয়াছে বুক।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?

সাধিতাম কাঁদিতাম পড়িয়া ধূলায়।
কতরূপ করিতাম ধরিতাম পায়॥
প্রেমের প্রমোদে তুমি ভাবিতে প্রমাদ।
বিষ ক'রে বিষ খেতে মনে হতো সাধ॥
ছোঁও না আমায় তুমি কাছে যাই যদি।
ভাবিয়াছ আমি যেন কর্ম্মনাশা নদী॥
চোখোচোখি হ'লে পরে মুখে দিয়ে বাড়।
চোক বুজে থাকিতে হে নোয়াইয়ে ঘাড়॥
কাছ থেকে স'রে গেলে ফেলিতে নিশ্বাস।
লাগিত তোমার যেন হাড়েতে বাতাস॥
এখন দেখিনে কেন সে সব অসুখ?
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?

বিরলে একেলা যদি দেখিতে আমায়।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িত মাথায়॥
দিশেহারা হয়ে যেতে চলিত না রথ।
খুঁজে আর নাহি পেতে পালাবার পথ॥
মনোদুখ কিছুদিন দূরে গেলে পর।
ঘাম বোলে ঘাম দিয়ে ছেড়ে যেত জ্বর॥
হইতে তোমার তুমি বেশ যেতে ভুলে।
উঠিত সুখের সিন্ধু আপনি উথুলে॥

পাপ ভেবে শাপ দিতে সকল সময়।
আমি পাছে আসি কাছে হতো এই ভয়॥
ভয়েতে করিত সদা প্রাণ ধুক্ ধুক্।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?

আজ আমি কোন্ ঘাটে ধুয়েছি হে মুখ?
দূরে গেল এতদিনে চিরকেলে দুখ॥
প্রভাতে পশ্চিমে হলো রবির প্রকাশ।
শীতকালে আচম্বিতে দক্ষিণে বাতাস॥
অঘট ঘটনা এ যে যা হবার নয়।
অমার নিশিতে হলো শশীর উদয়॥
এখনো মনের ভাব কর'নি প্রকাশ।
ভঙ্গিভাবে দেখায়েছে মুখের আভাষ॥
হাসি হাসি দেখিলাম বদন তোমার।
সাপের মুখেতে যেন সুধার ভাণ্ডার॥
হইল আমার তায় পাঁচ হাত বুক।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?

তোমার মনের নদী ছিল একটান।
আজ কেন তার ঢেউ বহিছে উজান॥
খাঁটি হয়ে ভাঁটি স্রোত খেলিত স্বভাবে।
সে টান কি ফিরে গেল বায়ুর প্রভাবে॥
বল বল কার কাছে শিখে এলে রস।
বিরস বদন কেন হইল সরস?
কি টানে হইল প্রাণ এ টান তোমার?
কি রসে হইল এই রসের সঞ্চার?
টানাটানি ঘোচে যদি তবে বুঝি টান।
স্বরসের রসে জানি রসিক-প্রধান॥
বিনা মেঘে পড়ে জল এ বড় কৌতুক।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?

কে বলে রসিক নও রসের সাগর।
জানিলাম তুমি প্রাণ রসিক নাগর॥
আমি তার পরিচয় পাইলাম সবে।
রসবোধ না থাকিলে এত কেন হবে॥
ঘরে এসে মুখ যেন সেই মুখ নয়।
বাহিরেতে কত রস ছড়াছড়ি হয়॥
বাঁকামুখ নহে আজ সরস অন্তর।
এনেছ পরের রস ঘরের ভিতর॥
সময়েতে সাজোরস করিয়া গোপন।
কার এঁটো রস এনে দেখাও এখন?

এঁটোরসে চেটো নাই দেবো না চুমুক।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?

জানাতেছ অযাচক ভিখারীর ভাব।
হাটে পোড়ে লুটে খাও এমনি স্বভাব॥
ঠাট্ দেখে কাঠ হয়ে আছি আমি একা।
রাখিয়াছ চোখে চোখে চোখে নাই দেখা॥
হয়েছ হাটের নেড়া হুজুক তো চাই।
ঠাটের ঠাকুর বট নাটের গোঁসাই॥
বাজার রেখেছ ঠাট হয়ে ছাড়াছাড়ি।
আজ ভাল ঠাটে ঠাটে হাটে ভেঙে হাঁড়ি॥
আগে যদি জানিতাম এত বাড়াবাড়ি।
তবে কি তোমারে আর কোন মতে ছাড়ি?
করি নাই আত্মসার আমারি সে চুক্।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?

প্রাণ তুমি আপনি হে নহ আপনার।
কেমন করিয়া তুমি হইবে আমার?
পররসে পরবশে সদা পরাধীন।
তবে কি আমারি হতে হইলে স্বাধীন॥
তোমা হতে দুখিনীর সুখ যা হবার।
সমুদয় হয়ে ঘোর গিয়াছে আমার॥
সময়েতে একদিন না হইলে বশ।
রসময় অসময় দেখাতেছ রস॥
আমাতে কি আমি আছি আমি হে কি আছি।
এখনি কি ভুলি ঠাটে ঘাটে গেলে বাঁচি॥
বাঁচিবার সাধ আর নাহি একটুক্।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?

ঠিক যেন ধর্ম্মশীল বকের মজন।
কত দিন প্রাণ তুমি হয়েছ এমন?
বাহিরের ভাব যেন নব ভেকধারী।
ভিতরের ভাব কিছু বুঝিতে না পারি।
কপটে কৌশল হেন করেছ ধারণ।
ভোলা ভোলা ভাব যেন খোলা খোলা মন॥
এখন কি ক'রে আর হ'লে মন-ভোলা।
বিদায় করেছ আগে হাতে দিয়ে খোলা॥
আর যেন নাহি লাগে তোমার বাতাস।
ফেলেছি ঘাড়ের বোঝা হয়েছি খালাস॥
একেবারে পড়িয়াছে পীরিতের ভুক।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?

খায়ে কত পড়িয়াছি দাঁতে করে কুটো।
সাঁচ্চা-ধন লুকাইয়ে দেখাইলে ঝুঁটো।
কাঁচাকালে কচি ফল হয়ে গেল ঝুঁটো।
মনের আগুনে জ্বলি বলি তাই ছুটো।
দেখাতেছ নবরাগ বিরাগে কি রাগে ?
দিতেছ আগায় জল গোড়া কেটে আগে ?
রতকের লাভ কোথা উলঙ্গের কাছে ?
কাটা গাছে জল দিয়ে লাভ কিবা আছে ?
আপনি ভেঙেছ মন উপায় কি তার।
ভাঙামন কখনো কি গোড়ে থাকে আর ?
কাটা গোড়া দিয়ে যোড়া কে শিখালে তুক্।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?

কিছুতে না হয় আর মানের বিকার।
মান আর অপমান সমান আমার॥
আছে দেহ নাহি প্রাণ হয়ে আছি শব।
যত তুমি জ্বালাইবে শবে সবে সব।
সবিশেষ পেয়েছি হে প্রেম পরিচয়।
প্রাণ আমি বিষকৃমি বিষে নাই ভয়॥
হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়াছে বিচ্ছেদের বাণ।
সমুদয় সহ্য ক'রে হয়েছি পাষাণ॥
ভোগা মেরে দাগা দিলে সাধের সময়।
জাগা ঘরে চুরি আর এখন কি হয় ?
সমভাবে ভোগ করি সুখ আর দুখ।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?

নিবেছে আমার প্রাণ অদৃষ্টের আলো।
তুমি যাতে ভাল থাকো সেই ভালো ভালো॥
তোমারে বিশেষরূপে বুঝাব কি বোলে ?
স্বভাবের দোষ কভু নাহি যায় যোলে॥
সন্ন্যাসী হইয়া তুমি যদি শেখ যোগ।
তথাচ যাবে না প্রাণ ভুবনাড়া রোগ॥
কোন্‌খানে মন রেখে এখানেতে এলে ?
কাচেতে রতন কেন কাঁচাসোণা ফেলে ?
যাও যাও তার কাছে বাঁধা যার ভাবে।
সে ধনী এ ধ্বনি শুনে প্রমাদ ঘটাবে॥
দেখিয়ে না ও মুখ আর তোমার ও মুখ।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?

ছমাসে নমাসে নাহি পাই দরশন।
হ'লে তুমি রাহুগ্রস্ত চাঁদের মতন॥
বলিবার কথা নয় হায় হায় হায় !
সার্ব্বনাশী সর্ব্বগ্রাসী ব্যবহারে তোমার॥
কেমন গ্রহণ এই একভাবে রও।
রাহুমুখে মুক্ত সদা মুক্ত নাহি হও॥
আমি আছি দিবানিশি এক ধ্যান ধোরে।
মুক্তি দেখে মুক্তি পাই মুক্তিস্নান কোরে॥
আমার কপাল পোড়া দৃষ্টিপোড়া বিষে।
একবার মুক্ত নহ মুক্ত হব কিসে ?
কি জানি কেমন কোরে সে করেছে তুক্।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?

নায়কের উত্তর।

(বাঁকামুখ কবে ?)

বড় যে মধুর ধ্বনি শুনি আজ ধনি !
একেবারে খুলিয়াছ অমৃতের খনি॥
স্বভাবে সমান আছে আমার স্বভাব।
আপনার ভাবে তুমি ভাবিছ অভাব।
সেই আমি সেই আছি আছে সেই ভাব।
একদিন নাহি হয় ভাবের অভাব।
যখন তোমার দেখে যে ভাবের ভাব।
সেই ভাবে ভাব ধরে আমার স্বভাব॥
ভাবিলেই ভাবে হয় ভাবের উদয়।
পুরাতন এক ভাব নূতন তো নয়॥
দেখিলে তোমার ভাব ভাব পাই তবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

রসবতী নাম ধর কোথা সেই রস।
বুঝিতে না পারি প্রাণ সরস বিরস॥
রসের আকরে এসে পাই নাই রস।
সাধ ক'রে এত দিন ছিলাম বিরস॥
কৃপণ তোমার মত কেবা আছে আর ?
গোপন করিয়াছিলে আপন ভাণ্ডার॥
সময়েতে এক ফোঁটা কর নাই দান।
রক্ষে ক'রে রক্ষে কর যক্ষের সমান॥
হয়নি তোমার কাছে রসের ব্যাপার।
কি রসে রসিক হব কি আছে আমার ?
নূতন রসের কথা শুনিতেছি সবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকা মুখ কবে ?

যাহার যেমন ভাব লাভ সে প্রকার।
• সেই সাধ কাঁদিয়া পোহালো কাঁদিয়া গেল [illegible]॥

নিজ ভাবে তুমি প্রাণ সোজা যদি হতে।
সোজা পথে চোলে তবে সোজা কথা কোতে॥
সোজা-ভাব বোঝা প্রাণ সহজেই হয়।
বাঁকা ভাব বাঁকা বড় বুঝিবার নয়॥
ভিতরের ভাব কিছু নাহি যায় বোঝা।
অথচ জানাও তুমি যেন কত সোজা॥
ললনা তোমার কাছে ছলনা কি খাটে?
আমি খাই ভাঁড়ে জল তুমি খাও ঘাটে॥
ছল্ কোরে বল্ কোরে জুটো কথা কবে।
হাসি মুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে?

ভিতর বাহির সদা সমান আমার।
মুখে এক মনে আর স্বভাব তোমার॥
দিয়েছ কথার ভাগা বদনের হাটে।
মুখোমুখি কোরে প্রাণ ও মুখে কি আঁটে?
বচনের বলি হারি হারি হইয়াছে।
সম্মুখে কি যেতে পারি ও মুখের কাছে?
আমার হয়েছে প্রাণ জিতে বিপরীত।
কোঁদল করিয়া সেধে কেঁদে কর জিত?
তোমার কলের আঁখি জলের আধার।
সে জলের মাঝে কত ছলের ব্যাপার॥
কেঁদে যদি জিতে যাও কে পারিবে তবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে?

সকলি আমার দোষ দোষী আমি একা।
তুমি কিছু জান নাকো হতে চাও নেকা॥
ভাজা ভাজা করিতেছ হাড় হলো কালী।
এক হাতে কখনো কি বেজে থাকে তালি?
ভালরূপে জানিয়াছি ভাল ব্যবহার।
মিছে তুমি সতীপানা জানায়ো না আর॥
আমায় কিনেছি আমি চিনেছি তোমারে।
ব্যবহার শিখাইলে বিনা ব্যবহারে॥
মনের গোচর সব আর যত পাপ।
যার মনে যত ছল তার তত পাপ॥
এখন সে সব কথা লুকালে কি হবে?
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে?

কিছুতে নারীর মন নাহি হয় বশ।
রমণীর কাছে নাই পুরুষের যশ॥
আপনি করিয়া চুরি সাধু হয়ে রও।
তোমার জেতের দোষ তুমি বোলে নও॥

সব দিকে বড় নারী স্বভাবে সরলা।
হায় হায়! কামিনীরে কে কহে অবলা॥
মাখিয়া মধুর ছিটে মুখের উপরে।
নাকে কেঁদে কথা কোয়ে মাথা খুঁড়ে মরে
পেটের ভিতরে বিষ নাহি জানে কেউ।
নিরন্তর খেলিতেছে সাগরের ঢেউ॥
দেখে দেখে ঠেকে শিখে রয়েছি নীরবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে?

যদি কেউ গুণে থাকে সাগরের ঢেউ।
পৃথিবীর সীমা যদি পেয়ে থাকে কেউ॥
যদি কেউ ক'রে থাকে বাতাস বন্ধন।
যদি কেউ ক'রে থাকে আকাশ খণ্ডন॥
নিরূপণ যদি করে আকাশের তারা।
নিরূপণ যদি করে জলদের ধারা॥
এইরূপে যার চেয়ে যোগ্য আর নেই।
নারীভাব-নিরূপণে পরাভব সেই॥
এমন কি আছে কেউ রমণীরমণ?
স্থিরভাবে সে পেয়েছে রমণীর মন?
তোমার স্বভাবে প্রাণ নিকটে কে রবে?
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে?

মনের ভিতরে যার গরিমা-গরল?
সে নারী কেমনে হবে স্বভাবে সরল?
দাসখত লিখে দিয়ে পড়ে যদি পায়।
তথাচ নারীর মন পুরুষে কি পায়?
শিকের উপরে কথা মন আছে তোলা।
কৌশলে কহিছে কথা মনভোলা ভোলা॥
তোলামনে কহিতেছ কত মনভোলা॥
কিসে হবে খোলামন কিসে হবে ভোলা?
ঝোলাঝুলি কোরে কত লুটিয়াছি তুমি।
একদিন খোলাখুলি করিলে না তুমি॥
অধর্ম্মের কথা কোলে ধর্ম্মে নাহি সবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে?

রাগ দ্বেষ অভিমান আর অহঙ্কার।
এখনো রয়েছে যারা শরীরে তোমার॥
সকলেই বলবান্ খাটো কেহ নয়।
সকল সময়ে তারা করিছে প্রলয়॥
ছলনা চাতুরী আর কপটতা তার।
প্রকাশে তোমার মনে প্রবল প্রকার॥

যতপি যৌবন-কাল বিদায় হয়েছে।
তথাচ সে ঠাটখানি বজায় রয়েছে॥
আছে সেই সমুদায় পূর্ব্বকার ভাব।
ফেরেনি ঠমক্ ঠাট ফেরেনি স্বভাব॥
তাদেরে জিজ্ঞাসা কর সাক্ষী দেবে সবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ করে?

এখন এ অহঙ্কার দেখাতেছ কারে?
আপনার দোষে তুমি গেলে ছারেখারে॥
মনে কর কি করেছ যৌবনসময়।
সে দিনের কথা সে তো বহুদিন নয়॥
যৌবনের গরবেতে গরবিণী হয়ে।
সাপিনীর সম ছিলে ফোঁস-ফাঁস্ লয়ে॥
ঠিকুরে ঠিকুরে উঠে ঠ্যাকারে ঠ্যাকারে।
কত দিন কত কথা বলেছ আমারে॥
মধুমুখে বঁধু বোলে তোষনি আমায়।
রজনীতে শুধুমুখে দিয়েছ বিদায়॥
মরি কিছু জান নাকো তবে তবে তবে
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ করে?

ছুতো-নতা খুঁজে খুঁজে কাল হলো গত।
একখানা নিয়ে কর ব্যাক্খানা কত॥
না এলে তো রক্ষা নাই কত কথা উঠে।
মেদিনী ফাটিয়া যায় বকুনীর চোটে॥
বকুনী তখনি গেলে পেতাম নিস্তার।
মুখ দিয়ে পোকা পড়ে থামে নাকো আর॥
সাতপাড়া ছুটে ছুটে কর তোল্‌পাড়।
পোড়াও আপন দোষে আপনার হাড়॥
যামিনীতে যে সময়ে নিদ্রা যাও প্রিয়ে।
তখন কোঁদল রাখো ধামা চাপা দিয়ে॥
উচ্চ হয়ে কুচ্ছ গেয়ে তুচ্ছ কর যবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ করে?

এলে পরে ঘর হতে আমায় দেখিয়া।
ঢুকিয়া ঘরের কোণে বোসে থাক গিয়া॥
সাধ কোরে কর তুমি মিছে অভিমান।
বসনেতে ঢেকে রাখো বঙ্কিম-বয়ান॥
আশা কোরে আসি আমি তুমি মর মিবে।
এসে যদি আশা যায় আসা যায় কিসে?
কলহের কল্পতরু বটে তুমি বটে।
পেয়েছি বাক্যফল কত তোমার নিকটে॥

ছাঁদো ছাঁদো কথা শুনে মনের অসুখে।
কেবল গিয়েছি ফিরে কাঁদো কাঁদো মুখে॥
কথায় ধমকে প্রাণ কেঁদে ওঠে শবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ করে?

মুখের বচন নয় সুখের প্রণয়।
দুজন সুজন হ'লে তবে প্রেম রয়॥
প্রণয়িনী নাম নাই প্রণয় তোমার।
পরিহার করিয়াছ প্রেম-হেমহার॥
আপনি বিচ্ছেদ ক'রে ঘুচালে প্রণয়।
এখন দেখাও কারে বিচ্ছেদের ভয়?
আমার স্বভাব নয় তোমার মতন।
কেনা হয়ে থাকি তার যে করে যতন॥
সরল হইলে সাপ বুকে তারে ধরি।
তার মুখে মুখ দিয়া বিষ পান করি॥
যে হয় দুখের দুখী দুখ সেই লবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ করে?

হাসি হাসি মুখখানি দেখিছ আমার।
হাসির ভিতরে আছে হাসির ব্যাপার॥
মনেতে রোদন কোরে দুঃখনীরে ভাসি।
এ যে হাসি হাসি নয় চড়কীর হাসি॥
নব ভাবে কেন দিব নব পরিচয়?
এই ভাব তব ভাব নবভাব নয়॥
গরবের ধন ছিল যৌবন তোমার।
সে ধন ফুরায়ে গেল কিছু নাই আর॥
সময়েতে করিলে না প্রিয় ব্যবহার।
এখন ধরেছ তাব কিরূপ প্রকার?
মন তার সমুদায় পরিচয় লবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ করে?

হাতে কোরে একদিন করিলে না দানে।
বচনেতে একদিন রাখিলে না মান॥
বিফলে বৃথায় গেল সাধের যৌবন।
এইরূপে নষ্ট হয় কৃপণের ধন॥
এলো না যৌবন-ধন আমার ব্যাভারে।
চুপি চুপি যদি কিছু দিয়ে থাকো কারে॥
সে বিষয় নহে প্রাণ আমার গোচর।
তুমি জান ধর্ম্ম জানে জানেন ঈশ্বর॥
আমার ভোগের ধন হলো না আমার।
এরা চেয়ে মনোদুঃখ কিছু নাই আর॥

সুধা দিয়ে সুধালে না কুধা ছিল যবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ করে?

মাথার ঘায়েতে তুমি হয়েছ পাগল।
দায়ে পোড়ে গায়ে পোড়ে করিছ কোঁদল।
ঢোল মেরে গোল কোরে ছাড়িতেছ বোল।
গোলেমালে আমি কেন দিব হরিবোল?
হরিবোল বলিবার সময় এই বটে।
পরিণামে হরিনাম শাস্ত্রে এই রটে।
সে তো বড় সোজা নয় কঠিন ব্যাপার।
মোচন করিতে হয় মনের বিকার॥
পর-প্রেম-পীযূষের স্বাদ যেই পায়।
সার ফেলে ছার প্রেম সে কি আর চায়?
হাবাতের কপালেতে সে সুখ কি হবে?
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ করে?

(মনের খেদ মনেই আমার)

হরি হরি মরি মরি করি বিবেচনা।
হায় হায় বিধাতার এ কি বিড়ম্বনা।
সুধাময় সরলতা-ভাব নাহি ধরে।
যুবতী যৌবন-মদে অভিমানে মরে॥
ভাবে মনে যৌবনের হবে না সংহার।
কপালের কর্ত্তব্য যাহা করে না বিচার।
আহা আহা কারে কব মনের এ ধোঁকা।
পাহপাকা খাস্ আঁবে ধরিয়াছে পোকা।
সাট্ মেরে কাঠ হয়ে করে কত ঠাট।
ভোলে না প্রেমীর প্রেমে খোলে না কপাট॥
সময়েতে নাহি করে প্রিয় ব্যবহার।
রহিল মনের খেদ মনেই আমার।
কারে বলি আর বল কারে বলি আর?
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥

যত দিন থাকে তার যৌবনের রস।
তত দিন দিন নাহি হয় পুরুষের বশ॥
রসবোধ নাহি হয় রসের সময়।
সরস অন্তরে কভু করে না প্রণয়।
তখন তাহার মন এমনি কঠিন।
কোনমতে নাহি হয় প্রেমের অধীন।
যুবতী যৌবনে যদি পীরিতি জানিত।
পুরুষের মনে তবে কি সুখ হইত!
সে সুখ কেমন সুখ জানাব কি বোলে?
যেতেম আপন ভাবে আপনিই গোলে।
বুকের বিষয় নহে মুখে বলিবার।
রহিল মনের খেদ মনেই আমার।

যৌবন-জলধি-জল শুকায় যখন।
তখন সরল হয় রমণীর মন।
সময়ে এ ভাব হ'লে হইত যেমন।
অসময়ে ততখানি হয় কি তেমন?
স্বভাবের দোষ এই দোষ দিব কার?
রহিল মনের খেদ মনেই আমার।
কারে বলি আর বল কারে বলি আর?
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥

কহিলাম যত কথা হয় কি না হয়।
মনে মনে বুঝে দেখ মিছে কিছু নয়॥
বল বল যত পারো বোলে লও রাগে।
তোমার ভূতের ঢেলা গায়ে নাহি লাগে।
আমার সকল কথা ফুরাইল প্রিয়ে।
মিছে কেন চড় খাই ষাঁড় ঘেঁটাইয়ে?
এখনো হলো না প্রাণ সরস প্রণয়।
সমান স্বভাবে গেল সকল সময়॥
আর ছার পীরিতের সাধ কিছু নাই।
ঈশ্বর জুড়ান যদি তবেই জুড়াই।
গুপ্ত প্রেম গুপ্ত থাক ফুটিবে না আর।
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥
কারে বলি আর বল কারে বলি আর?
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥

যুদ্ধ-বিষয়ক।

শিখযুদ্ধে ইংরেজের জয়।

গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়,
শতদ্রু পার হ'ল শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥

কালগুণে বিপরীত বুঝিবার ভ্রম।
এসেছিল শিখ সব করিয়া বিক্রম।
বামনের অভিলাষ ধরিবেক শশী।
ঊর্দ্ধভাগে হস্ত তুলে ভূমিতলে বসি॥
ভুবঙ্গের খরগতি খর করে শক।
বাসুকি করিতে বধ বাঞ্ছা করে বক॥
কাকের কোকিল-রবে লজ্জা নাহি হয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতদ্রুপার হ'ল শিখ সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥

পাঞ্জাবীয় শিখদের আশা ছিল মনে।
ব্রিটিস বিনাশ করি জয়ী হব রণে॥
সমুদয় অস্ত্র লয়ে হয়ে অগ্রসর।
করিল শিবিরে আসি সম্মুখ-সমর॥
প্রথমে মঙ্গল পেয়ে মঙ্গল-সাধন।
দঙ্গল বাঁধিয়া করে ঘোরতর রণ।
বাঁকে এসে কাটে বুক মুখ শুষ্ক হয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতদ্রু পার হ'ল শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়।

আমাদের সেনাদের বাহুবল বাড়ে।
বিকট বদনে ঘোর সিংহনাদ ছাড়ে।
বেঁধে হোপ ক'রে কোপ দিলে তোপ দেগে।
নাহি রব পরাভব গেল সব ভেগে।
যত দল হতবল প্রতিফল পেলে।
রেজিমেণ্ট করে সেণ্ট তাঁবু টেণ্ট ফে'লে॥
দেষ ছেড়ে দেশে গিয়া মানে পরাজয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতদ্রু পার হ'ল শিখ সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়।

বিপক্ষের বড় বড় সরদার যারা।
সিদ্ধিপানে শুদ্ধি পায় বল-বুদ্ধিহারা॥
লাহোরে রাণীর কাছে অধোমুখে থাকে।
ঘোর দুর্গে ঢুকে দুর্গে দুর্গে ব'লে ডাকে॥
বিক্রমেতে সিংহসম শিখ সিংহ যত।
আমাদের কাছে সব শৃগালের মত॥
'নাকে খত যুদ্ধে বাবা' পরস্পর কয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়।
শতদ্রু পার হ'ল শিখ সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥

রণভূমি ছেড়ে যায় দ্রুত চাঁপদেড়ে।
গুলী গোলা অস্ত্র তোপ সব লয় কেড়ে॥
মাথার পাগড়ী উড়ে পড়ে নদীকূলে।
বুদ্ধিলোপ দাড়ি-গোঁপ সব যায় ঝুলে॥
চড়াচড় মারে চড় সিকারের দলে।
ধড়ফড় ক'রে ধড় পড়ে ধরাতলে॥
পুনর্ব্বার উঠিবার শক্তি নাহি হয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়।
শতদ্রু পার হ'ল শিখ সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়।

ভাগিয়াছে শত্রু সব লাগিয়াছে ধূম।
লুঠিতে লাহোর দেন হেনরি হুকুম।
প্রাণপণ হৃষ্টমন সেনাগণ সাজে।
মহাজাঁক ঘন হাঁক জয়ঢাক বাজে॥
শিখদেশ হয় শেষ রণবেশ ধরে।
চলে দল ধরাতল টলমল করে॥
ধরাধর কেঁপে উঠে ধরা নাহি রয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতদ্রু পার হ'ল শিখ সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়।

এ দেশের প্রজা সব ঐক্য হয়ে সুখে।
রাজার মঙ্গল-গীত গান কর মুখে ॥
ধন্য চীফ কমাণ্ডার ধন্য দেও লর্ডে।
ইংরাজের র‍্যাঙ্ক বাড়ে থ্যাঙ্ক দেও গডে ॥
গণ্য বটে সৈন্যগণ ধন্য দেও তায়।
লর্ডের রহিল মান গডের কৃপায় ॥
সদয় সমরকল্পে বিভু দয়াময়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয় ॥
শতদ্রু পার হ'ল শত্রু সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয় ॥

দ্বিতীয় যুদ্ধ।

ভারতের অবোধ দুর্ব্বল লোক যতগ
ডা'ল ভাত মাছ খেয়ে নিদ্রা যাবে কত ?
পেটে খেলে পিটে সয় এই বাক্য ধর।
রাজার সাহায্য হেতু রণসজ্জা কর ॥
লাহোরের শিখ-সেনা শক্ত অতিশয়।
এখন আলস্য করা সমুচিত নয় ॥
কেহ খড়্গ কেহ ঢাল কেহ যষ্টি লও।
যাহার যেমন সাধ্য সেইরূপ হও ॥
করিতে তুমুল যুদ্ধ আমাদের সনে।
লাহোরীয় প্রতাপপুঞ্জ সাজিয়াছে রণে ॥
আমরা তাদের সঙ্গে রোকে রোকে রুকে।
দাড়ি ধ'রে দিব টান বাড়ী মেরে বুকে ॥
অধিকার যদি পাই শিখদের ক্ষিতি।
আমাদের প্রতি হবে ভূপতির প্রীতি ॥
সাহসে করিবে যুদ্ধ যত বুদ্ধি ঘটে।
কোন ক্রমে নাহি যাবে গোলার নিকটে ॥
অকর্ম্মণ্য শক্তিশূন্য আফিসর যাঁরা।
ডাক পেয়ে ডাকযোগে যুদ্ধে যান তাঁরা ॥
শিরে বাধ বিবদল মুখে বল হরি।
সঙ্গে সঙ্গে চল সব শুভযাত্রা করি ॥
গায়ে দেহ চাপকান পায়ে চটি জুতি।
মাথায় পাগড়ী বাঁধি পর শাদা ধুতি ॥
দোবজা দোছট করি চোট্ কর মনে।
হোঁচট না খাও যেন ঘোরতর রণে ॥
সাহেবের অগ্রভাগে যেয়ো নাক রুকে।
চোট্ চাট্ কাট্ কাট্ মারসাট মুখে ॥

মুদকির যুদ্ধ।

চেগেছে বিষম যুদ্ধ শিখগণ সঙ্গে।
মেগেছে ইংরাজ লোক রণরস-রঙ্গে ॥
সেজেছে অগণ্য সৈন্য কি কব বিস্তার।
বেজেছে জয়ের ডঙ্কা নাহিক নিস্তার ॥
বেড়েছে ব্রিটিস সেনা সংখ্যা শত শত।
ছেড়েছে প্রাণের মায়া যুদ্ধে হয়ে রত ॥
যেয়েছে সমরস্থল লয়ে নিজ দল।
সেরেছে এবার শিখে হইয়া প্রবল ॥
মেরেছে বিপক্ষগণে মুদকির রণে।
হেরেছে সকল শত্রু গোরাদের সনে ॥
ভেগেছে সম্মুখযুদ্ধে নদী পার হয়ে।
মেগেছে আশ্রয় পুনঃ মিত্রভাব লয়ে
হয়েছে সমূহ শিখ সমরে সংহার।
বয়েছে চক্ষের যোগে বক্ষে বারিধার ॥
লয়েছে দুঃখের ভার শিরোপরে কত।
রয়েছে প্রমাণ তার তোপ এক শত ॥
ধরেছে ইংরাজ সেনা মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
পরেছে করাল বস্ত্র অস্ত্রযুক্ত কর ॥
বলিছে বদনে শুদ্ধ মার মার ধ্বনি।
চলিছে সমরে সবে টলিছে ধরণী ॥
ছলিছে ছলনা করি বিপক্ষের দল।
ফলিছে ব্রিটিসবৃক্ষে জয়যুক্ত ফল ॥

শিখযুদ্ধ।

শিখ সব এসেছিল, খল খল হেসেছিল,
নেচেছিল সেনা শত শত।
কটুভাব ভেবেছিল, বল করি ঠেসেছিল,
শেসেছিল অভিলাষমত।
শিবিরেতে এয়েছিল, ঝাঁকে ঝাঁকে ধেয়েছিল,
ছেয়েছিল সমরের স্থল।
অধিকার চেয়েছিল, রুধিরেতে নেয়েছিল,
পেয়েছিল হাতে হাতে ফল ॥
জোট দিতে পেরেছিল, প্রায় সব সেরেছিল,
জেরেছিল অগ্নিবরিষণে।
কোপ করি খেয়েছিল, ক'সে তোপ মেরেছিল,
হেরেছিল গোরা সব রণে।
বহুসৈন্য লয়েছিল, গুলী গোলা বয়েছিল,
হয়েছিল পূর্ব্বপারবাসী।

যত যুথা করেছিল, আমাদের সয়েছিল,
রয়েছিল সম্মুখেতে আসি।
কালবেশ ধরেছিল, প্রাণপুঞ্জ হয়েছিল,
করেছিল ভয়ানক গতি।
বহুলোক মরেছিল, চক্ষে জল ঝরেছিল,
মরেছিল বহু সেনাপতি॥
যত চাপ দেড়ে ছিল, দাড়ী গোঁপ নেড়েছিল,
বড় বড় ধেড়ে ছিল সাতে।
ভাল আড্ডা গেড়েছিল, রণভূমি ফেঁড়েছিল,
যেড়েছিল বারুদ তাহাতে॥
বড় জাঁক বেড়েছিল, বড় হাঁক ছেড়েছিল,
ঝেড়েছিল গুলীগোলা আগে।
গোরা শেষ চেতেছিল, ভূমিতলে পেতেছিল,
তেড়েছিল অতিশয় রাগে॥
শ্বেত সৈন্য রেগেছিল, জোরে তোপ দেগেছিল,
তেগেছিল বিপক্ষের বুকে।
গায়ে গোলা লেগেছিল, শিখ সব ভেগেছিল,
মেগেছিল পারজয় মুখে॥
যারা সব যুঝে ছিল, ব্যূহমধ্যে ঢুকেছিল,
বুকে ছিল কামানের জোর।
রোকে রোকে রুকেছিল, হাতে হাতে ঠুকেছিল,
ঝুঁকেছিল লুঠিতে লাহোর॥
কোপে গুলী ছুড়েছিল, তোপে ধূলি উড়েছিল,
জুড়েছিল আকাশ-পাতাল।
শিখমুণ্ড উড়েছিল, দাড়ী গোঁপ পুড়েছিল,
খুড়েছিল ধরি তরবাল॥
শত্রুদল হটেছিল দেশে দেশে রটেছিল,
চোটেছিল মহিষীর মন।
দুঃখে বুক ফেটেছিল, নাক কাণ কেটেছিল
এঁটেছিল করিয়া শাসন॥

ফিরোজপুর যুদ্ধে জয়।

থ্যাঙ্ক লাড, ধন্য তুমি, ফিরোজপুরের ভূমি,
শিখ-রক্তে প্রবাহিত নদী।
এক যুদ্ধে এ প্রকার, না জানি কি হ'ত আর,
দুই যুদ্ধ প্রাপ্ত হ'তে যদি॥
যুদ্ধে যুদ্ধে আপনার, সমতুল্য কোথা আর,
মহিমার নাহি হয় শেষ।
ডিউকের হয়ে পার্টি, বধ করি বোনাপার্টি,
রেখেছিলে ব্রিটেনের দেশ॥
তুলনা তোমার কাছে, তুল্য গুণ কার আছে,
বাহুবল বুদ্ধিবল ধরে।
প্রতিজ্ঞা মনের প্রিয়া, সাহসে সফল ক্রিয়া,
চতুর্দ্দিগে দেশ রক্ষা করে॥
ধিক্ ধিক্ শিখপক্ষ, কিসে হবে প্রতিপক্ষ,
কোনরূপে লক্ষণীয় নয়।
যুদ্ধ করি উপলক্ষ, এসেছিল কত লক্ষ,
লক্ষ্য মাত্রে গেল সমুদয়॥
না জেনে বিশেষ হেতু, বান্ধিল নৌকার সেতু,
কালকেতু ধূমকেতু শিখ।
বলহীন হয়ে শেষে, ঢুকিয়া আপন দেশে,
আপনার যুদ্ধে দেয় ধিক্॥
আমাদের সেনা সব, মেরে সবে করে শব,
ছেড়ে রব দিলে সব তেড়ে।
গুলি গোলা নিলে কেড়ে, যত ব্যাটা চাপাদেড়ে,
পলাইল পূর্ব্বপার ছেড়ে॥
গোরা সব রাগে রাগে, জোর করি তোপ দাগে,
কামানের আগে যায় উড়ে।
ক'রে কোপ বুদ্ধিলোপ, মিছে তোপ খেয়ে তোপ,
দাড়ী গোঁপ সব গেল পুড়ে॥
শিখ শত্রু পরাভব, মুখে আর নাহি রব,
সুখী সব ব্রিটিসের জয়ে।
সকল হইল ফুট, গো টু হেল ড্যাম হুট,
ফেলে উট দিলে ছুট ভয়ে॥
হুড় হুড় হুড় হুড়, দুড় দুড় দুড় দুড়,
গুড় গুড় গুড় গুড় গুম।
কড় কড় চড় চড়, ঘড় ঘড় ফড় ফড়,
হড় হড় দড় দড় দুম॥
গাড়া গাড়া গুম গুম, ভাগা ভাগা ভুম ভুম,
গুম গুম জয়ঢাক বাজে।
ভঁভঁ ভঁভঁ ভম্ ভম্, পম্ পম্ পম্ পম্,
ভম্ ভম্ ভেরী রাগ ভাঁজে।
ফায়ের ফায়ের ফুট, ফাই ফাই ভুট হুট,
ড্যাম ড্যাম গোরাগণ ডাকে।
* * কাঁহা বাগা, আবি তেরা শের লেগা,
সেফায়েরা এই রব হাঁকে॥
যুদ্ধের বিষম ধূম, গগনে উঠিল ধূম,
ঘুম নাই নয়ন-নিকটে।
ঘুচিল শিখের শঙ্কা, বাজিল বিজয়-ডঙ্কা,
লড়াজরী কাণ্ড ভাই ঘটে।
ঘটায় ছটায় চলে, ভটায় কটায় বলে,
ঘটিয়াছে চাটীর অসাধ্য।

করে চোট দিয়ে জোট, ধর চোট নিলে কোট,
শিখ গোট গেল রসাতল ।
জোরজার শোরসার, ঘোরঘার ফেরফার,
নাহি আর বিপক্ষের দলে ।
শ্বেতসৈন্য সবাকার, বৃদ্ধি হলো অহঙ্কার,
বার বার মার মার বলে ।
ধন্য লর্ড গবর্ণর, ধন্য চীফ কমেণ্ডর,
ধন্য ধন্য অন্য সেনাপতি ।
ধন্য ধন্য সৈন্য সব, ধন্য ধন্য ধন্য রব,
ধন্য ধন্য ব্রিটিসের পতি ।
শত্রুচয় পেয়ে ভয়, রণে হয় পরাজয়,
সমুদয় হ'লে ছারখার ।
শতদ্রু-সলিল-অঙ্গে, রুধির-তরঙ্গ রঙ্গে,
বিভূষিত শিখ-বহার ॥
স্রোতে সব শব ভাসে, বাতাসে পুলিনে আসে,
কি কহিব ভয়ানক কথা ।
গৃহপাল ফেরুপাল, শকুনি গৃধিনীজাল,
শবাহারে সব হারে তথা ॥
আজ্ঞা পেয়ে আপনার, হ'ল সব নদী পার,
অধিকার করিতে লাহোর ।
বিপক্ষের ঘোর দুর্গ, লুঠিল সকল দুর্গ,
ব্রিটিসের ভাগ্য বড় জোর ॥
মহারাণী শিখেশ্বরী, শিশু সুত ক্রোড়ে করি,
দারুণ দুঃখিত অহরহ ।
নানক বাবার ঘরে, এই অভিলাষ করে,
সন্ধি হোক ইংরাজের সহ ॥
নিজে তেজ অতি হেজ, কিসে তার এত তেজ,
গন্ধহীন গোলাব সে কাঠ ।
কোন্ তুচ্ছ রণজোর, নহে তার রণ জোর,
মিছামিছি করে মালসাট ॥
ক'রে লাল চক্ষু লাল, ঠুকে তাল ধরে ঢাল,
সেনাজাল এনেছিল রণে ।
ইশিখের ছেড়ে যুদ্ধ, নিজ পক্ষ করি রুদ্ধ,
পলাইল ভয় পেয়ে মনে ।
লাহোরের দরবার, আশু হবে অধিকার,
দেখি তার অনুষ্ঠান নানা ।
এবিল ইংলিস যত, ডেবিল করিয়া হত,
টেবিল পাতিয়া খাবে খানা ॥
চারিদিকে সৈনাগণ, মধ্যভাগে চ্যাপিলন,
সরমন্ পড়িবেন জোরে ।
বন্ধেক গোরার ক্লাস, ধরিয়া সেরির গ্লাস,
কহিবেক হিপ হিপ হুরে ।

হে, গব, নর । মানব, বর ।
রণ স, ম্বর । বচন, ধর ॥
ব্রিটিস, গণে । অভয়, মনে ।
শিখের সনে । সেজেছে, রণে ।
লাহোরা, ধিপ । শিশু দ, লিপ ।
তার স, মীপ । সমর, দীপ ॥
ধনের, আশ । করি প্র, কাশ ।
প্রাণী বি, নাশ । দয়া না, বাস ॥
স্বরূপ, বটে । সকলে রটে ।
শতদ্রু, তটে । পাছে কি ঘটে ।
তোমার, কার্য্য । নহে নি, বার্য্য ।
পাইবে, ধার্য্য । শিখের রাজ্য ।
না হয়, ভঙ্গ । রণত, রঙ্গ ।
শোণিত, রঙ্গ । শোভিত, অঙ্গ
দেখিয়া, রীতি । ভাসিবে, ক্ষিতি ।
ধনের, প্রতি । এত কি, প্রীতি ॥
সমর, স্থলে । কামান, কলে ।
বিপক্ষ, দলে । বধিবে, বলে ॥
শিখের পাপে । তোমার, দাপে ।
রণ প্র, তাপে । অবনী, কাঁপে ॥
বিকট, বেশে । রুধিরে ভেসে ।
লাহোর, দেশে । কি হবে, শেষে ।
শিখ ভূ, পাল । দুখের, খাল ।
তারে কি, কাল । যাতনা, জাল ॥
হে গুণ, নিধি । বিফল নিধি
এ নহে, বিধি, বিদিত, বিধি ॥
করুণা, কর । করুণা, কর ।
রণ না, কর । সমর, হর ॥

নানা সাহেব ।

নানার কি নানাকেলে, আজো আছে ধন ?
নানার কি নানাকেলে, আজো আছে জন ?
নানার কি নানাকেলে, আজো আছে মন ?
নানার কি নানাকেলে, আজো আছে পণ ?
নানার কি নানাকেলে, আজো আছে ডাক ?
নানার কি নানাকেলে, আজো আছে জাঁক ?
প্রকাশিছে পাপপন্থা, হয়ে পন্থী "চুচু"
'চ' মারিতে জানে শুধু, ঘটে তার "চুচু" ।
নানা পাপে পটু নানা, নাহি শুনে না, না ।
অধর্ম্মের অন্ধকারে হইয়াছে কাণা ।

ন-জোরে ভাল তুমি, ঘটালে প্রমাদ।
আগেতে দেখেছ ঘুঘু, শেষে দেখ ফাঁদ।

কাণপুরের যুদ্ধে জয়।

বাজী রাও পাসা যিনি,
বাজী রাও পাসা যিনি, সাধু তিনি,
মান্য নানা মতে।
মহারাষ্ট্র, মহা রাষ্ট্র, পূজ্য এ জগতে॥
ছেড়ে সে নিজ দেশ,
ছেড়ে সে নিজ দেশ, রাজবেশ,
বাঁচিবার তরে।
আত্ম-সমর্পণ করে, ব্রিটিসের করে।
হয়ে সে পুত্রহত,
হয়ে সে পুত্রহত, ক্রমাগত,
করে কত দান।
আঁটকুড়ো কপালে তবু, হ'লনা সন্তান।
কোথাকার মহাপাপ,
কোথাকার মহাপাপ, বলে বাপ,
পুত্র হ'ল 'নানা'।
কাকের বাসায় যথা, কোকিলের ছানা।
সেটা ত পুষ্যি এঁড়ে,
সেটা ত পুষ্যি এঁড়ে, দস্যি ভেড়ে,
নস্তি কর তারে।
উঠে ধানে পত্তি যেন, না করিতে পারে।
নানা কি নানাকেলে,
নানা কি নানাকেলে, রাজ্য পেলে,
ভাইতে এত জারি?
যাহা ইচ্ছা, তাহা করে, হয়ে স্বেচ্ছাচারী॥
হ'লে সে পাসার ছেলে,
হ'লে সে পাসার ছেলে, চাষার ঢেলে,
কেন তবে চলে?
হয়ে কাল, ব্রামা, বাল নাশে নানা ছলে॥
হ'ল সে হ'লই হিন্দু,
হ'ল সে হ'লই হিন্দু, দোষের সিন্ধু,
দেবানলে দহে।
গলে দোলে পাপের সূত্র, বাপের পুত্র নহে।
সেটা তো একা নয়,
সেটা ত একা নয়, ছয়গুণময়,
ভাই তার তোলা।
[illegible]

বড় সে ধূর্ত্ত হাঁদা,
বড় সে ধূর্ত্ত হাঁদা, কেরে গাধা
বড় দাদার হিতে।
"একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব তার মিতে"॥
জুটেছে সমান ছুটো,
জুটেছে সমান ছুটো, দাঁতে কুটো,
কর্ত্তে হবে শেষে।
গলে দড়ী খেলে ছুড়ি, ফিরবে দেশে দেশে॥
কোথাকার হরির খুড়ো,
কোথাকার হরির খুড়ো, মেরে হুড়ো,
গুঁড়ো ক'রে দেহ।
বংশে যেন বাতী দিতে, নাহি থাকে কেহ॥
তারা, যে পন্থী ঢঢ়,
তারা, যে পন্থী ঢঢ়, ঘরে ঢঢ়,
গেল ছারেখারে।
হাড়ে মাটী, ঘাড়ে দূর্ব্বা হ'ল একেবারে।
বিঠুরে আর কি আছে?
বিঠুরে আর কি আছে, নানার কাছে,
নাইক কাণাকড়ি।
অতঃপরে অন্নাভাবে যাবে গড়াগড়ি।
ছিল যার বস্তু যত,
ছিল যার বস্তু যত, ক্রমাগত,
গোরা নিলে লুঠে।
কোঁৎকা খেয়ে, হোঁৎকা এঁড়ে, হাম্বা ব'লে ছুটে।
হয়েছে হতভোম্বা,
হয়েছে হতভোম্বা, অষ্টরম্ভা,
নাহি মাত্র চাকি।
সবে কলির সন্ধ্যা এই, কত আছে বাকি।
করেছে যেমন মতি,
করেছে যেমন মতি, তেমনি গতি,
শাস্তি আঁতে আঁতে।
অধর্ম্ম-বৃক্ষের ফল ফলে হাতে হাতে।
ছেড়ে দেও বামুন ব'লে,
ছেড়ে দেও বামুন ব'লে, টোলে টোলে,
ধরি পদতলে।
খাবড়া মেরে হাবড়া পথে, চালান দেহ জলে।
যদি ভাই আমরা ছাড়ি,
যদি ভাই আমরা ছাড়ি, মাড়ামাড়ি,
করবে গোরা সবে।
বামুনে গোহত্যা ভয়, কে শুনেছে কবে?
নানা, না, পাপী নানা,
নানা' না, পাপী নানা, কালো নানা।

কয়ো না রে কেহ।
যথা তথা নানা-কথা, ছেড়ে সবে দেহ
লেখনী থাকো থেমে,
লেখনী থাকো থেমে, নিত্য প্রেমে,
মত্ত হ'তে হবে।
কুমার সিংহের কথা, লিখি কিছু তবে॥
সেটা তো কতক ভাল,
সেটা ত কতক ভালো, ধর্ম্ম-আলো,
কিছু আছে ঘটে।
নারীহত্যা শিশুহত্যা, করেনিক বটে॥
তবু ত অত্যাচারী,
তবু ত অত্যাচারী, হত্যাকারী,
বোল্‌তে তারে হবে।
রাজদ্বেষী মহাপাপী, কবেই কবে সবে।
হয়ে সে রাজ্য-ছাড়া,
হয়ে সে রাজ্য ছাড়া, লক্ষীছাড়া,
রক্ষা কিসে পাবে?
কর্ম্মদোষে ধর্ম্ম-দোষে, অধঃপাতে যাবে।
ছোট তার সিংহ, অমর,
ছোট তার সিংহ অমর, সে কি অমর?
গুমর করে কিসে?
চামর হয়ে কোমর বেঁধে, সমর করে কিসে?
হবে তার মুখের মত,
হবে তার মুখের মত, গোরা যত,
শাস্তি দেবে ক'সে।
এক চাপড়ে অস্ত যাবে, দন্ত যাবে খ'সে?
মেতেছে মান সিং,
মেতেছে মান সিং, নেড়ে শিং,
কিং হবে ব'লে।
কুর্ত্ত হয়ে ধূর্ত্ত যান, অভিমানে গোলে।
হবে শেষ মানসিংহ,
হবে শেষ মানসিংহ, গ্রাম সিংহ,
বনে বনে থেকে।
হুক্কা হুয়ে ম'রে যাবে, ঘেই ঘেই ডেকে।
থেকে সে অনুগত,
থেকে সে অনুগত, পাপে রত,
বুদ্ধি-দোষে মরে।
খানা কেটে লোণা জল, চুকাইল ঘরে।
এই ভাই বড় মজা,
এই ভাই বড় মজা, হয়ে অজা,
বাঘের মুখে চরে।
পিপীড়া ধরেছে ডানা, মরিবার তরে॥

হাদে কি শুনি বাণী?
হাদে কি শুনি বাণী, ঝাঁসির রাণী,
ঠোঁটকাটা কাকী।
মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে, সাজিয়াছে নাকি?
নানা তার ঘরের ঢেঁকি,
নানা তার ঘরের ঢেঁকি, মাগী খেঁকী,
গোয়ালের দলে।
এত দিনে ধনে জনে, যাবে রসাতলে॥
হয়ে শেষ নানার নানী,
হয়ে শেষ নানার নানী, মরে রাণী,
দে'খে বুক ফাটে।
কোম্পানীর মুলুকে কি, বর্গিগিরী খাটে?
বড় সব ধেড়ে ধেড়ে,
বড় সব ধেড়ে ধেড়ে, ছাগলদেড়ে,
নেড়ে পানে রুকে।
চ'ড়ে ঘাড়ে ক'সে দেও, হাড়ে হাড়ে ঠুকে।
পশ্চিমে মিয়া মোল্লা,
পশ্চিমে মিয়া মোল্লা, কাচাখোল্লা,
তোবাতাল্লা ব'লে।
কোপে প'ড়ে, তোপে উড়ে, যাবে যম জ'লে॥
কেবলি মর্জ্জি ভেড়া,
কেবলি মর্জ্জি ভেড়া, কাজে ভেড়া,
নেড়া মাথা যত।
নরাধম নীচ নাই, নেড়েদের মত॥
যেন ঝাল লঙ্কা পোড়া,
যেন ঝাল লঙ্কা পোড়া, আগা গোড়া,
নষ্টামীতে ভরা।
টেনি প'রে চটে ব'সে, ধরা দেখে সরা।
তারা ত হয়ে ঢেঁড়া,
তারা ত হয়ে ঢেঁড়া, যেন ঘোড়া,
দিতে এলো টক্ক।
একরত্তি বিষ নাইক, কুলোপানা চক্ক॥
সাজ রে যত গোরা,
সাজ রে যত গোরা, মেরে হোরা,
তেড়ে ধরো নেড়ে।
তক্ত লুটে শক্ত হয়ে রক্ত খাও কেড়ে।
যত পাও, খেয়ে সেরি,
যত পাও খেয়ে সেরি, হয়ে মেরি,
পাত্র হাতে ধ'রে।
মেচে নেচে মুখে বল, "হিপ্ হিপ্ হুরে"॥
এ শীতে বড় ঠাণ্ডি,
এ শীতে বড় ঠাণ্ডি, রম্ ব্রাণ্ডী,

কিছু কিছু খেয়ে।
মনের আনন্দে দেও, ঈশ-গুণ গেয়ে।
ঘুচিল শত্রু-ভয়,
ঘুচিল শত্রু-ভয়, যুদ্ধে জয়,
জয় সেনাপতি।
করিলেন বাহুবলে, অগতির গতি॥
রাখিলেন ঝ্যাঙ্ক গড,
রাখিলেন ঝ্যাঙ্ক গড, থ্যাঙ্ক লর্ড
কলিন কাম্বেল।
সাধু, সাধু, সাধু তুমি, বিপক্ষের শেল॥
কোথা মা ভগবতী,
কোথা মা ভগবতী, করি নতি,
প্রকাশিয়া দয়া।
একেবারে শত্রুকুলে, ক'রে দাও গয়া॥

দিল্লীর যুদ্ধ।

ভারতের প্রিয়পুত্র হিন্দু সমুদয়।
মুক্তমুখে বল সবে ব্রিটিসের জয়॥
জয় জয় জগদীশ করুণা-নিধান।
কৃপাময় কেহ নয়, তোমার সমান॥
কুজনের কদাদেশে কুবুদ্ধি লইয়া।
সেনা যারা ক্ষেপেছিল বিপক্ষ হইয়া॥
ধরেছিল রণবেশ হয়ে বলবান্।
হরেছিল প্রজাদের ধন আর প্রাণ॥
ঘেরেছিল চারিদিক্ দিল্লীর ভিতর।
মেরেছিল সেনাপতি বিস্তারিয়া কর॥
বিশাল বিদ্রোহ দে'খে করি হায় হায়।
কাতর হইয়া কত ডেকেছি তোমায়॥
অপার কৃপার নিধি তুমি কৃপাময়।
আমাদের দুঃখ দেখে হইলে সদয়॥
তোমার কৃপায় হ'ল শত্রু পরাজয়।
কিছু নাই ভয় আর কিছু নাই ভয়॥
পড়ুক বিপক্ষদল মনের অনলে।
উড়ুক ব্রিটিস-ধ্বজা সমুদয় স্থলে॥
খুড়ুক দুষ্টের মাথা যারে যথা পাবে।
কুড়ুক কুড়ুক করি গুড়ুক কে খাবে?
ধুড়ুক ধুড়ুক ক'রে তোপ দিলে দেগে।
ভুড়ুক ভুড়ুক সব ভয়ে গেল ভেগে॥
সিংহনাদ শুনে গেল একে একে স'রে।
ঘেউ ঘেউ কেউ কেউ কেঁউ কেঁউ ক'রে॥
শরতের মেঘ সম ডাক্‌ডোক্ সার।
প্রতাকর-প্রভাবেতে কিছু নাই আর॥
ইংরাজের পরাক্রম রবির প্রকাশ।
অত্যাচার-অন্ধকার হইল বিনাশ॥
নিজ নিজ কার্য্য-তরু করিয়া ঘর্ষণ
দাবানলে দগ্ধ হ'ল বিপক্ষের বন॥
হোয়া মেরে গোরাগণ ছুটিল যখন।
সামাল সামাল রব উঠিল তখন॥
পলাতে না পথ পায় নাহি সয় ব্যাজ।
উঠে ছুটে পলাইল মুখে করে ল্যাজ॥
মেও মেও ডাক ডেকে বিল্লীর সমান।
দিল্লীর প্রদেশ ছেড়ে করিল প্রস্থান॥
পূর্ব্ববৎ পুনর্ব্বার নাহি আর দায়।
প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায়॥

প্রতিফল পেলে ভাল হাতে হাতে।
ঠেকাঠেকি হয়ে গেল পাতে পাতে॥
উড়ে গেল কত সেনা গোলাঘাতে।
বনে বনে ফিরিতেছে খোলা হাতে॥
ধরে ধরে ভয় পেয়ে মরে ত্রাসে।
সাধ্য কিবা লোকালয়ে পুন আসে॥
করিয়াছে মহুলম্ব দূর্ব্বাঘাসে।
পশুসহ পশু হ'ল বনবাসে॥
ওরে তোরা নরাধম যত দুষ্ট।
কার বলে হয়েছিলি এত-পুষ্ট?
যত মূঢ় নিজ পদে নহে তুষ্ট।
চিরকাল তাহাদের বিধি রুষ্ট॥

এলাহাবাদের যুদ্ধ।

প্রয়াগেতে ছিল যত সিকারের দল।
একেবারে সকলেতে হ'ল হতবল॥
অধিকার করেছিল তরণীর সেতু।
হয়েছে তাদের তায় মরণের হেতু॥
ঝুসিঘাটে ঘুসি খেয়ে মারা যায় প্রাণে।
ছারখার হইয়াছে অনলের বাণে॥
এখন গোরার মুখে এই মাত্র কথা।
প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা যাও যথা তথা॥

কাবুলের যুদ্ধ।

(সন ১২৪৮, ফাল্গুন)

চেগেছে বিষম যুদ্ধ, জেগেছে কাবুল ক্রুদ্ধ,
দেগেছে কামান শত শত।
ভেগেছে গোরার দল, মেগেছে আল্লার বল,
রেগেছে ইংরাজ লোক যত।

করেছে আসর জারি, হরেছে বিলাতী নারী,
ভরেছে সম্ভ্রমে খুব তারা।
পরেছে করাল বস্ত্র, ধরেছে সকল অস্ত্র,
মরেছে প্রধান যোদ্ধা যারা।

হয়েছে সম্ভ্রম নষ্ট, সয়েছে অশেষ কষ্ট,
বয়েছে দুখের ভার বুকে।
রয়েছে কয়েদী যারা, লয়েছে শরণ তারা,
কয়েছে কুবাক্য কত মুখে।

ঘেরেছে সমরস্থান, মেরেছে অনল-বাণ,
হেরেছে ব্রিটিস সৈন্যগণে।
চেতেছে এবার ভাল, যেতেছে নেড়ের পাল,
পেড়েছে কামান কত রণে।

জুড়েছে বন্দুকে গুলী, উড়েছে মাথার খুলি,
পুড়েছে কপাল নানামতে।
বেড়েছে যবনদল, ছেড়েছে সকল বল,
পেতেছে সে পাহাড়ের পথে।

সমর করিয়া পণ্ড, সেনা সব লণ্ডভণ্ড,
অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড দেহ।
জীবন পেয়েছে যারা, আহার-বিরহে তারা,
কোনরূপে স্থির নহে কেহ।

শ্বেতকান্তি শবাকার, চারিদিকে শবাকার,
অনিবার হাহাকার রব।
শৃগাল কুক্কুর কত, গৃধিনীআদি শত শত,
মহানন্দে খায় সব শব।

হিংস্র জন্তু আরো সব, শবাহারে পরাভব,
কত শব সংখ্যা নাই তার।
সব শব করি দৃষ্টি, বোধ হয় অনাসৃষ্টি,
শবরৃষ্টি হয়েছে এবার।

মেসে বন্দুকের হুড়া, পাহাড় করিল গুঁড়া,
ভাঙ্গিল মাথার চূড়া তার।
শোণিতের নদী বহে, তরঙ্গ তরল নহে,
তৃণ আদি কত ভেসে যায়।

বড় বড় দাড়ী গোঁপ, কেড়ে নিল গোলা তোপ,
বুদ্ধিলোপ হোপ সব হরে।
ছলে বলে ফাঁদ বেঁধে, জঙ্গলে জঙ্গল বেঁধে,
মোঙ্গল মঙ্গল-বাদ্য করে।

কাপ্তেন কর্ণেল কত, বিপাকে হইল হত,
স্বর্গগত ডবলিউ-এম।
রাজদূত যাঁরে কয়, কোথা সেই এনবয়,
কোথায় রহিল তাঁর মেম?

দুর্জ্জয়রধন নষ্ট, করিলেক মান ভ্রষ্ট,
গেল সব ব্রিটিসের ফেম।
কেড়ে নিলে তাঁবু টেণ্ট, হতবল রেজিমেণ্ট,
হায় হায় কারে কব সেম।

অবশিষ্ট যত সৈন্য, আহার অভাবে দৈন্য,
কাঁচা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।
শুকাইল রাঙামুখ, ইংরাজের এত দুখ,
ফাটে বুক হায় হায় হায়।

চারিদিকে গুলী গোলা, কোথা পাবে দানা ছোলা,
অশ্ব কাঁদে সেনা-মুখ চেয়ে।
থেকে থেকে লাফ পাড়ে, চিঁহি চিঁহি ডাক ছাড়ে,
বাঁচে শুধু দড়ী গোঁজ খেয়ে।

পাহাড়ে সেনার বাস, সেখানে যে আছে ঘাস,
চ'রে খেতে সোরে পড়ে পদ।
নিশির শিশির দুষ্ট, দিবসে তপন রুষ্ট,
বিবিধমতে বিষম বিপদ।

ফলে কিছু নহে ধন্দ, নিশ্চয় মরণ জন্য,
উঠিয়াছে পিপীড়ার ডেনা।
যবনের যত বংশ, একেবারে হবে ধ্বংস,
সাজিয়াছে কোম্পানীর সেনা।

ছুটিবে যখন গুলী, উঠিবে আকাশে ধূলি,
ফুটিবে বিপক্ষ-বুকে শূল।
লুটিবে ঘোড়ার পায়, কুটিবে শরীর তায়,
টুটিবে সকল দেড়েকুল।

জলেছে গবর্ণর ক্রোধে, বলিছে বিষম বোধে,
চলেছে সাসুজা ছক্ক'রে।
ফলেছে কামনা ফল, চলিছে সেনার দল,
টলিছে পৃথিবী পদভরে।

এইবার বাঁচা ভার, যে প্রকার ঘোর-ঘার,
জোরজার শোরসার তার।
জোরবল গোরা-দল, টল টল টল টল,
ধরাতল রসাতল যায়।

গিলিজির লোক যত, সকলি করিয়া হত,
সেকাই ঢুকিবে সুখে তাল।
গরু জরু লবে কেড়ে, চাপদেড়ে যত নেড়ে,
এই বেলা সমাল সমাল।

ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম।

বীররসে বিক্রমে জুড়িয়া জোর তান।
গাহিতেছে সেনা সব রণজয়ী গান॥
হইল বিবাদ-বহ্নি বড় বলবান্।
না হয় নির্ব্বাণ আর না হয় নির্ব্বাণ॥
কত দূর ছুটে অগ্নি নাহি পরিমাণ।
করুন ধরণী সুখে নররক্ত পান॥
এক গাড়ে গাড়িতে মগের বাচ্ছা জান।
শ্বেত সেনাপতি যত জলযানে যান॥
কলে চলে জলে তরী ধূমযোগে টান।
এক এক জাহাজেতে হাজার কামান॥
হয়েছেন কমডোর সবার প্রধান।
কোনরূপে বিপক্ষের নাহি আর ত্রাণ॥
জলে স্থলে আগে তিনি হ'লে আগুয়ান।
কোথা রবে মগেদের বগমারা বাণ?
লাফে লাফে বীরদাপে শব্দ আন্ সান্।
পাতালেতে বাসুকির দেহ কম্পমান॥
রেঙ্গুনের শবানর হবে হতমান।
আসিবে শিকল পায়ে হয়ে বাঁদিয়ান॥
হোরা দিয়া গোরা সব খেতে দিবে ধান।
অথবা করিবে তার দেহ খান্ খান্॥
কি করে আবার রাজা যুবা জাম্বুবান।
ভাগ্যের দিবস তার হয় অবসান॥
ইংরাজ সহিত রণে পাইবে আসান।
ভেক হয়ে ধরিয়াছে ভুজঙ্গের তান॥
ক্ষণমাত্র নাহি করে মনে প্রণিধান।
কেমনে হইবে রক্ষা জাতি কুল মান॥
পোকা পেকো হ'সে পরে সমান সমান।
পর্ব্বতের সহ কোথা তৃণের প্রমাণ?
বন্দীরূপে রবে কিন্তু যাবে নাক প্রাণ।
"বেণ্ডিমেন্স লেণ্ডে" পাবে বসতির স্থান॥
সেখানে খ্রীষ্টান হবে ঢেঁকির প্রধান।
মেকির নিকটে লবে ধর্ম্মের বিধান॥
ধরাইয়া হাতে হাতে করাইবে পান।
মেকাই একাই তারে করিবেন ত্রাণ॥

অনল উঠিল জ'লে কে করে নির্ব্বাণ।
সে অনলে অনেকেই পাইবে নির্ব্বাণ॥
ব্রিটিস নিকটে তথা মগের প্রতাপ।
জগন্ত আগুনে যথা পতঙ্গের ঝাঁপ॥
ফণি-ফণা তুচ্ছ করি কুচ্ছ বহুতর।
ভেক লয়ে ভেক ডাকে গ্যাঙর গ্যাঙর॥

হস্তে চায় করী সব ধরূপ সুস্থর।
তুরগের গরগতি ইচ্ছা করে খর॥
দেখিয়া রবির ছবি নাচিছে জোনাকী।
ধকের খাসনা বড় বধিতে বাসুকি॥
ভূনীসুত মিছে কেন করিছে আক্রম।
হরি কি ধরিতে পারে হরির বিক্রম॥
ভীরু ফের রব করি জয় করে হরি।
হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরি॥
ইংরাজে করিবে দূর কদাকার মগে।
কোথায় লাগেন "বগা বাঙ্গালের লগে।"
থ'রে থাক্ পাখাভাঙ্গা মাছরাঙ্গা খগে।
বাঁধুক আবার অজা দোক্তা চুণ রগে।
রাঙ্গামুখা দল যদি বল করে ভালো।
আঁকা বাঁকা কালামুখ আগো হবে কালো॥

সন্ধি-জলে রণানল করিয়া নির্ব্বাণ।
আবার ক্ষেপিল কেন আবার প্রধান?
হীনবলে এত কেন প্রকাশিছে রোষ।
বুঝিলাম ধরিয়াছে কপালের দোষ॥
নিয়তে টানিলে পরে নাহি যায় রাখা।
মরণের হেতু উঠে পিপীড়ার পাখা॥
দ্বিজরাজে দর্প করে হইয়া শালিক।
অবোধ মগের প্রভু মগের মালিক॥
সকল শরীর চিত্র বিচিত্র ব্যাভার।
সাক্ষাৎ দ্বিপদ পশু মানব-আকার॥
সেনা আর সেনাপতি সম সমুদায়।
কেবা রাজা কেবা প্রজা বুঝা অতি দায়॥
শ্রীরামকাটারি হস্তে সমরে নামিয়া।
মাঝে মাঝে ছাড়ে ডাক থামিয়া থামিয়া॥
ইরেজা বুকুলি তুলু কামিয়া কামিয়া।
নাচে আর গান গায় থামিয়া থামিয়া॥
কর্ম্মের উচিত ফল অবশ্যই পাবে।
আবাপতি হাবা অতি বুঝিলাম ভাবে॥

জ্ঞানহত পশু যত আর কত জ্বালাবে?
কুতবেশে যুদ্ধে এসে মিছে কেন চলাবে?
খেতবীর বাসুকির উচ্চ শির টলাবে।
রাজপুর হয়ে চুর রসাতলে তলাবে॥
কোপে কোপে তোপে তোপে গিরিদেশ হেলাবে।
জলে স্থলে শত্রুদলে কাঠচেলা ফেলাবে॥
তীরে উঠে ছুটে ছুটে দুই হাতে ঠেলাবে।
ডাক্ ছাড়ি তুলে আড়ি গোঁপদাড়ি ফেলাবে॥
ক'রে রাগ ধ'রে ভাগ বাঁকা ভগ লেলাবে।
ভুরি দিয়া মাঠে নিয়া কত খেলা খেলাবে॥

হত দিশে বুঝে দিশে কাণে সীসে ঢালাবে।
মগাই পগাই সোণা কামানেতে গালাবে॥
সেফায়েরা বেঁধে ডোরা রাজধানী জ্বালাবে।
বোকারাজে চোরসাজে সিন্ধুপথে চালাবে॥
যত গোরা মেরে ছোরা ভাল ঝাল ঝালাবে।
আবাপন্তি হাবা ভূপ বাঘা ব'লে পালাবে॥

আগরার যুদ্ধ।

আগরায় নাগরায় মারিয়াছে কাঠি।
বীরদাপে দাপিয়াছে কাঁপিয়াছে মাটী॥
চক্রযোগে ষড়যন্ত্র করিয়াছে যারা।
ভয় পেয়ে কোন্‌খানে ভাগিয়াছে তারা॥
হেল্লা ক'রে কেল্লা লুঠে দিল্লীর ভিতরে।
জেল্লা মেরে বেড়াইত অহঙ্কারভরে॥
এখন সে কেল্লা কোথা হেল্লা কোথা আর?
জেল্লা মেরে কেবা দেয় দাড়ির বাহার?
ছেড়ে পাল্লা বলে আল্লা পড়েছি বিপাকে।
কাছাখোলা যত মোল্লা তোবা তাল্লা ডাকে॥
সবার প্রধান হয়ে যে তুলেছে দাড়ি।
দিল্লীর দুর্গেতে থেকে গুণিয়াছে কড়ি॥
হইয়া হুজুর আলি হাতে নিয়ে ছড়ি।
ধরেছে হুকুম জারি তাজি ঘোড়া চড়ি॥
নিদয় স্বভাব ধরি ধনাগারে প'ড়ি।
লুঠিয়া করেছে জড় যত ধন কড়ি॥
মনে মনে লঙ্কা ভাগ আঁক দিয়া খড়ি।
তাকায়েছে চারিদিক্‌ পাকায়েছে দড়ি॥
মনোরাজ্য করি আগে যে বাজালে দামা।
রণরঙ্গ দেখাইল ছুড়ে ঢিল ঝামা॥
ধরিয়াছে রাজবেশ পোরে টুপী জামা।
কোথা সেই কালনিমে রাবণের মামা?

যুদ্ধ-শান্তি।

ভয় নাই আর কিছু ভয় নাই আর।
শুভ সমাচার বড় শুভ সমাচার॥
পুনর্ব্বার হইয়াছে দিল্লী অধিকার।
"বাদশা বেগম" দোঁহে ভোগে কারাগার॥
অকারণে ক্রিয়াদোষে করে অত্যাচার।
মরিল দুজন তাঁর প্রাণের কুমার॥
ছেলে মেয়ে আদি করি যত পরিবার।
দিবানিশি করিতেছে শুধু হাহাকার॥
কোথা সেই আস্ফালন কোথা মরমার?
হাড়ে মাটী বাড়ে দূর্ব্বা হয়ে গেল সার॥
একেবারে ঝাড়ে বংশে হ'ল ছারখার।
শিশু সব মারা যাবে বিহনে আহার॥
দূরে থাক্‌ সমুদায় সম্পদ-সঞ্চার।
পুড়িয়া ব্রিটিস-কোপে প্রাণে বাঁচা ভার॥
করেছিল যে প্রকার বিষম ব্যাপার।
হাতে হাতে প্রতিফল ফ'লে গেল তার॥
অদ্যাপিও রবি শশী হতেছে প্রচার।
অদ্যাপিও হয় নাই সত্যের সংহার॥
অদ্যাপিও ধর্ম্ম এক করেন বিহার।
তিনি কি কখনো সন এত পাপভার?
কোথা দীনদয়াময় সর্ব্বমূলাধার।
আহা আহা মরি কিবা করুণা তোমার॥
অন্তরীক্ষে থেকে সব করিছ বিচার।
তোমা বিনে জয় দানে সাধ্য আছে কার॥
সমুচিত শাস্তি পেলে যত দুরাচার।
অতএব তব পদে করি নমস্কার॥

যমুনার জল আর পূর্ব্ববৎ নাই রে।
হয়েছে রুধিরে ভরা কেমনেতে নাই রে?
তৃষ্ণায় সে জল আর কেমনেতে খাই রে?
ভাসিছে তাহাতে সব শব ঠাঁই ঠাঁই রে॥
ঝাঁপ দিয়ে মরিতেছে সকল সিপাই রে।
এ কূল ও কূলে তার ভস্ম আর ছাই রে॥
কুকুর শৃগাল হেরি যে দিকেতে চাই রে।
শকুনি গৃধিনী উড়ে শব্দ সাঁই সাঁই রে॥
শা-জাদার শোণিতেতে মিটে গেল খাঁই রে।
খেয়ে সব পরাভব মেনেছে সবাই রে॥
স্থানে স্থানে মৃতদেহ পর্ব্বতের চাঁই রে।
পচাগন্ধে নাক জ্বলে কোথায় দাঁড়াই রে?
মলহীন একটুকু স্থান নাহি পাই রে।
কোথা খেয়ে কোথা শুয়ে সুখে নিদ্রা যাই রে?
সব দিকে সমদশা কোন্‌ দিকে চাই রে?
এ দেশেতে নাহি দেখি হিংসাহীন ঠাঁই রে॥
যমুনার তটে এসে যমুনার ভাই রে। *
বিকট বদনে এক বিস্তারিল হাই রে॥
সাধু সাধু ধর্ম্মরাজ বলি হাসি যাই রে।
ঘুচাইল যত কিছু আপদ বালাই রে॥
ব্রিটিনের জয় জয় বল সবে ভাই রে।
এসো সবে নেচে কুঁদে বিভুগুণ গাই রে॥

---

* যম।

ঋতু-বর্ণন।

ঋতু।

বসন্ত নিদাঘ বর্ষা শরৎ নীহার।
কাল ক্রমে ক্রমে সব করে অধিকার॥
ছয় কালে ছয় ঋতু ছয় রূপ ভাব।
ছয় কালে ছয় ভাবে শোভিত স্বভাব॥
থাকে না অন্যের বোধ একের সময়।
এইরূপে কত কাল গত করি ছয়॥
এই শীত ক্ষণ পরে গ্রীষ্ম যদি হয়।
শীতের স্বভাব তায় অনুভূত নয়॥
ছয় ঋতু অধিকারে ছয়রূপ যোগ।
নব নব পর্য্যাক্রমে নব নব ভোগ॥
কখন কম্পিত কায় শীত-সমীরণে।
লালসা অধিক হয় রবির কিরণে॥
কখন তপন-তাপ সহ্য নাহি হয়।
সুশীতল স্নিগ্ধ রসে ইচ্ছা অতিশয়॥
কখন বা ভাসে সৃষ্টি বৃষ্টির ধারায়।
মেঘনাদ অন্ধকার দৃষ্টিহীন তায়॥
জীবের ভোগের হেতু ঋতুর সৃজন।
পৃথকে পৃথক্ তাঁর প্রভা প্রকটন॥
প্রতিক্ষণ পায় মন নব পরিচয়।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয়॥

গ্রীষ্ম।

আর ত বাঁচিনে প্রাণে বাপ্ বাপ্ বাপ্।
বাপ্ বাপ্ বাপ্ এ কি গুমটের দাপ্॥
বিষহীন হয়ে গেল বিষধর সাপ।
ভেক তার বুকে মুখে মারিতেছে লাফ॥
বলিতে মুখের কথা বুকে লাগে হাঁপ।
বার বার কত আর জলে দিব ঝাঁপ॥
প্রাণে আর নাহি সয় তপনের তাপ।
শূন্য হতে পড়ে যেন অনলের চাপ॥

বিকল হয়েছে সব শরীরের কল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

কি করে করুণ অতি রবি মহাশয়।
অরুণ ত নয় এ যে অরুণতনয়॥
কি গুণ দেখিয়া লোকে মিত্র তারে কয়?
মিত্র যদি মিত্র তবে শত্রু কোথা রয়॥
এই ছবি এই রবি খর অতিশয়।
নলিনী কি গুণ দে'খে বিকসিত হয়?
পিতৃগুণ পুত্রে হয় এই ত নিশ্চয়।
পিতা হয়ে রবি বেটা পুত্রগণ লয়॥
জরজর করিতেছে হরিতেছে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

ছারখার হইতেছে অখিল সংসার।
ঘোর মিষ্টি যায় সৃষ্টি বৃষ্টি নাই আর॥
কিবা ধনী কিবা দীন কেহ নাই সুখে।
সবাকার শবাকার হাহাকার মুখে॥
ক্ষণমাত্র কেহ আর নাহি হয় স্থির।
কার সাধ্য দিনে হয় ঘরের বাহির॥
শমনতাতের তাতে বালি তাতে ভাই।
তাতে যদি পড়ে পদ রক্ষা আর নাই॥
তখন অচল হয়ে পড়ে ভূমিতল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

জল বিনা জলাশয়ে মরে জলচর।
কেমনে বাঁচিবে বল স্থলবাসী নর॥
পশু পক্ষী আদি করি ভূচর খেচর।
একেবারে সকলেরি দহে কলেবর॥

শীতল হইবে ব'লে যদি যাই বনে।
বনের বিরহে তথা সুখ নাই মনে॥
তরুতলে তাপ দেয় মায়ারূপা ছায়া।
উপরে তপন বধে নীচে তার জায়া॥
হাবা হয়ে ছুটি বাবা দেখে দাবানল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

বাঘ হ'ল বাগহস্ত ত্যাগ নাই তার।
শীকার স্বীকার নাই শীকারে বিকার॥
ভাব দে'খে বোধ হয় হইয়াছে মৃগী।
তার কাছে শুয়ে আছে মৃগ আর মৃগী॥
হরি হরি দ্বেষভাব ডাকে হরি হরি।
করী আছে তার কাছে প্রেমভাব করি॥
একঠাঁই রহিয়াছে রাক্ষস বানর।
ময়ূর ভুজঙ্গে নাই দ্বন্দ্ব পরস্পর॥
ছেড়েছে খলতা যোগ যত সব খল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

হায় হায় কি করিব রাম রাম রাম।
কত বা মুছিব আর শরীরের ঘাম?
টস্ টস্ ক'রে রস ঝরে অবিশ্রাম।
দারুণ দুর্গন্ধ গায় পচে যায় চাম॥
ঘামাছি ঘামের ছেলে উঠে দেহ ছেয়ে।
পূবের বাঙ্গাল চাচা যত বাবু ভেয়ে॥
নখাঘাতে হয়ে যায় সব অঙ্গ খোলা।
সাক্ষাৎ পরেশনাথ বব বম্ ভোলা॥

দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

আকাশে না শুনি আর সলিলের নাম।
বিরস হইল গাছে রসময় জাম॥
শুকায়ে সকল শাখা ঝড়ে হৈল ভাঙ্গা।
কালরূপ ঘুচে তার হইয়াছে রাঙ্গা॥
নারিকেল শুকাইল হয়ে জলহারা।
বেতাল হইয়া তাল শাঁসে যায় মারা॥
কোয়েতে ধরেছে দোষ জল না পাইয়া।
কাঁঠাল হইল ক্যেঠা এঁচড়ে পাকিয়া॥

জল বিনা মধুহীন হ'ল মধুফল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

হইল মধ্যাহ্নকাল কি প্রমাদ ঘটে।
জীবন শুকাতে থাকে কলেবর-ঘটে॥
ছটফট লুটালুটি এপাশ ওপাশ।
আই ঢাই ক'রে খাই পাখার বাতাস॥
পাখার পবনে প্রাণ কত যায় রাখা।
বোধ হয় সে বাতাসে হুতাশনমাখা॥
নিদারুণ নিদাঘেতে নাহি পরিত্রাণ।
জগতের প্রাণ নাশে জগতের প্রাণ॥
অনিল করিছে বৃষ্টি প্রবল অনল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

উপরে চাহিয়া দেখ পাখী কি প্রকার।
পাখার উপরে করে পাখার প্রহার॥
কাতর হইয়া কত কাঁদিতেছে দুখে।
অবিরত হা জল যো জল বলে মুখে॥
ক্ষণমাত্র নীচু পানে নাহি চায় ফিরে।
ঊর্দ্ধমুখে ডেকে ডেকে গলা গেল চিরে॥
তবু মন নাহি হয় সদয়হৃদয়।
পেয়েছে কাণের মাথা নীরদ নিদয়॥
পিপাসায় মারা যায় চাতকের দল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

আহার প্রহার সম নাহি রোচে কিছু।
দাঁতে কেটে থু করে ফেলিয়া দিই নিচু॥
পাত পেতে ভাত খেতে বিষ বোধ হয়।
ডাল ঝোল যাহা রাখি কিছু ভাল নয়॥
শুধু মাত্র বেছে খাই অম্বলের মাছ।
নিকটে না আনি আর কম্বলের * গাছ॥
কেবল অম্বল রস সম্বল করিয়া।
পেটের ধম্বল পাড়ি টম্বল ধরিয়া॥

* ভেড়া ও মটন প্রভৃতি।

তবু পোড়া দেহ মম না হয় শীতল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

গ্রীষ্ম করে বিশ্বনাশ দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
সৃষ্টি আর নাহি হয় দৃষ্টির গোচর॥
শাখীপরে আঁখি মুদে আছে পাখী সব।
চরে আর নাহি চরে নাহি কলরব॥
কোকিল কাতর হয়ে কাননে ভ্রমিছে।
ডেকে ডেকে হেঁকে হেঁকে গলা ভাঙ্গিতেছে॥
বিবস বিপিনমাঝে সার করি গাছ।
ধার্ম্মিক হইয়া বক নাহি ছোঁয় মাছ॥
ভুজঙ্গ ফুঁড়িয়া তাপ পোড়ায় নিতল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

ভাবি মনে স্নিগ্ধ হব সরোবরে নেয়ে।
পুকুরে কুকুরে কাঁদি জল নাহি পেয়ে।
সে জলে অনল জলে পুড়ে হই খাক্।
ডুব দিয়ে ভূত সাজি গায়ে মেখে পাঁক॥
কত জল খাই তার নাহি পরিমাণ।
ডাগর হইল পেট সাগর সমান॥
বোতলের ছিপি খুলে যদি খাই সোঁদা।
তার তার বোদা লাগে মুখ হয় ভোঁদা॥
উদরে খেলিয়া ঢেউ করে কল কল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

উপবনে উপভোগে ইচ্ছা সবাকার।
কিন্তু হয় উপবাদে উপবাস সার॥
তুলিয়া প্রফুল্ল ফুল নিলে তার বাস।
অনলের আভা এসে নাকে করে বাস॥
উষা আর উষসীতে তরুতলে বাস।
কিঞ্চিৎ শীতল হয় কেলে দিলে বাস॥
গুণ্ গুণ্ গুণ্ তুলি আছে অন্ধকারে।
অলি আর বলী নয় কলি দলিবারে॥
হইল সুবাস-হত কমলের দল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

মাঠ আছে কাঠ হয়ে ফুটিফাটা মাটী।
কোথা জল কোথা হল কোথা তার পাটি॥
হয়ে চাষা আশাহারা হায় হায় বলে।
কাঁদিয়া ভিজায় মাটী নয়নের জলে॥
শস্যচোর গ্রীষ্মবেটা দস্যু অতিশয়।
কৃষীর কল্যাণ-কথা কভু নাহি কয়॥
কপালে আঘাত করে নীলকর যারা।
রবি-করে সারা হয়ে যারা গেল চাষা॥
আকাশ চাহিয়া আছে কাছে রেখে হল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

নগরের দক্ষিণেতে যত শ্বেত নর।
খাটায়ে খসের টাট্টি মুড়িয়াছে ঘর॥
তাহাতে চাপের জল ঢালে নিরন্তর।
তথাচ শীতল নাহি হয় কলেবর॥
ও গড ও গড বলি টবেতে উলিয়া।
মনোহর হাঁসা মূর্ত্তি কামিজ খুলিয়া॥
ব্রাণ্ডী-জল খায় তবু ঠাণ্ডা নাহি করে।
কেবল চাইস * ভরা আইসের † পরে॥
শুকায়েছে বিবিদের মুখ-শতদল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

মণ্ডালোষা দধি চোষা চোসা জল যত।
কোষা ধরা গোঁসা ভরা জপে জপে রত॥
প্রভাতে উঠিয়া মরে মিছে ফুল তুলে।
পূজার আসনে ব'সে মন্ত্র যায় ভুলে॥
শিবেরে ঠেকায়ে কলা কলা আগে চায়।
খপ ক'রে তুলে নিয়ে গপ্ ক'রে খায়॥
ভূতপালে ফেলে দিয়া নিজ পেট পালে।
কোষা ধ'রে ঢক্ ঢক্ জল ঢালে গালে॥
না ছুঁতে না ছুঁতে ফুল আগে যায় ফল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

* ইচ্ছা।
† বরফ।

জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

একেবারে মারা যায় যত চাঁপদেড়ে।
হাঁস ফাঁস করে যত প্যাজখেকো নেড়ে॥
বিশেষতঃ পাকা দাড়ি পেট মোটা ভুঁড়ে।
রৌদ্র গিয়া পেটে ঢোকে নেড়া মাথা ফুঁড়ে॥
কাজি কোল্লা মিয়া মোল্লা দাঁড়িপাল্লা ধরি।
কাছাখোলা তোবাতাল্লা বলে আল্লা মরি॥
দাড়ি বয়ে ঘ ম পড়ে বুক যায় ভেসে।
বৃষ্টি-জল পেয়ে যেন ফুটিয়াছে কেশে॥
বদনে ভরিছে শুধু বদনার নল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

বাবুগণ বাবু হন কেহ নন সুখী।
বোকা হয়ে খোকা ভাব বিবি সব খুকী॥
মলিনা মসির প্রায় যত চাঁদমুখী।
ঘাড়ে আর নাহি লয় মদনের ঝুঁকি॥
যোগ হ'লে ভোগ নাই নাই লুকোলুকি।
আসলে কুশল নাই সুধু উঁকি ঝুঁকি॥
দিকে খিল হয়ে মিল মুখে উঠে উকি।
তখনিই ছাড়াছাড়ি গাত্র সোঁকাশুঁকি॥
চোখে মুখে শ্রমজল পড়ে গল গল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

হায় হায় কার কাছে করি বল খেদ।
যায় ধর্ম্ম এ কি কর্ম্ম হয় মর্ম্মভেদ॥
স্ত্রী-পুরুষ উভয়েয় ঘটেছে বিচ্ছেদ।
নিদাঘ নাস্তিক বেটা লুপ্ত করে বেদ॥
সধবা হইল যেন বিধবার প্রায়।
কেহ আর অলঙ্কার নাহি রাখে গায়॥
সদাই চঞ্চল মন বস্ত্র খুলে থাকে।
ইচ্ছা করে অঞ্চলেরে অঙ্গে না রাখে॥
আগে ভাগে খুলে ফেলে বালা আর মল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

কোথায় বরুণ হায় কোথায় বরুণ।
বরুণ করুণ হয়ে সাগর ভরুন॥
লুকায়ে দারুণ ভাব অরুণ সরুন।
এখনি নিদয় গ্রীষ্ম মরুন মরুন॥
ঘন ঘন ঘন-দল চরুন চরুন।
জীবের সকল দুঃখ হরুন হরুন॥
অবনীর উপকার করুন করুন।
গ্রীষ্মনাশে রণ-অস্ত্র ধরুন ধরুন॥
মেঘনাদে করে যাক্ ধরা টল টল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

কোথায় করুণাময় জগতের পতি।
তব ভব নাশ হয় কি হইবে গতি॥
করুণা কটাক্ষ নাথ কর একবার।
পড়ুক আকাশ হতে সুধার সুধার॥
চেয়ে দেখ চরাচরে কার নাহি বল।
কিরূপ হয়েছে সব অচল অচল॥
আর নাহি সহ্য হয় প্রভাকর কর।
মারা যায় তব দাস প্রভাকর-কর॥
কাতরে তোমায় ডাকি আঁখি ছল ছল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

বর্ষার অধিকারে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব।

প্রতিদিন পোড়া জল হয় হয় হয় না।
ঘোর ছিটি নাহি বৃষ্টি দৃষ্টি তার রয় না॥
যাই যাই বিনা কেহ কোন কথা কয় না।
উহু উহু বাপ বাপ তাপ আর সয় না॥
বরুণ করুণ হয়ে কৃপাভাব বয় না।
জলধর চাতকের তত্ত্ব আর লয় না॥
সধবা বিধবা সাজে ফেলে দিয়ে গয়না।
গ্রীষ্মে হ'ল তপস্বিনী যত সব ময়না॥

মিছেমিছি করি জাঁক   মিছেমিছি ছাড়ি হাঁক
মিছে ডাক শরদের প্রায়।
কোথায় বৃষ্টির পতি   কি হবে সৃষ্টির গতি
চলে না দৃষ্টির গতি হায়॥

কে কহে আষাঢ় মাস খেতেছে গায়ের মাস
রসকস কিছু নাহি মুখে।
অবনী সরসা নয় কেমনে ভরসা হয়
বরষা বরশা মারে বুকে।
বরষার এ কি ধারা নাহি মাত্র বারিধারা
ভাল ধারা ধরে ধারাধর।
করিয়েছে সমীরণ হুতাশন বরিষণ
পুড়ে যায় ধরা ধরাধর।
মরে যত জলচর নদ নদী সরোবর
শুকাইল যত জলাশয়।
হায় এ কি অপরূপ অনলে পূরিল কূপ
পাঁক মাত্র কিছু নাহি রয়॥
ধ্যান করি জলদেরে জল দে রে জল দে রে
হা জল যো জল শুধু কয়।
হয়ে চাতকের মত পাতক ভুগিছে কত
মানবাদি প্রাণী সমুদয়॥
ফুটিফাটা হ'ল ঘাট চেলাকাঠ যেন মাঠ
হাট বাট সকল সমান।
শমন-তাতের তাতে একেবারে সব তাতে
তাতে আর নাহি রয় প্রাণ॥
বরষার খেলে ছলি পবন উড়ায়ে ধূলি
দশদিক্ করে অন্ধকার।
দ্বার দিয়ে ঘরে রয় দিবসে বাহির হয়
এ প্রকার সাধ্য আছে কার?
কিবা ধনী কিবা দীন একভাবে কাটে দিন
ক্ষীণ হীন মলিন সবাই।
বল-বুদ্ধি কার নাহি করিতেছে ত্রাহি ত্রাহি
কোনরূপে রক্ষা আর নাই।
এ তাপ ভূতল ফুঁড়ে ব্যাপিল পাতাল জুড়ে
বাসুকির মাথা পুড়ে যায়।
উপরে পুড়িছে স্বর্গ করিছে অমরবর্গ
মরি মরি হায় এ কি দায়।
দিনকর খরতর ভ্রমরেরা মর মর
জরজর হ'ল ত্রিভুবন।
বিশ্বের জীবন বায়ু সে হরে বিশ্বের আয়ু
জীবনদ না দেয় জীবন।
ভূমে শস্য ফল গাছে আহারে জীবন বাঁচে
জলেরে জীবন সবে কয়।
বল বল শুনি ভাই এ জীবন বিনা ভাই
জীবের জীবন কিসে রয়?
যথা যথা শাখী যত শুকাতেছে অবিরত
শাখাপত্র সব হ'ল সারা।
ঘোর তৃষ্ণা সয়ে সয়ে ক্রমেতে নীরস হয়ে
সমুদয় চারা গেল মারা।
তাপেতে শুকায় মূল কোথা আর ফল-ফুল
ফুল-বাসে বহ্নি করে বাসা।
সৌরভ গৌরব নাই আমোদ নাহিক পাই
ঘ্রাণ নিলে জ্বলে যায় নাসা।
কি কব দুঃখের কথা বৃক্ষ সহ যত লতা
সখ্যভাবে ছিল এত দিন।
মুখ তুলে সেই লতা এখন না কয় কথা
নতমুখে হয়েছে মলিন॥
বৃক্ষবর বক্ষে করি শাখারূপ করে ধরি
লতার স্তবকরূপ স্তন।
নাগর নাগরী যোগ মরি কি সুখের ভোগ
করেছিল প্রেম আলাপন।
দীর্ঘকায় প্রাণপতি লতা বালা রসবতী
পতি-মুখ-চুম্বন-আশায়।
দিতে দিতে আলিঙ্গন করি দেহ সঞ্চালন
দ্রুতগতি ঊর্দ্ধমুখে ধায়।
মরি মরি আহা আহা এখনি দেখেছি যাহা
ক্ষণপরে তাহা নাই আর।
পতির অবস্থাভেদে সতী লতা মরে খেদে
কালের কি ভাব চমৎকার।
কালের কি ধর্ম্ম হেন আষাঢ়ে বৈশাখ যেন
বিন্দুপাত না হয় ভূতলে।
জ্বলে পুড়ে ছারখার ধরণী কি বাঁচে আর
ধর্ম্ম আর নয়নের জলে॥
নীড়ে না পেয়ে নীর শাখী আর শাখিনীর
হয়ে গেল দারুণ দুর্দ্দশা।
নরনারী এ প্রকারে কেমনে বাঁচিতে পারে
কোথা তবে সুখের ভরসা?
কার কাছে করি খেদ অভেদে ঘটেছে ভেদ
লুপ্ত হয় বেদ-ব্যবহার।
স্বভাব অভাব ধরে সৃষ্টি সব নাশ করে
নিদাঘ নাস্তিক দুরাচার।
পুরুষের ঘোর সাজা ঠিক যেন ইন্দ্র রাজা
পেটে পূরে জলের সাগর।
ঢক ঢক গেলে যত উদরী রোগের মত
সকলেরি উদর ডাগর॥
পাতে মাত্র দিই হাত কে খায় গরম ভাত
পোড়ে থাকে ব্যঞ্জন সকল।
কেবল অম্বল খাই পেটের সম্বল তাই
টবল টবল ঢালি জল॥

উহু উহু রাম রাম পচিয়া গায়ের চাম
ঘাম ফুঁড়ে ঘামাচি নির্গত।

দাদ কণ্ডূ সব গায় নাটুরে মাঝির প্রায়
সাজিলেন বাবুভেয়ে যত।

শুদ্ধাচার যাঁরা শুচি কালভেদে হাড়ি মুচি
আচার হইল রাখা দায়।

খেতে বসে চুলকুনি মেলিয়া নখের কুণি
এঁটো হাত দিতে হয় গায়।

পূজা সন্ধ্যা নাহি রাটে পিপাসায় ছাতি ফাটে
ফেলে দিয়ে ফুল-বিল্বদল।

ঠাকুরে ঠেকায়ে কলা বিস্তার করিয়া গলা
কোশা ধ'রে গালে ঢালে জল।

সাজো নাই অন্তঃপুরে হবিষ্য গিয়েছে ঘুরে
তপ্তভাতে তৃপ্ত না হইয়া।

বলে বাসি ভালবাসি নেবু-রস গন্ধ বাসি
পান্তা খান আমানি মাখিয়া।

কার নয় নিরাহার নিরবধি নীরাহার
রাজভোগে নহে গ্রাস রত।

দেহ হতে ঝরে নীর ফেলে দিয়ে দুগ্ধ ক্ষীর
ঘোল নিয়ে গোল করে কত।

হয়ে ভীম গ্রীষ্মরাজ সাধিছে আপন কাজ
ঘোরতর করিছে নাকাল।

ছোট বড় আদি যত আহারে উড়ের মত
খেতেছেন সবাই পাঁকাল।

যাহারা সকাল খায় তারা সব বেঁচে যায়
পরে আর কে করে আহার।

কিঞ্চিৎ হইলে বেলা আকাশে অগ্নির খেলা
সে ঠেলায় প্রাণ বাঁচা ভার।

পশ্চিমের যত খোট্টা নাহি খায় চানা ভোট্টা
পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।

লোটা লেটো সিদ্ধি খেয়ে, খাটিয়ায় গীত গেয়ে,
প'ড়ে প'ড়ে খ্যাল দেখে কত।

উড়ে বলে হোরে ভাই, সেটা গেলা কাঁই পাই,
* * গেঁইহাড়ি-পো শলা।

লুগাপাট্টা নে রে, ঠাণ্ডা জড় আনি দে রে,
খরারে মো হঁসা উড়ি গলা।

দিশী পাতিনেড়ে যারা, তাতে পুড়ে হয় সারা,
মলাম মলাম মামু কয়।

হ্যাছবারি খেছু ব্যাল, প্যাটেতে মাখিছু ত্যাল,
নাতি তবু নিদ নাহি হয়।

এঁদে দেয় ফুফু নানী, কলুই ভেলের পাণি,
ক্যাঁচাক্যালা কেচুর ছালন।

বাগুণ ফলেনি গাছে বালবাচ্ছা কিসে বাঁচে
কিনে খাতে তেকার মরণ।

আসমানে পাণি নাই পেঁজিতে কি ল্যাখে ভাই
বরাহ্মণে পুচ করি গিয়া।

খোদা তালা নারাজ করে চেনি খাই প্যাট ভরে
মোট বই জাপ বিছাইয়া।

আনি * * বাই শীতল হলিল খাই
বাঙাল বলিছে মরি প্রাণে।

যাহা যামু টাহা পামু গাটে নামু আটে খামু
বগবন্তী বৈরব কোহানে।

হিব হিব অরি অরি হুর্জ্জের হন্তাপে মরি
গয়ে যামু কেবাই করিয়া।

বীমাবর্ত্তী বগমান আমগান রাখ জান
পূজা দিমু ড্যাড় আনা দিয়া।

রজনীতে যত নারী ছাদে পোড়ে সারি সারি
অলসতে শরীর এলায়।

মুখের অঞ্চল বাস অঞ্চলে না করে বাস
বুকে মুখে পবন খেলায়।

হাফকাষ্ট কালা ট্যাঁস, কলমে না চলে ক্যাঁস
আফিসে খপিস হয়ে আছে।

কালামুখে উঠে হোয়া বেলাক বেঙ্গালী তোয়া
আস্তুস না কেউ মোর কাছে।

নেটিব কেরুর সাৎ বলতে কোর্ত্তে নেই বাৎ
ক্যালাম্যান ড্যাম তোরা ড্যাম।

গমিস ডিকোষ্টা সাৎ দৈঁড়িয়ে কেটেছু বাৎ
সিলিপ করেনি মোর ম্যাম।

সাহেবেরা সারা হয় কামিজ ফেলিয়া কয়
ও গড ও গড ড্যাম হাট।

বরফে মিশায়ে জল গালে ঢালে অনর্গল
তবু সদা গলা হয় কাঠ।

যায়ে মোড়া খসখস জল দেয় কস কস
সে জল অনল বোধ হয়।

নিরন্তর খায় সোঁদা জোঁদা মুখে লাগে বোদা
বিবিদের বিদরে হৃদয়।

কেরাণী আমলা আর বাজারের সরকার
যত যত ব্যবসায়িগণ।

এক দশা সবকার শরীর বহে না আর
নিজ নিজ কর্ম্মে নাহি মন।

পড়ুয়ার বন্ধ পাঠ হাটুরে না করে হাট
ভিখারী না ভিক্ষা নিতে যায়।

পথিকেরা গতিহীন তরুতলে কাটে দিন
প'ড়ে থাকে যথায় তথায়।

গ্রীষ্মের ভীষণ ভোগ যোগীর ভাঙ্গিল যোগ
উড়ে যায় তৃণের কুটীর।
তাপে তপ্ত তপোবন ত্যক্ত সব তপোধন
জপে তপে মন নহে স্থির।
যাহা হতে জন্ম যার সেই ধরে ধর্ম্ম তার
কিসে তবে হইবে নিস্তার ?
সমীরণে হুতাশন হুতাশনে সমীরণ
জলে করে অনল বিহার।
কাননের পশুগণ এই দুর জ্বালাতন
সমভাবে শান্তি-গুণ ধরে।
যে যাহার হয় ভক্ষ্য তার প্রতি নাহি লক্ষ্য
পরস্পর হিংসা নাহি করে।
কিছুমাত্র নাহি রাগ বিবর ছাড়িয়া বাঘ
জরজর হয়ে প'ড়ে আছে।
গ্যাঙর গ্যাঙর গ্যাঙ থপ থপ নেড়ে ঠ্যাঙ
ব্যঙ্গ করি ব্যাঙ নাচে কাছে।
ঢুকে গৃহস্থের পুরী চোরে নাহি করে চুরি
অলসে অবশ তার দেহ।
বড় বীর যোদ্ধা যত হয়ে বলবুদ্ধিহত
সমরে সাজে না আর কেহ।
শাখীপরে পাখী সব অবিরত হতরব
আহা'র-বিহার নাহি করে।
নীড়মাঝে ভিড় নাই যে কিছু শুনিতে পাই
বিলাপের ব্যাখ্যা সেই স্বরে।
গেল বছরের আশা গালে হাত দিয়ে চাষা
ব'সে আছে কাছে রেখে হল।
বরষায় নাহি ধারা ধান্যচারা গেল মারা
দুই চক্ষে শতধারা জল।
ঝিহেঝিহি ঝেঁকেঝুঁকে মাঝে মাঝে ডেকে ডুকে
ফোঁটাকত হয় বরিষণ।
বসুধার ঘোর তৃষা সে জলে কি হয় কৃশা
আরো তিনি হন জ্বালাতন।
দিবামান নিশামান হান-ফান করে প্রাণ
পরিত্রাণ নাহি জল বিনা।
এমন আঁকষী নাই খোঁচা মেরে দেখি ভাই
আকাশেতে জল আছে কি না।
মরে জীব সমুদয় আর না যাতনা সয়
কোথা নাথ কৃপার আধার।
বার বার বার দৃষ্টি হয় মিষ্টি দিয়া বৃষ্টি
কৃপাদৃষ্টি কর একবার।
বরষায় নাহি বারি দৈব-বিড়ম্বনা ভারি
না জানি পাপের কত ভার।
কিসে এত কোপদৃষ্টি আপনার এই সৃষ্টি
কেন কর আপনি সংহার ?
ছিটে ফোঁটা পড়ে জল ভেপে উঠে ভূমিতল
গুমটে গুমরে যায় প্রাণ।
পৃথিবীর মুখশোষ শুয়ে খেয়ে ফোঁস ফোঁস
শব্দ করে সাপের সমান।
দিনমান নিশামান দূরে যাক পরিমাণ
ক'রে দেও ঘোর অন্ধকার।
শীতল স্বভাব ধরি ঘোরতর নাদ করি
বৃষ্টি হোক্ মুষলের ধার।
চতুর্ব্বিধ প্রাণিচয় তৃপ্ত হয়ে যেন রয়
যেন হয় শস্যের সঞ্চার।
কৃপাকর নাম ধর কৃপাকর কৃপা কর
প্রণিপাত চরণে তোমার।
আর এক ভিক্ষা চাই দয়া করে দিলে তাই
কিছুই তো চাহিব না আর।
অহঙ্কার ঘোর ভীম মানবের মনে গ্রীষ্ম
শান্তিজলে করহ সংহার।
এই শান্তিজল দিয়া দেখাও কৃপার ক্রিয়া
বিদ্রোহ-অনল করি নাশ।
বিপদ্ বিনাশ হোক্ রাজা প্রজা সুখে থোক্
এইমাত্র মনে অভিলাষ।

বর্ষা।

করিয়া সমর-সাজ ঋতুপতি বর্ষারাজ
অবনীমণ্ডলে উপনীত।
রণস্থল করি রুদ্ধ ব্যাপিল পৃথিবী শুদ্ধ
ঘোর যুদ্ধ গ্রীষ্মের সহিত।
দেখিয়া বিপক্ষ দল গ্রীষ্মের টুটিল বল
পরাজয় করিল স্বীকার।
পলাইল পেয়ে ভয় বরষার মহাজয়
ত্রিভুবন করে অধিকার।
গগনের সিংহাসনে বসিলেন হৃষ্ট-মনে
তিমিরের মুকুট মাথায়।
পবন প্রবল অতি পূর্ব্বদিকে করে গতি
দিবানিশি চামর ঢুলায়।
ওড়্নি জলের জাল মেঘের উড়্নি তাল
মাঝে মাঝে লাগিয়াছে খোঁচা।
বারির বসন পরা লুটাইয়া পড়ে ধরা
বাতাসেতে উড়ে যায় কোঁচা।

সবুজ মেঘের দল   ঢল ঢল ছল ছল
চঞ্চল প্রবল অনিলে।

স্থিরচক্ষে দেখা যায়   সাটিনের কাবা গায়
আস্তিন হয়েছে তার ঢিলে।

সোণার দামিনী-হার   গলায় দুলিছে তার
আহা মরি কত শোভা তায়।

সেফালিকা প্রস্ফুটিত   অতিশয় সুশোভিত
জরির লপেটা লতা পায়।

ঝিল বিল নদী নদ   সরোবর সিন্ধু হ্রদ
আর যত পারিষদগণ।

সকলের একবোল   প্রেমানন্দে দিয়ে কোল
পরস্পর করে আলিঙ্গন।

তরুকুল নত শাখা   প্রতি পত্রে জল মাখা
সারি সারি সরস অন্তরে।

নজর ধরিয়া ছলে   বরষার পদতলে
যোড়করে প্রণিপাত করে।

ভেকপাল্ কোতোয়াল   করে করি খাঁড়া ঢাল
জলে স্থলে কত সুখ লোটে।

দেখিয়া ভেকের ভেক   বিয়োগীর বাড়ে ভেক
ইচ্ছা হয় ভেক নিয়া ছোটে।

নকিব চাতকচয়   জয় ভূপতির জয়
প্রতিক্ষণ এই রব হাঁকে।

জল দে রে জল দে রে   প্রাণ যায় জল দেরে
জলদেরে আর নাহি ডাকে।

কোন্ তুচ্ছ থিয়েটর   বরষার নাচ-ঘর
মনোহর শিখর সমাজ।

দৃশ্য পতি অপরূপ   চিত্র করা নানারূপ
সমুদয় স্বভাবের সাজ।

নিজ স্বরে জলধর   গান করে বহুতর
নানা স্বরে রাগ ভাঁজে মুখে।

বৃষ্টির বাজনা ভাল   ঝম্ ঝম্ বাজে তাল
শিখী নিত্য নৃত্য করে সুখে।

কেমন কালের ধারা   অবিশ্রান্তে বারিধারা
সুধার সুধার বরিষণ।

সদাই প্রফুল্ল মন   চাতক চাতকীগণ
শুভক্ষণ করে সুভক্ষণ।

ঝাঁকিল ভেকের দল   মাগিল স্বর্গের জল
রাখিল ভুবনে ভাল যশ।

ডাকিল মেঘের পাল   হাঁকিল ঠুকিয়া তাল
ঢাকিল তিমিরে দিগ্ দশ।

হরিল উত্তাপ ধর্ম্ম   হরিল গাত্রের ঘর্ম্ম
মরিল পিপাসা দাহ জর।

ভরিল যুবক যারা   ধরিল যুবতী দারা
পরিল পোষাক বহুতর।

চারিদিক্ অন্ধকার   দৃষ্টিরোধ সবাকার
জলে স্থলে একাকারময়।

হেরি শুভ্র নীরাকার   নিরঞ্জন নিরাকার
এই বুঝি চিহ্ন তার হয়।

হায় হায় এ কি দায়   মহাপ্রলয়ের প্রায়
সকল পৃথিবী ভাসে জলে।

অধরা হইল ধরা   জল নাহি যায় ধরা
একেবারে যায় ধরাতলে।

ক্রোধযুক্ত ধরাধর   ডুবে গেল ধরাধর
কেবল মস্তক দেখা যায়।

ভুজঙ্গ বিহঙ্গ যত   কত শত হয় হত
পশু যত করে হায় হায়।

রাজার বাজার ঝাঁক   গরবেতে গোঁপে পাক
ছাড়ে হাঁক ঐরাবতে চড়ি।

বাজে লোকে বাজ কয়   ফলতঃ সে বাজ নয়
বরষার দন্ত-কড়মড়ি।

বিষম বজ্রের শব্দ   ত্রিলোক হইল স্তব্ধ
থর থর ভয়ে কাঁপে সব।

চড়্ মড়্ কড়্ মড়্   সদা করে মড়্ মড়্
চড়্ চড়্ কড়্ কড়্ রব।

শুনি ধ্বনি বজ্রাঘাত   গর্ভিণীর গর্ভপাত
প্রমোদে প্রমাদ সদা গণে।

পতঙ্গ পতঙ্গ সম   নিজাঙ্গ করিল তম
মাতঙ্গ আতঙ্ক পায় মনে।

হুড়্ হুড়্ দুড়্ দুড়্   মেঘনাদ গুড়্ গুড়্
জলদ জুটেছে ভাল যুটি।

লোকে বলে এ কি কাল   উড়িয়া স্বর্গের চাল
ভেঙ্গে পড়ে আকাশের খুঁটি।

নাশিতে সকল সৃষ্টি   বরষার কোপ-দৃষ্টি
নয়নে অনল তার জলে।

সেই অগ্নি দৃশ্য হয়   ক্রমেতে মনুষ্যচয়
চপলা বিদ্যুৎ তারে বলে।

কেহ কেহ এই কয়   এ ভাব যথার্থ নয়
কেহ কয় তাহা নয় ভাই।

রণে হয়ে পরিশ্রান্ত   মহাবল-পরাক্রান্ত
ঘন তোলে ঘন ঘন হাই।

কেহ কহে সৌদামিনী   বরষার প্রিয় রাণী
সুরূপসী মুনি-মনোহরা।

তাহার মুখের হাসি,   প্রকাশিয়া প্রভারাশি
অন্ধকারে আলো করে ধরা।

বুদ্ধিবলে কেহ বলে   গ্রীষ্ম অন্বেষণ ছলে
পাতিয়াছে ঘোর বড়জাল।
কোপে অঙ্গ জরজর   যুক্তি করি জলধর
জালিয়াছে তড়িৎ মশাল।
সুবিমল শশধর   গোপন করিয়া কর
অন্ধকারে লুকাইল আসি।
দেখিয়া বন্ধুর দুখ   বিষাদে বিদরে বুক
রজনীর মুখে নাই হাসি।
সপত্নী সকল তারা   মুদিয়া নয়নতারা
তারা তত্ত্ব তারা তারা বলে।
ডাকে তারা তারাকান্ত   কোথা তারা তারাকান্ত
অবিশ্রান্ত ভাসে শোক-জলে।
কুমুদের মনে খেদ   অন্তর হইল ভেদ
চকোর করিছে হাহাকার।
ক্ষুধায় সুধার তরে   সুধায় তুষিতে পারে
তার পক্ষে কেবা আছে আর।
দিনপতি অতি দীন   দিন দিন প্রভাহীন,
কোন দিন সুদিন না হয়।
কেমন কুদিন তাঁর   দুর্দ্দিন না যায় আর
রাত্রিদিন একভাবে রয়।
রাত্রিমান দিনমান   নাহি হয় অনুমান
পরিমাণ মনে পায় দুখ।
কমলের মহামানি   অপমানে ম্রিয়মাণ
অভিমানে নাহি তুলে মুখ॥
সংযোগীর অভিলাষ   উভয়ে একত্রে বাস
কোনরূপে না হয় বিচ্ছেদ।
বুঝে যার অভিমত   তাই বর্ষা এইমত
রাত্রিদিন করিল অভেদ।

ফুটেছে অনেক ফুল   ছুটেছে ভ্রমরকুল
জুটেছে কাননে শত শত।
টুটেছে বিরহী জনে,   উঠেছে বিচ্ছেদ মনে,
ঘটেছে বিপদ্ তার কত।
গেল সব নিরানন্দ,   কুসুমে মধুর গন্ধ,
বহে মন্দ মুখে মন্দ গান।
অলিবৃন্দ সদানন্দ   আনন্দে হইয়া অন্ধ
করে সুখে মকরন্দ পান।
বিষম চক্রের শূল   কদম্ব কদম্ব-ফুল
দোলে পেয়ে বাতাসের দোলা।
বিরহী করিতে বধ   সেনাপতি ষট্পদ,
কামের কামানে ছোড়ে গোলা॥
সংযোগীর মহাযোগ   যুক্তযোগে বাড়ে যোগ
যোগবলে বাড়ে ভোগবল।

কোন্ তুচ্ছ চতুর্ব্বর্গ   বর্গ এক উপসর্গ
হাতে হাতে পায় স্বর্গফল।
কান্তাগণ সহ কান্ত   করে ক্রীড়া অবিশ্রান্ত
রতিকান্ত হারাইল দিশা।
বর্ষা তাহে অন্তরঙ্গ   ক্ষণ নহে তালভঙ্গ
অনঙ্গ-প্রসঙ্গে সাঙ্গ নিশা।
যে প্রকার শারী শুক   সুখের বাড়ায় সুখ
সদাকাল থাকে মুখে মুখে।
ধরাতলে সেই ধন্য   কে আর তেমন অন্য
যুবতী রমণী যার বুকে।
যার ঘরে বেড়াছিটে   যদি গায়ে লাগে ছিটে
অমৃত সমান জ্ঞান করে।
পড়ে বৃষ্টি ছিটে ফোঁটা   পড়ে মন্ত্র ছিটে ফোঁটা
প্রাণনাথে ভুলাবার তরে॥
সংযোগীর এইরূপ   উথলে আনন্দ-কূপ
আহার বিহার যথোচিত।
বিরহীর বুকে বর্শা   মারিয়া নির্দ্দয় বর্ষা
বর্ষানামে হইল বিদিত।
প্রবাসী পুরুষ যত   একেবারে জ্ঞানহত
প্রেয়সীর প্রেম মনে হয়।
মদন বাড়ায় রোষ   স্বপনে অধিক দোষ
কোনরূপে পরিতোষ নয়।
কি কব দুখের দশা   দিনে মাছি রেতে মশা
দুই কালে বন্ধু দুই জন।
শয্যার ভার্য্যার প্রায়   ছারপোকা উঠে গায়
প্রতিক্ষণ করে আলিঙ্গন।
খুক্ খুক্ তুলে কাস   বার বার ফেরে পাশ
দহে মন কামের আগুনে।
বিছেনায় লট্‌পট্‌   প্রাণ যায় ছট্‌ফট্‌
বাঁচে শুদ্ধ বালিসের গুণে।
যেমন মুষলধার   পড়ে বৃষ্টি অনিবার
বাহিরেতে নাহি যায় চলা।
রসিকা রমণী যেই   অনুমান করে এই
আকাশের ফুটিয়াছে তলা।
বিমানে বাড়িল ঝাঁক   বারিদ বাজায় শাঁক
বজ্রছলে উলু উলু ধ্বনি।
বর্ষার বিষম গুণ   বিবাহ করিবে পুন
পুরোহিত ভেক শিরোমণি।
ময়ূর নেড়ার দলে   খেঁউড় গাইছে ছলে
নাচিছে চপলা সব এয়ো।
আনন্দের পরিপাটী   সুখে করে কাদামাটী
চাতক জুটেছে ভাল বেয়ো।

বর্ষার বিক্রম-বিস্তার।

ধরাধামে স্বভাবের ভাব বিপরীত।
বরষার ঘোর যুদ্ধ গ্রীষ্মের সহিত॥
নিশাধারে জলধার গ্রীষ্মে বধিবারে।
করিলেন বারি বৃষ্টি মুষলের ধারে॥
ঘর দ্বার পথ ঘাট মহা সিন্ধুময়।
নীরাকারে নীরাকার দৃশ্য সব হয়॥
গৃহস্থের কান্নাহাটী রান্নাঘরে এসে।
হাসিয়া ভাতের হাঁড়ি জলে যায় ভেসে॥
জোড়া পায় ঘোড়া নাচে চাকা ডুবে জলে।
কলের জাহাজ যেন গাড়ী সব চলে॥
বালকে পুলক পায় ভাসাইয়া ভেলা।
কিলি কিলি মীন যত পথে করে খেলা॥
পথিকের দশা দে'খে নেত্রে জল ঝরে।
উঠিছে পায়ের জুতা মাথার উপরে॥
বিশেষতঃ রমণীর ভাব চমৎকার।
চলিতে চরণ বাধে বস্ত্র রাখা ভার॥
ক্ষেত্রের নির্ম্মল শোভা দে'খে পূর্ণ আশা।
গেল দ্বন্দ্ব মহানন্দ চাষ করে চাষা॥
রসিকে রসিক সহ ভাবে গদগদ।
সুখে কহে কর সার বরষার পদ॥
প্রেমরসে মত্ত দোঁহে প্রেমানন্দ-ঘোরে।
চায় যে বরষা ঋতু বলি হাসি ভোরে॥

বর্ষার রাজ্যাভিষেক।

হ্রাস বৃদ্ধি সবাকার কাল অনুসারে।
না বুঝে অবোধ লোক মরে অহঙ্কারে॥
যেমন গ্রীষ্মের গর্ব্ব ছিল সর্ব্বদেশে।
পড়িয়া বর্ষার হাতে থর্ব্ব হৈল শেষে॥
বরষার দাপে গ্রীষ্ম গেল অধঃপাতে।
অধর্ম্ম-বৃক্ষের ফল ফলে হাতে হাতে॥
গ্রীষ্ম-ভয়ে বরষা হইয়াছিল দীন।
এত দিনে দীনের কপালে শুভদিন॥
আইল বরষা ঋতু সহ পরিবার।
পুনর্ব্বার পাইল আপন অধিকার॥
গ্রীষ্ম ঋতু পলাইল দেখিয়া বিপদ্‌
দিনে দিনে বরষার বাড়িল সম্পদ্‌॥
চাতক ময়ূর আর জলধর ভেক।
বরষাকে করিল রাজ্যেতে অভিষেক॥
সেনাপতি জলধর শরবৃষ্টি করে।
স্থানে স্থানে ভেকগণ নকিব ফুকরে॥
আকাশে চাতকগণ বাজাইছে তূরী।
আনন্দে কাননে নাচে ময়ূর ময়ূরী॥
ঘন ঘন ঘন-ঘটা গভীর গর্জ্জন।
গগনে গ্রীষ্মের প্রতি করিছে তর্জ্জন॥
গ্রীষ্মের সহায় ভানু ভয়ে লুকাইল।
সেই হেতু চতুর্দ্দিক্ তিমিরে পূরিল॥
তড়িত প্রদীপ-শিখা করিয়া ধারণ।
কোণে কোণে গ্রীষ্মের করিছে অন্বেষণ॥
সন্তাপে তাপিত করি সকল সংসার।
কোথা পলাইল গ্রীষ্ম দুষ্ট দুরাচার॥
সংযোগী যুবতী যুবা করিল বিচ্ছেদ।
বিয়োগীর শতগুণ সংযোগীর খেদ॥
শুকাইল সরোবর নদ নদী হ্রদ।
ঘটাইল দুষ্ট গ্রীষ্ম এতেক বিপদ্॥
তবে যদি পাই দেখা দেখাইব তারে।
এমন অন্যায় যেন রাজ্যে নাহি করে॥
এইরূপে ধারাধর করিছে শাসন।
ধরায় না ধরে তার ধারা বরিষণ॥
সুধাবৃষ্টি প্রায় বৃষ্টি রিষ্টি করে দূর।
করি দৃষ্টি পরিতুষ্টি জগতে প্রচুর॥
পৃথিবীর উত্তাপ হরিল কাদম্বিনী।
মাতিল মদন-মদে পুরুষ কামিনী॥
ঋতুমধ্যে সরসা বরষা মনে গণি।
তাহে সেই ধন্যা যার পাশে গুণমণি॥
অবিরত রত ভোগ যত মন উঠে।
না ছুটিতে আপনি কামের বাণ ছুটে॥
গৃহ-পাশে সেফালিকা কুসুম সুগন্ধ।
সুশীতল সমীরণ বহে মন্দ মন্দ॥
আকাশে গভীর ধীর ঘন ঘন ডাকে।
মুনির মানস টলে অন্যে কোথা থাকে॥
রজনীতে না পূরে নারীর মনোরথ।
দিবস হইলে রাত্রি হয় মনোমত॥
নিবারিতে বরষা নারীর মনে খেদ।
রজনী দিবস দোঁহে রহিল অভেদ॥
শাস্ত্রে বলে মেঘাচ্ছন্ন দিন যে দুর্দ্দিন।
কিন্তু কামিনীর পক্ষে অতি সে সুদিন॥
পূর্ব্ব-প্রভাকর লুপ্ত বরষার গুণে।
নব-প্রভাকর দীপ্ত বরষার গুণে॥

বর্ষার ধুমধাম

নিদাঘের সমূদয় অধিকার লোটে ।
ধমকে চমকে লোক চপলার চোটে ।
চপ্ চপ্ টপ্ টপ্ কলরব উঠে ।
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ হুহুকার ছুটে ।
সুমধুর কত সুর ভেকে গীত গায় ।
ঝম ঝম ঝাম ঝাম জলদ বাজায় ।
কড় কড় মড় মড় রাগে রাগ বাড়ে ।
হড় হড় কড় মড় টিটকারী ছাড়ে ।
ঝীঝি ঝীঝি শোভে গিরি স্বভাবের সাজে ।
গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্ নহবৎ বাজে ।
খরতর দিনকর লুকাইল তাপে ।
থর থর গর গর ত্রিভুবন কাঁপে ।
হড় হড় হুড় হুড় ঘন ঘন হাঁকে ।
ঝর ঝর ফর ফর সমীরণ ডাকে ।
ভন্ ভন্ ফন্ ফন্ মশকের ধ্বনি ।
কতরূপ নবরূপ অপরূপ গণি ।
শশধর জরজর জলধর-রবে ।
তারা যারা পতি-হারা কাঁদে তারা সবে ।
চকোরিণী অভাগিনী হাহারব মুখে ।
কুমুদিনী বিষাদিনী লুকাইল দুখে ।
বরষার অধিকার হইল গগনে ।
হাস্যমুখ মহা সুখ সংযোগীর মনে ।
ঘন জলে মন জলে ব্যাকুল সকলে ।
বহে নীর বিরহীর নয়নযুগলে ।

সুবৃষ্টি ।

হইল সুধার বৃষ্টি, শীতল করিল সৃষ্টি,
সন্তাপ-প্রতাপ হৈল শেষ ।
স্নিগ্ধকর বরিষণে, মৃদুমন্দ সমীরণে,
ঘুচে গেল শরীরের ক্লেশ ।
স্বেদ-বিন্দু নাহি ক্ষরে, বিমলিন কলেবরে,
বিরহে শিহরে যুবা প্রাণী ।
অনেক দিনের বাদ, দিনে পূর্ণ মনসাধ,
পরিহার্য্য অবিবাদ মানি ।
নীলরুচি নীরধর, শোভাকর মনোহর,
নয়ন-প্রফুল্লকর অতি ।
হায় রে কালীয় ঘটা, হেরি তোর শোভা-ছটা,
সাধে মজে ব্রজের যুবতী ।

শুনি ঘন ঘন ধ্বনি, অপার উল্লাস গণি,
চাতকিনী সুখধ্বনি করে ।
সুখের যামিনী ভোর, সুখভরে মীনচোর,
ঘোর দিয়ে ভ্রমে সরোবরে ।
মরাল মোদিত মনে, সঙ্গে লয়ে স্ত্রীর গণে,
সন্তরণে না দেয় বিরাম ।
করিয়ব কুক কুক, প্রকাশে মনের সুখ,
ডাহুক ডাকিছে অবিশ্রাম ।
শুনিয়ে মেঘের নাদ, মত্তমতি ভেক বাদ,
পাদপুট হইল অস্থির ।
জলধর দেয় তাল, নৃত্য করে পালে পাল,
কাল পেয়ে প্রফুল্লশরীর ।
আর আর স্থলচর, জলচর খেচর,
চরাচর নিবসয়ে যেবা ।
হইয়া শীতলকায়, কেহ খায় কেহ গায়,
আশ্রমত করে আত্মসেবা ।
স্নান করি ধারা-জলে, শ্যামল বিমল দলে,
তরুতলে নব শোভা ধরে ।
বিরহ-বিশ্রামে যেন, হাস্যরস পূর্ণ হেন,
যুবাজন যাত্রা শশধরে ।
তরুণ পল্লবমালে, দেখা যায় ডালে ডালে,
কদম্ব-কলিকা বিকসিত ।
মধুমক্ষি মত্ত হয়ে, সঙ্গেতে স্বদল লয়ে,
পান করে অমৃত অমিত ।
হেরি তার মত্ত ভাব, মনে ভাব আবির্ভাব,
ভয় হয় কবিতা-রচনে ।
গুপ্তভাবে গুপ্তভাব, রাখিলে কি হবে লাভ,
গুরু ভয় গুরু কুবচনে ।
অতএব ব্যক্ত করি, মধুমক্ষি মধু হরি,
মত্ত হয় বরষা-কৃপায় ।
মল্লিকা মুকুতা ভাতি, মধুকর মদে মাতি,
গুঞ্জরিয়া লুটে মধু তায় ।
আর এই দেখ সত্য, খাইয়া মেঘের মত্ত,
প্রাচীনার শিরোমণি ধরা ।
নবীনা ষোড়শী প্রায়, অপরূপ শোভা পায়,
রসিক ভাবুক মনোহরা ।
রসপানে তরুলতা, প্রাপ্ত হয় প্রবলতা,
মাদকতা-গুণে বলি হারি ।
যত সব নদী নদ, খাইতে তুষার-মদ,
হইয়াছে খেচরবিহারী ।
রসে হয়ে গদগদ, পাইয়া পুরুষ পদ,
সাগরেতে করিছে পয়াণ ।

তথা সিন্ধু সুখী হয়ে, তাদের উচ্ছিষ্ট লয়ে,
অবিরত করিতেছে পান।
ত্রিলোক-তিমিরহর, নাম যাঁর দিবাকর
সেই সূর্য্য মদে মাতোয়ালা।
ঢল ঢল লাল মূর্ত্তি, প্রকাশি বিশেষ স্ফূর্ত্তি,
শুষিছেন সংসার-পেয়ালা।
অতএব বুধগণ, আমাদের নিবেদন,
শ্রবণেতে হউন সন্তোষ।
দেখিতেছি চরাচরে, সকলেই পান করে,
অভাগাগণেতে শুদ্ধ দোষ।
বহ বহ সমীরণ, বরিষ বারিদগণ,
চমকিতে চপলার মালা।
সহাস্য বদন্য মুখে, পান করি মনসুখে,
জুড়াইব অন্তরের জ্বালা।

বর্ষার আবির্ভাব।

ছুটিল পূবের বায়ু, টুটিল গ্রীষ্মের আয়ু,
ফুটিল কদম্বকলিগণ।
বরিষে জলদদল, হরিষে ভেকের দল,
করিছে সঙ্গীত অনুক্ষণ।
তরুণ বয়স কালে, অরুণ জলদজালে,
বরুণ সহিত করে রণ।
প্রভাতে সময়-রঙ্গ, প্রভাতে ভানুর অঙ্গ,
শোভাতে না হয় নিরীক্ষণ।
মলিন দিবসকান্ত, মলিন বিরস কান্ত,
অলীন ভ্রমর তার কোলে।
মধুর বদনে মধু, শূন্য দেখি কুলবধূ,
খেদ করে গুণ্ গুণ্ বোলে।
হায় হায় এ কি দায়, লোকে কয় বরষায়,
সংযোগীর উন্মত্ত সম্ভোগ।
তবে কিবা অপরাধে, মধুপ বঞ্চিত সাধে,
পদ্মিনীর সহ নহে যোগ।
এই হয় বিবেচনা, প্রাবৃটের বিড়ম্বনা,
গ্রীষ্মপতি তাহে প্রতি রাগ।
তাই তাঁর সমাশ্রিত, কিবা পক্ষী পত্রী প্রীত,
সকলেতে জন্মায় বিরাগ।
নিবিড় নীরদ কলা, কি শোভা না যায় বলা,
অবলা কাদম্বিনী রজময়।
মনে মনে এই গণি, গ্রাসিবারে দিনমণি,
ওই কালনাগিনী উদয়।

বরষার ঘোর বিষে, নীরদ-ভুজঙ্গ বিষে,
ভানুকর নিকর নিঃকর।
ভস্ম আচ্ছাদিত যেন, প্রজ্বল অনল হেন,
আজু প্রভাতের দিনকর।
অতঃপর ঘোরতর, নীরধর আড়ম্বর,
শূন্যপথ করে অতিশয়।
চারু চারু সমুদিত, গুরু গুরু গরজিত,
হুরু হুরু কম্পিত হৃদয়।
বহিতেছে সমীরণ, করিতেছে ঘোররণ,
নিদাঘ বরষা সহকার।
সন্ সন্ স্বরে গাজে, ঝন্ ঝন্ মাঝে মাঝে,
শব্দ করে স্তব্ধ ত্রিসংসার॥
চক্ চক্ চিকি মিকি, ধক্ ধক্ ধিকি ধিকি,
সুচঞ্চলা চপলার মালা।
ঝম্ ঝম্ হয় জল, ধরাতল সুশীতল,
ঘুচে গেল সন্তাপের জ্বালা।
একেবারে পড়ে ধারা, কিবা শোভা পায় তারা,
তারা যেন পড়িছে খসিয়া।
পুলকে চাতকদল, পান করে ধারা-জল,
গান করে বসিয়া রসিয়া॥

বর্ষার অভিষেক।

নীরদ দ্বিরদবর, আরোহিয়া তদুপর,
ঋতুবর বর্ষার জাঁক।
গুড় গুড় গুম গুম, গুড়ুম গুড়ুম গুম,
বাজিতেছে রণ-জয়-ঢাক।
ওই করে ঝর ঝর, গতি অতি খরতর,
দামিনীর উড়িছে পতাকা।
প্রজারূপে তরুচয়, প্রণত হইয়া রয়,
দিয়া কর ফল পাকা পাকা।
যদি কেহ তুষ্ট হয়, নিদাঘের পক্ষে রয়,
নাতোয়ানি নষ্টামীতে ভরা।
সাঁজোয়াল সমীরণ, কাণ ধরি সেইক্ষণ,
লুটাইয়া দেয় তারে ধরা॥
মণ্ডল কাঁটাল তারা, পেয়েছেন বড় পারা,
হেঁড়ে পাগ তুঁড়ি সুবিখ্যাত।
ফলের পিতৃব্য বুড়া, ভালা রসিকের চূড়া,
ঘরে ঘরে সবে আছে জ্ঞাত।
ফুলের কামিনী ধনী, চাতকিনী সুখ গণি,
কলুধ্বনি করে অবিরত।

জলাশয়ে হংসীগণ, জলে দিয়া সন্তরণ,
কলরবে কেলি করে কত।
পূর্ণ ক'রে মনসাধ, করিতেছে ভেরীনাদ,
ভীষণ ভয়াল রবে ভেক।
আষাঢ়ের সুসঞ্চারে, শুভ শশধর বাড়ে,
হইল বর্ষার অভিষেক।

বর্ষা-বর্ণন।

সসজ্জ সন্ধান পূরে, আসিয়া গ্রীষ্মের পুরে,
প্রবেশিল বরষার দল।
রিপুর প্রবল বল, দেখিয়া গ্রীষ্মের দল,
ভঙ্গ দিয়া ভাগিল সকল॥
মহা শিলাবৃষ্টি-ঘায়, প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায়,
হইল গ্রীষ্মের আয়ু শেষ।
সন্তাপ-সৈন্যের পতি, না পাইয়া অব্যাহতি,
পলাইতে চাহে অবশেষ॥
শক্রভয়ে ভীত হয়ে, বিরহীর মনে রয়ে,
গোপনেতে লইল আশ্রয়।
এ কি অপরূপ ধারা, নয়নে সলিল-ধারা,
অন্তরে সন্তাপ অতিশয়॥
বরষা হইল ভূপ, সর্ব্বরাজ্যে গাছে যূপ,
উড়াইল তড়িত-পতাকা।
অভ্র-কোলে শুভ্র আভা, কি কব তাহার শোভা,
দেখ ওই উড়িছে বলাকা॥
পূরিল মনের সাধ, মেঘে করে সিংহনাদ,
ঘন ঘন ঘনে ঘনগণ।
ত্রিভুবনে দিয়া সাড়া, বাজায় বিজয়-কাড়া,
গুরু গুরু রবে অনুক্ষণ।
পূর্ণ করি জল স্থল, আকাশ তীর্থের জল,
আনি করে ভূপে অভিষেক।
চামর কেতকী-ফুল, ঢুলায় ভ্রমর-কুল,
জয় জয় ধ্বনি করে ভেক।
ময়ূরেতে মোরছল, করিতেছে অবিরল,
দাঁড়াইয়া নৃপতির আগে।
ময়ূরী সে সভা-মাঝে, মৃদু মনোহর সাজে,
নৃত্য করিতেছে অনুরাগে॥
তপস্তাতে বহুদিন, শরীর করিয়া ক্ষীণ,
মলিন আছিল নদীগণ।
সংপ্রতি অমৃত খায়, হয়ে অমরের প্রায়,
সঞ্চারিল পুনশ্চ জীবন॥

চির-বিরহিণী ছিল, ঋতুযোগ সঞ্চারিল,
বিষাদে হইল হর্ষোদয়।
আহ্লাদে প্রফুল্ল কায়, নিজ পতি প্রতি ধায়,
যত নদী বেগে অতিশয়॥
মেঘাচ্ছন্ন চরাচর, শশী আর দিবাকর,
লুপ্তপ্রায় না হয় উদয়।
দ্বিনেত্র মুদিত করি, সুখে নিদ্রা যান হরি,
এই সে কারণ চিত্তে লয়॥
বরষা বিরহী নারী, ধরিয়া দিবসকারী,
করে অতি দৃঢ় আলিঙ্গন।
করের কঙ্কণ তার, খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়,
লোকে বলে বিদ্যুৎপতন॥
তড়িত নর্ত্তকীগণ, নৃত্য করে অনুক্ষণ,
সুললিত জলদ-সভায়।
ছিঁড়িল মুকুতা-হার, সেই ছলে অনিবার,
জলধার পড়িছে ধরায়।
ঋতুর প্রভাবে হেন, রবি শশী নাহি যেন,
নিশা দিন সমান আকার।
কুমুদিনী রাত্রি জানে, প্রফুল্লিতা দিনমানে,
পদ্মাসনে কিবা চমৎকার॥
ভাস্কর গগনে গুপ্ত, শশাঙ্ক তিমিরে লুপ্ত,
দিবারাত্রি বোধ নাহি হয়।
বায়ু সহ মন্দ মন্দ, কমল কুমুদ গন্ধ,
দেয় দিবারাত্রি পরিচয়।
ঘন ঘোর অন্ধকার, দৃষ্টিরোধ সবাকার,
বৃষ্টিজলে পূর্ণ সৃষ্টি-গাত্র।
লুক্কায়িত বিকর্ত্তন, অশুদ্ধেশ জ্যোতিগণ,
জোনাকি পোকার দৃষ্টি মাত্র॥
জলময় নভস্থল, জলময় ভূমণ্ডল,
জলময় গিরি দিক্ দেশ।
দে'খে হয় এই জ্ঞান, পুনরপি ভগবান্,
ধরিলেন বরাহের বেশ।
আসিয়া বরষাকাল, ফেলিল জলদজাল,
গগন গভীর সরোবরে।
রবি শশী আদি মীন, গগনে হইল লীন,
ক্ষুদ্র মৎস্য লুকাইল ডরে॥
বিদ্যুৎ বড়শীপ্রায়, চতুর্দ্দিকে খেলি যায়,
বিরহীর প্রাণ-মীন ধরে॥
আর ভাবিয়া হরি, কমলারে সঙ্গে করি,
চাপিলেন শরীর সাগরে।
দাতা ঘন হরষিত, হেরে হয় উপস্থিত,
যাচক চাতক দ্বিজগণ।

ঘন আগে মেঘ জল, করিয়া বিদ্যুৎ ছল,
স্বর্ণমুষ্টি করে বিতরণ।
মেঘ পটু নানা সাজে, চতুর্দ্দিকে বাদ্য বাজে,
ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে।
পথিকের সর্ব্বনাশ, ঘন বহে ঘন শ্বাস,
নিজ বাস ভাবিয়া অন্তরে॥
বহে সুশীতল বায়ু, বিয়োগীর হরে আয়ু,
সংযোগীর পরম উল্লাস।
তারা করে অভিলাষ, বর্ষা হোক্ বার মাস,
অন্য ঋতু না হয় প্রকাশ॥
বিয়োগীর বুকে বর্শা, মারে বর্ষা সেই বর্শা,
নাম তোর বিদিত ভুবনে।
শুনি জলদের শব্দ, বিরহিণীগণ স্তব্ধ,
দগ্ধ হয় মনের আগুনে॥
প্রবাসী জনের ক্লেশ, বর্ণিয়া না হয় শেষ,
এই ছার বরষা সময়।
অন্তরে বিচ্ছেদ-বাতি, জ্বলিতেছে দিন-রাতি,
বাহিরে বিবিধ দুখোদয়।
রান্নাঘরে কান্নাহাটী, ভিজে কাঠ ভিজে মাটী,
কোনমতে নাহি জ্বলে চুলো।
নাকে চোকে জল সরে, সেই দণ্ডে ইচ্ছা করে,
চুলোশুদ্ধ চোলে যায় চুলো॥
ধনীর সুখের ধ্বনি, নিয়ত নিকটে ধনী,
নাহি মাত্র মনের বিকার।
ভাল গাড়ী ভাল বাড়ী, প্রতি হাতে মারে আড়ী,
মনোমত আহার-বিহার॥
স্থিরভোগে স্থিরবুদ্ধি, স্থিরযোগে স্থিরশুদ্ধি,
পাত্রে পাত্রে পাত্রের বিচার।
সদা তার সদাচার, আচারে কি কদাচার,
লোকাচারে মিছে ব্যভিচার।
দীন তাহা কোথা পান, শুধুমাত্র জলপান,
ভুঁড়ি সার মুড়ি নাই মুখে।
টাকা বিনে হতবুদ্ধি, কিসে বল হবে শুদ্ধি,
ঘাস কাটি ধান-বনে ঢুকে॥
বিদেশী ধর্ম্মের ষাঁড়, ভরসা কেবল ভাঁড়,
ভাগ্যদোষে তাও যায় ভেঙ্গে।
বড় রাত্রে পেয়ে ছুটী, ছুটে আসে ছেড়ে কুঠী,
চৌকীদার ধরে চক্ষু রেঙ্গে॥
যত সব বিলসাধা, সকল শরীরে কাদা,
জামা পাগ ভিজিল উদকে।
বহুক্লেশে ছেঁড়াজুতা, পাইয়া বৃষ্টির ছুতা,
একেবারে উঠিল মস্তকে।

আমরা টোলের ছাত্র, নাহি জানি পাত্রাপাত্র,
জানি শুদ্ধ একমাত্র পাঠ।
বাবুদের পেয়ে গুণ, নাহি মাছ তেল নুণ,
ভট্টাচার্য্য দেন চাল কাঠ॥
যদি এই বাদলায়, কেহ নাহি বাদলায়,
পুঁথি পাঁতি সব যায় ভেসে।
তিন মাস রুদ্ধ পাঠ, ফিরে হাট ঘাট মাঠ,
দে'খে শুনে মরি হেসে হেসে।
আমাদের সৃষ্টিধর, চিরজীবী অড়হর,
আদসিদ্ধ তাই হয় পাক।
পৈতৃক সম্পত্তি দাদা, তাহার চিরভিত্তি দালা,
তাতে যুক্ত করি নটে শাক।
দুই সন্ধ্যা তাই খাই, মাঝে মাঝে গীত গাই,
ধোবা বেটা ঘটায় প্রমাদ।
রাত্রিকালে হাত বুকে, নিদ্রা যাই মহাসুখে,
মিত্রজনে করি আশীর্ব্বাদ।
বরষা তোমার গুণ, কি কহিব পুনঃ পুন,
বারিবলে চরাচর ভাসে।
কি আর তোমার ব্যঙ্গ, দোসর হয়েছে ব্যাঙ্গ,
দেখে রঙ্গ রাঢ় বঙ্গ হাসে॥
আমরা বিপ্রের পুত্র, ধরিয়াছি যজ্ঞসূত্র,
শুন ওহে ঋতুরাজ বাপ।
জাতি-ধর্ম্মে ভিক্ষা করি, প্রাণে যেন নাহি মরি,
চাল ভেঙ্গে প'ড়ে ঘর চাপা।

বর্ষার ঝড়বৃষ্টি।

ঘটা ঘোর ক'রে ঘোর ঘন ঘোর রবে
শুনি চিত্ত চমকিত বিচলিত সবে।
ঝন্ ঝন্ ঝণ্ ঝণ্ সন্ সন্ ঝড়ে।
তরুচয় স্থির নয় বোধ হয় পড়ে॥
বিজলীর কি মিহির যেন তীর ছোটে।
ঝড় ছাট ভাঙে হাট মালসাট চোটে।
বহে বাত, ছাঁত ছাঁত শিলাপাত সঙ্গে।
বোধ হয় করে জয় সমুদয় বঙ্গে।
করে রব কলরব ধরে সব রঙ্গে।
নদী নদ পেয়ে পদ গদগদ অঙ্গে।
হেউ হেউ করে ঢেউ যেন কেউ ডাকে।
অবিকল কল কল ঘোর জল পাকে।
তদুপরি যত তরী নৃত্য করি যায়।
প্রেমিকের হৃদয়ের আশয়ের প্রায়॥

আহ্লাদ কি উল্লাস অভিলাষ পূরে।
ভুজঙ্গ যত দহ হংসী সহ ঘুরে।
কি আহ্লাদ করে নাদ অভিবাদ সুরে।
অবিবাদ যত বাদ বিসংবাদ দূরে।
দামোদর খরতর কলেবর ধরে।
এ কি লয় বাঁধ ভগ্ন দেশ মগ্ন করে।
গেল ধান নাহি ত্রাণ কিসে প্রাণ বাঁচে।
ঘোর রিষ্টি অতি বৃষ্টি বায় সৃষ্টি পাছে।
লক্ষ লক্ষ পশু পক্ষ বিনে ভক্ষ্য মরে।
প্রজাদল হতবল চক্ষে জল ঝরে॥
যত চাষা হত আশা করে বাসা বৃক্ষে।
কপালের ভাল ফের সময়ের শিক্ষে॥

শরদ্বর্ণন।

বরষা ভরসাহীন, ক্ষীণ হয় দিন দিন,
শুনিয়া শরদ আগমন।
গগনেতে জলধর, শোকে পাণ্ডু কলেবর,
বরষার বিচ্ছেদ কারণ।
জলদ বিক্রমশূন্য, চাতক বিষম ক্ষুণ্ণ,
হাহাকার করে ঊর্দ্ধমুখে।
ময়ূর ময়ূরীগণ নিত্য নৃত্য বিস্মরণ,
কাননে লুকায় মনোদুখে॥
ঘুচিল কোটালি পায়া, ব্যঙ্গ লয়ে ব্যাঙ-জায়া,
দিয়ে ভঙ্গ রসরঙ্গ সব।
একেবারে সর্ব্বনাশ, করিলেন জলে বাস,
আর তার নাহি কলরব॥
গগনেতে চারু শোভা, দিন দিন মনোলোভা,
নাহি আর অন্ধকাররাশি।
চকোরের তুষ্টিকর, সুবিমল সুধাকর,
রজনীর মুখে সদা হাসি॥
কর্পূরে পূরিল বিশ্ব, সেই মত হয় দৃশ্য,
সিতপক্ষ শারদ-নিশায়।
অথবা নিশিতে হেন, অনুমান হয় যেন,
শরদ পারদ মাখে গায়॥
প্রিয় দারা তারা যারা, ছিল তারা পতি-হারা,
শশী হেরি তারা সব জলে।
কিবা শোভা কব তার, মল্লিকা-ফুলের হার,
শোভে যেন স্ফাটিকের গলে॥
নির্ম্মল হইল জল, রাজহংস কল কল,
সরোবরে করে অনুক্ষণ।
এত দিবসের পরে, নয়ন রঞ্জন করে,
হৃদয়রঞ্জন এ খঞ্জন॥
ফুটিল সহস্রদল, শতদল সুবিমল,
কুমুদ কহ্লার শোভা করে।
বহু দিবসের পর, মত্ত হয়ে মধুকর,
মধুপান করে দুই করে।
শত শত দলে দলে, বসে শতদলদলে,
রসে শতদল-দলে সুখে।
মনোহর সরোবরে, পুলকে ঝঙ্কার করে,
কিবা গুণ্ গুণ্ গুণ্ মুখে।
নাহি পৃথিবীর পঙ্ক, শুষ্ক পথ নিষ্কলঙ্ক,
নিরাতঙ্ক যোদ্ধাগণ সাজে।
পথিকের পথ-ক্লেশ, দূরে গেল সবিশেষ,
পরন্তু বিচ্ছেদ মনোমাঝে।
ছয় ঋতুমধ্যে ধন্য, সকলের অগ্রগণ্য,
শরদের জয় সবে বলে।
যাহাতে যোগীন্দ্র-জায়া, মহেশ্বরী মহামায়া,
আবির্ভূতা অবনীমণ্ডলে॥
মৃণ্ময়ী মহেশ-প্রিয়া, যথা শক্তি পূজা দিয়া,
তরে লোক ইহ-পরকাল।
তাহাতে যে মহোৎসব, বলিতে অক্ষম সব,
পঞ্চানন তবু মহাকাল॥
আছেন অনেক ঋতু, মন উদাসের হেতু,
পুণ্যসেতু বাঁধে কোন্ ঋতু।
দুর্গা দরশন অর্থে, শরদে আসেন মর্ত্ত্যে,
সুরগণ সহ শতক্রতু।
লইতে ভক্তের পূজা, অধিষ্ঠাত্রী দশভুজা,
দশদিক্ করেন প্রকাশ।
শরদের তিন দিন, কিবা ধনী কিবা দীন,
জ্ঞান করে এই স্বর্গবাস।
প্রতি ঘরে বাদ্য গান, আনন্দের অধিষ্ঠান,
বর্ণনা করিব তাহা কত।
যাহার যেমন মন, যাহার যেমন ধন,
আয়োজন করে সেইমত॥
কুমার কুমার আগে, গড়িয়াছে অনুরাগে,
শেষে চিত্র করে চিত্রকরে।
মেটেরঙে মেটে রঙ, চালে লেখে নানা সঙ,
যত্নে তুলি হস্তে তুলি ধরে।
ডাকজর করে ডাক, বিস্তর দামের ডাক,
ডাকের ডাকের বড় জাঁক।
করে আচ্ছা সাঁচ্চা সাজ, ভিতরেতে কত কাজ,
ডাক ডাক এই মাত্র ডাক॥

যেবীরে সাজায় সাজে, যেখানে যে সাজ সাজে,
অপরূপ মুনি-মনোলোভা।
ভুবন-ভূষণা যিনি, ভূষণে ভূষিতা তিনি,
ধরাতে ধরে না যার শোভা॥
যার নাহি কিছু শক্তি, আনিয়া শঙ্কর-শক্তি,
ভক্তিভাবে ডাকে জয়কালী।
মনে আছে প্রেম খাঁটা, মাখিয়া বেলের আটা,
জুড়ে দেয় সোনালি রূপালি॥
সবে বলে সাজা সাজা, জানে না শেষের মজা,
সঙ সেজে কত রঙ করে।
কি বাজনা বাজাতেছ, কারে সাজ সাজাতেছ,
ঢুকিয়া সংসার-সাজঘরে?
আপনার চক্ষু নাই, অন্ধকারে থেকে ভাই,
তুমি কর কার চক্ষুদান?
আপনি না হয়ে স্থায়ী, কারে কর জলশায়ী,
নিজ করে করিয়া নির্ম্মাণ?
ধর ধর তুলি ধর, কর কর পূজা কর,
হর হর বল জীবচর।
গোড়ে পূজ শিবা শিব, তবে জীব পাবে শিব,
মনে যদি স্থির প্রেম রয়॥
কামনা-কণ্টক কেটে, মনে রাখ ভক্তি এঁটে,
গন্ধ কেঁদে কন্ন করা দোষ।
ভক্তি সহ গাঢ় যত্নে, পরিতোষ-মহারত্নে,
পূর্ণ কর হৃদয়ের কোষ॥
যাজক ব্রাহ্মণ যারা, চণ্ডীপাঠ শিখে তারা,
খণ্ডিবারে জিহ্বার জড়তা।
যজমান বড় আঁট, পঞ্চাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ,
পাছে হয় কিঞ্চিৎ অন্যথা॥
নবমীতে বলি কর, ক্রমেতে উদ্যোগ কর,
গাল-গল্প প্রভৃতি ঘরে ঘরে।
ঝাড়িগুড়ি করি নানা, সাজায় বৈঠকখানা,
ঘর-দ্বার পরিষ্কার করে॥
প্রকৃতির সাজ যাহা, বিকৃতি না হয় তাহা,
স্বভাবেতে আকৃতি গঠন।
তুমি কর যত রূপ কতরূপ তার রূপ,
অপরূপ বিরূপ বচন॥
মনোহর ঘর যার, মেরামতি কত তার,
যদিন্ করিছ ঠাঁই ঠাঁই।
কিন্তু তব বাসঘর, নাম যার কলেবর,
তার আর মেরামৎ নাই।
যেই ধনী ভাগ্যধর, আছে অর্থ বহুতর,
অনায়াসে ব্যয় করে ধন।
দানকার্য্যে সদা রত, এখন সম্পদহত,
দুর্গা তার দুর্গের কারণ॥
পড়ে ঘোরতর দুর্গে, ডাকে সদা দুর্গে দুর্গে,
ভাগ্যে তার নাহি শুভফল।
নাহি আর ধূমধাম, অবিশ্রাম অষ্ট যাম,
কেবল নয়নে ঝরে জল॥
বৃত্তিসাধা বিপ্রগণ, লোভেতে চঞ্চল মন,
স্নান পূজা কিছু নাহি আর।
হয়ে অর্থ-অনুরাগী, কেবল অর্থের লাগি,
অনাহারে ফেরে দ্বার দ্বার॥
দেখিলে সধন লোক, পড়িয়া কবিতা শ্লোক,
সঙ্গে সঙ্গে আশীর্ব্বাদ দান।
বাবুজী কল্যাণ হোক্, সন্তান সুখেতে রোক্,
দাতা নাই তোমার সমান।
দানে মানে কুলে শীলে, আর কি এমন মিলে,
সব দিকে দেখি বাড়াবাড়ি।
পূজার সংক্ষেপ দিন, বার্ষিকের টাকা দিন,
কাল প্রাতে যেতে হবে বাড়ী॥
পুত্র দুটী শিশু অতি, কন্যাটীও গর্ভবতী
বাটীতে মায়ের আগমন।
ব্রাহ্মণী একেলা ঘরে, কত দিক্ রক্ষা করে,
আমি গেলে হবে আয়োজন।
যজমান শিষ্য যারা, এবারে সিকস্ত তারা,
কিছুমাত্র দেন নাই কেহ।
ধান যাহা ছিল ক্ষেতে, হেজে গেল এক রেতে,
ভাবিয়া বিশীর্ণ হয় দেহ।
ও বাড়ীর ঘোষ বাবু, হয়েছেন বড় কাবু,
রায়েদের সুপ্রতুল নাই।
হ্যাঁচ হ্যাঁচ যে তা তবে, বল কি উপায় হবে,
শুধুহাতে কেমনেতে যাই।
দেহে কণ্ঠাগত প্রাণ, কেবল টাকার টান,
নাহি স্নান পূজা সন্ধ্যা কলা।
প্রাতে উঠি শৌচে গিয়া, হাতে-মাটী-মাটী নিয়া,
কপাল জুড়িয়া আর্কফলা॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-পুত্র, গলে মাত্র যজ্ঞসূত্র,
মোটা ফোঁটা কথা রুকে রুকে।
ছলেতে হবেন মাত্র, হরিদ্রা গোরস গাত্র,
ইত্যাদি কবিতা-পাঠ মুখে।
বিদ্যা সাধ্য অষ্টরম্ভা, বড় বড় কথা লম্বা,
হস্তভোম্বা ভঙ্গী পরিপাটী।
বচনেতে দাম নাই, মুখে শুধু বাম্‌নাই,
মেকি কি কখন হয় খাঁটি।

মদ্যলোভী বাবু যত, মানমদে জ্ঞানহত,
পূর্ণ করে যাচকের আশ।
বাহিরে সুখ্যাতি পায়, এ দিকে দেনার দায়,
বাবুজীর মার্গে যায় বাঁশ॥
প্রতিবারে করে দান, না দিলে থাকে না মান,
দেনা ক'রে খত দেন লিখে।
শিষ্ট শান্ত অতি ধীর, স্তুতিবাক্যে বাবুজীর,
ল্যাজ উঠে আকাশের দিকে।
নাকে খত কাণে খত, চুনো সুদে লিখে খত,
আপাতত দূর করে দুখ।
সুদের শরদকালে, বদ্ধ হয়ে ঋণজালে,
তথাচ অন্তরে হয় সুখ॥
যত বেটা ভবঘুরে, নূতন নূতন সুরে,
নূতন নূতন শিখে গান।
সাধিছে গলার মিল, কেহ খাদ কেহ জীল,
কেহ শুদ্ধ নূপুর বাজান॥
মরীচ লবঙ্গ রঙ্গে, লয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে,
যথা যথা আকড়া বাহার।
পূর্ব্বে প্রায় মাসাবধি, না খায় অম্বল দধি,
বিশেষতঃ যত কাঁদিদার।
কেমনে হইবে জিত, চুপি চুপি শেখে গীত,
ভাব তার না হয় প্রচার।
চিতেন মহাড়া বেঁধে, উচ্চ সুরে গলা সেধে,
গান ধরে ভবে কর পার।
যত্নেক সখের দল, প্রেমানন্দে টলাটল,
সুর ভাল লাগিয়াছে কাণে।
কোন অংশে নহে কম, মারিয়া গাঁজার দম,
তান ছাড়ে দেওয়ার গানে॥
যাত্রাকর করে যাত্রা, কে বুঝে তাহার মাত্রা,
প্রথমে মহলা করে দান।
সাজেগোজে সুর জুতি, কেহ বলে ওগো দূতি,
কৃষ্ণ বিনা নাহি বাঁচে প্রাণ॥
যার যাহা ভাল লাগে, সেই তাহা রাখে আগে,
পণ করি দেয় তার পণ।
কেহ রাখে বেলতলা, মালিনীর ভাল গলা,
গুণে তার খুন করে মন।
যাত্রায় যমক ভারি, নামজাদা অধিকারী,
আসর করিছে অধিকার।
দালানে বাবুর মেলা, প্রতি পদে পায় পেলা,
সাবাস্ সাবাস্ বার বার।
আসিয়া যাত্রার মেলা, কর জীব ছেলেখেলা,
হেলা কেন করিতেছ কাজে।
ভবযাত্রা করিবারে, সেজেছ মানবাকারে,
অন্য সাজ তোমায় কি সাজে।
এ নাটের ঠাট ভাবি, যিনি হন অধিকারী,
তাঁর প্রতি কেন কর হেলা।
মান রেখে তান ধর, ফুরালে মানের ঘর,
করে আর পাবে বল পেলা।
দেহযাত্রা তুমি যাত্রী, অবসান হয় রাত্রি,
হবে যাত্রা কাঠি দিলে ঢাকে।
কর যাত্রা দেহ-যাত্রা, কিন্তু হয় শেষ যাত্রা,
গঙ্গাযাত্রা মনে যেন থাকে।
স্থানে স্থানে একপক্ষ, কেবল সুখের লক্ষ্য,
রজনীতে গানবাদ্যছটা।
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে লোক, বিষম মনের ঝোঁক,
কি কহিব আমোদের ঘটা।
বাড়ী বাড়ী বাই বাই, ভেড়ুয়া নাচায় বাই,
মনোমত রাগ সুর ধরে।
মৃদু তান ছেড়ে গান, বিবিজানি নেচে যান,
বাবুদের লবেজান করে।
গুণি-হস্তে তানপূরা, তাহে কত তান পূরা,
মেও মেও ছাড়ে তার তার।
কালোয়াৎ ভাঁজে রাগ, কে বুঝে সে অনুরাগ,
রাগ নয় রাগ মাত্র সার।
সেতার বাজায় যত, সে তার কহিব কত,
সে তার বেতার কার লাগে।
পিং পিং রারা রারা, সারি গা মা ডারা ডারা,
মেজারপে বাজে নানা রাগে।
তাধিনা তাধিনা ধিনা, কত রাগে বাজে বীণা,
বীণা বিনা কিছু নহে ভালো।
শুনিয়া বীণার স্বর, লজ্জা পায় পিকবর,
মনে জলে আনন্দের আলো॥
সকলের এক বোল, গেছে পূজার গোল
পড়েছে ঢুলীর ঢোলে কাঠী।
তাধিন্ তাধিন্ রব, শুনিয়া মাতিল সব,
চাটি শুনে ফেটে যায় মাটী।
নবতের বড় ধূম, গুড় গুড় গুম্ গুম্,
ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ বাজিছে সানাই।
মন্দিরে আমোদ ভরা, মন্দিরে মোহিত করা,
তালে তালে তাল ধরে তাই।
এইরূপ মহানন্দ, আনন্দে হইয়া অন্ধ,
তামসিকে ধনী ছাড়ে চাকি।
পূজায় না লন খোঁজ, যাদ্ধি কাঁদে তিন রোজ,
পুরুতের দক্ষিণায় ফাঁকি।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত যাঁরা, বার্ষিক সাধিয়া তাঁরা,
ব্রাহ্মণীর শাড়ী আগে লন।
সুধার হইলে তায়, শেষে পুত্রবস্ত্র পায়,
আপনার জন্যে দুখী নন॥
দাতার গাহিয়া জয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়,
নস্তছলে মিসি লন কিনে।
পুঁথির ভিতরে ভরি, শ্রীহরি স্মরণ করি,
বাড়ী চ'লে যান দিনে দিনে।
প্রায় বৎসরের পরে, প্রবাসীরা যান ঘরে,
কত সাধ মনে অগণন।
হয়ে প্রেম-অনুরাগী, করেন প্রিয়ার লাগি,
নানামত দ্রব্য আয়োজন।
কেহ লয় সাতনলী, দেখিয়া আমরা বলি,
কামকিরাতের সাতনলা।
প্রকাশিতে নিজ স্নেহ, বিজটা লইল কেহ,
কেহ বা লইল কাণবালা।
কেহ লয় কর্ণফুল, কেহ বা কনকদুল,
কেহ বা বিনোদ চন্দ্রহার।
কেহ বা মুকুতামালা, কেহ বা কাঞ্চন-বালা,
কিনে লয় শক্তি যে প্রকার।
ভূষণ লইল যত, বসন তাহার মত,
মনোমত লইল সবাই।
কেহ লয় শান্তিপুরে, কেহ বা বাগ্দী ডুরে,
কেহ কেহ লইল ঢাকাই।
বড় ধুম বড় ঘরে, সাটিন-কাঁচুলি কয়ে,
চুমকির কাজ তার মাঝে।
পয়োধরে মনোলোভা, অনঙ্গের অঙ্গ-শোভা,
হেরি শশী শশ ধরে লাজে॥
সকল শরীরে ভূষা, মূর্ত্তিমতী যেন উষা,
পূর্ণমাসী নিশি করি নাশ।
বর্ণনে অক্ষম কবি, মলিন শশাঙ্ক-ছবি,
রবি যেন হতেছে প্রকাশ।
আকুঞ্চিত চারু কেশে, সেই ভূষা সেই বেশে,
ভুজপাশে বাঁধে যার কর।
কোথা আর স্বর্গবাস, তাদের দাসের দাস,
ইন্দ্র চন্দ্র কাম পঞ্চশর।
চারিদিকে বাবু ঘেরি, বস্ত্র হেরি ভূষা হেরি,
চাঁদমুখ দেখিতে না পাই।
তেমন কপাল নয়, মনে মাত্র সাধ হয়,
রূপখানি দে'খে মরে যাই॥
বারনা অগ্রেতে দিয়া, আয়না লইল গিয়া,
যায় না তাহার শোভা বলা।
লইল গোলাবি মিশি, ইচ্ছা হয় তাহে মিশি,
আর কত পানের মসলা।
খুনসী প্রেমের ফাঁসী, লইলেক রাশি রাশি,
যাহে ভালবাসিবেক প্রিয়া।
নিল মালা কত মত, কামিনীর মনোমত,
হার হারে বাহারে হেরিয়া।
জানাইতে ভালবাসা, চুঁচুড়ার মাথাঘষা,
কয়া কিংবা রসা কেবা গণে।
কিনিল পুরমাদরে, দিয়া কামিনীর করে,
কৃতার্থ হইব ভাবে মনে।
অন্তরেতে ভয় আছে, পছন্দ না হয় পাছে,
এই হেতু সুস্থ নহে মন।
করিয়া বিশেষ ভক্তি, লইলেন যথাশক্তি,
স্বীয় শক্তি-পূজার কারণ।
পাড়াগেঁয়ে যুবাদল, মুখে হাস্য খল খল,
পরিচ্ছদে সদা মন কাবু।
মনে মনে বড় সাধ, ফাঁদিয়া মোহন ফাঁদ,
দেশে গিয়ে সাজিবেন বাবু।
কালাপেড়ে ধুতিপরা, দাঁতে মিশি গালভরা,
ঠোঁট রাঙ্গা তাম্বুলের জলে।
গোরগাবি জুতা পায়, রঙ্গিন-রুমাল গায়,
হাতে কোঁৎকা হোঁৎকা সব চলে॥
যাহার সঙ্গতি যত, বস্ত্র লয়ে সেইমত,
দূর করে মনের বিলাপ।
ইয়ারের অনুরাগে, চরস লইল আগে,
আর কিছু আতর গোলাপ।
সহরের লোক যত, তাদের উল্লাস কত,
সুখের আমোদে সদা রত।
বাবু সব ঘোর গজী, বাড়াতে আনিয়া দর্জ্জি,
পোষাক করিছে কতমত॥
কারপেট চাকে নেট, কার পেটে কারপেট,
কারু-কর্ম্ম তাহে বাহা বাহা।
স্বভাবের শোভা সব, তার কাছে পরাভব,
কৃত্রিম হয়েছে যেন সাঁচা।
বাজরের গড়াগড়ি, তিন দিন ছড়াছড়ি,
লেবেণ্ডর গোলাপ আতর।
আর আর দ্রব্য যাহা, ফুটে না লিখিব তাহা,
ব্যয়করে না হন কাতর॥
যে সকল যণ্ডা বাবু, নিতান্ত বেশ্যার কাবু,
টাকা বিনা নাহি থাকে মান।
রাখিয়া বাড়ীর পাটা, কুইনের মাথা কাটা,
রাঁড়ের চরণে করে দান

দারা পুত্র পরিবার, করিতেছে হাহাকার,
সুতা নাই প্রসূতির অঙ্গে।
যবন সুখের অঙ্গ, কে বলে হয়েছে ভঙ্গ,
এত রঙ্গ আছে এই বঙ্গে॥
তারি মধ্যে ধূর্ত্ত যারা, বিবাদ করিয়া তারা,
ছলে কলে মাথা বেস্তা ছাড়ে।
বেস্তাও রসের ভরা, হাঁড়ির মুখের সরা,
বাপ তুলে গালাগালি পাড়ে॥
বিরহিণী নারী যারা, নিয়ত নয়নে ধারা,
তারা শুদ্ধ তারা তারা বলে।
কিসে মন হবে শান্ত, কতক্ষণে পাকে কান্ত,
বিচ্ছেদ-অনলে মন জ্বলে॥
হইবে পতির সুধা, মানে কত পান ত্বরা,
করিবেক প্রেমের অধীন।
সুখের আশ্বিন মাসে, প্রবাসী আসিবে বাসে,
সুবচনী দিবেন সুদিন॥
বিদেশী কলমপেষা, সকলের এক নেশা,
পরস্পর কহে এই কথা।
চাকরীর মুখে ছাই, পক্ষী হয়ে উড়ে যাই,
নিবাসে রমণী-মণি যথা॥
পড়িয়াছে তাড়াতাড়ি, কতক্ষণে যাব বাড়ী,
কোনরূপে ধৈর্য্য নাহি মানে।
সদাই সজল আঁখি, উড়িয়াছে মন-পাখী,
প্রেয়সীর প্রণয়-বাগানে॥
ধরেছে বাড়ীর টান, বিরহে কি রহে প্রাণ,
কেবল বিচ্ছেদ মনে জাগে।
গৃহে আছে ভালবাসা, প্রবাসের ভালবাসা,
মনে আর ভাল নাহি লাগে॥
মনের বিষম স্নেহ, সুস্থির না হয় কেহ,
দহে দেহ শয়নে স্বপনে।
নাহি সুখ একটুক, ঘোর দুখ ফাটে বুক,
চাঁদমুখ সদা পড়ে মনে॥
মনিবে না দেয় ছুটী, দিবানিশি ছুটাছুটি,
কুঠী গিয়া ছটপট করে।
নাহিক মাথার ঠিক, কেমনে করিবে ঠিক,
জমা লেখে খরচের ঘরে॥
ছুটী লয়ে খাড়া খাড়া, ঠিকে পান্সী ক'রে ভাড়া,
বসে গিয়া নাবিকের কাছে।
দুহাত না যেতে যেতে, বলে কত বিনয়েতে,
মাঝি আর কত দূর আছে?
ক'সে দাঁড় টান দাঁড়ি, দিনে দিনে দিয়ে পাড়ি,
লাল তরী ত্বরায় করিয়া।
যত শীঘ্র লয়ে যাবে, অধিক বক্সিস পাবে,
ভাড়া দিব দ্বিগুণ ধরিয়া॥
যত বদ্ গাজি, মুখে সদা বলে মাঝি,
ঠেলে ধ্বজি গায়ে যত জোর।
পাছে বড় একটানা, টানে গুণ গুণটানা,
টানাটানি যেন কত চোর॥
লেগেছে বাড়ীর ধুম, বাবুর না হয় ঘুম,
খ'সে গেল মনের কপাট।
বাড়াদূর আর নাই, চল চল মাঝি ভাই
ওই দেখ দেখা যায় ঘাট॥
থাকিতে কিঞ্চিৎ দূর, বাড়িল অধিক ভুর,
চালের উপরে গিয়া চড়ে।
থর থর কাঁপে কায়, না লাগিতে কিনারায়,
ইচ্ছা হয় ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥
যায় উজানের যান, যদি উজানের বান,
মুখ নাড়ে অজগর প্রায়।
ভাঁটি যেন ছোটে কল, কল কলী কাটে জল,
আরোহীরা চন্দ্র হাতে পায়॥
গোড়ে গোড়ে নদী ছেয়ে, সারি সারি যায় বেয়ে,
দাঁড়ে হয় শব্দ ঝুপ্ ঝুপ্।
নিদ্রাহার পরিহরি, দিবানিশি চালে তরী,
না মানে শিশির আর ধূপ॥
জলে স্থলে বনে বনে, যত চোর দস্যুগণে,
নিজ নিজ ব্যবসায়ে রত।
ক্ষমে কাটে কারে মারে, লুটে লয় ভারে ভারে,
পথিকের প্রাণ কণ্ঠাগত॥
রামাগণ ঘাটে ঘাটে, স্নান করে নানা নাটে,
দূরে থেকে নৌকা দেখে যদি।
ভাবে পতি এলো ঘরে, উল্লাস পবনভরে,
কেঁপে উঠে প্রেমানন্দ-নদী॥
বলে দিদি যাই বাড়ী, কাড়িয়া নূতন হাঁড়ি,
তাড়াতাড়ি রাঁধি গিয়া সই।
চল শীঘ্র চল চল, ফলিল ভাগ্যের ফল,
ফলনা আইল বুঝি ওই॥
হ'লে পরে কাছাকাছি, সবে করে আঁচা আঁচি,
হেসে কহে কোন সীমন্তিনী।
প্রাণসই তোরে কই, দেখ দেখ রসময়ী,
বুঝি ওই আমাদের তিনি॥
হেসে বলে কোন বুড়ী, মর্ মর্ ওলো ছুঁড়ি,
ও যে বুড়ো আর কার পাপ।
কেহ কহে দূরে দূরে, ও বাড়ীর বট ঠাকুর,
কেহ কহে অমুকের বাপ।

আর জন বলে সই, আমাদের কর্ত্তা ওই,
চিনিয়াছি শরীরের ধাঁচে।
গায়ে সব লোম উঠা, চোক কটা পেট মোটা,
সেইরূপ গালে দাগ আছে।
কেহ কয় ওলো ওলো, আই আই মলো মলো,
চোক খেয়ে কর দরশন।
রূপখানি ঢল ঢল, প্রাণধন কারে বল,
ও যে দেখি দাদার মতন।
যুবতী কুলের বধূ, প্রফুল্ল ফুলের মধু,
মনে মনে কত শোক উঠে।
ভুব ছলে করে দৃষ্টি, মদনের বাণ-বৃষ্টি,
ফাটে বুক মুখ নাহি ফোটে॥
ঘোমটায় আড়ে আড়ে, ঈষৎ কটাক্ষ ছাড়ে,
বিরহ-বিলাপ বাড়ে তায়।
যুবক পুরুষ যত, চলিয়াছে শত শত,
নিজ পতি দেখিতে না পায়।
তরণী আইসে কাছে, তরুণী মনেতে আঁচে,
পাইব আপন প্রাণধনে।
শাশুড়ী ননদ কাছে, লজ্জাভয়ে ফেরে পাছে,
মনের আগুন রাখে মনে।
কুলের কামিনী মণি, এত কেন ভাব ধনি,
প্রাণপতি আসিবেক ঘরে।
তোমার শাশুড়ীগিন্নী, মেনেছে পীরের সিন্নি,
সন্তানের আসিবার তরে।
সুর-তরঙ্গিণী-জলে, * * দলে,
পরস্পরে বলে সমাচার।
ঘরে রেখে ছেলেপুলে, কর্ত্তাটী রহিল ভুলে,
আসিবার নাম নাই আর॥
যত ছেলে ঘরে ঘরে, ভাল খায় ভাল পরে,
দেখে শুনে কাঁদে সব তারা।
ভেবে ভেবে তনু কালী, রাগে দিই গালাগালি,
ধার ক'রে কত হব সারা।
কেহ বলে অতি গাধা, তোমার চাটুয্যা দাদা,
ঘরে থেকে করে খিটিমিটি।
প্রবাসে যাইলে পরে, তত্ত্ব আর নাহি করে,
এক মাস লেখে নাই চিঠি।
সোজোবৌর কচি ছেলে, এক দণ্ড তারে ফেলে,
কোন মতে যেতে নাহি পারে।
বছরের শুভদিন, দুঃখে হয় দেহ ক্ষীণ,
বিধাতা করিল কেন নারী॥
কেহ কহে দিদি ওর, কেমন কপাল জোর,
মরি কিবা সোণার সংসার।
অহঙ্কারে মরে রাঁড়ী, সকলে এসেছে বাড়ী
জিনিস এনেছে ভারে ভার॥
ডুলি ঝোলা মুচি হাড়ি, সকলেই যায় বাড়ী,
তাড়াতাড়ি চড়ে মনোরথে।
টাকা ছেড়ে খাবড়ায়, পার হয়ে হাবড়ায়,
চলিয়াছে রেলওয়ে পথে।
হুগলীর যাত্রী যত, যাত্রা করে জ্ঞানহত,
কলে চলে স্থলে জলে সুখ।
বাড়ী নহে বাঙ্গাদুর, অবিলম্বে পায় পুর,
হয় দূর সমুদয় দুখ॥
তাদের পশ্চাতে দুখ, প্রথমে কিঞ্চিৎ সুখ,
যাদের নিবাস দূরদেশে।
যেড়ো ভেড়ো যত খেড়ো, ভাবিয়া নামিয়া পেঁড়ো,
হাঁটাহাঁটি কাটাকাটি শেষে।
আগেতে সাজিয়া বাবু, অবশেষে ঘোর কাবু,
হবু গবু ভবু সাধ মনে।
হোটে কত কষ্ট সয়ে, গৃহে গিয়া গৃহী হয়ে,
গৃহিণী দেখিব কতক্ষণে।
পশ্চিমের রেড়ো যত, পূবের বাঙ্গাল কত,
শত শত চলিয়াছে পথে।
কেহ গাড়ী কেহ ডুলি, কেহ বা উড়ায়ে ধূলি,
চলে যায় নিজ মনোরথে॥
এঁটে এঁটে তুলে এঁটে, যাবা যায় পায়ে হেঁটে,
নাহি কোঁচকা পিঠে বোচ্‌কা খোলে।
ভবনে যাবার তরে, পবনের বেগ ধরে,
মাথার উপরে জুতো তোলে।
স্নান পূজা কেবা ক'রে, কোঁচড়ে জলপান ভরে,
যেতে যেতে খেতে খেতে ছোটে।
দুই তিন ক্রোশ গিয়া, গুড়ুকে আগুন দিয়া,
দম মেরে ধরাতলে লোটে।
গ্রামের নিকটে এলে, হেলে বাদশার ছেলে,
এক পদে চলে দশ পদ।
কাঁকে ঝুলি রুকো কেশ, গো-দাগার মত বেশ,
যেন কত খাইয়াছে মদ॥
অপরূপ ভাব তথা, কি কব রহস্য কথা,
নারীগণ দেখে যদি মুটে।
বুকের বসন খোলা, প্রেমভাবে হয়ে ভোলা,
তাড়াতাড়ি বাড়ী যায় ছুটে॥
ভিজে চুল ভিজে খোঁপা, মুখে করে কত চোপা,
পুত্রে বলে পতির উদ্দেশে।
এসেছে অমুক রায়, জিজ্ঞাসা করিয়া আয়,
বাবা কেন এলো নাক দেশে॥

এইরূপ সবাকার, আনন্দের নাহি পার,
প্রেম-পূর্ণ সকলের মনে।
খেদে নহে মন স্থির কেবল বহিছে নীর,
বিয়োগীর যুগল নয়নে॥

শরদাগমে লোকের অবস্থা।

আইলেন ঋতুরায় সবল শরদ।
পরিধান পরিপাটী ধবল গরদ॥
বরদার প্রিয় ঋতু নহেন বরদ।
প্রিয়পাত্র প্রভাকর কেবল খরদ॥
তাঁর দৃষ্টি ঘোর মিষ্টি কিরণ অমদ।
কার সাধ্য সহ্য করে কে আছে মরদ?
না দেখি প্রজার প্রতি কিছুই দরদ।
কর পেতে কর পেতে হয়েছে করদ॥
অতিশয় পেয়ে ভয় লুকায় নীরদ।
অসহ্য সূর্য্যের তাপে শুকায় ক্ষীরদ॥
গ্রীষ্মযোগে নিজে ঋতু খাইল পারদ।
হইল কোন্দলকর্ত্তা সাক্ষাৎ নারদ॥
স্বভাবের দোষ হয় কখন কি রোধ?
দেবঋষি সম শুধু বাধায় বিরোধ॥
আপনি স্বতন্ত্র থাকে রাত্রি আর দিনে।
নিদাঘ বরষা হিম দ্বন্দ্ব এই তিনে॥
মাঝে মাঝে বরষা প্রকাশ করে বিষ।
তুল্য প্রায় চক্র তায় নাহি মাত্র বিষ॥
ভীমবৎ গ্রীষ্ম দিনে বিষম প্রবল।
রজনীতে ধরে হিম ভীমসম বল॥
স্বভাবের ভাবান্তর ভাবভরা ভব।
শরতের চিহ্ন মাত্র শুভ্রাকার নভ॥
শশাঙ্কের শোভা বৃদ্ধি লোকে এই বলে।
সাক্ষী তার কুমুদিনী ফুটিয়াছে জলে॥
মধুভরে মনোলোভা কিবা শোভা তার।
ভূষায় সুসার করে উষার ভূষার॥
মনোহর সুধাকর চারু কর ধরে।
নিরন্তর সুধার সুধার বৃষ্টি করে॥
শরতের আগমনে আনন্দ আভাস।
পরমেশী পার্ব্বতীর প্রতিমা প্রকাশ॥
রোগ শোক পরিতাপ প্রতি ঘরে ঘরে।
তথাপি পূজার হেতু আয়োজন করে॥
অনিবার হাহাকার অর্থবলহত।
ঋণজালে বদ্ধ হয়ে অর্দ্ধমার যত॥
স্বদেশ বিদেশবাসী যত দ্বিজগণ।
অর্থহেতু নগরে করেন আগমন॥
বিদ্যা নাই জ্ঞান নাই সাধ্য নাই কিছু।
গায়ত্রীর নাম নাই বামনাই নিছু॥
কপালের মাঝে এক আর্কফলা জুড়ে।
দ্বারে দ্বারে ভ্রমে শুদ্ধ ধন চুঁড়ে চুঁড়ে॥
পূজ্য সন্ধ্যা কেবা জানে শাস্ত্রবোধ হত।
কথায় কথায় ক্রোধ দুর্ব্বাসার মত॥
ক্ষুদ্রের স্বভাব সব বিষম বিকট।
রুদ্রের প্রতাপ ধরে শূদ্রের নিকট॥
পেলে কিছু গদগদ আশীর্ব্বাদ সুখে।
না পেলে বাপান্ত গাল অনর্গল মুখে॥
যাজক পূজক যত যণ্ডামার্ক দ্বিজ।
অন্বেষণ করিতেছে পন্থা নিজ নিজ॥
হড় বড় দড় বড় মুখে বসে হাট।
অপবিত্র পবিত্র বা ঊর্দ্ধ এই পাঠ॥
পূজারির কার্য্য যত সে কেবল রোগ।
পূকারে উকার লোপ আকারের যোগ॥
দনুজদলনী দুর্গে পতিতপাবনী।
হিন্দুদের ত্রাণকর্ত্রী তুমি মা জননি॥
এই হেতু করি তব প্রতিমা নির্ম্মাণ।
সুখেতে থাকিব সব তোমার সন্তান॥
এত দিন সুখে বটে রাখিয়াছ তারা।
এ বছর কেন দেখি বিপরীত ধারা?
খাও খাও পূজা খাও করিনে বারণ।
এবার মা দুর্গে তুমি দুর্গের কারণ॥
তোমার পূজার জাঁক বাজে ঘণ্টা শাঁক।
পরাভব করে তায় রোদনের হাঁক॥
ধরেছ মোহিনী মূর্ত্তি দেবী দশভুজা।
দশ হস্ত বিস্তারিয়া সুখে খাও পূজা॥
ধন্য ধন্য ধন্য দেবি ধন্য তোর পেট।
চালি কলা শসা মূলা কত লও ভেট॥
দধি খাও ক্ষীর খাও খাও মণ্ডা গজা।
মহিষ মরাল খাও খাও মেষ অজা॥
খাও কত ঘড়া গাড়ু রজত পিতল।
তথাপি উদর-অগ্নি না হয় শীতল॥
তব ভক্ত অনুরক্ত প্রজা সমুদয়।
অপমানে ক্রমে সব ম্রিয়মাণ হয়॥
হিন্দুদের অগ্রগণ্য রাজা রাধাকান্ত।
সুধার্ম্মিক সুশীল সুধীর শিষ্ট শান্ত॥
শুদ্ধমনে ভাবে শুদ্ধ যে জন তোমারে।
প্রতিদিন পূজা দেয় নানা উপচারে॥

হায় খেদ মর্ম্মভেদ খেদ কব কারে।
অবিচারে ম্লেচ্ছ রাজা জেলে দিলে তারে ॥
হইলে আনন্দময়ী নিরানন্দকরা।
রাজ-অপমানে হলো শোকে পূর্ণ ধরা ॥
কোথায় হইব সুখী সুখের আশ্বিনে।
রোদনের ধ্বনি হ'ল বোধনের দিনে ॥
রস-রঙ্গ গীত-বাদ্য আমোদ-প্রমোদ
রঙ্গভরা বঙ্গদেশে সমুদয় রোধ ॥
আশুতোষ আশুতোষ সর্ব্বদোষহত।
দান ধ্যান যাগ-যজ্ঞে অবিরত রত ॥
গত রাত্রে তুমি তাঁরে হইয়া সদয়।
সঙ্গে ক'রে লয়ে গেলে প্রাণের তনয় ॥
দীন-দয়াময়ী দেবী এই তব দয়া।
করিলে বিজয়া-দিনে গিরিশ বিজয়া ॥
দেবপুরী অন্ধকার তবু কেন দ্বেষ ?
ধন নিয়া টানাটানি করিতেছ শেষ।
ছিলেন অনাথনাথ শ্রীদ্বারকানাথ।
যাঁর নাম স্মরণেতে হয় সুপ্রভাত ॥
তুলিতে তুলনা যার তুল্য কোথা রয়।
হয় নাই হবে নাই হইবার নয় ॥
সতত সরল মনে যাঁর পরিবার।
করেন কেবল সুখে পর-উপকার ॥
এমন ঠাকুরপুরে মনস্তাপ দিলে।
ভাসাইলে পৃথিবীরে দুঃখের সলিলে ॥
এইরূপ ঘরে ঘরে প্রতি জনে জনে।
কোনরূপ সুখ নাই মানুষের মনে ॥
গড়েছে তোমারে বটে খড়-মাটী দিয়া।
কিন্তু সব মাটী হয় ভাবিয়া ভাবিয়া ॥
কি হইবে কি করিবে ভেবে লোক মরে।
দেনা ঝাঁক্তি হাত থাঁক্তি চাক্তি নাই ঘরে ॥
রূপা সোণা সব গেল জাহাজেতে ভেসে।
কার্ কাছে ধার পাব টাকা নাই দেশে ॥
দোকানী পসারী যত আছে মাত্র ঠাটে।
ডাকের সে ডাক নাই জাঁক নাই হাটে ॥
কাপুড়ে সাপুড়ে প্রায় শুধু ঘর খোঁচে।
সন্তাদরে ছাড়ে তবু বস্তা যায় পচে ॥

শারদীয় প্রভাত।

যামিনী বিগত হয়, তরুণ অরুণোদয়,
শশাঙ্কের শঙ্কিত শরীর।
কাতরা যতেক তারা, চক্ষেতে নীহার-ধারা,
বহে শ্বাস প্রভাত-সমীর ॥
কারো বা কম্পিত দেহ, নয়ন মুদিছে কেহ,
কেহ পড়ে কেহ হয় লোপ।
নিরখিয়া সেই ভাব, কত কত নবভাব,
হইতেছে অন্তরে আরোপ ॥
যেমন অন্তিমকালে, হেরি প্রিয় মহীপালে,
মহিষীর শ্রেণী করে শোক।
কেহ পড়ে ভূমিতলে, কেহ সিক্তা অশ্রুজলে,
কেহ শূন্য দেখে তিন লোক ॥
অবোধ শোচনা মাত্র, কেবা কার প্রিয়পাত্র,
সকলের এক দশা শেষ।
জীবনে দিবস ক্ষয়, এক অঙ্কে গত হয়,
যথা বনে বিহঙ্গ-প্রবেশ ॥
ভোগ ফুরাইলে আর, বন পক্ষী কেবা কার,
একেবারে বিষয় বিচ্ছেদ।
অতএব বৃথা খেদ, বৃথা অশ্রু বৃথা খেদ,
কালের নিকটে নাই ভেদ ॥
দেখহ নক্ষত্রকুল, পক্ষশোকে ফুলে ভুল,
বিলাপেতে বিষম ব্যাকুল।
কিন্তু তারা প্রতিক্ষণে, দিবাগমে জনে জনে,
কালগ্রাসে হতেছে নির্ম্মূল ॥
উঠিলেন দিবাকর, ঢল ঢল কলেবর,
বিমল অনল-প্রভাধর।
প্রেমিকের মনে যেন, নবপ্রেম-দীপ্তি হেন,
ধিকি ধিকি উঠে নিরন্তর ॥
ক্রমে যত তেজ বাড়ে, পরস্তর কর ছাড়ে,
সরমের শর্ব্বরী পোহায়।
লোকত্রয় তমোরাশি, পুঞ্জ পরাক্রমে নাশি,
বিক্রম প্রকাশি তত্রো ধায় ॥
ওই নিরীক্ষণ কর, তপনের কলেবর,
ঘেরিলেক ঘন ঘন বেগে।
এইরূপ প্রেমিকের, নবভাব হৃদয়ের,
ম্লান হয় মনান্তর-মেঘে ॥
বায়ুযোগে পুনর্ব্বার, সমীরণ সহকার,
দিনকর হতেছে মোচন।
এরূপে প্রেমিক-মন, মুক্ত হয় সেইক্ষণ,
যদি বহে আশা-সমীরণ ॥

অস্তগত হেরি শশী, বকুল-বিপিনে বসি,
পিকবর ললিত সুস্বরে।
হায় রে মধুর স্বর, কবিজন-মনোহর,
বরিষহ সুধা শ্রুতিপুরে॥
দিনপতি-প্রিয়দূত, পিকবর গুণযুত,
তার মুখে পেয়ে সমাচার।
জাগিল যতেক পাখী, প্রকাশিয়া দুই আঁখি,
হেরে নব প্রভার আধার॥
অপার আনন্দ মনে, সহ সহচরগণে,
গান আরম্ভিল নানা সুরে।
মন মুগ্ধ মিষ্টরবে, যেন দুন্দুভাদি সবে,
সঙ্গীত সংযুক্ত সুরপুরে॥
রজনীতে ফুল-বন, ছিল সবে অচেতন,
সুধাস্বরে হৈল সচেতন।
প্রকাশিয়া পুষ্পচয়, হাস্য করি সুখময়,
সৌরভেতে পূরিল কানন।

ফুটিল চম্পক-কলি, হেমছটা পড়ে গলি,
কিবা কামিনীর কান্তিহর।
মানিনীর মন প্রায়, অতি উগ্র গন্ধ তায়,
লাভমাত্র ভৃঙ্গ-অনাদর।
ঝলকে গোলাপটি দল, নানা রঙ্গ ঝলমল,
শ্বেত রক্ত হিঙ্গুল পিঙ্গল।
কোমল হৃদয় অতি, তাহাতে হিমের মতি,
হাররূপে শোভে সুবিমল।
ধরিয়া সুবেশ ছদ্ম, ফুটিতেছে স্থলপদ্ম,
জলজের হরিতে গৌরব।
কিন্তু কোথা মকরন্দ, কোথায় মোহন গন্ধ,
কোথা মধুকর-মিষ্টরব?
এইরূপে নানা ফুল, রূপ-রসে সমতুল,
প্রস্ফুটিত কানন ভিতর।
মধুমক্ষি মধুব্রত, প্রজাপতি আদি যত,
মধুপানে স্নিগ্ধ কলেবর।
আগমনে দিনমান, সরোবর সন্নিধান,
মনোহর শোভায় শোভিত।
প্রবল হিল্লোল পরে, রাজহংস কেলি করে,
প্রফুল্ল পঙ্কজ প্রলোভিত।
ধবল অঙ্গজ রঙ্গ, মরালের শ্বেত অঙ্গ,
প্রভেদ না হয় অনুমান।
হংস হৈতে মণ্ডাব, কেবল শুনিয়া রব,
অনুভব আছে বর্ত্তমান।

চারিদিকে বনচয়, স্তব্ধপ্রায় হয়ে রয়,
বোধ হয় এই সে কারণ।
নিরখি শর্ব্বরী শেষ, কুমুদীর মুখদেশ,
বিষাদের বস্ত্রে আবরণ।
ইন্দু-বন্ধু অস্তগত, বিরহে বাসরে হত,
অবিরত দুখের উদয়।
দেখি তার মলিনতা, রুত্তমান বৃক্ষলতা,
শব্দহীন প্রায় সবে রয়।
কে বলে কুসুম ধরে, আমি বলি অক্ষিবরে,
ভৃঙ্গরূপ নয়নের তারা।
ওই দেখ প্রতি দলে, কুমুদিনী মুখ ছলে,
ঝরিতেছে হিম-অশ্রুধারা।
ফুটিল কমলাবলী, অলি তাহে কুতূহলী,

* * *

গুঞ্জরে মধুর স্বর, অঙ্গে ঝরে খর কর,
চক্ মক্ চঞ্চল কিরণ।
গাইতে নলিনী-গুণ, অতিশয় সুনিপুণ,
গাও গাও উচিত তোমার।
যথা যেই উপকৃত, তথা সেই উপক্রীত,
কৃতজ্ঞতা ধর্ম্মের আচার॥
কিন্তু দেখ প্রজাপতি, রসপানে রত অতি,
কলে গুঞ্জ-রব নাহি মুখে।
অকৃতজ্ঞ নয় যেই, তাহার তুলনা এই,
রীতি হেরি মজে লোক দুখে।
এইরূপ শরদের, নব শোভা প্রভাতের,
সন্দীপ্ত হতেছে ক্রমে ক্রমে।
হায় হায় এ কি ক্রত, চঞ্চল চরণযুত,
হয়ে কাল ধরাতলে ভ্রমে।
সে দিন শরদ গেলো, আবার ফিরিয়ে এলো,
সুখময় শারদীয় পূজা।
ঘরে ঘরে দেখা যায়, আনন্দের স্রোত ধায়,
নিয়মিত দেবী দশভুজা।
প্রতি দিন উষাকালে, সুমধুর বাদ্য তালে,
গীত হয় আগমনী গীত।
শুনিয়া বিমুগ্ধ মন, যতেক ভাবুকগণ,
হৃদয়ে করুণা সঞ্চারিত।

শারদীয় পর্ব্ব।

শশধর সুপ্রকাশ, শর্ব্বরীর মুখে হাস,
সুখময় শরদ আইল।

কবির মানস-পদ্ম, চারু কুমুদিনী হয়,
নবরসে প্রফুল্ল হইল।
নির্ম্মল পবন-জল, সদা করে টল টল,
অমল কমল ফুল্লদল।
সুখে সরোবর-অঙ্গে, তরঙ্গ বহিছে রঙ্গে,
কেলিরসে হইয়া তরল।
শরদের অভিষেক, হিম বর্ষে অতিরেক,
বিজয়ের নিশান বলাকা।
হাসভরা মনে, অতিশয় সংগোপনে,
জড়াইল তড়িৎ পতাকা।
কেমন কালের গতি, যেই হয় অধিপতি,
সকলেই তাহার অধীন।
দেখহ প্রমাণ তার, দলিত অঞ্জনাকার,
জলধর ছিল এত দিন।
কিন্তু শরদাগমনে, বারিদ বিরস মনে,
ধরিয়াছে শুভ্রময় বেশ।
জেনেছে বিশেষ এই, রাজমন্ত্রী চন্দ্র যেই,
সেই শুভ্রধর্ম্মে সমাবেশ।
চাতুরী বুঝিয়া সার, নবনৃপ সদাচার,
ধারাধর ক্ষমতা হরিল।
সেই দুখে দিগম্বর, মৃদুস্বরে নিরন্তর,
বলে হায় বিধি কি করিল।
তর্জ্জন-গর্জ্জন-শূন্য, মনেতে বিষম ক্ষুণ্ণ,
পাণ্ডুবর্ণ নীল কলেবর।
চাতকিনী আশাভগ্ন, বৈধব্য-দশায় মগ্ন,
হাহাকার করে শূন্যপর।
এ নহে বিষাদ অল্প, জীয়ন্তে বিয়োগকল্প,
যথা যুবতীর রুগ্ন পতি।
কেবল নিরখি মুখ, না যায় দারুণ দুখ,
না হয় পুলক-সুখ-রতি।
ভেকের ভীষণ গর্ব্ব, একেবারে হ'ল খর্ব্ব,
সর্ব্বনাশ বল-বুদ্ধি-হত।
নাহি আর ডাক্ হাঁক্, ফুরাইল সব জাঁক্,
দুঃখজলে মগ্ন অবিরত।
নিখিল যৌবন-দীপ, নীরস হইল নীপ,
ধরাধিপ শুনিয়া শরদ।
পরিণত পুষ্পচয়, ফলরূপে দৃষ্ট হয়,
মধুমক্ষি ভুঞ্জে তার মদ।
সযৌবনা সেফালিকা, মধুব্রত প্রপালিকা,
সৌরভে রসায় কবি মন।
বদনে উজ্জ্বল হাস, রতিমদ সুপ্রকাশ,
প্রকামদা প্রমদা-লক্ষণ।

অর্দ্ধ নিশা সুসময়, বিরহী অস্থির হয়,
মনোজ্ঞ মাধুর্য্য ফুলবাসে।
কখন বা অচেতনে, স্বপনেতে ভাবে মনে,
প্রিয়া আসি পরিহাসে ভাষে।
মুগ্ধ হয়ে মুহুর্মুহু, করে রব উহু উহু,
হুহু হুহু জ্বলে হুতাশন।
মৃগ যেন দাবানলে, দগ্ধকায় দ্রুত চলে,
কখন বা হয় অচেতন।
সেইরূপ ইতস্তত, ভ্রমিছে প্রবাসী যত,
নিরখি শরদ সুপ্রকাশ।
কবে বন্ধ হবে কুঠী, কবে বা হইবে ছুটী,
কবে শেষ হইবে প্রবাস।
নিকট পূজার দিন, স্থির নহে মন-মীন,
বেতনের টাকায় যতন।
হাত পেলে মাহিয়ানা, বাবুদের বাবুয়ানা,
দেশে গিয়া হইবে পূরণ।
বিলম্ব হইলে দায়, দিন দিন বেড়ে যায়,
নানাবিধ জিনিসের দর।
বিক্রেতার ভারি ধুম, ক্রেতার উপরে জুম,
শুনে মূল আকুল অন্তর।
অতএব কর্ত্তাপক্ষ, সহস্র লক্ষের লক্ষ্য,
বক্রভাব করি পরিহার।
কমলা কুবের হও, আমলা আশীষ্ লও,
মামলা সারহ সাবোতার।
নহে বড় লক্ষ্মীছাড়া, দিয়া হস্ত অক্কিনাড়া,
লক্ষ্মীছাড়া বলিবে নিশ্চয়।
সে কথাটী ভাল নয়, অতিশয় মন্দ হয়,
হাড়ে হাড়ে বেঁধে স্নেহময়।
ওহে কোষাধ্যক্ষগণ, করুণার নিকেতন,
মেপেল প্রভৃতি মহাজন।
কবে ফুরাইবে বাদ, কবে পুরাইবে সাধ,
আশীর্ব্বাদ লবে অগণন।
যত কুঠীয়ালদলে, পরস্পর এই বলে,
গেজেটে কি ছেপেছে বিশেষ।
বিধি কি প্রসন্নরূপে, অতুল। আসন্ন কূপে,
বিষণ্ণতা করিবেন শেষ।
বেকারে বিষম দায়, একার বিকার তায়,
ডেকার আকার নিশি-দিন।
শত ছাড়া পুঁজিপাটা, উপার্জ্জনে ঘোর ভাটা,
একটানা টানাটানি ঋণ।
জুয়ার না আসে আর, গালগল্প কভি কার,
এইমাত্র সম্বল অখিল।

কজ্জাবে সন্ত্রম-হত, চোরের জননী যত,
কিল খেয়ে চুরি করে কিল।
ঈশ্বর স্মরণ মাত্র, ক্ষণকাল চিত্ত-পাত্র,
পূর্ণ হয় আশার সলিলে।
ফলে তাহে ফল নাই, অভাগার ভাগ্যে ছাই,
প'ড়ে থাকে স্বর্গেতে যাইলে।
লোকে বলে লক্ষ পাখা, তপে হয় হয়জাদা,
বেটুয়া-বংশেতে অবতংস।
কোটি অশ্ব এ প্রকার, জন্মে এক উমেদার,
তপস্যায় তনু হ'লে ধ্বংস॥
সহুরে নিয়ম কিবা, অদূরে ছুটীর দিবা,
কবে বন্ধ হবে টহরম।
দূরস্থ আমলা যত, উপরি গ্রহণে রত,
খাইয়াছে চক্ষের সরম॥
হাত ধ'রে কথা কয়, বলে রায় মহাশয়,
ওগো চৌধুরীর মুক্তিয়ার।
পূজার দিবস কম, ফুরাইল টহরম,
বার্ষিকের বল সমাচার।
এর মধ্যে স্থির যেই, মুক্তিয়ার-শিরে সেই,
তাড়াতাড়ি দেয় পদধূলি।
বলি তবে তবে তবে, ও কথাটা কবে হবে,
ঝেড়ে দেন ঝুলিঝাড়া বুলি।
মুক্তিয়ার পাকা বড়, মুখে কথা তড়বড়,
হেঁড়ে পাক্ কাণেতে কলম।
মোচেতে লাগায়ে পাক, চাতুরীর বড় জাঁক,
বাক্যছলে হাসির গরম।
কহে তার চিন্তা নাই, সবুর করহ ভাই,
নীলামের ফুরায়েছে দায়।
দিন দুই তিন রহ, পশ্চাৎ বুঝিয়া লহ,
দেখা যাক কর্ত্তা কি পাঠায়।
আমলারা বলে ভাল, সে যে বড় দীর্ঘকাল,
আমাদের যেতে হবে বাড়ী।
অতিদূরে ঘর তার, গতায়াতে দিন যায়,
যাহা দিবে দেও তাড়াতাড়ি।
এইরূপে হুলস্থূল, টাকা বড় অপ্রতুল,
বিদায় আদায় হওয়া দায়।
শ্রীদুর্গার অনুগ্রহে, কাহার না ক্ষোভ রহে,
যেন তেন বিবিধ উপায়।
প্রতারক মিথ্যাবাদী, চোর জুয়াচোর আদি,
খীয় খীয় ব্যবসায়ে রত।
নগরের অলি গলি, ছলি বলি কুতূহলী,
ফাঁদ পাতিয়াছে কত মত।

শাস্ত বড় ভেম্পিয়র, তথাপিও নাহি ডর,
হাটখোলাবাসী মাতুলেরা।
শ্রীপাঠ ধুস্থড়ি ট্যাক, তথায় গাড়িয়া ম্যাক,
বাহিয়া তরণী লন সেরা।
বোম্বেটিয়া দলে দলে, ভ্রমিতেছে জলে জলে,
শারদীয় পর্ব্ব লাভ করি।
না যায় অঘোর নেশা, না ছাড়ে পাতক পেসা,
হয়ে কাল কালবেশ ধরি।
দূরবাসী জমিদার, সঙ্গে লয়ে পরিবার,
যাত্রা করে দেশ অভিমুখে।
বোঝাই তরণী ভারী, যেন বতিশ্রান্তা নারী,
ধীরে ধীরে গতি অতি সুখে।
দাঁড়ি সব তুলে ঘাড়, ঝুপ ঝুপ ফেলে দাঁড়,
শব্দ হয় শ্রুতি-মনোহর।
যেন কোন ধনিসুতা, নানা অলঙ্কারযুতা,
চ'লে যেতে হয় মধুস্বর।
বহে স্রোত একটানা, জুয়ার না যায় জানা,
বাতাসের স্থির নহে গতি।
কখন পূবেতে বয়, তখন দক্ষিণে হয়,
দক্ষিণ নায়ক রতিমতি।
কেহ নাহি কথা শুনে, কেবল গুণের গুণে,
তরে তরী বিষম সঙ্কটে।
গুণ টানে তীরোপরে, একজন ধরি ধরে,
কোন মতে যায় তটে তটে।
ভাগীরথী-তীর-শোভা, অতিশয় মনোলোভা,
নিরখি ভাবেতে পূর্ণ মন।
কচিৎ নিবিড় বন, কচিৎ সুপল্লীগণ,
পুলিনেতে হয় নিরীক্ষণ।
কোথায় জলের তোড়, ভেঙ্গে পড়ে বৃক্ষযোড়,
সহ দীর্ঘ কাছাড় পাহাড়।
কোথায় সুদীর্ঘ চর, বালুময় কলেবর,
নাহি তায় তরু এক ঝাড়।
শারদীয় পক্ষী নানা, কাহাতে প্রসবি ছানা,
চরে করে খাদ্য অন্বেষণ।
নীল, পীত রক্ত ছটা, শরীরে সুবর্ণ-ঘটা,
চকমক্ করে অনুক্ষণ।
নাচিয়া খঞ্জনবরে, মানস রঞ্জন করে,
অঞ্জনাক্ত নবোঢ়া-নয়ন।
চঞ্চল চলন অতি, যেন বালকের মতি,
স্থির নাহি হয় একক্ষণ।
রজনী আগত কালে, ভাগীরথী অন্তরালে,
মনোহর শোভার উদয়।

সমুদিত শশধর, রসভরে গর গর,
চকোরের প্রফুল্ল হৃদয়।
প্রবল তরঙ্গোপরে, থর থর নৃত্য করে,
প্রণয়ের-প্রমোদ প্রভাস।
তাবে মন মুগ্ধ হয়, প্লাবিত ধরণীময়;
সুধাকর সুচঞ্চল হাস।
চন্দ্র সহযোগে, সুতন্ত্র সঙ্গীত ভোগে,
তরণীতে হয় স্বর্গবাস।
ধন্যবাদ ফিরিঙ্গীরে, ইহাতেও বাঙ্গালীরে,
অরসিক বলে পরিহাস।
মেজাজ ইংলিস যার, স্বতন্ত্র ব্যাপার তার,
কদাচার বঙ্গ-ব্যবহার।
পবিত্রত্ব ভাব ধরি, ব্রাণ্ডিজলে স্নান করি,
গোমেধ যজ্ঞের উপহার।
এই যে বিখ্যাত পর্ব্বে, মত্ত হয়ে পান-গর্ব্বে,
বাঙ্গালীরে দেন গালাগালি।
অথচ পূজার রঙ্গে, কত বড় অনুসঙ্গে,
যাত্রায় করেন হাড়কালি॥
সহরেতে বড় ঝাঁক, পড়িয়াছে ডাক হাঁক,
যার ঘরে বসিবে বোধন।
পরিষ্কৃত গৃহ বাট, নিত্য হবে চণ্ডীপাঠ,
নৃত্য গীত বাদ্য আয়োজন।
কোথায় হইবে নাচ, বেয়ের বিষম প্যাঁচ,
বেয়ের কশুর নাই তায়।
পশ্চাতে তুবলা বাজে, অবলা সুরাগ ভাঁজে,
সারঙ্গ বাজাবে ভেড়ুয়ায়।
অপর গৃহস্থচয়, যাত্রার মহলা লয়,
কেহ রাখে পাঁচালী সঙ্গীত।
দশ দিক্ করি স্তব্ধ, শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ,
গান হবে আছে সুনিশ্চিত।
এর মধ্যে যিনি কসা, কর্ম্ম তাঁর যাত্রা বসা,
সন্ধ্যারাত্রে হবে চণ্ডীগান।
তার পর শূন্যময়, মশকের গীত হয়,
শৃগাল কুকুরে ধরে তান।
এইরূপ নানামত, আমোদ-প্রমোদে রত,
সুখের শরতে সর্ব্বলোক।
দুখী মাত্র সেই জন, শূন্য যার নিকেতন,
দুর্গাভাবে মনে উঠে শোক।
প্রতিবারে আসে পূজা, এবারেতে দশভুজা,
আবির্ভূতা নন ধনাভাবে।
অস্থির অন্তর অতি, খেদ-জলে মগ্নমতি,
অভাবেতে নানা ভাব ভাবে॥

দেখহ অপূর্ব্ব পর্ব্ব কিবা উচ্চ নীচ সর্ব্ব,
সকলেই আনন্দ অস্থির।
কি বাঙ্গালী কি ইংরাজ, ফিরিঙ্গী যবন-রাজ,
সকলের প্রফুল্ল শরীর।
শান্তশীল সাহেবেরা, বজরায় করি ডেরা,
যাইবেন সমীরসেবনে।
কিন্তু খানালোভী যারা, নগরে থাকিবে তারা,
টাকিতেছে শুদ্ধ নিমন্ত্রণে।
যাত্রার বাটীতে ধূম, উঠিবে খানার ধূম,
হোমের ধূমেতে মিশাইয়া।
ত্রিতাপ হইবে শূন্য, শত অশ্বমেধ-পুণ্য,
লাভ হবে গোমেধ করিয়া।
খুলিয়া খানার পুঁতি, সাম্পিনের ঘৃতাহুতি,
হিপ্ হিপ্ হোরে স্বাহারব।
পুরোহিত উইলসন, পুরোহিত সেই জন,
ঠুন্ ঠুন্ বাজে পাত্র সব।
ধন্য ধন্য কলিকাতা, ধরেছ কলির ছাতা,
ধন্য তব নব ব্যবহার।
হইতেছে কত রঙ্গ, নাহি মাত্র তালভঙ্গ,
বঙ্গদেশ-পদে নমস্কার॥

হিমঋতু-বর্ণন।

হিম-ঋতু মহীপতি, হিমালয়ে নিবসতি,
সংপ্রতি ছাড়িয়া রাজধানী।
শাসন করিতে রাজ্য, আসিতেছে অনিবার্য্য,
তার সঙ্গে সেনানী হিমানী॥
উত্তরীয় বায়ু তার, অশ্ব অতি চমৎকার,
তাহাতে করিয়া আরোহণ।
ভ্রমিতেছে নানাস্থান, হু হু কি বলবান্,
ভয়ে কম্পমান প্রাণিগণ।
কাটা কোটা ছক্ক-চটা, ইত্যাদি সোণার ঘটা,
উড়াইয়া কু-আশার ধ্বজা।
জগতের অনিবার্য্য, শাসিতে আপন রাজ্য,
সাজিলেন শীত মহারাজা।
সাজিলেন রাজা শীত, ত্রিভুবন সশঙ্কিত
না জানি কাহার কিবা হয়।
ছুটিল শীতলবায়ু, টুটিল বৃদ্ধের আয়ু,
যুবকের জীবন সংশয়।
শমন-পাইয়া ত্রাস মনে মানি মানহ্রাস,
বমন করিবারে যায়।

জ্যোৎস্নার চক্ষের জল, পড়িতেছে অবিরল,
হিম-বৃষ্টি কে বলে উহায়।
হইতেছে হিম-বৃষ্টি, এ কি সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি,
মহাবিষ্টি নাশে দৃষ্টিপথ।
শিশিরে শশীর কর, আচ্ছাদিত নিরন্তর,
মৃতবৎ চকোর জীবৎ।
তেজস্বীর যত গর্ব্ব, সর্ব্বাপি করিল খর্ব্ব,
শীতঋতু এমনি দুর্জ্জয়।
খরতর ভানুমান, শীতভয়ে কম্পমান,
অগ্নিকোণে নিলেন আশ্রয়।
দিন দিন দীন দিন, যেমন অত্যন্ত দীন,
দেখি দিনপতির দীনতা।
নিশা নহে নিশাচরী, গ্রাস করে দিনে ধরি,
মনে করি তার প্রবীণতা।
এমত শীতের ভয়, পরাভূত ধনঞ্জয়,
তাঁহারে না মানে কোন জন।
সর্ব্বদা দুঃশীর ঘরে, লুকায়ে থাকেন ডরে
জীর্ণ বস্ত্র মাত্র আচ্ছাদন॥
কিন্তু তাঁর শুভাদৃষ্ট, এইমাত্র হয় দৃষ্ট,
যুবতী রমণী যত জন।
সুখে দুখে হেঁট-মুখে অগ্নিশিখা রেখে বুকে,
সর্ব্বাঙ্গ করিছে আলিঙ্গন।
দেখিয়া বন্ধুর-গ্লানি, কুমুদিনী অভিমানী,
অভিমানে লুকাইল নীরে।
ঘুচিল মধুর আশ, ভ্রমরের সর্ব্বনাশ,
অশ্রুনীরে ভাসে মাত্র তীরে।
দলহীন তরুবর, অকমল সরোবর,
সুবিকল কলহংসকুল।
ময়ূর ময়ূরীগণ, নিত্য নৃত্য বিস্মরণ,
হইয়া সতত সমাকুল॥
বিষম হিমের ভরে, কোকিল ব্যাকুল হয়ে,
দুখে ডাকে গোপনে কাননে।
শীতে করে উহু উহু, লোকে বলে কুহু কুহু,
এ কুহক বুঝিবে কি আনে।
বিরহিণী নারী যত, দুই দিকে উপহত,
একে তো প্রবলতর শীত।
দ্বিতীয় বিরহ-জ্বর, ক্লান্ত করে নিরন্তর,
কলেবর সতত কম্পিত॥
হৃদয়ে বিরহাগুনি, দগ্ধ করে পুনঃ পুন,
বাহিরে শীতের পরাক্রম।
দুই দিকে দুই জ্বালা, কেমনে সহিবে বালা,
মিস্ত্র জ্বরে হবে নিজ শ্রম।

অপরূপ এ কি আর, সকলেরি জ্ঞাতসার,
আগুনে শীতের হয় নাশ।
এ শীতে বিরহাগুন, পুষ্ট করে চতুর্গুণ,
কিবা গুণ হিমের প্রকাশ।
অন্তর বিরহানলে, নিরন্তর ঘন জ্বলে,
বাহিরে শীতের মহা রণ।
কোনমতে সুস্থ নয়, জ্বালাতন অতিশয়,
বিরহীর জীবনে মরণ।
সংযোগী প্রণয়ী যারা, উল্লাসে উন্মত্ত তারা,
পরস্পর প্রফুল্ল হৃদয়।
প্রেমানন্দ রাত্রি-দিবা, শীতে তার করে কিবা,
বারো মাস বসন্ত উদয়।
কান্তাগণ সহ কান্ত, করে ক্রীড়া অবিশ্রান্ত,
রতিকান্ত হারাইল দিশা।
শীত তাহে অন্তরঙ্গ, ক্ষণ নহে তালভঙ্গ,
অনঙ্গ-প্রসঙ্গে সাঙ্গ নিশা।
তথা শীত সশঙ্কিত, যথা দোঁহে অশঙ্কিত,
এক অঙ্গ যুবক যুবতী।
একেলা অভাগা যারা, তাহারা জীয়ন্তে মরা,
শীতে সারা হইল সংপ্রতি।
বিধবা বিরহী যেই, সুখে দুখে সম সেই,
অন্ধের যেমন জাগরণ।
মনেতে হইয়া ধৈর্য্য, সমুদ্রে করেছে শয্যা,
শিশিরে কি করে জ্বালাতন॥
এক ঘরে বুড়া বুড়ী, শুয়ে থাকে গুড়িশুড়ি,
কলেবর থর থর কাঁপে।
দাঁতে দাঁতে এক হয়ে, আহা উহু ররে ররে,
বুড়ার ঘাড়েতে বুড়ী চাপে।
বিদেশী পুরুষ যত, খেদ করে অবিরত,
পোড়া শীতে প'ড়ে থাকি দুখে।
ভাবিনী কামিনীচয়, স্বামিনী যদপি হয়,
তবে তো যামিনী যায় সুখে।
হিম-ঋতু-আগমনে, সবে আনন্দিত মনে,
করিছে বিবিধ উপভোগ।
রাজার সাধিল বাদ, সাধে এ কি বিসংবাদ,
নলিনীর নব মৃত্যুযোগ॥
হিমে হয় স্নিগ্ধ সবে, দেখা যাঁর অনুভবে,
হেন রীতি হ'ল বিপরীত।
হিমে দেহ দাহ হয়, কেবা কবে এ নিশ্চয়,
অবিহিত হইল বিহিত।
জ্ঞান হয় আছে মর্ম্ম, পদ্মিনীর কি অধর্ম্ম,
নতুবা এরূপ কেন হয়।

কিংবা এ স্বভাবই তার, ব্যভিচার প্রতীকার,
তাপে সুখ হিমে দুঃখোদয়।
অথবা কোমল যেই, কোমলে মরিবে সেই,
বিধাতার এরূপ ঘটন।
কঠিনে কঠিনে মরে, এইরূপ চরাচরে,
পদ্মিনী তাহাতে নিদর্শন।
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা, বল কে খণ্ডিবে তাহা,
ভাল মন্দ কে করিবে আর।
বিষ অমৃতের প্রায়, অমৃত বিষের স্থায়,
কদাচিৎ ঘটে এ প্রকার।
এরূপ সকলে কয়, ফলতঃ প্রকৃত নয়,
কহি শুন প্রকৃতার্থ যাহা।
পদ্মিনী হিমেতে নষ্ট, হয়ে পায় বহু কষ্ট,
কি কারণে বুঝ সবে তাহা॥
পদ্মিনী যখন কলি, তখন কোথায় অলি,
উভয়ে সম্বন্ধ নাহি থাকে।
সূর্য্য হতে যাই ফুটে, অমনি ভ্রমর ছুটে,
অনায়াসে মধু দেয় তাকে।
যে করিল কর্ম্মযোগ্যা, না হইল তার ভোগ্যা,
উদাসীন অলি মধু খায়।
দে'খে এই গুরু দোষ, বিধাতার হ'ল রোষ,
হিম হেতু দেহ দহে তায়।
বিশেষতঃ স্বামী যিনি, হিমের অন্তক তিনি,
নিজ করে হিম করে ক্ষয়।
ক'রে তার অনাদর, ক্লান্ত হ'লে মধুকর,
এ পাপ কি ছাপা কোথা রয়।
বনে দাবানল-ভয়, মনে করি এ নিশ্চয়,
জলেতে পদ্মিনী করে বাস।
তথা হিমে দহে অঙ্গ, কৃতঘ্নের এই রঙ্গ,
অকস্মাৎ অমনি বিনাশ।

দুরন্ত হেমন্ত করে রাজ্য অধিকার।
রহিত করিল রাজ্য শরদ রাজার॥
গাইয়ে রাজার জয় সঙ্গিগণ যত।
গদগদ ভাবভরে সকলে আগত।
তিলেক বিলম্বে তুলি কু-আশার ধ্বজা।
বাজাইল শিশিরেতে জয়-ডঙ্কা বাজা।
বুড়ার গুমান গুঁড়া হ'ল অতঃপর।
রবির উত্তাপে করে তপ্ত কলেবর।
কুলটা বদরী কুল দেখে ফুলে ফলে।
সরমেতে সেফালিকা পড়িছে ভূতলে।
লক্ষ্য করিবারে ধরা ধাতবৃক্ষ যত।
হরিবে স্বভাববশে হইতেছে নত॥
উত্তরীয় বায়ু অশ্বে আরোহণ করি।
করিছে ভ্রমণ ভূপ দিবস-শর্ব্বরী।
অধরে সধরে নরে রাজার শাসনে।
পরমাদ গণিতেছে অতি দীন জনে॥
রজনী ধরিল অতি দীর্ঘ কলেবর।
সময়ের গুণে শোভা শুক্ল শশধর।
কমলিনী বিষাদিনী দে'খে ম্লান মুখ।
কুমদিনী সুবদনী মনে বড় সুখ।
ইহা হেরে মত্ত অলি স্বভাবের বশে।
সুখেতে মৃণাল ফুলে উড়ে গিয়া বসে॥
খিত্তমান দিনমান প্রতি দিন দিন।
হইতে লাগিল ছোট যেন কত দীন।
উড়িতেছে অঙ্গে খড়ি হ'ল এ কি দায়।
নমস্কার করি আমি হেমন্তের পায়।

সর্ব্ব-ঋতুমধ্যে হিম ঋতুরাজ জ্যেষ্ঠ।
নিজ গুণ-গৌরবেও গুরুতর শ্রেষ্ঠ।
চিরকাল স্থির কাল এই শীতকাল।
নিজ কার্য্য করে ধার্য্য হিম রাজ্যপাল।
স্বকার্য্যসাধন পরে যান হিমালয়।
তাহাতে করিয়া কেল্লা করেন আলয়।
আবার আসেন পুন পাইয়া সময়।
সকল প্রাণীর দেহ করেন আশ্রয়।
অন্য ঋতু অপেক্ষায় ইঁহার শাসনে।
কত রস আছে জানে সুরসিক জনে।
মার্গশীর্ষে প্রথম দিবসে ঋতুরাজ।
আসেন সন্ধ্যার কালে করিয়া সুসাজ.
যেমন যেমন ঘটে তাহার তেমনি।
সঙ্গে রঙ্গে প্রিয়রাণী কাঁপুনী রমণী।
উত্তর-পবন-পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
যত সব প্রাণিগণে করিতে শাসন।
পূর্ব্বপূজ্য বস্তু ত্যজ্য সকলে করিবে।
ত্যজ্য বস্তু পূজ্যরূপে সকলে লইবে।
ঋতুরাজ মনে করি এই অভিপ্রায়।
আইলেন নিজ বল জানাতে সবায়।
রাজার উচিত বটে নূতন পদ্ধতি।
সাক্ষী তার "লেজিস্লেসি" এ দেশে সম্প্রতি।
পূর্ব্বে হ'ত সুখ পেলে সুশীতল জল।
এখন দেখায় যেন সর্পের গরল॥

যার যোগে প্রাণ বোধ পাইত জীবন।
হেন হিতকর পূর্ব্বে ছিলেন পবন॥
এখন সে বায়ু যদি বহে যথা তথা।
লাগে গাত্রে যেন কুটুম্বের কটু কথা॥
সুখ দিত শোয়া মাত্র যে শীতল পাটি।
এখন তাহার নামে ছাই পেড়ে কাটি॥
তখন গোলাপজল ঘুচাতো বিলাপ।
এখন গোলাপজল দেখিলে প্রলাপ॥
এইরূপ কত কব যথা যা শীতল।
সেই সেই বস্তু ত্যজ্য হইল সকল॥
পূর্ব্বে যারা ত্যজ্য ছিল পূজ্য হ'ল সবে।
শীতের প্রভাব কত বুঝ অনুভবে॥
শাল ছিল পূর্ব্বেতে সাক্ষাৎ যেন শাল।
এখন সে শাল যেন বিশাল রসাল॥
পূর্ব্বে বনাতের সহ ছিল যে বনাৎ।
এখন বনাৎ বিনা না ঘটে বনাৎ॥
কেবা না করিত চাদরেতে অনাদর।
এখন সবাই করে চাদরে আদর॥
লেপের সহিত সবে থাকিত নির্লেপ।
এখন সে লেপ হ'ল অঙ্গের প্রলেপ॥
তোষোক দেখিবামাত্র মনে হ'ত শোক।
এখন ত শোক নাই তোষোক তোষক॥
আমাদের দীনকর ছিল দিনকর।
দিনকর সুখকর হয়ে ক্ষীণকর॥
দেখিয়া দহন দূরে যেতেম তখন।
এখন দহন অতি সুখের ভবন॥
হিম-ঋতুরাজের দেখহ কি শাসন।
জরজর থর থর কাঁপে ত্রিভুবন॥
উহু উহু হিহি হিহি গুটুলি সুটুলি।
নিশিতে শয্যায় সবে বেঁধেছি পুঁটুলি॥
হাতে হাত দাঁতে দাঁত হয়ে গুড়ি সুড়ি।
বুড়ার উপরে গিয়া চেপে পড়ে বুড়ী॥
বিশেষতঃ বৃদ্ধের ভাঙ্গিয়া দেয় দাঁত।
বাপ বাপ কি বিষম জাড় বড় ঝাড়॥
রাজা প্রজা সবার সমান শীত-ভয়।
সংযোগীর কিছু ভাল বিয়োগীর নয়॥

নলিনীর নববধূ পানে মধুব্রত।
মত্তচিত্ত হয়ে চলে যথা সরোবর॥
পথে নানা পুষ্প সব রয়েছে ফুটিয়া।
নয়নে না দেখে তাহা চলিল ছুটিয়া॥
পদ্মিনীর সুসৌরভ স্বাদু বড় মধু।
একাকী করিব পান আমি তার বঁধু॥
সে আমার আমি তার প্রেমে কেনা দাস।
সে ধনী বিহীনে মম সকল উদাস॥
মাঝে মাঝে তার সহ যে হয় বিচ্ছেদ।
সে কেবল মম দোষ তার নাহি ভেদ॥
যা হবার হইয়াছে আর হবে নাই।
মনে হয় তার প্রেমে সতত বিকাই॥
আহা মরি কিবা প্রেম বলি হারি যাই।
কি দিয়া শুধিব ধার বস্তু দেখি নাই॥
এবার যাব না কোথা হইলে মিলন।
মিশামিশি হইয়া থাকিব দুই জন॥
এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মধুকর।
সরোবর-সমীপেতে আইল সত্বর॥
দেখিল পদ্মিনীপ্রিয়া নাহিক তথায়।
শূন্য সরোবর-মাঝ কিছু নাই তায়॥
প্রাণপণে চারিদিকে করিছে ভ্রমণ।
কোথায় কিঞ্চিৎ নাহি পায় অন্বেষণ॥
না পাইয়া পদ্মিনীর কিছু সমাচার।
মনে মনে অলিরাজ করিছে বিচার॥
এই সরোবরে নিত্য করি যাতায়াত।
এমন কখন নাহি হয় বজ্রাঘাত॥
এমন সাধেতে বাদ কে আসি সাধিল।
প্রাণপ্রিয়া পদ্মিনীরে হরিয়া লইল॥
হায় কি আসিয়া করী করিয়াছে গ্রাস।
অথবা মানুষে নিয়া গেল নিজ বাস॥
কিংবা প্রেম-পরিচয় করিতে আমার।
জলে ডুবাইল বুঝি দেহ আপনার॥
যাহা ভাবিলাম এ সকল কিছু নয়।
তা হইলে দলবল থাকিত কোথায়॥
কিছু দেখা যায় নাই এ কেমন ভাব।
একপ সুভাবে কেবা করিল অভাব॥
জ্ঞান হয় বুঝি এই হিমঋতুরাজ।
মম সর্ব্বনাশ হেতু হানিলেন বাজ॥
তপনের তাপেতে প্রফুল্ল মুখ যার।
কৃতান্ত হেমন্ত অন্ত করিল তাহার॥
অদ্যাবধি আর না করিব মধু পান।
অনশন-ব্রত করি ত্যজিব এ প্রাণ॥
এতেক বিলাপ করি সেই মধুকর।
স্থানান্তরে গেল ছাড়ি দিব্য সরোবর॥
অতিশয় হয়ে ক্লান্ত ভ্রমিয়া তখন।
হুন গিয়া চিত্রপত্র-উপরে পতন॥

দেখি তার সৌকুমার্য্য মাধুর্য্য-বিহীন।
দিন দিন অলিরাজ হয় অতি দীন।
এইরূপ হিমঋতুরাজ-ব্যবহার।
নলিনী ভ্রমরে হয় বিচ্ছেদ অপার।
অলির দুর্গতি দেখি হাসিছে তপন।
পদ্ম-বঞ্চনায় এই ফল বিলক্ষণ।

শীত।

জলের উঠেছে দাঁত, কার সাধ্য দেয় হাত,
আঁক্ ক'রে কেটে লয় বাপ্।
কালের স্বভাবদোষ, ডাক ছাড়ে ফোঁস্ ফোঁস্,
জল নয় এ যে কাল-সাপ্।
ভুজঙ্গেরে কিসে ভয়, মন্ত্রে তার বিষক্ষয়,
যত ভয় যেঙে হয় জলে।
যুবতীর অর্দ্ধয়, তাহে কত লোভ হয়,
যত লোভ জ্বলন্ত অনলে।
অপুত্রের পুত্রলাভে, কত সুখ মনে ভাবে,
যত সুখ রবির কিরণে।
কুটুম্বের কটুবাণী, তাহে ক্লেশ নাহি মানি,
যত ক্লেশ শীত-সমীরণে।
বলবান্ যত বড়, সবে হয় জড়সড়,
হাঁটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে।
গায়ে কাঁটা জরজর, সদা করে থর থর,
কম্পিত কদলী যেন ঝড়ে।
নিশির না যায় ঝিষ্টি, শিশির সতত বৃষ্টি,
ঋষির তাহাতে ভাঙ্গে ধ্যান।
বিষম প্রবল হিম, যে জন সাক্ষাৎ হিম,
স্পর্শমাত্র হরে তার জ্ঞান।
সন্ন্যাসী মোহন্ত যত, মাঠে মাঠে শত শত,
মুহুনী গাঁজায় দম দিয়া।
ছাই-ভস্মে লোম ঢাকে, বম্ বম্ মুখে হাঁকে,
পোড়ে থাকে বুকে হাত দিয়া।
যেই জন ভাগ্যধর, পদী পাতা পাকা ঘর,
সদা সঙ্গে সুরস-রঙ্গিণী।
আহার তাহার মত, বিহার বিবিধ মত,
তাহারে জীবন্মুক্ত গণি।
ধনীর শরীরে সাল, গরিবের গঙ্কে শাল,
কম্বল সম্বল করি রয়।
খেঁদের পুঁটুলি হয়ে, শুয়ে থাকে শীত সয়ে,
উনু বিনা ঘুম নাহি হয়।

চিরজীবী ছেঁড়া কাঁথা, সর্ব্বক্ষণ বুকে গাঁথা,
একক্ষণ তারে নাহি ছাড়ে।
শয়নের ঘর কাঁচা, তার হয় প্রাণে বাঁচা,
জড়ে তার বিন্ধে হাড়ে হাড়ে।
সকালে খাইতে চায়, আয়োজনে বেলা যায়,
সন্ধ্যাকালে খায় তাতে ভাত।
শীতের কেমন খড়ি, উড়ায় অঙ্গের খড়ি,
ফাটায় সবার পদ হাত।
সারিতে পায়ের ফাটা, মহার্ঘ্য আমের আটা,
কাটাকাটি করিলেক তাই।
বিষ্ণুতৈল কত মাখি, ঘৃতে যদি ডুবে থাকি,
শরীরেতে তবু উড়ে ছাই।
থাকিতে দুঘড়ি বেলা, ছেলে ছাড়ে ছেলে-খেলা,
বেলাবেলি খায় গিয়া ভাত।
লেপে করে মুখ ঝম্প, পাছে ধরে শীত জুজু,
উঠে নাক না হ'লে প্রভাত।
বাবু সব হরষিত, শীতে মন বিকসিত,
রাত্রি-দিন আহারের খোঁজ।
বাবুজীর প্রাণ চায়, গরম গরম চায়,
মনোমত খাদ্য রোজ রোজ।
সমুখেতে আলবোলা, মহাঘোর বোলবোলা,
যার ঢাকা ক্যাম্বিসের গুণে।
বায়ু তারা মানভোরে, ঘরে না প্রবেশ করে,
শীত ভীত পরদার গুণে।
চারিদিকে বন্ধুবর্গ, কিছু নাই উপসর্গ,
ঘরে বসি করে স্বর্গভোগ।
সুমধুর খাদ্য সব, ঠুন্ ঠুন্ বাদ্য রব,
তাহে কি হিমের হয় যোগ।
আমা হেন ভাগ্যপোড়া, দুঃখ লাগা আগা গোড়া,
শীতে মরি দেহ নহে বশ।
চন্ চন্ হাত থাক্তি, ভরসা মুড়ির চাক্তি,
পানমাত্র খেজুরের রস।
অভিমানী বাবু যারা, প্রাণে সারা হয় তারা,
সাল বিনা মান নাহি রহে।
ঘুচিল মুখের চোট, ইয়ারের নাহি জোট,
মনের আগুনে শুধু দহে।
উড়ানী চাদর যত, এখন আদর-হত,
আগে যাহে অভিমান যোত।
শীত তুই বেশ বেশ, দেখিয়া শীতের বেশ,
জানিলাম কে বাবু কে কোত্তো।
ইয়ারেরা গদগদ, কেহ গাঁজা কেহ মদ,
কেহ বা চরসে দিয়া টান।

কাছে রেখে অবলায়, দিয়ে চাটি তবলায়,
মনের আনন্দে ছাড়ে গান।
কেবা বুঝে সুর বোল, কেবল তেড়ায় গোল,
রাগে রাগে সুর উঠে চড়ি।
অপরূপ গলা সাধা, বলে বুঝি তাকে গাধা,
ধোবা ছোটে হাতে লয়ে দড়ি।
সাহেবে রাখিয়া বাজী, লয়ে তাজি তাজি বাজি,
দমবাজি কারসাজি কত।
সোয়ার হাঁকায় চোটে, ঘোড়া পায় ঘোড়া ছোটে,
বাজীমলে বাজি বল হত।

বসন্ত কর্তৃক শীতের পরাভব এবং বর্ষার সাহায্যে শীতের পুনরায় রাজ্যলাভ।

শরৎ ছিলেন রাজা এই পৃথ্বীদেশে।
ভাঙ্গিল তাঁহার ভাগ্য কার্ত্তিকের শেষে।
কাঁপুনী হিমানী দুই মহিষী সহিত।
উপনীত মহাবীর মহীপাল শীত।
প্রকাশ করিয়া নাম হিমঋতু নামে।
করিলেন রাজধানী হিমালয়ধামে।
কাটাকোটা সেনাপতি বল ধরে কত।
আহা উঁহু হি হি হু হু সেনা শত শত।
বাজায় বিজয়-কাড়া উত্তরের বায়ু।
বৃদ্ধ আর বিরহীর নাশ করে আয়ু।
নিশির বিষম দুঃখ পতির বিলাপে।
ঋষির ভাঙ্গিল ধ্যান শিশির প্রতাপে।
কু-আশায় ধ্বজা উড়ে সন্ধ্যা আর প্রাতে।
বিশেষ কে বুঝে কত কু-আশয় তাতে।
নলিনী মলিনী মানে বন্ধু বল-হত।
প্রেমানন্দে প্রস্ফুটিত গাঁদাফুল যত।
শশী সূর্য্য তেজোহীন রাজার প্রতাপে।
আকাশে কেবল ভয়ে থর থর কাঁপে।
শাসন করিল খুব চারিদিক্ ঢকে।
কার সাধ্য ঝাপ ঝাপ জল দেয় মুখে।
জলের হয়েছে দাঁত হাত দেওয়া দায়।
স্নান পান দুই কত খড়ি উড়ে গায়।
দিন দিন দীন দিন প্রাণ তায় হরে।
বিয়োগী বিনাশ হেতু নিশা বৃদ্ধি করে।
দিনের হ্রাকর্ণ তায় দুঃখ যায় কিসে।
দিন যায় নিরা তার নাহি কোন দিশে।
এ সময়ে নানারূপ খাদ্য-সুখ বটে।
কালগুণে কিন্তু তাহে বিপরীত ঘটে।
শীত-ভয়ে কোন খাদ্য নাহি লয় চেয়ে।
বাঁচে শুধু কাঁকাহুকো হুকো-কাকো খেয়ে।
আঁচাবার ভয়ে কেহ হাত নাহি খুলে।
ইচ্ছা মনে যদি কেহ মুখে দেয় তুলে।
প্রচার হইল খুব শীতের বিক্রম।
করিয়া আসন জারি শাসন বিষম।
সর্ব্বদা শরীরে দুঃখ সুখ কিসে হবে।
বর্ত্ত বড় বীর যত জড়সড় সবে।
এইরূপে দুই মাস লয়ে সেনাজাল।
করিলেন রাজকার্য্য শীত মহীপাল।
বসন্ত শুনিল সব হিমের ব্যাভার।
সুখের ধরণী-রাজ্য করে ছারখার।
প্রজামধ্যে কোন মতে সুখী নহে কেহ।
শীত-ভয়ে থর থর জরজর দেহ।
ঘুচাইতে পৃথিবীর দুঃখ সমুদয়।
মনেতে হইল তাঁর ক্রোধ অতিশয়।
দেখিব কেমন সেই দুষ্ট দুরাচার।
এখনি হরিয়া লব সব অধিকার।
মলয়-পর্ব্বতে ব'সে গোঁপে দিয়া পাক।
দক্ষিণে বাতাস বলি ছাড়িলেন হাঁক।
আইল দক্ষিণে বায়ু শব্দ হুহু হুহু।
অকালে ডাকিলে কেন রাজা বাহাদুর।
রাজা কন সাজ সাজ বীর সেনাপতি।
অবনীমণ্ডলে চল যাই শীঘ্রগতি।
কোন প্রজা সুখী নহে শীতের শাসনে।
লইব তাহার রাজ্য অভিলাষ মনে।
কামের কামান তার লোভ গোলা রেখে।
গোটা দুই কোকিলেরে শীঘ্র লও ডেকে।
স্বকীয় সৈন্যের সহ বসন্ত ভূপাল।
আইলেন অবনীতে বিক্রম বিশাল।
সিংহাসন প্রাপ্ত হয়ে ঋতুপতি শীত।
রাণী সঙ্গে রসরঙ্গে ছিল হরষিত।
সবিশেষ নাহি জানে কোন সমাচার।
পাত্র মিত্র সেনাগণ সেরূপ প্রকার।
হঠাৎ বসন্ত আসি হইয়া প্রকাশ।
একেবারে সমূলে করিল বিনাশ।
না রহিল কোন চিহ্ন সব গেল উঠে
উত্তরে-বাতাস ভয়ে পলাইল ছুটে।

কোথায় রহিল হিম দেখা নাই আর।
বসন্ত-প্রভাবে মার করে মার মার॥
মলয়-পবন দিলে অতিশয় হেঁকে।
সিংহাসনে ঋতুরাজ বসিলেন জেঁকে॥
বিরহী-শাসন হেতু লয়ে খাঁড়া ঢাল।
কুহুরবে ডাক ছাড়ে কোকিল কোটাল॥
রতিপতি সেনাপতি অতি বলবান্।
চারিদিকে ছোড়ে শুদ্ধ কামের কামান॥
নামমাত্র মাঘমাস ঘোর শীতকাল।
বড় বড় শাল হ'লো বড় বড় সাল॥
সকলের মহানন্দ বসন্তের বলে।
অধিকন্তু হাফ দুঃখী ইয়ারের দলে॥
উড়ানী উড়ায়ে গায় দমে দম ছাড়ি।
ফুর্ত্তি মেরে যায় সবে ইয়ারের বাড়ী॥
শীতঋতু মহাশয় রাজ্যহীন হয়ে।
মনে মনে ভাবে ব'সে অভিমান লয়ে॥
কি করিব, কোথা যাই বাক্য নাহি ফুটে।
অত্যাচারে দুরাচার রাজ্য নিল লুঠে॥
ঘোর দায় সদুপায় নাহি পায় বীর।
অনেক ভাবিয়া শেষে যুক্তি করে স্থির॥
প্রিয়বন্ধু বর্ষারাজ ধর্ম্মশীল অতি।
অবশ্য করিবে কৃপা আমাদের প্রতি॥
এ বিপদে রক্ষাকর্ত্তা আর কেবা আছে।
এই ভেবে উপনীত বরষার কাছে॥
কাঁপুনী হিমানী দুই প্রিয়তমা নিয়া।
দুঃখের কাহিনী সব কহিলেন গিয়া॥
বরষা আহ্বান করি আলিঙ্গন দিয়া।
রাণী সহ বসিলেন সিংহাসনে নিয়া॥
ব'স ব'স স্থির হও শান্ত কর মন।
দেখিব কেমন সেই দাম্ভিক দুর্জ্জন॥
একেবারে বসন্তেরে প্রাণে ক'রে বধ।
তোমারে করিব দান পৃথিবীর পদ॥
যখন তোমার রাজ্য করেছে হরণ।
তখন জানিবে তার নিশ্চয় মরণ॥
জলদেরে ডাক দিয়া করেন আদেশ।
ধরণীমণ্ডলে তুমি করহ প্রবেশ॥
অধার্ম্মিক বসন্তেরে করিয়া নিধন।
শীতরাজে দেহ গিয়া নিজ সিংহাসন॥
জলদ জলদ সেজে অগ্রসর হয়ে।
যুদ্ধ হেতু চলিলেন হিমরাজে লয়ে॥
কাম্মান কামান মত বজ্র তোপ ছাড়ে।
ঘোর বৃষ্টি ছিটে গুলী অন্ধকার বাড়ে॥
কাপ্তান পূবের বায়ু দিয়া খুব ফের।
চারিদিক্ ঘুরে করে কায়ের কায়ের॥

বসন্ত পড়িল দায়ে সব হ'ল ভুট।
প্রাণভয়ে রাজ্য ছেড়ে উঠে দিলে ছুট॥
বহিছে উত্তর-পূব অতি ধীরে ধীরে।
দক্ষিণে-বাতাস গেল একেবারে ফিরে॥
যে কোকিল ডেকেছিল কুহু কুহু স্বরে।
এখন সে শীতভয়ে উহু উহু করে॥
ভাগিল বিপক্ষদল উঠিলেন নেচে।
রাজপাটে রাজা হিম বসিলেন কেঁচে॥
শীতের সেরূপ জয় বসন্তের দলে।
শাসুজা যেমন ভগ্ন ইংরাজের বলে॥

বসন্ত-বর্ণন।

হেমন্ত হইল অন্ত বসন্ত উদয়।

* * *

কুহু কুহু কুহু কুহু কোকিল কুহরে।
শ্রবণে শ্রবণে বিয়োগীর প্রাণ হরে॥
তরুলতা মুঞ্জরে গুঞ্জরে অলিকুল।
সে রবে কি রবে প্রাণ বিরহে ব্যাকুল॥
ধরিল অপূর্ব্ব ভাব ধরণী সংপ্রতি।
হরিল সে পূর্ব্বভাব হরষিত মতি॥
করিল স্বভাব কিবা অপরূপ ক্রিয়া।
তরিল যুবকগণ তরুণীরে নিয়া॥
সরিল দারুণ শীত বসন্তের ডরে।
মরিল বিরহিগণ অনঙ্গের শরে॥

ধরাতলে রাজধানী পাতিলা বসন্ত।
সঙ্গে সেনা সমূহ বিষম বলবন্ত॥
কুহুরবে নকিব কোকিল ফুকরায়।
মলয়-পবন চারু চামর চলায়॥
সহচর সেনাপতি দুরন্ত মদন।
সিংহাসন মানুষের হৃদয়-সদন॥
ভ্রমর প্রভৃতি সঙ্গে পারিষদ যত।
ভূপতির প্রিয়কার্য্যে অবিরত রত॥
ছত্রছলে গগনে শশাঙ্ক শোভা করে।
ধরাতল সুশীতল জ্যা যার করে॥
মনোহর সরোবর শোভা কত তার।
টল টল করে জল জলদ আকার॥

সুমন্দ অনিলে উঠে তরঙ্গ তরল।
সমবিত করে কেলি বরটা-মণ্ডল॥
ডাহুক ডাহুকী ডাকে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারস সারসী সব হৃদয়রঞ্জন॥
কুমুদ কমল ফুল ফুটিল বিস্তর।
মধুর মধুর আশে ছুটিল ভ্রমর॥
নিশিতে কুমুদ সনে সুখে করে খেলা।
দিবসে নলিনী সনে পুন হয় মেলা॥
ধন্য ধন্য মধুকর তেলা তাই তেলা।
দিবা-নিশি রঙ্গ রাজে কাজে নাই হেলা॥
মধুকর সুখে তুমি মধু কর পান।
গুণ গুণ রবছলে প্রিয়া-গুণ গান॥
গুণের নাহিক সীমা রূপে দিক্ আলো।
নলিনীর পতি অলি ভাগ্য বটে ভালো॥
হায় হায় অবিচার বিধির কেমন।

* * *

রূপে গুণে ত্রিভুবনে এমন কি মেলে।
অনুভবে বুঝি তুমি কুলীনের ছেলে॥
কুল-সমন্বিত হেতু কুলীন বিশেষ।
ককারের বিনিময়ে হকার প্রবেশ॥
তোমার নিকটে নাহি স্থান পায় কুলে।
এ হেতু তোমার অধিকার সব ফুলে॥
বিষ্ণুঠাকুরের সম অঙ্গ-প্রভা বটে।
কোথায় সন্তান নিজে কামদেব হটে॥
ফলতঃ কামের তুমি রক্ষা কর মান।
ফুলধনু পঞ্চশর তাহার প্রমাণ॥
কোকিল বিকল করে এই কাল পেয়ে।
সদা সুখে হরে কাল নৃপগুণ গেয়ে॥
ডালে বসি মুহুর্মুহুঃ ডাকে কুহু কুহু।
শুনি বিরহিণী বালা করে উহু উহু॥
অন্ন দিয়া পালন করিল যারে কাকে।
হেন জন জ্বালাতন না করিবে কাকে॥
বলে সই কত সই কোকিলের গালি।
যন্ত্রণায় প্রাণ যায় হাড় হ'ল কালী॥
এবার মরিয়া আমি হইব নিষাদ।
কোকিলে নিপাত করি ঘুচাব বিষাদ॥
রাহু হয়ে খাব শশী সুধার সদন।
হরনেত্র-রূপ ধরি পোড়াব মদন॥
অনঙ্গ হইয়া যাব নাথের নিকটে।
উদ্ধার না করে সেই বিরহ সঙ্কটে?
চন্দন কমলদল মলয়-সমীর।
সকলে মেলিয়া দহে আমার শরীর॥

অনুকূল ছিল যারা তারা প্রতিকূল।
অকূলে পড়েছি মূলে নাহি পায় কূল॥
ধিক্ রে মদন তুই বড় দুরাচার।
পৃথিবীতে তোর মত পাপী নাহি আর॥
আমি মরি তাহে কিছু খেদ নাহি হয়।
আপনি করহ দগ্ধ আপন আলয়॥
নিদারুণ স্বভাব জানিয়া বিধি তোর।
সেই হেতু না দিলেন কোদণ্ড কঠোর॥
ফুলধনু ধর তুমি ফুলধনু শর।
তাহাতেই স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল কর॥
দেবতা দানব যক্ষ মানব প্রভৃতি।
তোমার নিকটে নাই কাহার নিষ্কৃতি॥
পতিব্রতা সতী রতি তব অর্দ্ধদেহ।

* *

তোমার চরিত্র ভাল জগতে প্রচার।
পরিহার চরণ-যুগলে নমস্কার॥
সহজে অবলা তাহে বিরহিণী পুন।
আমাদের বধিয়া নাহিক কিছু গুণ॥
এই হেতু মীনকেতু শুন তাই বলি।
অবলা করিয়া বধ কেবা হয় বলী॥
সুধাংশু পড়েছে গলে কলঙ্কের হার।
আমি ম'লে কলঙ্কেতে কি ভয় তাহার॥
জগতে কলঙ্কী ব'লে যারে জানে সবে।
নারী বধে তাহার কলঙ্ক কিবা হবে॥
একে ত নীরস কাষ্ঠ না হয় সরল।
ভুজঙ্গের সঙ্গে বাস অঙ্গেতে গরল॥
তাহাতে আবার অরি মলয়নন্দন।
কেবা দোষ দিবে দেহ দহিলে চন্দন॥
দারুণ স্বভাব ক্রূর পঞ্চশর স্মর।
হর-কোপানল-তাপে দগ্ধ কলেবর॥
নারীবধ তাহার বিচিত্র কিছু নয়।
বাঘের কি মনে হয় গোবধের ভয়॥
জগতে প্রসিদ্ধ জগৎপ্রাণ সমীরণ।
জগতে জীবের যাহে জীবন-ধারণ॥
জগৎপ্রাণ হয়ে প্রাণ বধ অবলার।
জগতে হইবে তব কলঙ্ক প্রচার॥
আকুল করিল বন ফুলের সৌরভ।
নাহি রহে কামিনীর কুলের গৌরব॥
জরজর করে হানি বিরহীকে শর।
এই হেতু নাম তার হয়েছে কেশর।
কামিনীর প্রাণ-বায়ু খায় ফুল নাগ।

দরশনে পরশনে পরাণ ব্যাকুল।
ফুলবাণ করে ব'লে বিখ্যাত বকুল॥
শোকানল প্রবল যাহারে দেখে হয়॥
অশোক তাহার নাম লোকে কেন কয়।
সেঁউতি গোলাপ গাঁদা গন্ধরাজ ফুল।
ঝাঁটি যুথি মল্লিকা মালতী মুচকুন্দ।
মুরটি কুরটি আছু চামেলি চম্পক।
টগর মাধবীলতা স্থলপদ্ম বক॥
ইত্যাদি বিস্তর ফুল কহিতে বিস্তর।

* * *

বসন্তে বসন নব স্বভাব পরিল।
নবরূপ নবভাব ধরণী ধরিল॥
নবতরু নবশাখা নব ফুল-দল।
নবরস কৌতুকে সকল কুতূহল
বন উপবন শোভা দেখি মন হরে।
মনোরঙ্গে সুরঙ্গ বিহঙ্গ কেলি করে।
ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে থাকে দলে দলে যত।
ক্ষেত্রে পড়ি শস্য হরে দস্যুগণ যত॥
উদর পূরিয়ে সুখে করিছে আহার।
হৃদয়ে নাহিক ক্ষোভ ভয়ের সঞ্চার।
ধান্যব্রীহি যব মুগ ছোলা অড়হর।
মসুরি মটরশুঁটি সরিষা মটর।
কানন-আনন শোভে ফুলে আর ফলে।
বনেতে বিহার করে কুরঙ্গের দলে॥
নির্ঝর-সম্ভব নীর নবীন পল্লব।
বিদল কোমল তৃণ হৃদয়-বল্লভ।
ইহা ভিন্ন নাহি অন্য অন্তরে বাসনা॥
ধনীদের দ্বারে নাহি করে উপাসনা।
প্রকট বিকট মুখ লোহিত লোচন।
না দেখে না শুনে কভু কপট বচন॥
কাবু নাহি হয় গিয়া বাবুদের কাছে।
উমেদার নহে ব'লে এত সুখে আছে॥
স্বভাবের প্রভাবে সন্তোষ সদা মনে।
যূথে যূথে মৃগগণ ভ্রমিতেছে বনে॥
এবার মরিয়া আমি হইব হরিণ।
স্বভাবে করিব শোধ স্বভাবের ঋণ॥
খাব ঘাস তৃণ জল কাজ নাই টাকা।
যার নাক আছে তার থাকে নাক বাঁকা॥
বোয়ে না মরিব আর যে আজ্ঞার ঝুলি।
জল উঁচু নীচু আদি কি পরীত বুলি॥
শাখামৃগ সব সুখে শাখা ধরি দোলে।
সবেতে শাবক শিশু শোভা করে কোলে॥
লম্ফ ঝম্প ভূমিকম্প করিছে কাননে।
লম্বাপায় হ'য়ে যেন শঙ্কা নাই মনে।
শীত ভয়ে ছিল ভীত কেশরী শার্দ্দূল।
বসন্ত পাইয়া বল বাড়িল বিপুল॥
সিংহনাদ করে সিংহ বিক্রমে বিশাল।

* * *

প্রখর নখর করিকুম্ভ ভেদ করি।
রুধির করিছে পান অধীর কেশরী।
শিশির সময় ক্রূর কাল বিষধরে।
শরীর সমান ছিল আপন বিবরে॥
সম্মুখে পাইয়া ভেক না করে আহার।
বুঝিতে না পারে কেবা এ ভেক তাহার॥
এত দিনে ফুলবাবু পাইলেন ফুল।
বসন্তে হইল তাঁরে বিধি অনুকূল॥
গলায় ফুলের মালা হাতে শোভে ফুল।
কিছুমাত্র ঘটে নাই কাজে কাজে ফুল।
সভাসদে কত্তাপেড়ে ধুতির আদর।
পেটের নাহিক স্থিতি লেটের চাদর॥
সন্ধ্যাকাল হ'লে যান বারবধূ-ঘরে।
এ দিকে দিবসে তাঁর ভোগ নাহি সরে।
ধনিক রসিক নব নাগর যে জন।
তাঁর মতে বুঝি এই কালের সৃজন॥
অট্টালিকা মনোহর অতি শোভাকর।
ইন্দ্রের অমরাবতী কৈলাস ভূধর॥
দামিনী জিনিয়া রূপ কামিনী হইয়া।
যামিনী পোহায় সুখে সরস হইয়া॥
দেখি যত বুঝি তত অনঙ্গের শর।
রতি সহ রতিপতি সদা অবসর॥
হতভাগ্য আমরা পড়েছি ঘোর দায়।
রাত্রিকাল হ'লে যেন শিবরাত্রি পায়॥

হেমন্তের রাজ্যান্তরে, বসন্ত আইল রঙ্গে,
সঙ্গে লয়ে নিজ দল বল।
দিনে দিনে দিনমণি, তত দিন মনে গণি,
হইলেন প্রকাশে প্রবল॥
দেখিয়া বঁধুর ভাব, পদ্মিনীর আবির্ভাব,
সরোবরে হয় ক্রমে ক্রমে।
অপরূপ কত রূপ, বিশেষ নূতন রূপ,
প্রথম বসন্ত উপক্রমে॥
কাননের তরু যত, প্রায় হয়েছিল হত,
অবিরত হিমের শাসনে।

বসন্তের আগমনে, সদা তারা হৃষ্টমনে,
বিস্তার করিছে শোভা বনে।

নবীন শাখাদলে, বৃক্ষগণ ফুলফলে,
ক্রমে পরিপূর্ণ হৈল সব।

দেখিয়া সে সব শোভা, জগতের মনোলোভা,
কোকিল করিছে কুহুরব॥

হায় কি কালের ধর্ম্ম, কে বুঝিবে কালমর্ম্ম,
সব কর্ম্ম কালক্রমে হয়।

কালেতে উৎপত্তি হয়, কালেতে জীবিত রয়,
পুনঃ শেষে কালে হয় লয়॥

সরস বসন্তকালে, স্বভাবত রস ঢালে,
কিছুমাত্র নীরস না রয়।

তরুতরু জীর্ণজরা, প্রায় হয়েছিল মরা,
সেহ হয় রসে রসময়।

মৃত্তিকা-বরণ প্রায়, অঙ্কুর হইছে তায়,
যত শোভা কত কব তায়।

অনুভব হয় হেন, এখন হইছে যেন,
মৃতদেহে জীবের সঞ্চার॥

কি নগর কিবা বন, পর্ব্বত কি উপবন,
যখন যে দিকে ফিরে চাই।

তখনি জুড়ায় মন, হেরিলে সে সুশোভন,
বসন্তেরে বলি হারি যাই॥

ঊর্দ্ধেতে অপূর্ব্ব সৃষ্টি, অভেদ অমৃতবৃষ্টি,
দৃষ্টিপথ জুড়ায় দেখিলে।

উচ্চতরু মুকুলিত, দলে দলে সুশোভিত,
তাহে রব করে যে কোকিলে॥

পলাশ কাঞ্চন কত, ফুটে ফুল শত শত,
কত শোভা শিমুলের ফুলে।

হিমে করি পরাজয়, যেন বসন্তের জয়,
পতাকা দিয়েছে তার তুলে॥

বিরহে বিরহীলোক, অশোকেতে পায় শোক,
আরো হয় আকুল বকুলে।

কোথায় কখনো কায়, চম্পকের কলিকায়,
বিদ্ধ করে বিষমাখা শূলে॥

আম্রশাখা অবিরত, মুকুলের ভারে নত,
তাহে মধু বিন্দু পড়ে কত।

মধুলোভে ঝাঁকে ঝাঁকে, ভৃঙ্গদল থাকে থাকে,
উড়ে বসে তাহে কত শত॥

ধরাতলে দৃষ্টিপাত, যদি হয় অকস্মাৎ,
তাহে হেরি মনোহর ভাব।

ফুটে ফুল নানামত, জাতি যূথি আদি যত,
[illegible]

নাগক টগর কুন্দ, চম্পক মুচুকুন্দ,
চারিদিকে কুসুমের ঘটা।

উদ্যানেতে নানাজাত, মল্লিকা মালতি জাতি,
গন্ধরাজ গোলাপের ছটা॥

সেঁউতি মতিয়া বেল, চামেলীর সঙ্গে মেল,
সুচারু গন্ধের সিন্ধু যারা।

বিকশিয়া পুষ্পবনে, ক্ষান্ত হয় জগজনে,
মোহিত করিছে সব তারা॥

সুললিত লতিকায়, বনে বন শোভা পায়,
পুষ্পময় বসন্ত-সময়।

মাধবীর ফুল ফোটে, গন্ধ তার দূর ছোটে,
মধুলোভে ধায় অলিচয়॥

ঈষৎ মলয়-বায়, বহন করিছে তায়,
মন্দ মন্দ গন্ধ লয়ে সাথে।

কোকিলের কুহুরবে, উহু মরি বলে সবে,
বজ্রাঘাত বিরহীর মাথে।

বসিয়া বৃক্ষের ডালে, বনে বিহঙ্গের পালে,
সুখে কত রব করে মুখে।

সে সব মধুর ধ্বনি, বিষম বিবাদ গণি,
বিরহিণী মরে মনোদুখে।

বসন্তের বুলবুলি, বলে কত মিষ্টবুলি,
খঞ্জন নাচিছে মনসাধে।

কোথা বৌ কথা কও, অভিমানে কেন রও,
পাখী হয়ে বনে বনে সাধে॥

হারাইয়া প্রাণকান্ত, দিবানিশি অবিশ্রান্ত,
পিউ কাঁহা পাপিয়ায় বোলে।

প্রিয় যায় পরবাসে, দিবানিশি দুখে ভাসে,
এর ডাকে তার প্রাণ জ্বলে।

পুঞ্জে পুঞ্জে অলি সব, কুঞ্জে কুঞ্জে করে রব,
গুন গুন ধ্বনি মনোহর।

পেয়ে নানাজাতি ফুল, পদ্মিনীরে হয় ভুল,
রঙ্গে কেলি করে নিরন্তর।

বসন্তের সেনাগণ, বিশ্বে করি আগমন,
নিজ নিজ কর্ম্মে রত রয়।

হেন মনে জ্ঞান হয়, সকলে মিলিয়া কয়,
ঋতুরাজ বসন্তের জয়।

রাজ্য করি অধিকার, ঋতুরাজ দেন বার,
বিরহিণী মানসিংহ সনে।

কিরূপে আপন কাজ, সাধিবেন মহারাজ,
মন্ত্রণা করেন মন্ত্রী সনে।

কোকিল দিতেছে সাড়া, পিকা সব পাড়া পাড়া,
[illegible]

সদামাত্র এই রব, সাবধানে থাক সব,
ঋতুরাজ বসন্ত-সদনে।
রাজভয়ে সশঙ্কিত, প্রজাগণ সকম্পিত,
কি জানি কখন্ কিবা হয়।
বিয়োগিনী ছিল যারা, প্রাণে সারা হ'ল তারা,
তাহাদের দিবানিশি ভয়॥
একে তো নবীনা বালা, বিচ্ছেদ-বিষের জালা,
কত আর সহিবে পরাণে।
একাকিনী অনাথিনী, হয়ে চির-বিরহিণী,
মারা যায় মদনের বাণে॥
দগ্ধ হয় দুখানলে, অবিরত অশ্রু-জলে,
কমল-বদন ভেসে যায়।
বিদরিয়া যায় বুক, নাহি সুখ একটুক,
দিবানিশি করে হায় হায়॥
কোথা গেল প্রাণনাথ, আমারে করহ সাথ,
প্রাণ যায় তোমার বিহনে।
সব দেখি অন্ধকার, সদা শুনি হাহাকার,
এ আকার রাখিব কেমনে॥
সুখের বসন্তকাল, হইল সাক্ষাৎ কাল,
যায় প্রাণ কুসুমের ঘ্রাণে।
কুহুরব শুনি যত, হহু মন করে তত,
উহু মার কত সব প্রাণে।
অস্থির হইল মন, প্রাণকান্ত আগমন,
প্রতীক্ষা করিয়া কত রব।
কত বা কাঁদিব আর, দুখের নাহিক পার,
বসন্তে বিরহ কত সব॥
এ পোড়া বসন্ত দায়, কার সাধ্য রক্ষা পায়,
বিরলে বসিলে পোড়ে মন।
ঘুমালে নিস্তার নাই, স্বপনে দেখিতে পাই,
চারিদিকে তার সেনাগণ।
বিশেষতঃ রাত্রিকালে, রাশি রাশি বিষ ঢালে,
যাকে লোকে সুধাকর কয়।
কে বলে তাহার করে, শরীর শীতল করে,
বরং অঙ্গ জালায় নিশ্চয়॥
হায় কি কালের কর্ম্ম, নাহি বুঝি ধর্ম্মাধর্ম্ম,
অকূলে ভাসায় কুলবতী।
কার বা দোহাই দিব, কারে দুখ শুনাইব,
অবিচার রাজা পাপমতি॥
পতিহারা নারী যারা, এইমত সদা তারা,
বসন্তে বিষম দুখ পায়।
বিশেষতঃ দুই মাস, বিদেশীর সর্ব্বনাশ,
বাসায় বসিয়া প্রাণ যায়।

মনে হ'লে মুখ-চাঁদে, অমনি পরাণ কাঁদে,
কর্ম্মফাঁদে বাঁধা পরবাসে।
অবকাশ কবে পাব, কবে নিজ বাসে যাব,
প্রাণ মাত্র রাখে সেই আশে॥
রৌদ্র বাড়ে অতিশয়, দেহ হয় ঘর্ম্মময়,
আলস্যে অবশ অঙ্গ-ভার।
উড় উড় করে মন, প্রেয়সীর চন্দ্রানন,
রয়ে রয়ে মনে পড়ে তার॥
কাজকর্ম্মে ঘাটে পথে, দিন কাটে কোন মতে,
রজনীতে বিষম উৎপাত।
নিদ্রা নাহি হয় সুখে, প'ড়ে থাকা মাত্র দুখে,
কপালেতে করে করাঘাত॥
কোন লোকে দেখে যাই, বলে ছাই কি বালাই,
ছারপোকা মশার কামড়।
নিদ্রা সনে দেখা নাই, চক্ষু বুজে থাকি তাই,
গাত্র গেল মারিয়া চাপড়॥
কহে কেহ মনঃক্ষোভে, এ ছার ধনের লোভে,
চিরকাল গেল এইরূপে।
বিদেশে কেবল ক্লেশ, নাহিক সুখের লেশ,
প্রাণ যায় প'ড়ে দুঃখ-কূপে॥
কার জন্য রোজগার, কর্ত্তা বা পরিবার,
কেন মিছে এত কষ্ট পাব।
কাজ নাই উৎপাত, দেশে গিয়া ডাল ভাত,
মনের আনন্দে ব'সে খাব॥
প্রবাসী পুরুষ যত, কয় কত এইমত,
যত মন দুখানলে দহে।
বসন্তের আগমনে, সংযোগীর সদা মনে,
অপার আনন্দধারা বহে॥
সুখেতে মনঃসংযোগ, ভুঞ্জে নানা উপভোগ,
বসন্তে বিবিধ প্রকার।
তথাচ কালের ধর্ম্ম, সাধে সদা নিজকর্ম্ম,
করে মন উদার তাহার॥
ইয়ার বাবুর দল, হাস্যমুখে খলখল,
সুখের বুকের কাবা গায়।
আরো কত উপহার, বিচিত্র কুসুম-হার,
বাহার বসন্তরঙ্গ তায়।
মিষ্ট রস আলাপনে, আপন বয়স্ক সনে,
রহস্য করিয়া কাটে দিন।
আমোদের ছড়াছড়ি, বেজায় উড়ায় কড়ি,
অবোধ বালক বুদ্ধিহীন॥
নগরে নাগরীগণ, করে নানা আয়োজন,
বসন্তের আগমন জানি।

যার যেই অভিলাষ, তার সেই কয় বাস,
না পাইলে ২৮. অভিমানী ॥
রঙ্গিল বসন পরে, বাস করে খোলা-ঘরে,
হাওয়া খেতে সদা হয় মন ।
আতর গোলাপ কত, দিনে লয় শত শত,
হয় সাধ যখন যেমন ।
জমেছে হোলীর খেলা, নবীনা নাগরীমেলা,
ছুটে যুটে যায় এক ঠাঁই ।
দেখা হয় পরস্পরে, প্রিয় সম্ভাষণ করে,
হাসি ভিন্ন অন্য কথা নাই ।
যার ইচ্ছা হয় যারে, আবীর কুঙ্কুম্ মারে,
পিচকারি কেহ দেয় কায় ।
উড়ায় আবীর যত, কুড়ায় লোকেতে কত,
জুড়ায় দেখিলে মন তায় ।
গোলাপজল, অঙ্গ করে সুশীতল,
মাঝে মাঝে হয় কোলাহল ।
হরিহের হরিহের, পথিকে পিচকারি দেয়,
আহ্লাদসাগরে ঢল ঢল ।
বসন্তের অধিকারে, থাকে লোকে যে প্রকারে,
তার কত কহিব বিশেষ ।
বিশ্বমাঝে আছে কত, যার মন যেইমত,
সেই দিকে তাহার আবেশ ।
জ্ঞানিগণ এ সময়, ভাবে সেই জ্ঞানময়,
একমাত্র বিশ্বের কারণ ॥
কৃপাসিন্ধু কৃপাদৃষ্টি, করেন বসন্ত সৃষ্টি,
কাল ঋতু বৎসর অয়ন ।
প্রতি পত্রে প্রতি ফুলে, প্রতি নদী প্রতি কূলে,
প্রতি তট তড়াগ যতেক ।
প্রত্যেক প্রত্যেক ঠাঁই, যে দিকে যখন চাই,
আমি মাত্র দেখি সেই এক ।

প্রবল বিপক্ষচয়, শীত ঋতু মহাশয়,
পরাজয় হইলেন রণে ।
মহানন্দ অহরহ, বসন্ত সামন্ত সহ,
বসিল গগনসিংহাসনে ।
কুসুমের মধু গন্ধ, প্রবাহিত মন্দ মন্দ,
অলিবৃন্দ সদানন্দময় ।
আনন্দে হইয়া অন্ধ, পান করে মকরন্দ,
ক্ষণমাত্র নিরানন্দ নয় ।
ভ্রমরের গুণ গুণ, কে বুঝে তাহার গুণ,
মধু খায় বসিয়া বসিয়া ।
দেখিয়া রাজার জাঁক, সুখেতে বাজায় শাঁক,
প্রফুল্লিত কাননে বসিয়া ।
ঘুচিল শীতের শঙ্কা, বাজায় বিজয়-ডঙ্কা,
কোকিলের আস্ফালন বাড়ে ।
ঘোষিত করিল সবে, কুহু কুহু কুহুরবে,
পঞ্চস্বরে সিংহনাদ ছাড়ে ।
জন্ম হয় যার ঘরে, তার রব নাহি করে,
ডেকে করে কাণ ঝালাপালা ।
ওই গো কোকিলকুল, বিরহী হৃদয়-শূল,
প্রাণসখি পালা পালা পালা ।
রব স্ফূর্ত্তি হ'লে স্পষ্ট, যদ্যপি করিত নষ্ট,
তবে কি গো দগ্ধ হয় বালা ।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ কাকে, অধিক কহিব কাকে,
কাকের পাকেতে এই জ্বালা ।
আগে পিতা মাতা ছাড়ে, পরের পালনে বাড়ে,
পরের বাসায় করে বাস ।
পরপুষ্ট নাম ধরে, পরে কুহু কুহু স্বরে,
পরের সে করে সর্ব্বনাশ ।
কোকিলের কালামুখ, ডেকে পায় কিবা সুখ,
দিবানিশি করে কটু রব ।
বুক ফাটে মরি রোষে, আমাদের ভাগ্যদোষে,
মরিয়াছে বুঝি ব্যাধ সব ।
বনে বনে ছাড়ে হাঁক, ধীরে ধীরে তীরে তাক্,
লাক লাক পাখী মারে যারা ।
ধনুকে জুড়িয়া শর, বধিবারে পিকবর,
বৈষ্ণব হইল বুঝি তারা ।
রাম রাম উহু উহু, মুহুর্ম্মুহু কুহু কুহু,
কাল'মুখে করে কত গান ।
এবার যদ্যপি মরি, ব্যাধ হয়ে সহচরি,
বিনাশিব কোকিলের প্রাণ ॥
শশীর শীতল কর, লোকে কহে স্নিগ্ধকর,
ঘোরতর দাবানল প্রায় ।
সেই তাপে পুড়ে আঁখি, চন্দন যদ্যপি মাখি,
হলাহল যেন লাগে গায় ।
কেহ কহে শুন কই, শশীর সম্মুখে সই,
কর দেখি দর্পণ অর্পণ ।
এখনি মুকুর-ফাঁদে, ফেলিয়া গগনচাঁদে,
প্রহারেতে বধিব জীবন ।
কেহ কহে সহচরি, রাহুরে ভজনা করি,
তাহাতে পূরিবে অভিলাষ ॥
ভয়ানক কাল রাহু, পসারিয়া দুই বাহু,
চাঁদেরে করিবে সর্ব্বগ্রাস ।

কেমন কালের গুণ, বিরহীরে করে খুন,
নিদারুণ দক্ষিণ-পবন।
হায় হায় কব কায়, পিঞ্জরের পক্ষী প্রায়,
সদা করে উড়ু উড়ু মন।
দক্ষিণদিকের পতি, ছিল আগে দিনপতি;
সংপ্রতি সে প্রীতি নাই আর।
বসন্তে-দিবস কান্ত, হইয়া উত্তর-কান্ত,
নিজ কর করিল প্রচার।
সুন্দরী দক্ষিণ দারা, দেখিয়া পতির ধারা,
নিশ্বাস করিছে নিঃস্মরণ।
স্থূলবুদ্ধি সবাকার, না জানে কারণ তার,
ভ্রমে কহে দক্ষিণ-পবন।
কে বলে দক্ষিণ নাম, ফলতঃ বিষম বাম,
নাশ করে বিরহীর আয়ু।
কে বলে জগৎপ্রাণ, জগতের হরে প্রাণ,
বিষমাখা বসন্তের বায়ু।
ভুজঙ্গ মলয়া-পরে, পবনে দংশন করে,
সেই তাপে জরজর প্রাণ।
জীবনরক্ষার আশে, উত্তর-পর্ব্বতে আসে,
গায়ে লাগে গরল সমান।
সর্পাঘাতে জ্বালাতন, ভ্রাণ হেতু সমীরণ,
কুসুবাসে বাসে দস্ত বাস।
বিরহরে ব্যস্ত ব্রত, বায়ু হায় বায়ুগ্রস্ত,
সমস্ত বিরহী করে নাশ।
ফণী ভয়ে টল টল, ছাড়িয়া নিবাসস্থল,
এল তাই আমাদের দেশে।
হায় হায় এ কি পাপ, ভক্ষণ করিয়া সাপ,
বমন করিল কেন শেষে।
মিছে সই বল আর, এত গুণ মলয়ার,
অবলার করে মর্ম্মভেদ।
চন্দন নন্দন যার, তার এই ব্যবহার,
আহা মরি কারে কব খেদ।
মিছামিছি করি রোষ, আর কায় দিব দোষ,
বানরের দোষ এই বটে।
সমুদ্রবন্ধন হলে, মলয়া ভাসালে জলে,
তবে কি প্রমাদ এত ঘটে।
ঘটে বুদ্ধি অষ্টরম্ভা, আহার কেবল রম্ভা,
দাত দন্ত আর কিছু নাই।
পড়িয়া বিষম পাপে, বিয়োগীর অভিশাপে,
মুখপোড়া হ'ল সব তাই।
শুন শুন প্রাণসই, আর এক কথা কই,
প্রাণপতি প্রবাসেতে যথা।

বসন্ত না পায় ঠাঁই, মলয়ার গতি নাই,
কোকিল ডাকে না বুঝি তথা।
প্রফুল্ল কুসুমদলে, ভৃঙ্গ সব দলে দলে,
করে নাক গুণ গুণ রব।
করি এই অনুমান, শিব-তীর্থ সেই স্থান,
মনোভব ভয়ে পরাভব।
নতুবা বসন্তে তার, এ প্রকার ব্যবহার,
প্রাণসখি বল কেন হবে।
মলয়ার সমীরণে, আমার পড়িত মনে,
অবশ্য আসিত দেশে তবে।
দারুণ বিধির কাল, মেয়েমুখো মহীপাল,
প্রতিকূল দক্ষিণপবন।
স্বামীর বিচ্ছেদ-বিষ, অনন্ত দীপের শিশ,
ধিকি ধিকি পুড়ে উঠে মন।
রজনী কালের দারা, কামিনীরে করে সারা,
বিরহ-বিলাপ তার বাড়ে।
দুঃখে হয় দেহ-ভঙ্গ, না পাই সখার সঙ্গ
অনঙ্গ না অঙ্গ-সঙ্গ ছাড়ে।
ভজিয়া পরের কান্ত, যদি ক্ষান্ত করি শান্ত,
সখি তাহে যায় পরকাল।
তথাচ না করি ভয়, এই বড় শঙ্কা হয়,
চৌদিকে ননদী বেড়াজাল।
বিদেশী পুরুষ যারা, বিরহে ব্যাকুল তারা,
তারাকারা ধারা চক্ষে ঝরে।
নিবাসে রহিল যারা, সারানিশি হয় সারা,
মারা পড়ে মদনের শরে।
প্রিয়জন প্রিয়া সঙ্গে, বসন্তে পরম রঙ্গে,
কাঁকে কাঁকে কাক্‌খেলা করে।
আবিরে আবৃত তনু, জপে মদনের মনু,
উভয়ে উভয় মন হরে।
ধন্য ধন্য সেই জন, সদাই সরস মন,
যুবতী রমণী যার কোলে।
মদন বাজায় ঢোল, প্রতিদিন খায় দোল,
কত সুখ পূর্ণিমার কোলে।
কামিনী কোমল কোল, সুখের সখের দোল,
প্রেমরজ্জু বন্ধ আছে যার।
নাগরের মনভোলা, হৃদয় নাগরদোলা,
দোলে দোলে নাগরদোলায়।
লাজভয় পরিহরি, খেলায় প্রেমের হরি,
হরি হরি কি কহিব আর।
অধরে অমৃত-বারি, মনোহর পিচকারি,
পয়োধর কুঙ্কুম প্রহার।

সৈন্য সহ পলাইল মহারাজ শীত।
বলবন্ত বসন্ত হইল উপনীত॥
সিংহাসন আকাশ প্রকাশ নহে রূপ।
নবপত্র রাজছত্র শোভা অপরূপ॥
গুণ গুণ স্বরে অলি রাজগুণ গায়।
মলয়-পবন চারু চামর ঢুলায়॥
রতিপতি সেনাপতি প্রিয় অতিশয়।
বিক্রমে করিল আসি সমুদয় জয়॥
বিকসিত ফুলধনু ধরি দুই করে মরে।
অনিবার সুখে মার মার মার করে॥
ব্যাকুল বিরহীকুল সদা মনে ভাবে।
দিন দিন তনু তনু অতনু-প্রভাবে॥
সমীরণ সহ ছোটে ফুলের সৌরভ।
নাহি রহে কামিনীর কুলের গৌরব॥
জরজর কলেবর বিচ্ছেদের বিষে।
প্রবাসে রহিল কান্ত শান্ত হবে কিসে॥
ফুলশরে করে স্মর জরজর দেহ।
পাইলে লোহার বাণ বাঁচিত না কেহ॥
বিধাতার সুবিচার বলি সই তাতে।
দেয়নি কঠিন বাণ মদনের হাতে॥
অশোক শোকের হেতু সে যে নহে ফুল।
বিরহী বধিতে কাম ধরিয়াছে শূল॥
মদনের খরতর নখর কিংশুক।
বিদারণ করে তাহে বিরহীর বুক॥
তরুলতা পুষ্পিতা হেরিয়া লয় মন।
বিরহী ধরিতে ফাঁদ পেতেছে মদন॥
হেরিয়া মাধবীলতা হতেছি কাতর।
কে করে লবঙ্গলতা চক্ষুর গোচর॥
কে বলে ধার্ম্মিক বক এ বড় কঠিন।
পদে পদে ধরিছে বিয়োগী মনোমীন॥
মদন বিস্তার করি বিকট বদন।
কণ্টকী কেতকী ছলে প্রকাশে রদন॥
বিয়োগী-বিয়োগ তার না হইল হাতে।
মাস রক্ত শুষে খায় কামড়িয়া দাঁতে॥
উপবনে বসন্তের মহা মহোৎসব।
সভার স্বভাব দেখি হয় অনুভব॥
মুকুল বিশিখভার লয়ে সহকার।
রতিপতি ভূপতির করে সহকার॥
বকুলে কুলের নারী করিছে ব্যাকুল।
প্রিয় অনুকূল নহে বিধি প্রতিকূল॥
চম্পক সুগন্ধে করে সুগন্ধি নগর।
অনন্ত অনল জানে না যায় ভ্রমর॥
ভিক্ষুক দক্ষিণ বায়ু উপনীত দ্বারে।
নিজগন্ধ দান করি তুষ্ট করে তারে॥
তাহাতে প্রফুল্ল হয়ে নিজে সমীরণ।
আত্মগুণ অন্যের করিছে বিতরণ॥
বায়ুগ্রস্ত বাসহীন কত বাস ধরে।
বায়ুর ঘটনাযোগে বাসে বাস করে॥
সহজেই রক্ষা নাই ইথে কেবা বাঁচে।
মদনের ঘাড়ে এসে বাই চাপিয়াছে॥
হরকোপে পুড়েছিল মনে ভয় আছে।
তদবধি নাহি যায় পুরুষের কাছে॥
পূর্ব্বের স্বভাব-দোষ না যায় কখন।
বিরহিণী কামিনীরে করে জ্বালাতন॥
শত শত শতদল সলিলে প্রকাশ।
সম্ভ্রমে ভ্রমর ভ্রমে ভ্রম হলো নাশ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে ভুঞ্জে ফুলরস।
সদা সুখে মুখে গুঞ্জে বসন্তের যশ॥
দুণ খায় গুণ গায় করে গুণ গুণ।
গুণ গুণ গুণ নয় বিরহীর খুন॥
বিষাদ বিবাদ মনে নিজে হয় হত।
প্রেমরসে পুলকিত তরুলতা যত॥
শাখা-করে লতার স্তবকস্তন ধরে।
সখ্যভাবে বৃক্ষ তারে আলিঙ্গন করে॥
বিহঙ্গ অনঙ্গ-সুখে পূর্ণ করে আশা।
ভালবাসা ভালবাসে বাঁধে ভালবাসা॥
কেমনে কালের গুণ কি কহিব আর।
জলে স্থলে আকাশেতে কামের সঞ্চার॥
মৃদু মৃদু দক্ষিণের সমীরণ-পেয়ে।
যুবতীর বাড়ে সুখ যুবকের চেয়ে॥
বুকের বসন খুলে বাড়িল উল্লাস।
সকল শরীরে মাখে মলয়া-বাতাস॥
সম্ভোগেতে বৃদ্ধি করে সংযোগীর আয়ু।
ধন্য ধন্য ধন্য তোরে মলয়ার বায়ু॥
প্রিয়াপ্রিয় প্রিয়জনে প্রিয়ভাবে টানে।
প্রফুল্লিত পুষ্প মন আনন্দকাননে॥
এ প্রকার সুখী সবে প্রেমানন্দভরে।
কেবল বিয়োগী দুখে দুখ ছাই করে॥
ফুর ফুর ঝুর ঝুর বাতাসের ধ্বনি।
ভুর ভুর ফুলগন্ধে মূর্চ্ছা যায় ধনী॥
অনঙ্গ আপন রঙ্গে পঞ্চবাণ ধরে।
বিরহি-হৃদয়-রাজ্য অধিকার করে॥
কেহ কহে পোড়া কাম কেমন নিদয়।
করিতে বিয়োগী বধ লজ্জা নাহি হয়॥

আর জন কহে সই চক্ষু নাই যার।
কেমনে হইবে তার লজ্জার সঞ্চার॥
পতিব্রতা সতীর এরূপ ব্যবহার।
মরিলে প্রাণের পতি সঙ্গে যায় তার॥
হর-কোপানলে পুড়ে মরে মীনকেতু।
রতি নাহি সঙ্গে যায় শুন তার হেতু॥
কামের নিবাসস্থল কামিনীর মন।
মনোভব নাম তাই পাইল মদন॥
আপনার জন্মস্থান নষ্ট করে যেই।
পৃথিবীতে ঘোর পাপী দুরাচার সেই॥
সতীর জীবনহন্তা ধর্ম্মহীন পতি।
পাপভয়ে সহগামী হলো নাক রতি॥
সতী যদি পতি বলে ঘৃণা করে যারে।
দূর দূর মুখে ছাই ধিক্ ধিক্ তারে॥
যদি বল মরেছিল পাপ দুষ্টমতি।
পুনর্ব্বার কেন তারে বাঁচাইল রতি॥
কেবল সতীত্বগুণ জানাবার তরে।
বাঁচাইল পুন রতি পতি পঞ্চশরে॥

অপরূপ ভবভাব, প্রকাশিতে তব ভাব,
ঋতুরাজ বসন্ত উদয়।
ত্রাণ পেয়ে হিম-করে পেলেম তোমার বরে,
সুখময় সুরভি সময়
জীবের ঘুচিল ভয়, শিবের উদয় হয়,
প্রকাশিত প্রকৃতির মুখ।
এ সময় সমুদয়, অতিশয়রসময়,
সমুদয় সমুদয় সুখ॥
ধরিয়া তুষার ভূষা, মূর্ত্তিমতী হল উষা,
মুকুতার হার তার গলে।
পরিয়া লোহিত চেলি, কেলি সহ করে কেলি,
অনলে রজত যেন গলে॥
ছিল দীন আগে দিন, এখন সে নহে দীন,
দিন দিন বাড়ে দিনমান।
পাইয়া কুন্তের জল, ক্রমেতে বাড়িছে বল,
নিশা কৃশা হয়ে অপমান॥
দিনকর নহে দীন, পাইয়া সুখের দিন,
কমল কমল-মাঝে ভাসে।
কুল হয়ে মধুভরে, মনোহর মধুকরে,
মোহিত করেছে নিজবাসে॥
স্বভাব স্বভাব সব, অভিনব অনুভব,
কত কব স্বভাবের শোভা।
মরি মরি আহা মরি, কিবা বিলোকন করি,
মোহকরী মূর্ত্তি মনোলোভা।
শ্যামল তৃণের পরে, নীহার বিহরি করে,
সাটিনে চুমকি যেন সাজে।
ঈষৎ অরুণ-কর, বিরাজে তাহার পর,
গাঁথা যেন সোণালার কাজে॥
দশদিক্ মুক্ত করে মিহির মোহন করে,
ঘুচিল মহীর অন্ধকার।
চিত্র নিজ ভঙ্গিঠাম, চিত্র করি চিত্র-ধাম,
মিত্র হন মিত্র সবাকার॥
পিকবর মধুকর, সমীরণ শশধর,
আর যত বন উপবন।
স্বভাবে স্বভাব ধরে, পুলকে প্রকাশ করে,
বসন্তের শুভ আগমন।
বনে বনে বনে বনে, অচল সচলগণে,
চরাচরে করে কলরব।
কামসখা আগমনে, কামনা করিয়া মনে,
করিতেছে মহা মহোৎসব॥
অলিকুল দলে দলে, ব'সে ফুলদলে দলে,
গুণ গুণ গুণের গরিমা।
কাননে কোকিল সবে কুহু কুহু কুহু রবে,
প্রকাশিছে তোমার মহিমা।
কলঘোর কলরব, শ্রবণে মোহিত সব,
শ্রবণে প্রবেশ ক'রে সুধা।
প্রাণিচয় স্থির হয়, অতিশয় মধুময়,
দূর হয় সমুদয় ক্ষুধা।
আর আর দ্বিজ যত, নিজ নিজ স্বরে কত,
ধরিতেছে সুললিত তান।
কভু জলে কভু স্থলে, কভু বা গগনে চলে,
চরাচরে সুখে করে গান।
সহচর সহ চরে, জলে চরে চরে চরে
ভাবভরে মুগ্ধ করে প্রাণ।
থাকে থাকে থাকে থাকে, সরস-সদনে ডাকে
জয় জয় করুণা-নিধান॥
পতঙ্গের পাল যত, রসপানে হয়ে রত
থেকে থেকে করিতেছে রব।
হাব-ভাব দে'খে সব, কবি এই অনুভব
রক ছলে করে স্তব ভব॥
আযুহর ছিল বায়ু, এখন বাড়ায় বায়ু
দক্ষিণ দক্ষিণ-সমীরণ।
জগতের প্রাণ হরে, সরল স্বভাব লয়ে
জুড়ায়েছে জগতের মন॥

জনের ভেঙ্গেছে দাঁত, এখন কাটে না হাত,
আর তার মুখে নাই ধার।
স্নান করি পান করি, অনায়াসে উদরে ভরি,
জীবন জীবন সবাকার।
মুকুলিত দেখে তরু, সবে পরে বস্ত্র সরু
ছাড়িল দেহের গুরু বাস।
ভোগীর দ্বিগুণ ভোগ, যোগীর বাড়িল যোগ,
রোগীর হইল রোগ নাশ।
যেখানে সেখানে যাই, যে দিকে সে দিকে চাই,
তোমার মহিমা প্রকটন।
জয় জয়ধ্বনি ব'লে, কেহ জলে কেহ স্থলে,
সাধু সব করিছে ভ্রমণ।
তরু লতা সমুদয়, পুরাতন পত্রচয়,
তব পদে দিয়ে উপহার।
তাহাতে ঘটিল হিত, হ'ল সবে সুশোভিত,
নব পত্র পেয়ে পুরস্কার।
কিবা কিসলয়-ঘটা, মরি কি সুন্দর ছটা,
অপরূপ অতি অপরূপ।
নূতন বসন পরি, নব কলেবর ধরি,
প্রকাশ করিছে নব রূপ।
মধুর রসাল আম্র, পাতার বরণ তাম্র,
তাহে চারু মুকুলের ছটা।
আয় মন দেখে যা রে এ শোভা কহিব কারে
ভৈরবীর শিরে যেন জটা।
সে কুসুমে হিমরস, পড়িতেছে টস্ টস্,
স্থির হয়ে দেখ দেখি চেয়ে।
অনুমান করি হেন, বিন্দু বিন্দু সুরা যেন,
পড়ে যোগিনীর গাল বেয়ে।
চারু ভাব আবির্ভাব, অসম্ভব এই ভাব,
ভব-ভাব কে বুঝিতে পারে।
ভাবময় তুমি ভাবী, ভাবেতে তোমায় ভাবি
এ ভাব বলিব আর কারে।
সুরভি (১) বরণ ভুল, সুরভি সুরভি ফুল,
পেয়ে আজ সুরভি সুরভি।
বিতাড়িয়া দলবাস, পবনেরে দিয়ে বাস,
আমোদিত করিছে সুরভি।
বিচিত্র স্বভাব ধরি, কলিল (২) প্রবেশ করি,
অলিরা হলিল (৩) বাস নিয়া।

সলিল-সদনে ধায়, মধু করে প্রমদায়
লোভে অলি অন্ধ হয় গিয়া।
বনে বনে বনে উপবনে, কত ভাব উঠে মনে,
হেরিয়া প্রফুল্ল ফুল যত।
কাঞ্চন (১) লাঞ্ছনকর, কাঞ্চন (২) কুসুমবর,
পলাশে বিলাস কর কত।
অশোক অশোক করে, কিংশুক কি সুখ ধরে,
তাপ হরে বুঝি আর ভ্রান্তি।
মধু-ফুল-মধুকর মধু কিবা মনোহর,
প্রকাশিছে মনোহর ভাতি।
কাননের যত তরু, হইয়াছে কল্পতরু,
খুলিয়াছে মধুর ভাণ্ডার।
কীট পক্ষী মধুব্রত, পেয়ে এই সদাব্রত,
সুখে সব করিছে আহার।
যত পায় তত খায়, হাসে খেলে নাচে গায়,
কিছু নাই উদরের দায়।
সকলি রয়েছে কাছে, কিসের অভাব আছে,
স্বভাবের অতিথিশালায়।
পতঙ্গ বিহঙ্গগণ, শুন মম নিবেদন,
যাতনা সহে না প্রাণে আর।
মানবের দেহ নিয়া, তোদের শরীর দিয়া,
কর রে আমার উপকার।
সাধু রে তোরাই সাধু, সাধু সাধু সাধু সাধু,
বিষয়ে না হও ঝালাপালা।
যথা রুচি তথা যাও, যথা রুচি খাও দাও,
ভুগিতে না হয় কোন জ্বালা।
কুল মান জাতি ধর্ম্ম, নাহি জান কোন কর্ম্ম,
নাহি থাক দলাদলি ঘোঁটে।
পরকাল নাহি মানো, রাজনীতি নাহি জানো,
কেবল আহার কর ঠোঁটে।
নাহি জান জুয়াখেলা, নাহি জান গুরু চেলা,
নাহি জান মন্ত্র পূজা তব।
নাহি জান তোষামোদ, উমেদারি অনুরোধ,
কেবল শিখেছ নিজ রব।
অভিমান কিছু নাই, এক ভাব সব ঠাঁই,
এক ভাবে থাক চিরদিন।
সদাই আনন্দময়, সুখময় সদাশয়,
নাহি মানো মৌলিক কুলীন।
নাহি দেও রাজকর, রাজারে না কর ডর,
ঠেক নাক দেবালয়ে দায়।

(১) বসন্ত।
(২) কানন।
(৩) কেতকী।

(১) স্বর্ণ। (২) চম্পক।

দেওনি হাটের কড়ি, খাওনি গুরুর ছড়ি,
নাহি জান ব্যয় আর আয়।
নাহি চড় গাড়ী ঘোড়া, নাহি পর জামাজোড়া,
নাহি পর বস্ত্র অলঙ্কার।
আপনি না বাবু হও, কাহারে না বাবু কও,
নাহি বও যে আজ্ঞার ভার।
পরকুচ্ছা নাহি কর, পরীবাদ নাহি ধর,
নাহি কর লোকাচার ভয়।
সাধুর খাতক নও, আপনিই সাধু হও,
সদাকাল সদয় হৃদয়॥
সদাই মনেতে খুসী, নাহি ছোঁও কোশা কুশি,
কুশ হাতে শ্রাদ্ধ নাহি কর।
নাহি দাও কোন দুখ, কেবল করিছ সুখ,
বাপ মলে কাচা নাহি পর।
স্বভাবে শোভিত সবে, স্বভাবেই সুখে রবে,
অভাব না হবে কোন দিন।
আমার এ কলেবর, অভাব-পূরিত ঘর,
আমি নর চিরদিন দীন॥
নর-দেহ নে রে নে রে, তোর দেহ দে রে দে রে,
নে রে নে রে ঘর দ্বার ছাপা।
বিনয়-বচন ধর, দায় হতে মুক্ত কর,
কাণ দেখে হসনে রে খাপা।
ধ'রে মানুষের দেহ, মানুষে করিয়া স্নেহ,
মিছা কাল কাটিলাম বই।
স্বরূপে মানুষ কই, এমন মানুষ কই,
আমি ত মানুষ নিজে নই।

কোথা বিভু বিশ্বময়, আমায় করিয়া নর,
বেদনা দিতেছ কেন আর।
কর দেখি উপদেশ, কেন দিলে রাগ দ্বেষ,
কেন দিলে দম্ভ অহঙ্কার।
তুমি নাথ ইচ্ছাময়, কর যাহা ইচ্ছা হয়,
ইচ্ছায় চালিছ এ সংসার।
যে কলে চালাও চলি, যে বলে বলাও বলি,
সম্ভাবনা কি আছে আমার।
যা হোক্ তা হোক নাথ, আজ কিবা সুপ্রভাত,
প্রণিপাত চরণে তোমার।
মধুর মধুর ভাব, তুমি তার আবির্ভাব,
সকলেতে করিছ বিহার।
কান্তপ্রিয় এই কান্ত, অতি শান্ত ঋতুকান্ত,
মরি কিবা কান্ত মনোহর।
যার বলে বলাক্রান্ত, নাশিয়া শিশির ধ্বান্ত,
নিশাকান্ত কান্ত করে কর।
বিগত বিশেষ দায়, প্রভাকর প্রভা পায়,
ক্রমে তার বাড়িছে প্রভাব।
প্রভাকর কর করে, প্রভাকর কর ধরে,
প্রভাকর করের কি ভাব।
ডাকে প্রভাকরকর, ওহে প্রভাকরকর,
মনোহর হও দয়াময়।
কেহ নাহি জানে গুপ্ত, বলে হে ঈশ্বর গুপ্ত,
তুমি ব্যক্ত চরাচরময়॥

বিবিধ।

ছুটী।

শুনিয়া ছুটীর কথা কুঠীয়াল যত।
গালে হাত চিৎপাত প্রাণ ওষ্ঠাগত॥
বিশেষতঃ দূরবাসী পাড়াগেঁয়ে যারা।
দম্ ফেটে সারা হয় মারা যায় তারা॥
ধরিয়াছে ছট্‌ফটি যায় মাত্র কুঠী।
বারো মাস কষ্ট ভুগে অষ্ট দিন ছুটী॥
বাটী আসা আশা মনে কত দিন জাগে।
পূরাবে মনের সাধ কত অনুরাগে॥
কে কবে বাজার হাট মুখে নাই রব।
আট দিন ছুটী শুনে কাঠ হলো সব॥
পড়িল মাথায় বাড়ি বাটীর ব্যাপারে।
আর কারো বাড়ী নাই কমী একেবারে॥
চোখে দেখে অন্ধকার হারাইল দিশে।
যেতে যেতে আশা যায় আসা যায় কিসে॥
যাব বটে রব নাকো পূরিবে না আশা।
শ্রীপদে প্রণামী দিয়া শুধুমুখে আসা।
কারো কারো ভাগ্যে হবে মিছে ছুটাছুটি।
যেতে যেতে পথে পথে ছুটে যাবে ছুটী॥
নাহি রবে প্রবাসে নিবাসে মহে রোগ।
হরিশ্চন্দ্র রাজার যেমন স্বর্গভোগ॥
দেবতা ব্রাহ্মণ মেনে হয় লুটালুটি।
কুঠী গিয়া দুঃখে করে মাথা কুটাকুটি॥
একদৃষ্টে আছে কেহ নয়ন মেলিয়া।
থেকে থেকে হাঁপ ছাড়ে নিশ্বাস ফেলিয়া॥
কেহ বলে বাপ কত করিয়াছি পাপ।
সর্ব্বনাশ হোক্ ব'লে কেহ দেয় শাপ॥
কলমের সহ নাহি যোগ করে কালী।
ভেবে ভেবে কালী হয় বলে কোথা কালী॥
হায় হায় এই ভাগ্যে ছিল কি আমার।
ও মা দুর্গে ঘোর দুর্গে ফেলিলে এবার॥
তোমার পূজার কালে ঘটিল প্রমাদ।
বিফল হইল সব বছরের সাধ॥
তবে বল দয়াময়ি বেঁচে কিবা সুখ?

বুঝিতে না পারি কিছু বিশেষ কারণ।
কঠিন করিলে কেন কোম্পানীর মন?
বিলাতী বণিক্ যত এতে নয় মেল।
মেল মেল ব'লে সবে করেছে বেমেল॥
সে মেলে সে মেলে কি না আসে যে কিমেল।
মেল হয়ে এবার কি পাব না ফিমেল?
ফিমেল রাজ্যের কর্ত্রী এই দেশ তাঁর।
অতএব মেলের কি ধারি বল ধার?
কেহ বলে মেলের কি দোষ আছে তাতে।
পড়েছে রাজ্যের ভার পিসীমার হাতে॥
সাহস ভরসা নাই বৃদ্ধ বটে নয়।
কোন দিকে ছোট্ট নন ছোট পবানর॥
ছোট বড় দুই তুল্য কেহ নয় লঘু।
একজন বনবিবি আর জন ঘুঘু॥
কেহ কয় শুন ভাই আমার বচন।
বড় বড় শ্বেতকান্তি আছে যত জন॥
তাদের নিকটে গিয়া করি নিবেদন।
তবেই হইবে গ্রাহ্য এই আবেদন॥
চেষ্টায় দেখিতে হয় যেমন বিহিত।
দেবী যদি দিন দেন হয়ে যাবে জিত॥
আর জন বলে ভাই এরূপে কি পারিবি?
যেয়ো না রে বাপ বাপ সেখানেতে হার্‌বি।
আপনি মরিবি প্রাণে আমাদের মারবি।
চাকরীর দফাটি কি একেবারে সার্‌বি?
কাঁচা-খেকো বোঁচা সেটা কাছে যেতে নার্‌বি।
হার্‌বি রে হার্‌বি রে হার্‌বি রে হার বি॥
কেহ বলে হারবি কি হারবি হরিনে।
ডরিনে ডরিনে আমি ডরিনে ডরিনে॥
ডালহৌসী তারে বলে ডালে হৌস যার।
কত দিকে কত আছে ডালপালা তার॥
এ ডাল ও ডাল দেখ যত ডাল আছে।
কলমে কলম মাত্র মূল রাখে গাছে॥
অমূল বুঝিয়া যদি মূল যায় ধরা।
ধরা যাৎ বাজীমাৎ ধরা আছে ধরা॥
কথোপকথন কত এরূপ প্রকার।

শ্রীগোপাল পক্ষ হয়ে পক্ষ পক্ষ করি।
করিল বিপক্ষ জয় এক পক্ষ করি॥
এক পক্ষ ছুটী পেয়ে দূরে গেল ধাঁদা।
শুক্ল পক্ষে কৃষ্ণ পক্ষ কৃষ্ণ পক্ষে শাদা॥
আশার অতীত লাভ এমন কি হয়।
হয় নাই হইবে না হইবার নয়॥
আশীর্ব্বাদ কোরে সবে মুক্তমুখে কয়।
জয় জয় জয় রামগোপালের জয়॥

ক্রোধ।

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে)

ওরে এরা কে রে দুরাচার।
অতি কদাকার দেখি অতি কদাকার।
কি সাহসে দাঁড়াইল সম্মুখে আমার॥
মর্ মর্ সর্ সর্ ওরে ওরে ধর্ ধর্,
কাট্ কাট্ কেটে ফ্যাল মার মার মার।
হাসে এসে ঘেঁসে ঘেঁসে বসেছে নিকটে এসে,
গদী ঠেলে হেসে হেসে করে কি ব্যাভার॥
কিছু নাহি করে ভয়, ঘাড় নেড়ে খাড়া রয়,
বুক চিতে কথা কয় এত অহঙ্কার।
অতি নীচ দুরাশয়, আমার সমান হয়,
কত বড় লোক আমি করে না বিচার॥
সহিতে না পারি যাহা, সকলেই করে তাহা,
কোনমতে ছাড়িব না কিসে পাবে পার।
এ ব্যাটা চড়েছে গাড়ী, এ ব্যাটা রেখেছে দাড়ী,
ঠিক যেন তোলো হাঁড়ী মুখ ভার ভার॥
দারা সহ যোগ করি, যত্তপি স্বভাব ধরি,
এ জগতে বল তবে রক্ষা থাকে কার?
কে পারে আমার চোটে, মুখে যেন খই ফোটে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য কেঁপে ওঠে ছাড়িলে হুঙ্কার।
মহাবীর আমি ক্রোধ, রোধের কি রাখি বোধ,
জনমের মত তারে করি হে সংহার।
উপরোধ অনুরোধ, হিতাহিত বোধাবোধ,
কোন কালে আমি কারো ধারি নাকো ধার।
পিতা মাতা বন্ধু ভাই, কিছুই বিচার নাই,
যখন যাহারে পাই তখনি প্রহার।
যে আমারে হিত বলে, তাহা শুনে অঙ্গ জলে,
রাগে যেন গালে গিয়া চড় মারি তার।
কত কত রাজকুল, কাহারো রাখিনি মূল,
করিয়া জ্ঞানের ভুল ত্যজেছি প্রচার।

পরস্পর আপনারা, বিবাদে পড়েছে মারা,
শোক পেয়ে দারাসুত করে হাহাকার।
বিধি হয় যুবহর, হইলে আমার চর,
অন্ধ হয়ে একেবারে দেখে অন্ধকার॥

অহঙ্কার।

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে)

রূপে গুণে মানে, ধন পরিমাণে,
আমার সমান কেবা।
দেখ শত শত, দাস দাসী কত,
সতত করিছে সেবা॥
দারা সুত ভাই, দুহিতা জামাই,
পরিবার দেখ যত।
জ্ঞাতিগণ যাঁরা, অনুগত তারা,
কুলীন কুটুম্ব কত॥
টাকা দিয়ে পালি, কত দিই গালি,
কখনো করে না রাগ।
মুখের ধমকে, সকলে চমকে,
কেঁচো হয়ে থাকে নাগ॥
জনক আমার, গুণের আধার,
ভূষিত ভুবনধাম।
কেমন সুকৃতি, আমি হয়ে কৃতী,
ঢেকেছি তাঁহার নাম॥
কুলের প্রতাপে, ছোট করি বাপে,
বড় হই অনুরাগে।
কুটুম্ব-ভোজনে, বসিলে দুজনে,
ভাত পাই আমি আগে॥
গৃহের গৃহিণী, আমার জননী,
হাঁড়ী নাহি ছুঁতে পারে।
দারা তার চেয়ে, কুলীনের মেয়ে,
ভাত বেড়ে দেবে তারে॥
কত বলে বলী, কত ছলে ছলী,
কত কলে আনি চাকি।
যথায় তথায়, কথায় কথায়,
কত জনে দিই ফাঁকি॥
দেখ এ নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
আমায় কেবা না জানে।
আমা সম নাই, জনী সব ঠাঁই,
আমারে কেবা না মানে॥

সকলেই বশ, ভব-ভরা যশ,
দশ দিকে আছে গাঁথা।
হুকুমে হাজির, উজীর নাজীর,
বাদশায় কাটি মাথা॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুল-পুরোহিত,
আর যত দ্বিজ আছে।
পেলে পড়ে সাড়া, দূরে হয় খাড়া,
ভয়েতে আসে না কাছে॥
ঘুরালে নয়ন, কাঁপে ত্রিভুবন,
কেমন আমার ভাব।
কত অমি গুরু, ওই দেখ গুরু,
দিতেছে গরুর জাব।
আমার সমান, পণ্ডিত-প্রধান,
আর কি কখনো হবে?
সকলে অশুচি, শুধু আমি শুচি,
একাকী রয়েছি ভবে॥
নিজ বলে বল, নিজ দলে দল,
আপনা আপনি জানি।
কোথা বা ঈশ্বর, নহে সুধাকর,
তারে আমি নাহি মানি।
সুখের সময়, সুখের উদয়,
আমা হতে হয় সব।
নিজে আমি বড়, সব দিকে দড়,
কিসে হব পরাভব॥
মনে যদি করি, স্বর্গ-বিদ্যাধরী,
এখানে আনি বোসে।
যদ্যপি পাছাড়ি, গগনে আছাড়ি,
রবি শশী পড়ে খোসে॥
কোথা সুররাজ, কোথা তার বাজ,
গোঁপে যদি দিই চাড়া।
সহিত অমর, করি যোড়কর,
এখনি হইবে খাড়া॥
অসাধ্য আমার, কিছু নাহি আর,
সকলি করিতে পারি।
থেকে এই পুরে, খাই সাধ পুরে,
ক্ষীরোদ-সাগর-বারি॥
দেবতার দল, দিই রসাতল,
ধরা জ্ঞান করি শরা।
দেখ দিয়ে কর, আমার উদর,
চারি পোয়া গুণে ভরা॥
গুণ আছে যাই, প্রকাশিয়া তাই,
হয়েছি প্রধান ধনী।
সকলেই কয়, সব দিকে জয়,
সদা জয় জয় ধ্বনি
এই দেখ নাম, এই দেখ কাম,
এই দেখ বালাখানা।
এই দেখ পাখা, মখমলে ঢাকা,
কারিগুরী তায় নানা।
এই দেখ বাড়ী, এই বাড়াবাড়ি,
এই দেখ গাড়ী ঘোড়া।
এই দেখ সাজ, এই দেখ কাজ,
এই দেখ জামা-জোড়া।
এই দেখ হাতী, এই দেখ হাতী,
এই দেখ সপ-মোড়া।
এই দেখ জন, এই দেখ ধন,
সব আছে ঘর-জোড়া।
কেমন পুকুর, কেমন কুকুর,
কেমন হাতের কোড়া।
কেমন এ ঘড়ী, কেমন এ ছড়ি,
কেমন ফুলের তোড়া?
দেখ না কেমন, চিক্কণ বসন,
পেরেছি আমিই সবে।
মনের মতন, এমন রতন,
আর কি কাহারো হবে?
আঁখি যদি পাড়ে, আমার এ ঝাড়ে,
দোষ দিতে পারে কেটা।
কবি কহে ভালো, ঝাড়ে নাই আলো,
ঝাড়ের কলঙ্ক সেটা।
আমায় ছুঁসনে, কেউ ছুঁসনে, কেউ ছুঁসনে, রে,
সর্ সর্ সর্ সর্ তোরা সর্ সর্ সর্ সর্।

যত সব দুরাচার, করিতেছে অনাচার,
অতিশয় কদাকার কেহ নহে নর।
ভূত প্রেত সমুদয়, মানুষ কাহারে কয়,
কাজেতে মানুষ নয় দিছে কলেবর।
কারে করি সম্বোধন, অপবিত্র সর্ব্বজন,
ঘোর পাপী অভাজন নরকের চর।
ঘৃণা হয় গাত্র-বাসে, উকি উঠে বমি আসে,
বাতাসে ছুটেছে গন্ধ ভর ভর ভর ভর।
পচা ভর ভর ভর ভর।
আমায় ছুঁসনে কেউ ছুঁসনে, কেউ ছুসনে রে,
সর সর সর সর তোরা সর সর সর সর॥
জুটিয়াছে কট যত, ধর্ম্ম মর্ম্ম বকে শত,
নাহি জানে তত্ত্বমত্ত শাস্ত্র-সুধাকর।

বৃহস্পতি-কৃত আহা, মধ্যম-আগম যাহা,
কেহ কি জেনেনি তাহা চক্ষের গোচর।
মীমাংসা শাস্ত্রের সার, অধিকার আছে কার,
সামুদ্রিক আর তার মত স্থিরতর।
প্রভাকর মত যত, কেহ নোস্ অবগত,
দূর দূর দূর পশু সর্ সর্ সর্, সর্, সর্।
তোরা সর্, সর্, সর্, সর্।
আমায় ছুঁসনে কেহ ছুঁসনে, কেউ ছুঁসনে রে,
সর্, সর্, সর্, সর্ তোরা সর্, সর্, সর্, সর্।

হিংসা।

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে)

হ্যাদে দেখি ঘরে ঘরে, সকলেই খায় পরে,
সুখে আছে পরস্পরে আজো এরা মরেনি।
কত সাজে সাজ করে, গরবেতে ফেটে মরে,
এখনো এদের ঘরে যম এসে ধরেনি।
এই সব জামা-জোড়া, এই সব গাড়ী ঘোড়া,
এ সব টাকার তোড়া, চোরে কেন হরেনি।
আর ওরা ভাগ্যবান্, বাড়িয়াছে কত মান,
গোলাভরা আছে ধান, লক্ষ্মী আজো সরেনি।
মর এটা যেন হাতী, দশ হাত বুকে ছাতি,
কুদিতেছে মাতামাতি জ্বরে কেন জরেনি।
হ্যাদে মাগী কালামুখী, ঠিক যেন কাঁচখুকী,
পতিসুখে বড় সুখী ঠেঁটা কেন পরেনি।
মর্, মর্, ওই ছুঁড়ী, পরেছে সোণার চুড়ী,
বেঁকে চলে মেয়ে ভুঁড়ি কল তবু ঝরেনি।
দেখ্, দেখ্, নিয়ে মিঠে, খেতেছে কি পুলিপিঠে,
এখনো এদের ভিটে ঘুঘু কেন চরেনি।
প্রাণে আর সয় না, প্রাণে আর সয় না,
সয় না যে প্রাণে আর, সয় না সয় না।
খোঁপা বেঁধে পেটে পেড়ে,
চোপা করে নথ নেড়ে,
ঠেকারে বাঁচে না আর গায়ে দিয়ে গয়না।
গায়ে দিয়ে গয়না।
শুয়েছে ছাপর খাটে, রয়েছে রাণীর ঠাটে,
রাগেতে শুমুরে মরি গতর তো বয় না।
গতর তো বয় না।
হের যে বিষম হাই, মনদীর রক্ষা নাই,
বক্ষক ভাবের তাই তাতে কিছু বয় না।
তাতে কিছু বয় না।

বুকে করি পতি নিয়ে, আমি থাকি এয়ো হয়ে,
সতিনী সতিনী মাগী রাঁড় কেন হয় না।
রাঁড় কেন হয় না।
ভাই বুন যতগুলো, সকলেই যাক্ চুলো,
নোড়া হোক্ মুলোক্ষেত কিছু যেন রয় না।
কিছু যেন রয় না।
লাথি মেরে দাও তেড়ে, ওরা যাক দেশ ছেড়ে,
থালা ঘড়া কড়া কেঁড়ে কিছু যেন লয় না।
কিছু যেন লয় না।
বাপ বুড়ো বড় ঠক, মুখে মিঠে হাড়ে টক,
বসে আছে যেন বক শুধু কভু লয় না।
শুধু কভু লয় না।
উদরে ধরেছে যেটা, সাক্ষাৎ ডাকিনী সেটা,
দেখিলে শরীর জ্বলে ঠিক যেন ময়না।
ঠিক যেন ময়না।

লোভ।

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে)

বল বল কিসে হবে ক্ষুধা নিবারণ।
কঠোর জঠরজ্বালা করে জ্বালাতন।
সাধ কোরে দিই থাল, এত চাল এত ডাল,
একদিনে গেল কা'ল কি করি এখন?
তেল নুণ নাই ঘরে, হাঁড়ি ঠন্ ঠন্ করে,
নূতন করিতে হবে সব আয়োজন।
সকলেরি মুখ বাঁকা, কোথা গেলে পাব টাকা,
কার কাছে যেতে পারি পেতে পারি ধন?
চুরি কোরে আনি কড়ি, পাছে শেষে ধরা পড়ি,
দিয়ে দড়ী হাতে কড়ি করিবে শাসন।
যতই বাড়িছে বেলা, ততই ক্ষুধার ঠেলা,
আজ বুঝি কপালেতে হলো না ভোজন।
চল দেখি হাটে যাই, চিড়ে মুড়ি যদি পাই,
ফাঁকা ফুঁকা খেয়ে তবে জুড়াব জীবন।
এই দেখি শত শত, বড় বড় ধনী যত,
আমারে করেন না কেন ধন বিতরণ?
গয়লাদের বাড়ী ওই, ভাঁড় ভরা ছানা দই,
চুপি চুপি কেন তাহা করিনে হরণ।
ফলবান্ যত গাছ, ফলেছে বাছের বাছ,
পুকুরেতে কত মাছ হয় না গণন।
গাছে উঠে ফল পাড়ি, জড় করি কাঁড়ি কাঁড়ি,
যত পারি বাড়ী নিয়ে করিব গমন।

পুকুরের কর্ত্তা যারা, এখানে ত নাই তারা
ছিপ ফেলে ধরি মাছ কে করে বারণ।
দেখে যদি ছিপ সুতো, না হয় মারিবে জুতো,
ধুলো ঝেড়ে চোখে যাব মুদিয়ে নয়ন॥
যা হবার তাই হয়, মিছে কেন করি ভয়,
পেটে খেলে পিটে সয় এই ত বচন।
চুরি করে নথ ঢেঁড়ি, সে দিন খেটেছি বেড়ী,
না হয় আবার গিয়া খাটিব তখন।
বেড়ী নয় মল পরি, মাটী কেটে দিন হরি,
কারাগারে সে আমার শ্বশুর-সদন।
ঘাসে ওই থালা থালা, যদি ভাই বাবু আলা,
দুদিন ত হবে তার সুখেতে যাপন॥
ধোবারা কাপড় কাচে, তাল ভাল ধুতী আছে,
শুকাতে দিয়েছে সব চিকণ বসন।
সবুজ সফেদ লাল, পাল্লাদার বেড়ে শাল,
আনিয়াছে পাল পাল খোট্টা মহাজন।
মোগল পাঠান কত, কাবেলের মেয়া যত,
উটে উঠে আনিতেছে করিয়া যতন।
এ সব সুখের যোগ, যদি নাহি হয় ভোগ,
তবে কেন করি মিছে শরীর ধারণ?
বেণের দোকানে লোট, রূপা সোণা টাকা নোট,
বেঁধে মোট ছোট ছোট পাল্লা ওরে মন।
এই দেখি পেট ভোম্বা, ঢেকুর উঠিছে চোম্বা,
হাতী-ঘোড়া কত কত করেছি ভক্ষণ।
কোথায় গিয়াছে চলে, আবার উঠেছে জ্বলে,
দে রে দে রে খেতে দে রে বাঁচাও এখন॥
কটাক্ষেতে দিয়ে টান, এখনই আপন জ্ঞান,
খান্ খান্ ক'রে খাই এ তিন ভুবন।
প্রিয়তমা ক্ষুধা সতী, আমি তাঁর প্রাণপতি,
এই দেখ বুকে তারে করেছি স্থাপন।
আমাদের হইয়ে বশ, মনের বিষম রস,
মুহূর্ত্তে আনন্দকোটি করিয়াছে সৃজন।
আমার কারণে তাঁর, নিদ্রা নাই একবার,
বাসনার পথে শুধু করেন ভ্রমণ।
দেহ হ'লে নিদ্রাকুল, তবু নাই তার ভুল,
স্বপনে আপন ভাব করেন জ্ঞাপন।
আমাদের ঘোর বেগ, কিসে তিনি নিরুদ্বেগ,
মন বিনা এই বেগ কে করে ধারণ।
হেন সাধ্য কার আছে, দাঁড়ায় মনের কাছে,
মনেরে প্রবোধ দিয়া কে করে বারণ॥
যদি কেউ খড়ি পেতে, কোনরূপ গুণে গেঁথে,
আকাশের কত তারা করে নিরূপণ।

যদি কেউ এ জগতে, উপায়েতে কোন মতে,
প্রতাপে করিতে পারে বাতাস বন্ধন।
কোনরূপে যদি কেউ, সিন্ধুর প্রখর ঢেউ,
রোধ করি একেবারে করে নিবারণ।
প্রকৃতির এ সংসারে, কোনরূপ অস্ত্রধারে,
যদ্যপি করিতে পারে আকাশ খণ্ডন।
পূর্ব্বদিকে প্রাতে রবি, প্রভাতে প্রকাশে ছবি,
সে উদয় রোধ যদি করে কোন জন।
এ সব সম্ভব নয়, সম্ভাবনা যদি হয়,
হয় হয় হলো হলো কে করে বারণ।
মনেরে কে দেবে রোধ, লাঠি ধরে আছে ক্রোধ,
করিবে আমার রোধ কে আছে এমন।
পেটের নিকটে আর, কিছুতে না পাই পার,
সমুদয় অন্ধকার করি দরশন।
ঢুকিয়াছে তন্দকীট, না মরে ক্ষুধার ছিট,
চুমুকেতে কত আর করিব শোষণ?
উঠিয়াছে খাই খাই, না মেটে আশার খাই,
খাঁই খাঁই রবে সবে ছাড়িছে বচন।
ঠাঁই ঠাঁই ভাঁই ভাঁই, যেন পর্ব্বতের চাই,
কোথা হতে এসে করে কোথায় গমন।
এই দেখি এই এই, ক্ষণপরে নেই নেই,
এ খেয়ের খেই কেটা করে নিরূপণ।
কেবা আছে পচা সড়া, কেবা খাবে বাসী মড়া,
যত পায় তত করি উদরে ধারণ।
এই যে ঠাকুরঘরে, বামুনেরা পূজা করে,
বহুবিধ খাদ্য নিয়া করে নিবেদন।
ও তো কভু শুদ্ধ নয়, এঁটো করা সমুদয়,
কতক্ষণ আগে আমি করেছি ভক্ষণ।
ওদের কুলের বধূ, প্রফুল্ল ফুলের মধু,
কেহ নাহি পায় যার দেখিতে বদন।
কত দিন আগে আমি, হয়েছি তাহার স্বামী,
ঘরে বসে মনে মনে করেছি রমণ।
ভরা পেয়ে খাটখানা, সুখে হয়ে আটখানা,
ধরে কত ঠাটখানা করেছে শয়ন।
সকলের অগোচরে, সময়ের অবসরে,
কত দিন শুনে তার করেছি যাপন।
দেবপতি তারাপতি, হলো গুরুদারা-পতি,
তাহে কিছু একা নয় কামের সাধন।
সম্ভোগে হইল লোভ, না ভুগিলে পায় ক্ষোভ,
সেধে কেঁদে পূজেছিল আমার চরণ।
আমি জাগি সর্ব্ব-আগে, কাম ক্রোধ পরে জাগে,
না জাগালে কেবা জাগে সবারি মরণ।

মানবের ভালবাসা, মানসেই ভালবাসা,
আমার চরণে আশা লয়েছে শরণ।

বিধি হরি হরহর, সেবা করে নিরন্তর,
আমারে না দিয়ে কিছু করে না গ্রহণ।

ধর্ম্মের যে পুত্র হয়, যারে লোকে যম কয়,
সে যমের উচ্চপদ আমার কারণ।

আমার সেবক যারা, দারুণ চতুর তারা,
চতুরতা কেবা জানে তাদের মতন।

ডুব দিয়ে জল খায়, শিব নাহি টের পায়,
জল খেয়ে দুধ করে উদরে শোষণ।

রেখে বস্ত্র অবয়ব, জিব দিয়ে চাটে সব,
জিলিপির ফের ভেঙ্গে করিবে ভোজন।

পিতা মাতা দেব গুরু, সবার উপরে গুরু,
নিজ এঁটো সকলেরে করে বিতরণ।

চার্ব্বাকের মত।

শিষ্যের প্রতি চার্ব্বাকের উক্তি।

ধর্ম্মপথে হয়ে ভোর, কেন পাও দুঃখ ঘোর,
নয়নের অগোচর নাই কিছু নাই কিছু।

স্বেচ্ছাচার স্বর্গভোগ, সেই ভোগ দেহ-যোগ,
পরকালে ভোগাভোগ নাই কিছু নাই কিছু।

শরীরের মাঝে শূন্য, ইথে কেন হও ক্ষুণ্ণ,
কোথা পাপ কোথা পুণ্য নাই কিছু নাই কিছু।

ভ্রমে কর কার সেবা, তোমার উপাস্য কেবা,
শাস্ত্রমতে দেবী দেবা নাই কিছু নাই কিছু।

ধর্ম্মফল কিসে বল, কর্ম্মবীজে শর্ম্মফল,
পরে আর ফলাফল নাই কিছু নাই কিছু।

তন্ত্র নিজে পাপ তন্ত্র, মূলমাত্র নিজ যন্ত্র,
জপ হোম পূজা মন্ত্র নাই কিছু নাই কিছু।

মনে কেন বাধ খেদ, ভণ্ডলোকে মানে বেদ,
আত্মমতে ভেদাভেদ নাই কিছু নাই কিছু।

* * *

সমুদায় এই বিশ্ব, স্থূলরূপে হয় দৃশ্য,
অপরূপ কতরূপ, বস্তু সমুদায় হে
বস্তু সমুদয়।

এই ভব যোগ্য ভব, ভোগে কেন পরাভব,
স্বভাবে শোভিত সব, স্বভাবেই হয় হে
স্বভাবেই হয়।

সকলি স্বভাব অংশ, স্বভাবে সকলি ধ্বংস,
সমুদ্রের বিম্ব যথা সমুদ্রেই লয় হে
সমুদ্রেই লয়।

ঋতু মাস তিথি বার, আসে যায় বার বার,
স্বভাবেই পারিবার স্বভাবে উদয় হে
স্বভাবে উদয়।

রবি আর শশধর, স্বভাবতঃ নিরন্তর,
স্বভাবের চক্ষু হয়ে করে আলোময় হে
করে আলোময়।

বহ্নি বায়ু ধরা জল, শূন্য বীজ বৃক্ষ ফল,
ভোগের কারণ সব সুখের আলয় হে
সুখের আলয়।

নয়নের অগোচর, আছে এই সৃষ্টিকর,
নহে দৃশ্য ছাড়া বিশ্ব বল কোথা রয় হে
বল কোথা রয়।

কি কহিব আহা আহা, কেমনে মানিব তাহা,
আঁখির অদৃশ্য যাহা কিছু কিছু নয় হে
কিছু কিছু নয়।

কলেবর মনোহর, কেবল ভোগের ঘর,
সেই কর্ম্ম সদা কর যাহে সুখোদয় হে
যাহে সুখোদয়।

পদে পদে পরিতাপ, প্রাণ যায় বাপ বাপ,
আহার বিহার পাপ পাপী লোকে কয় হে
পাপী লোকে কয়।

যত সব বুদ্ধি মোটা, কপালে জুড়িয়া ফোঁটা,
সুখপথে মেরে খোঁটা, দুঃখবোঝা বয় হে
দুঃখবোঝা বয়।

ইন্দ্রিয়ের রেখে ধর্ম্ম, সাধন করিব কর্ম্ম,
দূর্ দূর্ দূর্, ধর্ম্ম তারে কিসে ভয় হে,
তারে কিসে ভয়।

শাস্ত্রকার ভাঁড় যত, লিখিয়াছে নানা মত,
তাদের অলীক মত প্রাণে নাহি সয় হে
প্রাণে নাহি সয়।

করি যোগ গাত্রে গাত্রে, স্বর্গভোগ স্পর্শমাত্রে,
ফুল্লভাবে পাত্রে পাত্রে পূর্ণানন্দময় হে
পূর্ণানন্দময়।

সমভাব সব অঙ্গে, সমভাব সব রঙ্গে,
রসাভাস রসরঙ্গে কর কালক্ষয় হে
কর কাল ক্ষয়।

চুরি নয় হত্যা নয়, অধিকন্তু সুখ হয়,
ইথে যারা পাপ কয় তারা দুরাশয় হে
তারা দুরাশয়।

ভেদজ্ঞান মহারোগ, কেবল পাপের ভোগ,
ইচ্ছামত কর ভোগ মনে যাহা লয় হে
মনে যাহা লয়।

বিবেক বৈরাগ্য আদি, যত সব প্রতিবাদী,
ছেড়ে কর ক্রমে সব কর পরাজয় হে
কর পরাজয় ।

* * *

যাগ করে ব্রত করে, ক্রিয়া করে যত ।
মিছে ভ্রমে মিছে শ্রমে আয়ু করে গত ॥
কর্ত্তা ক্রিয়া দ্রব্যের হইলে পরে নাশ ।
যাগ-কারকের যদি হয় স্বর্গবাস ॥
দাবানলে দগ্ধ হয় তরু যে সকল ।
সে সকল গাছে তবে হতে পারে ফল
পোড়া গাছে ফল যদি সম্ভাবনা হয় ।
এদের কথায় তবে করিব প্রত্যয় ॥
মৃতজনে জল দেয় দেয় অন্নগ্রাস ।
মরা গরু কখন কি খেয়ে থাকে ঘাস ?
মৃত নর তৃপ্ত হয় তর্পণের জলে ।
তেল পেলে নেবাদীপ কেন নাহি জলে ?
কুহকীজনের মনে কি কুহক আছে ।
একেবারে জগতেরে অন্ধ করিয়াছে ।
যে বিদ্যায় নাহি হয় অর্থ উপার্জ্জন ।
সে বিদ্যায় নাহি হয় অর্থের সাধন ।
যে শাস্ত্রের কথা নহে বিশ্বাসের স্থল ।
যুক্তি সহ যোগ করি নাহি দেখি ফল ।
এলোমেলো লিখিয়াছে যা এসেছে মনে ।
সে লেখা প্রমাণ আমি করিব কেমনে ?
ওরে বাপু প্রাণাধিক স্থির জেনো এই ।
শাস্ত্র নয় শাস্ত্র নয় বিদ্যা নয় সেই ॥
বঞ্চকেরা বাঁধিয়াছে বঞ্চনার গুণে ।
ভ্রান্তলোক ভুলিয়াছে ফলশ্রুতি শুনে ॥
ভুলিয়া মিষ্টের লোভে শিশু যে প্রকার ।
আশার অধীনে হয় অধীন পিতার ॥
ভাবী স্বর্গভোগরূপ সন্দেশের লোভে ।
যত সব মূর্খলোক মরিতেছে ক্ষোভে ।
ক্রিয়াকাণ্ডরত যত সারত্বহীন ।
আশায় হতেছে সবে শঠের অধীন ॥
সংসারেতে দুঃখ আছে করিব স্বীকার ।
বিনা দুঃখে সুখভোগ হয়ে থাকে কার ?
আপনার হিতবোধ মনে আছে যার ।
সে কি কভু ছেড়ে থাকে সুখের সংসার ?
জগতের গূঢ়ভাব কে জানিবে স্থির ।
সুখধনে ভরা আছে ভিতর বাহির ।
সমুদ্রের জল দেখ স্বভাবে লবণ ।
মথন করিলে হয় অমৃত সৃজন ।
টক ব'লে দধি কেন ফেলে দিতে যাবে ।
এখনি মথন কর ননী ঘৃত পাবে ।
ধান নিয়ে দেখ বাবা হাতের উপরে ।
তণ্ডুল রয়েছে তার তুষের ভিতরে ।
তুষ ব'লে কেন তারে ফেলে দিতে যাবে ?
ধান ভেনে চাল লও কত সুখ পাবে ॥
চিরকাল প্রিয় যেই প্রিয় সেই রয় ।
ক্ষুদ্র দোষে কখন কি অপ্রিয় সে হয় ?
নানা দোষে দেহ হ'লে দোষের আধার ।
এই দেহ কবে বল প্রিয় নহে কার ?
রসনারে করে সদা দশন আঘাত ।
নোড়া দিয়ে কোন্ কালে কে ভেঙেছে দাঁত ?
ছারখার করে অগ্নি পোড়াইয়া ঘর ।
সে আগুনে কবে কেবা করে অনাদর ?
তুমি নাশ করে জল বিস্তারিয়া ঢেউ ।
সে জলের অনাদর নাহি করে কেউ ।
কিছু দুঃখ আছে বটে শুন ওরে হাবা ।
যে জন সংসার ছাড়ে হাবা সেই বাবা ।
ইচ্ছামতে সুখভোগ আহার বিহার ।
তার চেয়ে পরমার্থ কিছু নাহি আর ।
বোধহীন মূঢ় যারা বদ্ধ ভ্রমজালে ।
এ সুখ কি ভোগ হয় তাদের কপালে ?
শরীর শোষণ করে রবির কিরণে ।
ঘরে ঘরে ভিক্ষে করে পেটের কারণে ।
উপবাসে ভোগ করে কঠোর যাতনা ।
মোক্ষের সাধনা নয় দুঃখের সাধনা ।
তপস্যায় জ'লে পুড়ে পাপে ভোগে দুঃখ ।
ম'রে গেলে ফুরাইবে কবে পাবে সুখ ?
বাপু রে প্রত্যক্ষ দেখ তপস্যার ফল ।
আত্মঘাতী হয়ে মরে পাষণ্ডের দল ।
স্বেচ্ছামত ভোগ করি আমরা সকলে ।
সশরীরে স্বর্গভোগ কারে আর বলে ?

(সন্ন্যাসী দেখিয়া ।)

বল হে সন্ন্যাসী তুমি কি কাজ করেছ ।
বগলে ভিক্ষার ঝুলি কি হেতু ধরেছ ?
ঘরে ঘরে ফেরো যদি ঘর-ছাড়া হয়ে ।
ঘর ছেড়ে কিবা ফল থাক ঘর লয়ে ॥
পেট নিয়ে যারে যারে যদি গুণো বাপু ।
এমন সন্ন্যাসে তোর কাজ কি রে বাপু ?
ঘর ছেড়ে ঘরে ঘরে না ফিরিতে হয় ।
অনাহারে দেহ যদি সমভাবে রয় ।

তবে তো তপস্যা জানি মানি তোর ক্রিয়া।
সকলেই ঘুরিতেছে পোড়া পেট নিয়া॥
সেই যদি খেতে হলো অন্ন আর জল।
বল্ বল্ বল্, তবে সন্ন্যাসে কি ফল?
দেহ আছে খেটে খেয়ে ভোগ কর ক্রিয়া।
কারো কাছে চেঁচায়ো না পেটে হাত দিয়া॥

(দণ্ডী দেখিয়া)

ওরে ভণ্ড হাতে দণ্ড এ কেমন যোগ
দণ্ডে দণ্ডে নিজ দণ্ডে দণ্ড কর ভোগ
নিজ হাতে নিজ পিণ্ড করিয়া গ্রহণ।
লণ্ডভণ্ড হয়ে মর কাণ্ড এ কেমন?
মুক্তি মুক্তি করিতেছে যত নারী নরে।
কথায় বসায়ে হাট বেচা কেনা করে॥
কেহ বেচে কেহ কেনে কেহ করে দান।
সকলেই শুনিতেছে কারো নাই কাণ॥
সকলেই দেখিতেছে চক্ষু কারো নাই।
কোথা যুক্তি কোথা মুক্তি ভাবি আমি তাই॥
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে আকৃতির নাশ।
ভূতে ভূতে মিশাইয়ে হয় অবকাশ॥
অবিনাশী শূন্য এই স্বভাবেই রয়।
বল তবে এ জগতে মুক্তি কার হয়?
ভোগেতে প্রত্যক্ষ সুখ আর সব শূন্য।
বল্ বল্ কোথা পাপ কোথা তবে পুণ্য?

বিচিত্র হাস্য।

রসময় বিধাতার বিচিত্র কৌশল।
সৃজিলেন "মুখ"-রূপ ভাবের মণ্ডল॥
সুরাগ বিরাগ আদি মানস আভাব।
হয় এই ভাবাকার বদনে বিকাশ॥
এই মুখ-ভঙ্গীভবে ভ্রান্ত বহু লোক।
কোথায় উদয় সুখ কোথা উঠে শোক॥
আনন্দ-কানন সম ভাব তাহে শোভা।
কভু নিরানন্দকর কভু মনোলোভা॥
বিবাদ বিষম বায়ু বহিলে তথায়।
ক্ষণমাত্রে সর্ব্ব-শোভা লুপ্ত হয়ে যায়॥
তৃণদল পুষ্প ফল প্রাপ্ত মলিনতা।
শুষ্ক হয় ললিত-লাবণ্যরূপ লতা॥
মানরূপ খরতর-দিনকর-করে।
বদন-বিপিন-শোভা একেবারে হরে॥
নয়ন-নিকুঞ্জপুরে জলে দাবানল।
দগ্ধ করে চতুর্দ্দিক্ হইয়া প্রবল॥
এইরূপ বিবিধ বিষম ভাব-যোগে।
আনন-অটবী-শোভা ভ্রষ্ট হয় ভোগে॥
ফলে যবে সুখ-সমীরণ বহে তথা।
মধুর মাধুর্য্য মাত্র শোভিত সর্ব্বথা॥
প্রফুল্ল নয়নকুঞ্জে পলক-পল্লব।
চঞ্চল পুত্তলী যেন কুসুম-বল্লভ॥
গণ্ডযোগে বিকসিত হয় কোকনদ।
সঞ্চারিত রসরূপে সুরূপ সম্পদ॥
হাস্যের হিল্লোল উঠে অধর-পুষ্করে।
দশন-হংসের শ্রেণী সুখেতে বিহরে॥
হায় রে বিচিত্র ভাব বলি হারি যাই।
এমন মধুর বুঝি আর কিছু নাই॥
দেখ হে রসিকগণ! রমণী-বদনে।
হায় রে মাধুর্য্য কত প্রণয়-মিলনে॥
বলিতে বচন নাই সে রস সুরস।
প্রমোদ-পয়োধি-জলে নিমগ্ন মানস॥
আর দেখ মানিনী বিনোদ বিম্বাধরে
হাস্যযোগে কত রস রসিকে বিতরে॥
যেমন বরষাকালে মেঘাবৃত দিবা।
অকস্মাৎ সূর্য্যোদয় সুখোদয় কিবা॥
অথবা শিশিরকালে ফুল্ল শতদল।
মধুপানে মহাসুখী মধুকর-দল॥
গর্ভজ-প্রফুল্ল-মুখ-পদ্মবিলোকনে।
অতুল আনন্দ উঠে জননীর মনে॥
মৃদু মৃদু হাসি মুখে অমৃত-বচনে।
স্নেহরসে অভিষিক্ত অধর-চুম্বনে॥
হায় রে বাৎসল্য রস-প্রকাশিনী হাসি।
সরলতা তোর গুণে হইয়াছে দাসী॥
আর এক হাস্য-শোভা ভাবুক-বদনে।
চঞ্চল চপলা দিশি শোভিত-বদনে॥
অথবা গগনে যেন নক্ষত্র-সম্পাত।
অচির উজ্জ্বল দীপ্তি করে অকস্মাৎ॥
এই আছে এই নাই এই আরবার।
কতরূপ অপরূপ ভাবের সঞ্চার॥
অপর মধুর হাসি সাধুর অধরে।
পদ্মরাগমণি সম স্নিগ্ধ আভা ধরে॥
সেবমুখ শীতল স্বভাব প্রকাশিত।
হেরিয়া প্রশান্ত মনস্তর হরষিত॥
এইরূপ শুভপথে হাস্য মনোহর।
তুষ্ট করে জগতের যাবৎ অন্তর॥

কেবল ঘৃণায় হাসে ঘৃণার প্রভাব।
হচ্ছ নয় শুধু সেই হীনতার ভাব॥

সতীত্ব-দীপ।

রমণীর হস্তে শোভে মনোহর দীপ।
শীতল আলোক তার জিনি নিশাধিপ॥
অথচ প্রখর অতি পাত্রভেদে হয়।
প্রখর তপনমত নয়নে উদয়॥
সতীত্ব সুন্দর নাম সুখদ শ্রবণে।
সুললিত সমুদিত এ তিন ভুবনে॥
শুন হে চঞ্চলা বালা প্রদীপ ধারিণি:
সাবধানে গমন করহ বিনোদিনি॥
হৃদয়ের দ্বারে যত্নে রাখিয়া আহারে।
প্রতিপদে ধৈর্য্যযুত চাল দীপাধারে॥
লজ্জারূপ চারু বস্ত্রে দেহ আবরণ।
তবে তব অমঙ্গল না হবে কখন॥
এরূপেতে চল সতি সন্তোষ-কানন।
প্রবল চঞ্চল অতি মদন-পবন॥
সতীত্ব দুর্গম দুর্গ অতি অপরূপ।
অসংখ্য প্রহরী তাহে শমন-স্বরূপ॥
চারিদিকে প্রাচীর রুচির তাহে শোভা।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম নাম মনোলোভা॥
তদন্তর মনোহর আছে এক খাত।
গভীর শরীর তার স্বভাবের জাত॥
লজ্জা নামে খ্যাত খাত এ সংসারময়।
নম্রতা তরঙ্গ তাহে নিয়ত উদয়॥
দৃঢ়রূপ কামানে বিক্রম অতিশয়।
দুষ্টজন সভয়ে তটস্থ হয়ে রয়॥
দ্বারেতে সবল দ্বারপাল কুল-ভয়।
প্রবেশিতে দুর্গমাঝে কারো সাধ্য নয়॥
এমন উত্তম স্থান অধিকার যার।
প্রতিকূলজনে মনে কি ভয় তাহার?
সীমন্তিনী-সরোবরে সতীত্ব-সরোজ।
অতুল্য অমূল্য সেই অমল অম্ভোজ॥
পতি প্রতি অতি মধু সঞ্চারিত সদা।
স্নেহ নামে মধুকর গুঞ্জরিত তদা॥
যশোরূপ সৌরভে পূরিত দিগ্দশ।
লজ্জার লাবণ্য-রসে ভাসে তামরস॥
নিশি দিশি করুণা-নীহারে সিক্ত রয়।
প্রফুল্লতা ভাব তার সারল্য বিনয়॥
এ নহে সামান্য তরুর সমল কমলা
চিরদিন প্রসন্নতা করে ঢল ঢল॥
ঋতিকাল দুরন্ত হিমন্ত কুসময়।
সতীত্বস্বরূপ পদ্মরূপ ভ্রষ্ট নয়॥
ধর্ম্মরূপ হংসবর বিস্তারিয়া পক্ষ।
রক্ষা করে সরোরুহে বিনাশে বিপক্ষ॥

সঙ্গীত-বিদ্যা।

"ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা" শাস্ত্রে এই কয়।
প্রেমময়ী বিদ্যা হেন আর কিছু নয়॥
কত রাগে কত রাগ রাগিণী সহিত।
ক্ষণমাত্রে কোরে দেয় মানস মোহিত॥
সময়ে যদ্যপি শুন সুললিত গীত।
কদম্ব-কুসুম-সম তনু পুলকিত॥
গায়ক যদ্যপি গায় মন করি স্থির।
গলায় গলায় মন টলায় শরীর॥
না করি ভোজন পান যায় তৃষ্ণা ক্ষুধা।
প্রতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে ঢুকে যায় সুধা॥
বীণা বেণু আদি যত সুমধুর স্বর।
সুস্বরে নীরবে থাকে কোকিল ভ্রমর॥
সরাগে উঠিল তান সুধাময় রবে।
কাননের পশু পাখী প্রেমাকুল সবে॥
রাগের সুরাগে রাগে বাড়ে অনুরাগ।
রাগ শুনে রাগ ছেড়ে সাধু হয় নাগ॥
যদ্যপি শুনিতে পায় সুমধুর গান।
জননীর মাই ফেলে শিশু পাতে কাণ॥
প্রেমে পরিপূর্ণ হয় পুলকিত মনে।
ফুটিতে না পারে কিছু মুখের বচনে॥
পশু পাখী সাপ আদি প্রাণী বহুতর।
সকলের সমভাবে সরস অন্তর॥
মানবে বুঝিতে নারে সে ভাব-প্রভাব।
নিজ নিজ মনে রাখে নিজ নিজ ভাব॥
কি ভাবে কি ভাবে তারা কে বুঝে সে ভাব।
সে ভাব ভাবিলে হয় স্বভাবে অভাব॥
প্রিয়তমা বিদ্যা নাই সঙ্গীতের পর।
এ বিদ্যায় সিদ্ধ হলো কত শত নর॥
শুন শুন শুন জীব যদি চাও হিত।
প্রীতচিত্ত হয়ে গাও ব্রহ্মের সঙ্গীত॥
যদি না গাহিতে পার শুন সাধু পদ।
প্রেমা-রস [illegible]

ঈশ্বরের গুণগান সেই গান গান।
শুনিলে পবিত্র হবে জুড়াইবে কাণ॥
ভাবের ভাবুক হয়ে রস কর পান।
মুক্তির সোপান এ যে মুক্তির সোপান॥
অরসিক যে জন সে কি বুঝিবে সার।
এ যে গান গান নয় জ্ঞানের আধার॥

কৃপণ।

কৃপণ আপন ধনে আপনি বঞ্চিত।
মনে মনে ভাবে ধন হইল সঞ্চিত॥
সুখের ঘটনা তার না হয় কিঞ্চিৎ।
স্বজন-সমাজে হয় সদাই লাঞ্ছিত॥
সঞ্চয় করিয়া মনে নিয়তই ভয়।
দিনে রেতে একবার নিদ্রা নাহি হয়॥
সদা ভাবে কোথা রাখে বিষম বিভব।
নিলে নিলে নিলে চোর গেল গেল সব॥
পড়িলে গাছের পাতা করে এই ত্রাস।
তস্কর আসিয়া বুঝি করে সর্ব্বনাশ॥
কেমনে আসিবে টাকা দিনে এই ভাবে।
রেতে ভাবে এই ধন কিসে রক্ষা পাবে॥
কেহ না জানিতে পারে রাখে চেপে চেপে।
উদরে আহার নেই মরে পেট কেঁপে॥
সকালো সকালো করি কার্য্য সমাধান।
ছাই ভস্ম যাহা পান সুখে তাই খান॥
তেল পোড়া ভয়ে করি প্রদীপ নির্ব্বাণ।
অন্ধকারে পোড়ে থাকে ভূতের সমান॥
বিছানায় পোড়ে করে এ পাশ ও পাশ।
সারানিশি তোলে মুখে থুক্ থুক্ কাস॥
ইঁদুর নড়িলে পড়ে মনে পায় ভয়।
তখনি উঠিয়া ফেরে এ ঘর ও ঘর॥
কীলিবের দয়া আর কৃপণের ধন।
কখনো না হয় কারো ভোগের কারণ॥
কৃপণের বিশেষ কি কব পরিচয়।
অতি নীচ নরাধম অভিধানে কয়॥
কৃপণ আপন দোষে নীচ হয়ে রয়।
দারা পুত্র পরিবার কেহ তার নয়॥
সকলেই ঘৃণা করে পোড়ে ঘোর দায়।
অধীন থাকিতে তার কেহ নাহি চায়॥
ভার্য্যা ভাবে কত দিনে মরিবে এ স্বামী।
দিয়ে থুয়ে খেয়ে পোরে সুখে রব আমি॥
এয়োৎ ঘুচুক ঘোচে খেদ নাই তাতে।
মিছে কেন শাঁকা খাড়ু বোয়ে মরি হাতে॥
হয় হয় হোলো হেলো নিরামিষ খেতে।
রই রই রব রব জল খেয়ে রেতে॥
সবে সবে একাদশী মাসেতে দুবার।
হাবাতের হাতে পোড়ে বাঁচিনেক আর॥
বাছাদের পেট পুরে খেতে দিব সুখে।
ইচ্ছামত ভাল মন্দ দ্রব্য দিব মুখে॥
করিব সকল ব্রত সময় সময়।
দেবতা ব্রাহ্মণে দেব যখন যা হয়॥
হাত তুলে দেব তারে ইচ্ছা হয় যারে।
সকলেই আশীর্ব্বাদ করিবে আমারে॥
মনে মনে পুত্র এই অভিলাষ করে।
কালীঘাটে পূজা দিব বাবা যদি মরে॥
বিধাতার বিড়ম্বনা কাবে বাল বাপ।
হায় হায় কত দিনে যাবে এ পাপ॥
কত পাপ করিয়াছি সীমা তার নাই।
কৃপণের সন্তান হয়েছি আমি তাই॥
ভিখারী আইলে পরে মেনে যায় হারি।
এক মুটো চাল তারে দিতে নাহি পারি॥
প্রত্যাশা করিয়া আসে যতেক প্রত্যাশী।
অভিশাপ দিয়ে যায় ফকীর সন্ন্যাসী॥
কেহ যদি কিছু চায় পাই তার দুখ।
অভিমানে কাঁদি শুধু হয়ে অধোমুখ॥
ভাল খাই ভাল পরি আশা করি মনে।
সে আশা না পূর্ণ হয় কৃপণের ধনে॥
ঘরে নিত্য খেতে পাই আধপেটা ছাই।
নিমন্ত্রণ হোলে পরে ভাল কোরে খাই॥
এক দিন খাওয়াইব মনে সাধ করি।
কারে বলি কেবা শুনে রাম রাম হরি॥
জননী দুঃখিনী অতি কিছু নাই হাত।
সতত্তই শিরেতে করেন করাঘাত॥
ও মা কালী দিব ডালি অনুকূলা হও।
আমার বাপেরে তুমি শীঘ্র লও লও॥
কৃপণ-কাহিনী কথা এইরূপ হয়।
ব্যয়হীন কোন কালে প্রিয় কারো নয়॥
নাম শুনে সকলেই উপহাস করে।
পথে দেখে ঠারেঠোরে হাসে পরস্পরে॥
প্রাতে উঠে কেহ তার নাহি করে নাম।
যদি করে জীব কেটে বলে রাম রাম॥
নাম নিলে সে দিনেতে অন্ন নাহি হয়।
পরিবার সহ সবে উপবাসে রয়॥

হাঁড়ী ফাটে কতরূপ বিড়ম্বনা ঘটে।
"ফলনাবে" মনে কর বটে কি না বটে।
উপমার হেতু শুধু দেখাই অনেক।
এমন মহাত্মা ধনী আছেন অনেক॥
প্রভাতে যাহার মুখ দেখে লাগে ভয়।
প্রভাতে যাহার নাম কেহ নাহি লয়॥
কি কব অধিক আর কি কব অধিক।
ধিক্ ধিক্ কৃপণের ধনে প্রাণে ধিক্।
উপার্জ্জন করে করি শরীর পতন।
যক্ষে করি রক্ষা করে যক্ষের মতন॥
আপনি পড়েছে রোগে রোগ ভোগে ছেলে।
প্রতীক্ষার করে বৈদ্য কিছু টাকা পেলে॥
ক্রমেই বাড়িছে রোগ সর্ব্বনাশ হয়।
মরিতে হইবে বোলে মনে নাহি ভয়॥
ঔষধ পাঁচন খেলে উভয়েই বাঁচে।
তবু বৈদ্য ডাকাবে না কড়ি চায় পাছে॥
এইমত কৃপণের নীচ ব্যবহার।
নিজে মরে মরে তার যত পরিবার॥
কৃপণের নিদানেতে দেখে ঘোর দায়।
বাঁচাবার হেতু যদি টাকা কেহ চায়।
মাথায় চাপড় মেরে কহে হায় হায়।
বেঁচে তবে সুখ কিবা টাকা যদি যায়॥
স্বজন সকলে তারে গঙ্গাযাত্রা করি।
পথে যায় নাম ডেকে হরিবোল হরি॥
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে।
সে রব না ঢোকে তার কাণের ভিতরে॥
পরকাল ভুলে গিয়া নিজ ভাব ধরে।
"টাকা টাকা কোথা টাকা" এই জপ করে॥
লোকে বলে 'হরিনাম জপ একবার।'
সে বলে 'অনেক টাকা রয়েছে আমার॥'
লোকে বলে 'কর কর গঙ্গা দরশন।'
সে বলে 'গোপন করি রাখ সব ধন।'
লোকে বলে "অধিক অপেক্ষা নাই আর।
এসেছেন ইষ্টদেব পূজা কর তাঁর।"
সে বলে "থাকুক গুরু মাথার উপর।
এখন তাঁহারে দেখে গায়ে এসে জর॥
ধনের অভাব মম কিছুমাত্র নাই।
ছেলে মেয়ে কি খাইবে ভাবিতেছি তাই॥"
কৃপণের গুণ সব করিতে বর্ণন।
লেখনী আপনি হন কৃপণ এখন॥
কৃপণের মনে হয় কেমন আনন্দ।
মানুষে তা কি জানিবে জানেন গোবিন্দ॥

আত্মারে বঞ্চনা করি যে করে সঞ্চয়।
তার চেয়ে নরাধম আর কেহ নয়॥
নর নর থাকে বটে নরের আকারে।
বিচারেতে আত্মঘাতী বলা যায় তারে॥
যে পথে চলেন দাতা সে পথে না হাটে।
অপরে করিলে দান তার বুক ফাটে॥
শুনিলে ব্যয়ের কথা রক্ষা নাই আর।
নিরতই মন তার ব্যাজার ব্যাজার।
কাঁচু-মাচু মুখখানি যেন কত দীন।
তখনি তখনি হয় অমনি মলিন॥
ভাবে মনে চিরকাল শরীর রহিবে।
জানে নাক একদিন মরিতে হইবে॥
ধন রবে আমি রব জেনেছি নিশ্চয়।
মরণ স্মরণ হোলে এমন কি হয়॥
করি ধন আহরণ নানা দেশ ঢুঁড়ে।
নীচুভাগে পুতে রাখে মাটী খুঁড়ে খুঁড়ে॥
মাটী খোড়া নহে সেটা টাকা পোতা নয়।
পাপ ভোগ করিবার সোপান সঞ্চয়॥
ভ্রমে বলি মাটি খুঁড়ে ধন গাড়িতেছে।
অধোদেশে যাইবার পথ করিতেছে॥
আত্মসুখ রোধ করি যে করে সংসার।
বলদের মত শুধু বোয়ে মরে ভার॥
চিরদিন হয়ে রয় দুঃখের ভাজন।
কোথায় রহিবে ধন হইলে নিধন॥
ধনের না করি ভোগ ধনবান্ হয়।
আমার সম্পদ এই মুখে মাত্র কয়॥
বিনা ব্যয়ে যদি হয় সে ধন তাহার।
আমি কেন বলি নাকো সকলি আমার॥
নদী নদ সাগর পর্ব্বত আদি যত।
সমুদয় রয়েছে আমার হস্তগত॥
ভোগের সম্বন্ধ গন্ধ কিছু নাই তার।
কৃপণের ধন তাই পরধন প্রায়॥
ধননাশ হ'লে পরে সর্ব্বনাশ হয়।
শোকানলে পুড়ে শেষ দেহ করে লয়॥
সবিশেষ নিবেদন শুন প্রিয়জন।
হয়ো না কৃপণ কেহ হয়ো না কৃপণ॥
সতত করিবে সবে ধনের সঞ্চয়।
সে সঞ্চয় যেন নাহি অতিশয় হয়॥
অতিশয় সঞ্চয়েতে অতিশয় দোষ।
অন্ধ হয়ে মরে মাছি পুরে মধুকোষ॥
অধিক সঞ্চয় করি না করিয়া দান।
অকস্মাৎ রোগে প'ড়ে যদি যায় প্রাণ॥

মনে মনে ভেবে দেখ কি হবে তখন।
তুমি কার কে তোমার কার সেই ধন॥
একেবারে ব্যয় করি হয়ো না অধম।
পরিমিত ব্যয় কর সম্ভব যেমন॥
পরিমিত হ'লে হিত সব দিকে হয়।
কিছু নয় কিছু নয় ভাল কিছু নয়॥
জলাশয়ে জলাশয়ে যত জল আসে।
সরোবর জলদান করে অনায়াসে॥
যত দেয় তত বাড়ে নাহি পায় ক্ষয়।
অর্জিত ধনের দানে ধন রক্ষা হয়॥
অহঙ্কার হতজ্ঞান জ্ঞান বলি তারে।
কত লোক এ জ্ঞানের জ্ঞানী হোতে পারে॥
ক্ষমাশীল শূর যেই সেই শূর শূর।
ভূতলে এমন শূর দেখিনে প্রচুর॥
হাজারের মাঝে যদি একজন পাই।
সাধু সাধু সাধু তারে সাধু বলি ভাই॥
দানেতে নিযুক্ত ধন ধন বলি তারে।
এমন দুর্লভ ধন কোথা এ সংসারে॥
যেখানে এরূপ হয় কর্ম্মের ব্যাভার।
সাধু সাধু সেই স্থান ধর্ম্মের আগার॥
বিদ্যালয় ছায়া ছাত্র আর জলাশয়।
ঔষধ-আলয় আর অতিথি-আলয়॥
স্থান বিবেচনা করি সুপথ প্রদান।
নদ নদী বিশেষেতে সেতুর নির্ম্মাণ॥
এ প্রকার উপকার কব আর কত।
সাধারণ হিতকর কার্য্য আছে যত॥
এ সব নির্ব্বাহ হেতু উদার হইয়া।
যিনি দেন মূলধন স্থাপিত করিয়া॥
তাঁহাকে "নরেশ" বলি নরের প্রধান।
পৃথিবীতে তাঁর চেয়ে নাহি দয়াবান্॥
প্রিয়বাক্যে দান করা সেই দান দান।
শতগুণে বাড়ে তার দাতার সম্মান॥
বাঁকা মুখে অহঙ্কারে করি কিছু দান।
কুবচনে গ্রহীতার করে অপমান॥
ভস্মেতে আহুতি দান যেমন বিফল।
অবিকল সেইরূপ সে দানের ফল॥
অতএব তাই সব করি প্রণিধান।
যথাক্রমে দেহযাত্রা কর সমাধান॥

ভারতভূমির দুর্দ্দশা।

ভারতের দশা হেরি বিদরে হৃদয়।
জননী-দুর্ভাগ্যে যথা তাপিত তনয়॥
মনে হ'লে প্রাচীন সুখের সুসময়।
অসম্ভব যদি কভু প্রত্যয় না হয়॥
কিরূপেতে বিজাতীয় রাজা-রাহু আসি।
সুখরূপ শশধরে আহারিল গ্রাসি॥
যেরূপ সুধাভাণ্ড লয় হলো ক্রমে।
মানুষ মানসকল মোহ আর ভ্রমে॥
ললিত মালতী লতা ভারতের ভাষা।
কটুতা-কীটের যাহে নিতি মিলে বাসা॥
কবিতা-কুসুম-কলি ফুটেছিল কত।
সাহিত্য-স্বরূপ মধু পূর্ণ অবিরত॥
অলঙ্কার পত্রপুঞ্জ লালিত্য-পরাগ।
বর্ণরূপ বর্ণ তার সুবিচিত্র রাগ॥
শাস্ত্ররূপ ফল এক ধরেছিল তায়।
ভক্ষণেতে চতুর্ব্বর্গ ফল যাহে পায়॥
বেদবিধি রসতার অপরূপ ভাণ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা হত তার যেই করে পান॥
অগ্নিহোত্র আদি নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া।
কোথা ক্ষুধা কোথা তৃষ্ণা এ সব আশ্রিয়া॥
বিজ্ঞান-স্বরূপ বীজ ছিল সেই ফলে।
অসংখ্য লতিকা যাহে জনিতা বিরলে॥
এমন সুখের লতা আশ্রয় বিহনে।
দিন দিন ম্রিয়মাণা দুঃখের কাননে॥
হায় হায় সত্যাশ্রয়ী মানুষ কোথায়।
অসত্য হইল সত্য মিথ্যার প্রভায়॥
অবিদ্যার অবসন্ন মানবের মন।
অবিবেকী অবিনয়ী আদর-ভাজন॥
প্রসন্নতা প্রবহ প্রণয় সাধুজনে।
প্রবোধ-প্রভাব কভু নাহি হয় মনে॥
প্রদীপের দীপ্তিরূপ প্রপঞ্চ আমোদে।
মুগ্ধ মন-মধুকর প্রমদা-প্রমোদে॥
প্রত্যয় প্রবল অতি প্রসক্তি প্রসঙ্গ।
প্রশ্রয় পাইয়া সদা দগ্ধ করে অঙ্গ॥
রাগে অনুরাগ হত রসাল রসনা।
নয়নে নয়ন করে আগুনের কোণা॥
গরল মিশ্রিত তাহে মুখের বচন।
ক্ষমা শান্তি আদি হয় যাহাতে নিধন॥
কটাক্ষের শরে করে সকলে অস্থির।
প্রচণ্ড সমীরে যেন সরোবর-নীর॥

লজ্জিত হয়েছে পুনঃ লোভরূপ কাঁদ।
পরায় মনের গলে বাসনা-বাতাস॥
পরদারা পরধন হরণে ব্যাকুল।
বিহ্বল লালসা মদে সদা ভুলে ভুল॥
মোহ-মেঘ ক'রে আছে বিবেক আচ্ছন্ন।
চেতনা-চন্দ্রিকা যাহে গুপ্ত প্রতিপন্ন॥
দাসাসুত সহ সমাবেশ সর্ব্বক্ষণ।
চিত্তের কমলে মায়া হয় সকারণ॥
মদেতে প্রমত্ত মন বিপদ্ ঘটায়।
পরের সম্পদে সদা কাতর করায়॥
ঈর্ষা হিংসা দ্বেষ মদে পূর্ণ এই দেশ।
সকলে সমান নাই ইতর-বিশেষ॥
গরিমা-গরলে গেল গুণের গৌরব।
আপনি কৈবল্যধাম অপর রৌরব॥
এইরূপ ষড়রিপু নিবারিত নহে।
সোণার ভারতভূমি ভস্ম করি দহে॥
যত লোক অলসে অবশ কলেবর।
দরিদ্র পরের ছিদ্র সন্ধানে তৎপর॥
নাহি মাত্র ঐক্য সখ্যভাবের সঞ্চার।
হীন ধর্ম্ম কর্ম্ম মর্ম্ম গুপ্ত সবাকার॥
কুকর্ম্মেতে শূন্য হয় ধনের ভাণ্ডার।
সুকর্ম্মে মুদিত-হস্ত কমল-আকার॥
কোনমতে বৃদ্ধি যাহে হয় স্বীয় গর্ব্ব
করেন বিবিধ পর্ব্ব শ্রাদ্ধ আদি সর্ব্ব॥
কিরূপ পাতক-বৃদ্ধি উৎসবের দিনে।
লিখিতে লেখনী ধায় লজ্জার অধীনে
হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হেতু যে হয় উদ্যোগ।
বালির সেতুর প্রায় সেই কর্ম্মভোগ॥
ধর্ম্ম-রক্ষা হেতু এক বিদ্যালয় আছে।
কত দিন প্রদেশ অস্থির হইয়াছে॥
অবশেষে ধনাভাবে হলো ছায়াবাজি।
বিপক্ষে দিতেছে গালি বলি ছুঁচোপাজি॥
ধর্ম্ম-সভাপতি সবে ধর্ম্ম-অধিকারী।
কি কর্ম্ম করিছে যত উত্তরাধিকারী॥
পিতা পৌত্তলিক পুত্র একেশ্বরবাদী।
নাম মাত্র মতাক্রান্ত সর্ব্বধর্ম্মবাদী॥
হিন্দু নাম ইঁহাদের হয়েছে কেমন।
নামেতে বিহঙ্গ মাত্র মরাল যেমন॥
ইঁহারা করেন ঘৃণা খৃষ্টিয়ানগণে।
কোকিল দোষেন যেন কাকের বরণে॥
একপেতে পুণ্যভূমি হলো ছারখার।
বিভুর করুণা বিনা রক্ষা নাই আর॥

ভারতের দশা হেরি বিদরে হৃদয়।
জননী-দুর্ভাগ্যে যথা তাপিত তনয়॥

রজনীতে ভাগীরথী।

আহা মরি তরঙ্গিণী কিবা শোভা ধরেছে।
রজতরঞ্জিত সাটী অঙ্গ বেড়ি পরেছে॥
শূন্যপরে শশধরে রেমছটা করিছে।
সুশীতল নিরমল কর দান করিছে॥
তটিনী-তরঙ্গে তারা কত রঙ্গে খেলিছে।
পবন-হিল্লোলযোগে ঘন ঘন হেলিছে॥
যেন কোন বিয়োগিনী নিদ্রাভরে রয়েছে।
স্বপ্নযোগে পতিলাভে প্রমোদিনী হয়েছে॥
হাস্যবশে সুবদন ঝলমল করিছে।
থর থর কলেবর নিথর শিহরিছে॥
দেখিয়া স্বভাব প্রিয়া নয়ন প্রকাশিছে।
দেখিয়া এ ভাব কিন্তু হৃদে লাজ বাসিছে॥

সেতার।

কোথায় সেতার তার কোথায় সেতার।
কোথায় সেতার কথা কি কহিব আর॥
সেতার অনেক আছে সে তার ত নাই।
সেতার বাদক বিনা সে তার কি পাই॥
সেতার সে তার ছিল তারে তারে তার।
এখন সেতার লাগে কেবল বেতার॥
তারে দিব তারে হাত যদি পাই তারে।
নতুবা দুঃখের গীত কব তারে নারে॥
সঙ্গীত গলায় ছুটে না পেয়ে সোহাগ।
রাগ তার সঙ্গে যায় প্রকাশিয়া রাগ॥
মানের কে রাখে মান অভিমানে মরে।
তানা নানা সুরে তান তা মা না না করে॥
ভূমে পোড়ে কাঁদে ঢোল কে আর বাজায়।
কড়া হয়ে কড়া তার সকল বা যায়॥
দউড় দউড় যের যুক্ত নয় সাজে।
হায় যে সে সাজ আর এখন কি সাজে॥
তবে যে ঢোলের শব্দ স্থানে স্থানে বাজে।
ঢোল নয় গোল মাত্র সে কেবল বাজে॥
মন্দিরে মন্দিরে পড়ি হইতেছে মাটী।
তাল হয়ে তালছাড়া সার হোল আঁটি॥

বেহালা বেহাল হবে বেরাটোপে কথা।
তন্ তন্ স্বরে তার রাগ, ভাঁজে মাথা।
তানপুরা আছে মাত্র তান পূরা নাই।
খরচ কে সাধে আর খরচ না পাই।
যোয়ারি সোয়ার ছাড়া মরে অভিমানে।
এখন কে আছে কের কের দেয় কাণে॥
জোয়ারির যোগে আর নাহি করে মধু।
কাট বোয়ে কাট্, হয়ে কেটে যায় বধু॥

প্রভাতে পদ্ম।

সহস্রকরের করে, কিবা শোভা সরোবরে,
সে রূপের নাহি অনুরূপ।
নলিনী ফেলিয়া বাস, বিস্তার করিয়া বাস,
প্রকাশ করিছে নিজ রূপ॥
মাথার আঁচল খুলে, প্রিয়পানে মুখ তুলে,
হেসে হেসে কি খেলা খেলায়।
আহা কিবা মনোহর, দিবাকর দিয়া কর,
স্নেহে তার বদন মুছায়॥
নেচে নেচে ক্ষণে ক্ষণে, হেঁটমুখে পড়ে বনে,
মনে এই ভাবের আভাস।
কমলদলের তলে, রবি-ছবি জলে জলে,
বিদূরিত হতেছে বিলাস।
দলগুলি উঠো উঠো, মুখখানি ফোটো ফোটো,
ছোট ছোট কমলের কলি।
মধুকর দলে দলে, সেই কলি-দলে দলে,
বক্তি-রসে মাতে কুতূহলী।
মোহিত মধুর রসে, উড়ে গিয়ে ফুঁড়ে বসে,
এক ছেড়ে ধরে গিয়ে আর।
মধুলোভী মধুব্রত, পাইয়াছে সদাব্রত,
লুটিতেছে মধুর ভাণ্ডার॥

ফুল।

একাবলি ছাঁদে তোমারে বলি।
শুন হে কোমল-কুসুম-কলি।
কোলেতে পাইয়ে নায়ক অলি।
ভুলেছ সকল রসেতে ঢলি॥
জ্ঞান না থাকিতে লাবণ্য তব।
বিগত হইবে সৌরভ সব।
দল বাঁধিয়াছ খসিবে বল।
দলন করিবে চরণতল।
ও শোভা চপলা প্রকাশ পায়।
ক্ষণেকে উদয় ক্ষণেকে যায়।
যে রস কারণে গরব কর।
সে রস অচির বচন ধর।
প্রভাত-শিশিরে করিয়ে স্নান।
সমীরে করিছ সুগন্ধ দান॥
সেই সমীরণ হরিয়ে প্রাণ।
করিবে তোমায় ধূলি সমান॥
সাবধান হও আসিছে কাল।
লুটিবে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যজাল।

কোন মোকদ্দমা উপলক্ষে

ফলে কিছু মিছে নয় কি হয় কি হয়।
কি হয় কি হয় কোর্টে সকলেই কয়।
বাদী প্রতিবাদী আদি সাক্ষী সমুদয়।
ভাবতেই মনে মনে পাইয়াছে ভয়॥
চাহিয়া জজের মুখ সকলেই রয়।
কেহ বলে এই হবে কেহ বলে নয়।
এইরূপ গোলযোগ কলিকাতাময়।
কেহ বলে দুই পাঁচ কেহ বলে ছয়।
কেহ বলে তিন কাণা হয় তিন নয়।
কেহ বলে গ্রহভোগ নয় কেন নয়।
কেহ বলে দেখা যাবে পনুজুড়ি পয়।
কেহ বলে চায়দানা মন্দ অতিশয়।
কেহ বলে যুগ বাঁধা উপরেতে রয়।
তার কাছে কাঁচা পাকা সব হবে ক্ষয়।
কেহ বলে দান ফেলে ঘরে গেলে জয়।
কেহ বলে জয় জয় অজয় বিজয়।
কেহ বলে বৃথা বল বল হলো ক্ষয়।
ঘরে উঠে কেঁচে পাকা বড় শুভোদয়।
কেহ বলে কে বলিবে জয় পরাজয়।
যেখানেতে ধর্ম্ম আছে সেইখানেই জয়।

শাস্ত্র এবং শিক্ষা-বিভ্রাট।

ভাবভরা ভারতের যশোজলাশয়।
কালখাদি করে ক্রমে শুষ্ক সমুদয়।

জলহীন মীন সম যত দ্বিজগণ।
জীবন জীবন করি হারায় জীবন।
তৃষায় হইয়া কৃশা যায় মাতৃভাষা।
পুনর্ব্বার নাহি আর বাঁচিবার আশা॥
পণ্ডিতের মনে মনে বিষম বিলাপ।
একেবারে ঘুচিয়াছে শাস্ত্রের আলাপ॥
বিদ্যা সব লোপ হয় চর্চ্চা নাই তার।
মণিহারা ফণী প্রায় ধ্বনি মাত্র সার॥
অপমান অনাদর প্রতি ঘরে ঘরে।
কোনরূপে কেহ নাহি সমাদর করে॥
ধর্ম্ম যায় কর্ম্ম সহ দেশ পরিহরি।
মর্ম্মভেদ মন্ত্রে বেদ মিছে খেদ করি॥
স্মৃতির বিস্মৃতি হেতু স্মৃতি হয় শেষ।
শ্রুতি আর শ্রুতিপথে করে না প্রবেশ॥
কুতর্কের তর্ক উঠে তর্কের বিচারে।
ন্যায় হয়ে ন্যায় ছাড়া থাকিতে কি পারে?
তন্ত্রের স্বতন্ত্র তন্ত্র সে তন্ত্র কে জানে।
স্বতন্ত্রে কুতন্ত্র হলে তন্ত্র কেবা মানে॥
কাব্যের অধীন হয়ে কাব্য হয় গত।
অলঙ্কার হইয়াছে অলঙ্কার-হত॥
ভারতে না রহে আর ভারতের বাস।
পুরাণ পুরাণ বলি করে উপহাস॥
কেবা চলে শাস্ত্রপথে সবাই অচল।
নাহি মন গীতায় কি তার পাবে ফল॥
কেমনে দেখিবে পথ দৃষ্টি আছে কার।
একে সব ঘোর অন্ধ তাহে অন্ধকার॥
সিন্ধুভরা আছে সুধা দেখে না চাহিয়া।
জানায় সরল ভাব গরল খাইয়া॥
বেদাচার-মদে মত্ত দেশাচার হরে।
কূটভরা কালকূট সুধা জ্ঞান করে॥

ধন।

মনোমুগ্ধ ধরাবাসী যত জীবগণ।
সদা ভাবে কোথা যাবে কোথা পাবে ধন।
কিরূপে পাইবে টাকা তাই চিন্তা করে।
ভ্রমেও ভাবে না মনে বাঁচে কিংবা মরে॥
আপনার ভাল মন্দ কিছু নাহি বোঝে।
দিনরাত্রি এক ভাবে শুধু টাকা খোঁজে॥
ধনাগম-পিপাসায় প্রাণ যদি যায়।
[illegible]-নদীর নীর তবু নাহি খায়॥
ধনের মহিমা [illegible] সদা [illegible] করে।
কুকুর ঠাকুর হয় ধন পেলে পরে॥
বানরেতে বাবু হয় ধন হাতে পেলে।
মণি পেলে ফণী হন কুলীনের ছেলে॥
ধন যার আছে তার দোষে নাহি দোষ।
কোষ যত পূর্ণ হয় তত পরিতোষ॥
কুরূপ হইলে ধনী মদনের প্রায়।
স্বর্ণ তার স্বর্ণপ্রভা ব্যক্ত করে গায়॥
অপকর্ম্ম যত করে তত পায় যশ।
আশা-পাশে বদ্ধ হয়ে লোকে হয় বশ॥
ভবের ভীষণ ভাব ভাবি যায় নাহি বোঝা।
কেবা সাধু কেবা চোর কবা বাঁকা সোজা॥
কার শিরে পড়ে গিয়ে কার ভার বোঝা।
ফণী হয়ে দংশে কেবা কেবা হয় রোজা॥
কেবা করে অনুষ্ঠান কেবা করে যোগ।
কেবা করে আহরণ কেবা করে ভোগ॥
ভ্রমে ভুলে নাহি বুঝে বিয়োগ নীয়োগ।
ভোগ হেতু যোগ বটে ফলে সেটা রোগ॥
রোগে আছে প্রতীকার ঔষধ-প্রয়োগ।
এ রোগে ঔষধ মাত্র প্রাণের বিয়োগ॥
কে আর সাধন করে হয়ে রিপু-হারা।
পেলে ধন ছাড়ে বন তপোধন যারা॥
ধনী ধন করি মন মত্ত সদা রয়।
মরণ নিকট অতি স্মরণ না হয়॥
ধন ধন ধন তুই ওরে বাপধন।
ধনে আছে মনে বোধ হবে না নিধন॥
তৃষ্ণায় করুক বড় সমুদ্র শোষণ।
ধনতৃষ্ণা এক চোষে শোষে ত্রিভুবন॥
কোথা সেই জহ্নুমুনি কোথা তার পেট।
ধনতৃষী নিকটে করুক মাথা হেঁট॥
অর্থের ভিতরে অর্থ অনর্থের হেতু।
অসন্তোষ সাগরের সেই মাত্র সেতু॥
তার পার যেতে আর নাহি পারে কেউ।
হেতু এই সেতু ফুঁড়ে উঠিতেছে ঢেউ॥
তৃষার সুসার কর প্রাণপতি লোভ।
কিছুতেই তার আর মেটে নাকো ক্ষোভ॥
কুবেরের ধন যদি হস্তগত হয়।
তথাচ লোভের লোভ নিবারিত নয়॥
আরো বলে দেও দেও যত পার দিতে।
বিমুখ হব না আমি ত্রিভুবন নিতে॥
ওহে জীব ধনলোভে মোহিত হইলে।
এ ধন কোথায় রবে নিধন হইলে॥

নিধনের ধন যেই নিধনের ধন।
সে ধন সঞ্চয় কর ওরে বাছাধন ॥

সাধ।

সাধের কি সাধ কিছু স্থির ভাব নয়।
সুসাধে কখন মনে বিষাদ উদয়।
প্রথমে দেখিতে সাধ নাহি ছিল যারে।
এখন দেখিতে মন সদা চায় তারে।
সাধনা করিয়ে তারে না পূরিল সাধ।
চারিদিকে শত্রুগণে সাধে কত বাদ ॥
আমার সাধনা তার ধরিয়া চরণে।
তবু তো সাধের নাহি সাধ মেটে মনে।
কেমন সাধের ভাব বুঝিতে না পারি।
ধন্য সাধ তোর গুণে যাই বলি হারি ॥
মনের মাধুরি দেখে কত সাধ বাড়ে।
না হেরিলে নিরাশায় আশা বাসা ছাড়ে ॥
সাধের প্রভাবে যেই সুখের উদয়।
ক্রোধের কটাক্ষে তার জীবন সংশয় ॥
মিলনের আগে যারে করিয়া যতন।
নানা ছলে কৌশলে তুষেছে সদা মন।
হিম শীত সমীরণ তপনের কর।
বরষার জলধার সহ্য নিরন্তর ॥
পদে পদে বিপদে করিয়া নিবারণ।
ক্রমে ক্রমে কালক্রমে হইল মিলন ॥
নব অনুরাগে সুখে যায় কিছুকাল।
শেষেতে ধরিল ক্রোধ বিক্রমে বিশাল ॥
কোনমতে প্রেমপথে কণ্টক অর্পণ।
করিবারে প্রতিক্ষণ সদা প্রতীক্ষণ ॥
ক্রোধ অনুরোধে ফুরাইয়া গেল সাধ।
উপনীত হইল বিষম অপবাদ।
যার লাগি দুঃখভোগী ছিল আগে মন।
এখন বিমুখ তারে বৃথা অকারণ ॥
এমন সাধের সাধ নাহি দেখি আর।
পরিহার সাধের চরণে নমস্কার।

বুলবুল্ পক্ষীর যুদ্ধ।

মেরীপেতে হয়েছিল পক্ষীর সমর।
কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত তার লিখি অতঃপর।
ধনীর প্রধান পক্ষী ভূপতির ছিল।
হনুরির হাতে পোড়ে রণে ভঙ্গ দিল ॥
ঘাড়ের পালক তার করে ফুলাবনা।
অধোমুখে রহে রাজ-পক্ষ যত জনা।
যেই তাল গত সব শাঁসে যায় কাটা।
অনায়াসে তারে ছাড়ে কি বুকের পাটা।
বাবুর বেতাল পক্ষী অতিশয় রোষে।
সে তালে বানায়ে তাল ছুটি ক'রে চোষে।
তাল ঠুকে এসে তাল সাত্ তাল খায়।
তালকাণা হলো শেষ বেতালের ঘায়।
একে একে রাজাজীর ভাল পাখী সব।
বাবুর পাখীর কাছে হলো পরাভব।
অপর পক্ষীর কথা কি কহিব আর।
সবার করিল যেন অমর-কুমার ॥
হায় হায় কি লিখিব দে'খে হয় দয়া।
সপ্তমী না হতে হতে হইল বিজয়া ॥
বাবুর দুধের শিশু গোটা দুই নয়া।
করিয়াছে নৃপতির কুরুচের গয়া ॥
টাইম্ বাড়াতে ছিল বাসনা রাজার।
পূর্ব্বের নিয়ম রক্ষা করা হলো ভার ॥
নিজ পাখী সকলের দেখিয়া সঙ্কট।
দেড় ঘণ্টা আগে রাজা দিলেন চম্পট।
বসনে ঢাকেন মুখ চক্ষে বহে নীর।
জুতা ফেলে ভিড় ঠেলে হলেন বাহির।
সহায় তাঁহার পক্ষে এসেছিল যারা।
দুঃখ পেয়ে তারা সব বলবুদ্ধি-হারা ॥
ছোঁড়া বুড়া গোঁড়াগুলো ফেবাতাড়া খেয়ে।
শিরে করে করাঘাত মনস্তাপ পেয়ে।
কেহ বা নয়নজলে ভিজাইল মাটী।
কেহ কারে বুঝাইয়া লয়ে যায় বাটী।
বার বার তিনবার তাহে নাহি খেদ।
অবশ্য ভূপতি শেষ পড়িবেন বেদ।

গগন-গুরু।

ওহে জীবগণ জগতে ভ্রমণ
করিয়া কি লাভ কর।
মিছা ফেরে ফের নাহি পাও টের
কে আপন কেবা পর ॥
কারে আমি কও তুমি আমি নও
যে আমি সে দেহ নয়।

নাহি জেনে সার আমার আমার
অভিমানে জীব কয়।
এই কলেবর নহে স্থিরতর
ক্ষণে যায় ক্ষণে আসে।
পর বিভু যেই অবিনাশী সেই
নাহি নাশ দেহ-নাশে।
যেমন আকাশ সর্ব্বজনে বাস
ভিতরে বাহিরে করে।
সকলেরি সহ সম্বন্ধ বিরহ
কিন্তু আছে চরাচরে॥
ঘটে ঘটাকাশ গৃহে গৃহাকাশ
স্বভাবতঃ মহাকাশ।
আত্মা সেইরূপ হয়ে নানারূপ
ব্রহ্ম হ'লে রূপ নাশ॥
কখন গগনে আসি মেঘগণে
আচ্ছাদিত করে তায়।
তাহে রবিকর অতি মনোহর
নানারূপ দেখা যায়॥
ফলে সেই ভাসে না ভাসে আকাশে
রূপ ধরে জলধরে।
বিমল গগন যেমন তেমন
সমভাবে ভাব ধরে॥
যেরূপ আকাশ সহজ প্রকাশ
নাহি ছোঁয় কভু কারে।
ঈশ্বর তেমন দেহমাঝে রন
নাহি ছোঁন তিনি তারে।
এই কলেবর হয় বহুতর
শক্ত মোটা রাঙা কালো।
তাহে তিন কাল বিশাল রসাল
অতি মন্দ অতি ভালো।
দেখ এ কি কল ইহারা সকল
আত্মারে ছুঁতে না পারে।
নিজে নিজরূপ অরূপ স্বরূপ
বিরূপ কে করে তারে।
সার প্রকরণ শেখ প্রতিক্ষণ
গগন গুরুর কাছে।
ভেবে দেখ মনে এ তিন ভুবনে
হেন গুরু কেবা আছে।

মনপথিক

হাদে হে পথিক মন কোথা যাও একা।
ভ্রমের গহন বনে পাবে কার দেখা।
আত্মতত্ত্ব জ্ঞান-পথ যত্ন করি ধর।
সার তত্ত্ব পরিহরি কার তত্ত্ব কর।
অনিত্য সংসার সব অনিত্য এ দেহ।
নিত্য নয় নিত্য নয় নিত্য নয় কেহ।
সৃজন-সংহার-হীন নিরঞ্জন যেই।
তত্ত্ব অতীত নিত্য সত্যরূপ সেই।
কুসুমে যেরূপ হয় গন্ধের সঞ্চার।
আত্মারূপে দেহে তিনি সেরূপ প্রকার।
গো-রসে জন্মায় ঘৃত কর্ম্মযোগ নানা।
আত্মারূপ পরমব্রহ্ম তত্ত্বে যায় জানা।
যদ্যপি বাসনা কর আপনার হিত।
আত্মীয়তা কর তবে আত্মার সহিত।
ঘরের ভিতরে দীপ তম করে দূর।
অনায়াসে দৃষ্ট হয় সদানন্দপুর।
মুক্ত কর শম দম যুগল নয়ন।
আত্মধামে পাবে তবে আত্মদরশন।
ভাবের উদয় হয় প্রণয়ের মুখে।
সমূহ সন্তোষ সদা নৃত্য করে সুখে।
কেবল আনন্দ করে মন অধিকার।
আপনি আপন বোধ নাহি থাকে আর।
সেই মাত্র মনে জানে লজ্জা যায় হয়।
সুখময় ব্রহ্মজ্ঞান ফুটিবার নয়।
পক্ষিগণ দুই পক্ষ করিয়া বিস্তার।
গগনে বিশ্রাম করে যেরূপ প্রকার।
বালকের যেইরূপ নিদ্রার প্রভাব।
যথার্থ জ্ঞানীর হয় সেইরূপ ভাব।
তন্ত্রে বলে এই উক্তি যুক্তি-সিদ্ধ বটে।
সেই জানে সেই ভাব যার ঘটে ঘটে।
তোমার যেমন ভাব ভাব সেই ভাবে।
অবশ্য ভাবের বলে ব্রহ্মপদ পাবে।
যেমন তেমন হয় তর্কে নাই ফল।
জ্ঞানেরে করিয়া সঙ্গে নিত্য-পথে চল

সম্পূর্ণ।